DETECTIVE STORIES, NO 157. দারোগার দপ্তর, ১৫৭ সংখ্যা।

ভীষণ হত্যা।

অর্থাৎ

একটী স্ত্রীলোক-হত্যার ভীষণ রহস্য!

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৪ নং হজুরিমলন্ লেন, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [বৈশাখ।

PRINTED BY M. N. DEY AT THE
Bani Press,
6[illegible], Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1906.

ভীষণ হত্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ যেরূপ অবস্থায় জঙ্গলময় বাগানের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল ও ঐ মৃতদেহের সুরথহাল করিতে আমাদিগকে যেরূপ ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ "সুরথহালে বিপদ" * নামক প্রবন্ধে বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিয়াছেন।

ঐ মৃতদেহ যে কাহার, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমরা বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম; সহর ও সহরতলীর নানা স্থানে সহস্র সহস্র নরনারীগণকে ঐ মৃতদেহ দেখান হইয়াছিল; প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায়,—গলিতে গলিতে,—পাড়ায় পাড়ায় ঢোল সোহরতের দ্বারা এই সংবাদ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানাইয়া দেওয়ার বিশেষরূপ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময় কোনরূপেই আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ঐ মৃতদেহ যখন কোনরূপেই সনাক্ত হইল না, তখন বাধ্য হইয়া উহা ভস্মে পরিণত করাইতে হইল, কিন্তু আমরা উহার ফটোগ্রাফ লইতে ভুলিলাম না।

---

* সন ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসের ১৫০ সংখ্যা দারোগার দপ্তর দ্রষ্টব্য।

ঐ মৃতদেহ ভস্মে পরিণত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মকর্দ্দমার অনুসন্ধানও যে শেষ হইয়া গেল, তাহা নহে; আবশ্যকীয় অনুসন্ধান আমাদিগের সাধ্যমত চলিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে দুই তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, কিরূপে ও কাহা কর্ত্তৃক ঐ স্ত্রীলোকটী হত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ সন্ধান হওয়া দূরে থাকুক, ঐ স্ত্রীলোকটী যে কে, তাহা পর্য্যন্ত কোনরূপ সন্ধান আমরা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এইরূপে আরও দুই তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এই মকর্দ্দমার কিনারা হইবার আশা ক্রমে আমরা পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম। আরও দুই এক দিবস দেখিয়া এই মকর্দ্দমার অনুসন্ধান হইতে আমরা বিরত হইব, মনে মনে এইরূপ স্থির করিতেছি, এরূপ সময় জানিতে পারিলাম যে, একটী স্ত্রীলোক থানায় গিয়া সংবাদ প্রদান করিয়াছে যে, তাহার বাড়ীর ভাড়াটিয়া একটী স্ত্রীলোক আজ কয়েক দিবস হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ সন্ধান নাই।

এই কথা জানিতে পারিয়া, যে থানায় এই সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে সেই থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম ও জানিতে পারিলাম, প্রকৃতই ঐরূপ সংবাদ ঐ থানায় প্রদত্ত হইয়াছে। যে স্ত্রীলোকটী ঐ সংবাদ থানায় প্রদান করিয়াছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ঐ থানার একজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া যে স্ত্রীলোকটী ঐ সংবাদ থানায় প্রদান করিয়াছিল, তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ স্ত্রীলোকটীর নাম বেলা। বেলা একটী বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি করিয়া সে একখানি দ্বিতল পাকা বাড়ী করিয়াছে! ঐ বাড়ীতে কয়েকজন বেশ্যা ভাড়াটিয়া আছে। বেলাও ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া থাকে।

বেলার নিকট হইতে অবগত হইলাম, তাহার ঐ বাড়ীতে চন্দ্রমুখী নাম্নী অপর আর একটী বেশ্যা অনেক দিবস হইতে বাস করিত। বেশ্যাবৃত্তি করিয়া সেও কতকগুলি তৈজসপত্র ও অলঙ্কারের সংস্থান করিয়াছিল। সে অতিশয় চতুরা ছিল, সহজে সে কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, ও অপরের পরামর্শমত সে কখনই চলিত না, নিজে যাহা বুঝিত, ভাল হউক বা মন্দ হউক, সে তাহাই করিত। এরূপও দেখা গিয়াছে যে, তাহার ঘরে যাহাদিগের যাতায়াত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহার নিকট হইতে সময় সময় দুই একখানি অলঙ্কার হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। চন্দ্রমুখিকে তাহারা যেরূপ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিত, সে কিন্তু সেরূপ ভাবে বুঝিত না বা কাহার কথায় সে কখন বিশ্বাস করিত না। যত দিবস পর্য্যন্ত সে এই বাটীতে বাস করিয়া ছিল, তাহার মধ্যে তাহাকে বাগান বা অপর কোন স্থানে রাত্রি যাপন করিতে কেহ কখন দেখেন নাই, কিন্তু আজ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, উহার ঘর তালাবদ্ধ রহিয়াছে, ও সে যে কোথায় গমন করিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারা যাইতেছে না।

বেলার নিকট হইতে এই কয়েকটী কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে কহিলাম, চন্দ্রমুখী সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে, কিন্তু সে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে একটী কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি ফটোগ্রাফ দেখিয়া চিনিতে পারিবে কি উহা চন্দ্রমুখীর ফটোগ্রাফ কি না?

বেলা। ফটোগ্রাফ দেখিয়া বোধ হয় আমি বলিতে পারিব যে, উহা চন্দ্রমুখির ফটোগ্রাফ কি না।

যে মৃতদেহ সম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করিতেছিলাম ও ঐ মৃত-দেহ ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বে যাহার ফটোগ্রাফ আমরা উঠাইয়া লইয়াছিলাম, তাহার একখণ্ড আমার নিকট ছিল, উহা বাহির করিয়া আমি বেলার হস্তে প্রদান করিলাম ও কহিলাম, "দেখ দেখি, ইহা কাহার ফটোগ্রাফ?"

বেলা ঐ ফটোগ্রাফখানি হস্তে লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন করিল ও পরিশেষে কহিল, "যেরূপ অবস্থায় এই ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে দেখিতেছি, তাহাতে উহা যে, কাহার ফটোগ্রাফ, তাহা চিনিতে পারা নিতান্ত সহজ নহে, তথাপি আমার যেন বোধ হইতেছে যে, উহা চন্দ্রমুখিরই ফটোগ্রাফ, চন্দ্রমুখির ও অবস্থা কে করিল মহাশয়?

আমি। উহার এরূপ অবস্থা কিরূপে হইল, তাহার সমস্তই ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে। এখন আমি তোমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর, ও আমা-দিগকে যতদূর সম্ভব সাহায্য কর; তোমার সাহায্য ব্যতীত আমরা কোনরূপেই এই বিষয়ের অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।

বেলা। আমার নিকট হইতে কি কি বিষয় আপনি জানিতে চাহেন বলুন, আমার দ্বারা যতদূত হইতে পারে, আমি আপনা-দিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

আমি। চন্দ্রমুখী তোমার বাড়ীতে কত দিবস হইতে বাস করিতেছে?

বেলা। প্রায় ৮।১০ বৎসর হইবে, আমার বোধ হয়, সে তাহার পিতা মাতার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর হইতেই আমার বাড়ীতে বাস করিতেছিল।

আমি। তাহার ঘরে কাহার যাতায়াত ছিল?

বেলা। তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না, সে একজন লোকের অন্নে প্রতিপালিত হইত না, বা একজনের আশ্রয়ে বাস করিত না। প্রায়ই তাহার ঘরে অপরিচিত লোক দেখিতে পাইতাম।

আমি। সে যখন তাহার পিতা মাতার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তখন সে একাকী আসিয়াছিল, কি অপর কোন লোক তাহাকে আনিয়াছিল?

বেলা। সেই সময় অপর একটী লোক উহার সঙ্গে আগমন করে, বোধ করি, সেই তাহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছিল। প্রায় এক বৎসরকাল সে নিয়ত চন্দ্রমুখির ঘরে যাতায়াত করিত, সেই সময় অপর, আর কাহাকেও উহার ঘরে আসিতে দেখি নাই। এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া যাইবার পর, আর সেই ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। এক দিবস আমি চন্দ্রমুখিকে উহার কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে সে কহে যে, সে এত দিবস যাহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিল, সে মরিয়া গিয়াছে। ইহার পর ৮।৯ বৎসর কাল চন্দ্রমুখিকে একজনের অন্নে প্রতিপালিত হইতে দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে অপরিচিত লোককেই তাহার ঘরে আসিতে দেখিয়াছি।

আমি। সেই সকল অপরিচিত লোক যে কাহারা তাহা এখন আমরা কিরূপে জানিতে পারিব?

বেলা। ইহা আমি বলিতে পারিব না, তবে আমার বাড়ীতে সরলা নাম্নী একটী ভাড়াটিয়া আছে, তাহার সহিত চন্দ্রমুখির খুব প্রণয় ছিল, সে সর্ব্বদা উহার ঘরে যাতায়াত ও বসা উঠা করিত।

সময় সময় সে তাহার ঘরের যে সকল লোক আগমন করিত, তাহাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদেও যোগ দিত। সেই যদি কোন সংবাদ আপনাকে প্রদান করিতে পারে; তৎভিন্ন এই বাড়ীর অপর আর কাহার নিকট হইতে বিশেষ কোন কথা অবগত হইতে পারিবেন না।

আমি। সরলা এখন কোথায়?

বেলা। সে আমার বাড়ীতেই আছে, আবশ্যক হয়তো বলুন, এখনই আমি তাহাকে আপনার সম্মুখে ডাকিয়া আনিতেছি।

আমি। কেবল ডাকিয়া দিলে হইবে না, যাহাতে সে সমস্ত কথা বলিয়া আমাদিগের বিশেষরূপ সাহায্য করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত তোমাকে করিয়া দিতে হইবে। আরও একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাড়ীর ভিতর এই ঘরে যে, সে বাস করে, ও অপরিচিত লোককে সে তাহার ঘরে স্থান প্রদান করে, এ কথা অপরিচিত লোক সকল কিরূপে অবগত হইতে পারিত?

বেলা। এ অতি সামান, কথা, তাহার ঘর খুলিলেই আপনি দেখিতে পাইবেন যে উহার ঘরের সম্মুখে রাস্তার উপর একটী বারান্দা আছে; প্রায় সদা সর্ব্বদাই সে ঐ বারান্দায় বসিয়া থাকিত, ও ঐ স্থানে বসিয়া বসিয়াই রাস্তার লোক সংগ্রহ করিয়া আপন ঘরে আনিত।

আমি। তাহা হইলে কি তোমার অনুমান হয় যে, এইরূপে নবাগত কোন ব্যক্তি তাহাকে এই স্থান হইতে লইয়া গিয়া তাহার এইরূপ দশা করিয়াছে?

বেলা। আমার ত তাহাই বোধ হয়; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাহাকে কাহারও সহিত কোন স্থানে গমন করিতে দেখি নাই। বিশেষ অর্থলোভ দেখাইলেও সে কাহারও সহিত কোন স্থানে কখন গমন করে নাই।

আমি। তাহার কি অনেকগুলি গহনা ছিল?

বেলা। কতকগুলি গহনা ছিল ও সে প্রায়ই উহা পরিধান করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলার কথা শুনিয়া আমি তাহার ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম, ঘরের দরজায় তালাবদ্ধ আছে। ঘরের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া, আমি বেলাকে কহিলাম, ঘরের চাবি সে কোথায় রাখিত?

বেলা। বিশ্বাস করিয়া কখন তাহার ঘরের চাবি অপরকে দিতে দেখি নাই।

আমি। উহার ঘরটী খুলিয়া একবার দেখিবার প্রয়োজন, অপর কোন চাবি দ্বারা কি ঐ তালা খোলা যাইবে না?

"যাইলেও যাইতে পারে?" এই বলিয়া বেলা ঐ বাড়ীতে যাহার যে সকল চাবি ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল ও কহিল, দেখুন দেখি, ইহার কোনটীর দ্বারা যদি ঐ তালা খোলা যায়।

চাবিগুলি আমি হস্তে লইয়া একটী একটী করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম যে, উহার কোন চাবি দ্বারা তাহার ঘরের তালা খোলা যায় কি না। দেখিতে দেখিতে একটী চাবি ঐ তালায় লাগিয়া গেল, উহার দ্বারা তাহার ঘরের দরজা খুলিয়া আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

বেলা যাহা বলিয়াছিল, দেখিলাম, তাহা প্রকৃত, উহার ঘরের সংলগ্ন একটী ছোট বারান্দা আছে; ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে রাস্তা দিয়া যে সকল লোক যাতায়াত করে, তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় ও ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের সহিত কথাও কহা যাইতে পারে।

উহার ঘরের ভিতর যে সকল আলমারি বাক্স ছিল, তাহার কোনটী বা অপর চাবি দিয়া খুলিয়া, কোনটী বা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেখিলাম, উহার যে সকল গহনা ছিল, ও যে সকল গহনা সে সদা সর্ব্বদা পরিধান করিত, তাহার একখানিও অপহৃত হয় নাই। পূর্ব্বকথিত আলমারির একটী দেরাজের ভিতর তাহার সমস্ত রহিয়াছে। ঐ সকল অলঙ্কার দেখিয়া বেলা কহিল, তাহার যে সমস্ত গহনা ছিল, তাহার সমস্তই আছে, যে সকল গহনা সে তাহার অঙ্গ হইতে কখন খুলিত না, তাহাও দেখিতেছি, সে খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বিষয়!

ইতিপূর্ব্বে আমরা মনে মনে একরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছিলাম যে, চন্দ্রমুখির অলঙ্কারগুলিই তাহার কাল হইয়াছে। এখন কিন্তু বেলার কথা শুনিয়া আমাদের সে অনুমান দূরে পলায়ন করিল। এখন বুঝিতে পারিলাম, কোন চোর বা অলঙ্কার-লোলুপ কোন ব্যক্তি দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। এ হত্যার অভিসন্ধি

বেলার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সরলার সহিত চন্দ্রমুখীর প্রণয় ছিল, সেই তাহার নিকট সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। তাহার নিকট হইতে যদি কোন কথা অবগত হইতে পারি, এই ভাবিয়া সরলাকে ডাকাইলাম। সরলা আমার নিকট আগমন করিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সরলা, আমি তোমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিবে, কি তোমাদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকগণ যেমন প্রথম হইতেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে, সেইরূপ করিবে।"

সরলা। মিথ্যা কথা কহিবার তো আমি কোন কারণ দেখি না। চন্দ্রমুখী মরিয়া গিয়াছে, আপনার নিকট শুনিতে পাইতেছি যে, কেহ তাহাকে হত্যা করিয়াছে, এখন যাহাতে হত্যাকারী ধৃত হয়, সেই বিষয়ে আমাদিগের চেষ্টা করা আবশ্যক। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিব। আমি কোন কথা গোপন করিব না। আমাকে কি বলিতে হইবে বলুন?

আমি। তুমি অবগত আছ যে, চন্দ্রমুখী আজ কয়দিবস হইতে এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে?

সরলা। সে যে দিবস চলিয়া গিয়াছে তাহা আমি জানি, সেই দিবস হইতে আর তাহাকে দেখি নাই, সে এ বাড়ীতে আর ফিরিয়া আসে নাই।

আমি। সে কোন্ সময় চলিয়া গিয়াছে?

সরলা। দিবা ৩।৪ টার সময়।

আমি। দিবা না রাত্র?

সরলা। রাত্রিতে নহে, দিবাভাগে।

আমি। কাহার সহিত ও কিরূপ অবস্থায় সে বাহির হইয়া যায়?

সরলা। কয়েক দিবস হইতে দুইটী লোক তাহার নিকট আগমন করিত, সে তাহাদিগের সহিতই বাহির হইয়া যায়।

আমি। এ দুইটী লোক যে কে তাহা তুমি বলিতে পার?

সরলা। না, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। কত দিবস হইতে চন্দ্রমুখীর ঘরে উহাদিগের যাতায়াত ছিল?

সরলা। ঘরে যাতায়াত শব্দের আমরা যেরূপ অর্থ করিয়া থাকি, তাহারা কিন্তু সেরূপ ভাবে আসিত না। উহাদিগের সহিত চলিয়া যাইবার ৩।৪ দিবস পূর্ব্ব হইতে উহারা চন্দ্রমুখীর ঘরে আসিত। তাহাদিগকে দেখিয়া ও তাহাদিগের কথা শুনিয়া অনুমান হইত যে, তাহারা চন্দ্রমুখীর কোনরূপ আত্মীয় বা দেশস্থ ব্যক্তি হইবে। রাত্রিকালে উহারা প্রায়ই আসিত না, যখন আসিত, তখনই তাহারা দিবাভাগে আসিত ও দুই এক ঘণ্টার অধিক প্রায়ই তাহারা থাকিত না।

আমি। উহাদিগের সম্মুখে চন্দ্রমুখী কিরূপ ভাবে চলিত?

সরলা। উহাদিগকে দেখিয়া চন্দ্রমুখী বিশেষরূপ লজ্জা করিয়া চলিত।

আমি। যখন চন্দ্রমুখী তাহাদিগের সহিত বাহির হইয়া যায়, তাহা তুমি দেখিয়াছ কি?

সরলা। যাইবার সময় যদিও আমি তাহার ঘরে ছিলাম না, তথাপি আমি দেখিয়াছি।

আমি। সেই সময় চন্দ্রমুখীর অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার-আদি ছিল কি ?

সরলা। সে কোন অলঙ্কার পরিধান করিয়া যায় নাই। কেবলমাত্র একখানি বস্ত্র তাহার পরিধানে ছিল।

আমি। সদাসর্ব্বদা তাহার অঙ্গে যে সকল অলঙ্কার থাকিত, তাহা পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখিয়া উহাদিগের সহিত গমন করিবার কারণ কি বলিতে পার ?

সরলা। কারণ যে কি, তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহারা যে সময় উহার নিকট আগমন করিত, তাহার পূর্ব্ব হইতেই সে তাহার অঙ্গের গহনা সকল খুলিয়া রাখিত।

আমি। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি ?

সরলা। তাহা আমি বলিতে পারি না, আমি একথা এক দিবস তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম।

আমি। তাহাতে সে কি উত্তর প্রদান করে ?

সরলা। সে কহে, উহারা আমার গুরুজন, আর আমি বিধবা, সুতরাং উহাদিগের সম্মুখে গহনা পরিয়া বাহির হইতে যেন কেমন কেমন বোধ হয় বলিয়াই উহাদিগের সম্মুখে গহনা পরিয়া আমি বাহির হই না।

আমি। উহারা গুরুজন! কিরূপ গুরুজন, তাহা তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?

সরলা। এক দিবস তাহাও আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

আমি। তাহার উত্তর সে কি প্রদান করে ?

"সে সকল কথা আর তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই", এই বলিয়া সরলা আমার কথার উত্তর প্রদান করে।

আমি। উহারা যখন চন্দ্রমুখীর ঘরে আসিত, সেই সময় তুমিও সেই স্থানে থাকিতে ?

সরলা। না, আমাকে প্রায়ই সেই সময়ে সেই স্থানে থাকিতে দিত না। কোন না কোনরূপ ছল করিয়া আমি সময় সময় সেই স্থানে গমন করিলে, সেও কোন না কোনরূপ ছল অবলম্বন করিয়া আমাকে সেই স্থান হইতে বিদায় করিয়া দিত। উহা-দিগের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইত, তাহা আমি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম না।

আমি। তুমি সময় সময় উহাদিগের মধ্যে যে সকল কথা-বার্ত্তা হইতে শুনিয়াছ, তাহা যতদূর মনে করিতে পার, আমাকে বল দেখি ?

সরলা। বিশেষ কোন কথা আমার মনে হয় না, তবে এক দিবস উহাদিগের এক ব্যক্তি যেন কহিয়াছিল, "ইহাতে তোমার বিশেষরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা," কিন্তু কি লাভ, তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

আমি। আর কোন কথা মনে হয় ?

সরলা। আরও যেন একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'ছেলেটী বড় বুদ্ধিমান, ও বিশেষরূপ বিবেচক হইয়াছে, ও এখন এখানেই আছে, তাহার সহিত একবার কোনরূপে দেখা করিতে পারিলে তাহার কোনরূপ কষ্ট থাকিবে না, সে নিশ্চয়ই তোমার মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।'

আমি। ইহা ব্যতীত আর কোন কথা তোমার মনে হয় ?

সরলা। আর কোন কথা আমি শুনিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।

আমি। সরলা, তুমি আমাদিগের বিশেষরূপ উপকার করিলে, যে দুইটী কথা তুমি বলিলে, ইহাতেই বোধ হয় আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আর আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে তুমিও যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনরূপ উপকৃত হইবে না, তাহাও নহে। সে যাহা হউক, আর তুমি যদি কোন কথা মনে করিতে পার, তাহাও আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচিত হইও না।

সরলা। আর যদি কোন কথা আমার মনে হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ আপনাকে বলিব, সে বিষয়ে আপনি কোনরূপ চিন্তা করিবেন না।

আমি। এখন আমার আর একটী বিষয় জানিবার বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে যদি আমাকে কোনরূপে সাহায্য করিতে পার, তাহা হইলেই জানিব যে আমাদিগের সকল কার্য্য সফল হইয়াছে।

সরলা। সে কার্য্যটী কি?

আমি। চন্দ্রমুখী কোন্ দেশীয় লোক, তাহার পিতা মাতার বা স্বামীর নাম কি, ও কোন্ স্থানে তাহাদিগের বাসস্থান, এই কয়েকটী বিষয় অবগত হইতে পারিলেই বুঝিতে পারিব যে, আমাদিগের এত পরিশ্রমের ফল ফলিয়াছে।

সরলা। আমি ত তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু শুনিয়াছি, তাহার বাসস্থান মেদেনীপুর জেলার অন্তর্গত কোন একটী গ্রামে। কিন্তু কোন্ গ্রামে তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। উহার দেশস্থ লোকের মধ্যে কখন কাহাকেও এখানে আসিতে দেখিয়াছ?

সরলা। না।

আমি। তুমি এই বাড়ীতে কত দিবস আছ?

সরলা। বহু দিবস।

আমি। চন্দ্রমুখী যখন প্রথম এই বাড়ীতে আগমন করে, তখন তুমি কোথায় বাস করিতে?

সরলা। সেই সময়েও আমি এই বাড়ীতে থাকিতাম।

আমি। যে ব্যক্তি চন্দ্রমুখীকে বাহির করিয়া আনিয়াছিল, তাহা হইলে তাহাকেও তুমি দেখিয়াছ?

সরলা। সে প্রায় বৎসরাবধি এই বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছিল, তাহার পর সে মরিয়া যায়।

আমি। তাহার নাম তোমার মনে হয় কি?

সরলা। আমার বোধ হইতেছে, তাহার নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র দত্ত।

আমি। কলিকাতায় সে কোথায় থাকিত তাহা বলিতে পার?

সরলা। তাহা আমি জানি না।

আমি। সে কি কাজ করিত শুনিয়াছিলে?

সরলা। কোন আফিসে কাজ করিত, কিন্তু কোন্ আফিস বা কি কার্য্য করিত তাহা আমি শুনি নাই।

আমি। যে সময় কৈলাসচন্দ্র দত্ত চন্দ্রমুখীর ঘরে আসিত, সেই সময় অপর কোন ব্যক্তি তাহার সহিত আসিত কি?

সরলা। অনেক দিবসের কথা, তাহা এখন ঠিক মনে হয় না। অবিনাশ বাবু নামক এক ব্যক্তি বহুদিবস পূর্ব্বে কখন কখন উহার ঘরে আসিত। তিনি বড় ডাকঘরে চাকরি করেন, কিন্তু

কোথায় যে থাকেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। কৈলাসচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তিনি আসিতেন, কি অপর কাহার সঙ্গে বা একাকী আগমন করিতেন, তাহা এখন আমার ঠিক মনে হয় না; তবে তিনি যে বহু পূর্ব্বে উঁহার সঙ্গে আসিতেন তাহা কিন্তু আমার বেশ মনে হয়। অবিনাশ বাবু এখনও বর্ত্তমান আছেন, বোধ হয় ১৫ দিবস হইবে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।

আমি। ১৫ দিবস পূর্ব্বে তুমি অবিনাশ বাবুকে কোথায় দেখিয়াছ?

সরলা। আমি গঙ্গা স্নান করিবার নিমিত্ত ট্রামগাড়ীতে গমন করিতেছিলাম। অবিনাশ বাবুও সেই ট্রামে ছিলেন, তিনি ট্রাম হইতে নামিয়া বড় ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

আমি। যখন তিনি ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার কিরূপ পোষাক ছিল ও বেলা কত?

সরলা। বেলা তখন অনুমান ১০॥০ টা, তাঁহার পরিধান পেণ্টুলন ও চাপকান ছিল।

আমি। তুমি বলিতে পার, অবিনাশচন্দ্রের পদবী কি, বা তিনি কোন্ জাতি?

সরলা। তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে উত্তম-রূপে চিনি, দেখিলেই চিনিতে পারিব।

আমি। যে দুই ব্যক্তির সহিত চন্দ্রমুখী সকালে এই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিলে ত চিনিতে পারিবে?

সরলা। খুব পারিব।

সরলার নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সেই দিবসের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম, কিন্তু যাইবার সময় বলিয়া গেলাম, কল্য প্রাতঃ ৮।৯ টার সময় আমি পুনরায় তোমার নিকট আগমন করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিবস বেলা ৯টার সময় আমি পুনরায় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বাড়ীওয়ালী বেলার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও তাহাকে কহিলাম, তুমি সরলাকে বলিয়া দাও, সে যেন এক কি দেড় ঘণ্টার জন্য আমার সহিত গমন করে।

বেলা। কোথায় যাইবে?

আমি। আমি যেখানে যাইব, সে আমার সহিত গাড়ীতে যাইবে, পোষ্ট আফিসের সম্মুখে গাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিবে। অবিনাশ বাবু যে সময় ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবেন, সেই সময় সে যেন আমাকে গাড়ীর ভিতর হইতেই দেখাইয়া দেয় যে, অবিনাশ বাবু কে?

বেলা। অবিনাশ বাবুকে কি আবশ্যক?

আমি। বহু পূর্ব্বে অবিনাশ বাবু চন্দ্রমুখীর ঘরে আগমন করিতেন, সুতরাং তিনি কৈলাসচন্দ্রকে জানিলেও জানিতে

পারেন। অবিনাশকে চিনিতে পারিলে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, ও তাহার নিকট হইতে আমার যাহা কিছু জানিবার আবশ্যক হয় আমি জানিয়া লইব।

আমার কথা শুনিয়া বেলা সরলাকে ডাকিল ও তাহাকে আমার সহিত গমন করিয়া অবিনাশ বাবুকে দেখাইয়া দিতে কহিল। প্রথমতঃ সে সেই সময় আমার সহিত যাইতে অসম্মত হইল, কিন্তু আমি ও বেলা তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলায় সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল ও আমার গাড়ীতে আসিয়া আরোহণ করিল।

আমি গাড়ী লইয়া লালদীঘির ধারে—যেস্থানে পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারীগণ ট্রামওয়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করে, সেইস্থানে উপস্থিত হইলাম। গাড়োয়ানকে সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে কহিয়া, আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম ও গাড়ী ধরিয়া গাড়ীর নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। সরলা গাড়ীর ভিতরেই বসিয়া রহিল। সে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, খড়খড়ির ফাঁক দিয়া, রাস্তা ও ট্রামওয়ের দিকে দেখিতে লাগিল। এইরূপে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ১০॥ টা বাজিয়া গেল; কিন্তু ইহার মধ্যে অবিনাশ বাবুকে দেখিতে পাওয়া গেল না। প্রায় ১১ টার সময় সরলা গাড়ীর দরজা একটু ফাঁক করিয়া আমাকে কহিল, "ঐ দেখুন, অবিনাশবাবু ট্রামগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পোষ্ট আফিস অভিমুখে গমন করিতেছে। এই বলিয়া পেণ্টুলেন চাপ-কান-পরিহিত প্রায় ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, উহারই কথা আমি বলিয়াছিলাম, উহার নামই অবিনাশবাবু।

সরলার কথা শুনিয়া আমি অবিনাশ বাবুর নিকট দ্রুত গমন করিয়া কহিলাম, "অবিনাশ বাবু!"

আমার কথা শুনিয়া অবিনাশ বাবু কহিলেন, "আমাকে ডাকিতেছন কি?"

"হাঁ মহাশয়, আমি আপনাকেই ডাকিতেছি, আমার সহিত আপনার আলাপ নাই, কিন্তু আপনার সহিত আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। কোন্ সময়ে এবং কোথায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, তাহা আমাকে বলিয়া দিন, সেই সময়ে সেইস্থানে গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

অবিনাশ। আপনার কি প্রয়োজন, বলিতে পারেন।

আমি। আপনাকে বলিবার অনেকগুলি কথা আছে; তাহাতে একটু সময়ের প্রয়োজন হইবে, ও আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিতে চাহি, তাহা নির্জ্জনে হইলেই ভাল হয়। এখন আপনার আফিসের সময়, সুতরাং এ সময় আমি আপনাকে বিরক্ত করিতে চাহি না।

অবি। তাহা হইলে সন্ধ্যার পর আমার বাসায় গমন করিলে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা হইতে পারিবে।

আমি। আপনার বাসা যে কোথায়, তাহা আমি জানি না, জানিলে এখানে না আসিয়া আপনার বাসায় গিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম।

আমার কথা শুনিয়া অবিনাশ বাবু তাঁহার বাসার ঠিকানা আমাকে বলিয়া দিলেন। আমি তাঁহার ঠিকানা আমার পকেট বহিতে লিখিয়া লইয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। অবিনাশ বাবুও পোষ্ট আফিসের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

যে গাড়ীতে সরলা বসিয়াছিল, আমি সেই গাড়ীতে উঠিলাম ও সরলাকে তাহার বাসায় পৌছাইয়া দিয়া আপন স্থানে প্রস্থান করিলাম।

সেই দিবস সন্ধ্যার পর অবিনাশ বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। অবিনাশ বাবু আফিস হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এইরূপ সময়ে আমি সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়া অবিনাশ বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়ায় তিনি আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে তিনি আমাকে উপরে আসিতে কহিলেন, আমিও উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, এ বাড়ীতে অবিনাশ বাবু পরিবার লইয়া বাস করেন না, উহা একটী মেস্, অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ কয়েকজন ভিন্ন ভিন্ন আফিসের কর্ম্মচারী একত্রে মিলিত হইয়া এইস্থানে বাস করিয়া থাকেন। সকলে মিলিয়া একটী ব্রাহ্মণ ও একটী ঝি রাখিয়াছেন, তাহারাই বাসার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই মেস্ বা বাসায় যে কয়েকজন বাস করিয়া থাকেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের সম্বলের মধ্যে এক একখানি কেওড়া কাঠের তক্তপোষ, তাহার উপর একটী করিয়া বিছানা, ও এক একটী টিনের বাক্স ও কাপড় রাখিবার নিমিত্ত দেওয়ালের গায়ে এক একটী করিয়া আন্‌লা আছে। এইরূপ আস্‌বাব লইয়া ঘরের আয়তন অনুসারে কোন ঘরে একজন, কোন ঘরে দুইজন, কোন ঘরে তিনজন, ও কোন ঘরে বা চারিজন বাস করিয়া থাকেন।

আমি উপরে উঠিলে, অবিনাশ বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া যে ঘরে তিনি বাস করিয়া থাকেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন ও তাহার তক্তপোষের উপর আমাকে বসিতে কহিলেন। আমি

সেই স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি তক্তাপোষের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন, ও আমাকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কে? কোথায় থাকেন? ও আমার নিকট আপনার প্রয়োজনই বা কি?"

আমি। আমি একজন পুলিসকর্ম্মচারী, একটি মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইয়া আমি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সর্ব্বসাধারণের উপকারের নিমিত্ত এই মোকদ্দমার কিনারা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এখন যদি আপনি আমাদিগকে একটু সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই মোকদ্দমার অনায়াসেই কিনারা হইয়া যায়। এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

অবি। এমন কি মোকদ্দমা আছে যে. আমি সাহায্য করিলে ঐ মোকদ্দমার কিনারা হইতে পারে। আমি ত এরূপ কিছুই মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। আমি যাহার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা আপনি সহজে মনে করিয়া উঠিতে পারিবেন না। ইহা বহু দিবসের ঘটনা, অথচ এরূপ কোন ঘটনা নাই যে, সহজে তাহা আপনার মনে হইতে পারে। সে যাহা হউক, আমি আপনাকে গোপনে গুটীকতক কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি উহা আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার করা হয়। আমি আরও আপনাকে বলিতেছি, আপনি ঐ সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিবেন, তাহা আমি গোপন রাখিব, অপর আর কেহই তাহা অবগত হইতে পারিবে না, বা কোনরূপে আপনাকে সাক্ষ্যস্থানেও দণ্ডায়মান হইতে হইবে না।

অবিনাশ। বলুন, আমাকে কি বলিতে হইবে?

আমি। বহু দিবস অতীত হইল, চন্দ্রমুখী নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে কৈলাসচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি বাহির করিয়া আনিয়াছিল, সেই সময় আপনি মধ্যে মধ্যে তাহার ঘরে গমন করিতেন। এখন আমার এই মাত্র জানিবার প্রয়োজন যে, চন্দ্রমুখী কোন্ দেশীয় স্ত্রীলোক বা তাহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ বর্ত্তমান আছে কি না?

আমার কথা শুনিয়া অবিনাশ বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, চন্দ্রমুখী কে—আমি তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

অবিনাশ বাবুর কথা শুনিয়া, চন্দ্রমুখী দেখিতে কিরূপ স্ত্রীলোক ছিল ও কোন্ স্থানে—কাহার বাড়ীতে ও কিরূপ ঘরে বাস করিত, তাহা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলায়, তখন অবিনাশ বাবু কহিলেন, হাঁ, এখন আমার মনে হইতেছে। আমি তাহার ঘরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতাম এ কথা সত্য, কিন্তু সে অনেক দিবসের কথা।

আমি। আমিতো সে কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উহা অনেক দিবসের ঘটনা। এখন স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, কৈলাসচন্দ্র দত্তকে আপনার মনে পড়ে কি না?

অবিনাশ। কৈলাসচন্দ্র দত্ত যে কে, তাহা আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু ইহা আমার বেশ মনে হইতেছে যে, আমি সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি তাহাকে তাহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনে, কিন্তু আমি যখন উহার ঘরে যাই; তখন সে মরিয়া গিয়াছিল; আরও যেন মনে হইতেছে, যে

তাহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছিল, তাহার বাসস্থান ও ঐ স্ত্রীলোকটির বাসস্থান যেন একই গ্রামে।

আমি। কোন্ গ্রামে উহাদিগের বাসস্থান ছিল, তাহা চন্দ্রমুখী আপনাকে কোন দিন বলিয়াছিল কি?

অবিনাশ। তাহা মনে হয় না, যদি বলিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি। গ্রাম মনে নাই, কিন্তু উহাদিগকে কোন্ দেশীয় লোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস ছিল?

অবিনাশ। আমার বিশ্বাস কিছুই ছিল না, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী আমাকে বলিয়াছিল যে, উহার বাসস্থান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে, আমার যেন আরও মনে হয় যে, ঐ গ্রামটী দাঁতন নামক কোন প্রসিদ্ধ গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লী। বোধ হইতেছে, গ্রামের নামও যেন উল্লেখ করিয়াছিল, কিন্তু আমি মনে করিতে পারিতেছি না।

আমি। আপনি যতদূর মনে করিতে পারিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। ইহা হইতে আমরা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারিব এরূপ ভরসা করি।

অবিনাশ। কেন মহাশয়, ঐ স্ত্রীলোকটীর সম্বন্ধে এত অনুসন্ধান? এসকল কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো অনায়াসেই জানিতে পারেন?

আমি। স্ত্রীলোকটী জীবিত থাকিলে আর আপনার নিকট আমাকে আগমন করিতে হইত না। উহার সম্বন্ধে আমি কেন যে এত কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা আর এক দিবস আগমন করিয়া আপনাকে বলিব। ইতি মধ্যে উহাদিগের

সম্বন্ধে আরও যদি কোন কথা মনে করিতে পারেন, তাহা দেখিবেন।

এই বলিয়া আমি সেই দিবস তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন নামক স্থানটী যে কোথায় তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। উহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ও ঐ স্থানে ইতিপূর্ব্বে আমি অনেকবার গমন করিয়াছিলাম। অবিনাশ বাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বেঙ্গল নাগপুর রেলের কল্যাণে এখন ঐ স্থানে গমনাগমন করিতে আর কোনরূপ কষ্টই হয় না, ঐ স্থানে এখন একটি ষ্টেসনও হইয়াছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রেলওয়ে ছিল না; খাল বাহিয়া ষ্টিমার মেদিনীপুর গমন করিত ও সেই স্থান হইতে পদব্রজে অথবা শকটারোহণে দাঁতন গমন করিতে হইত। যে বহু পুরাতন রাস্তা পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছে, ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁতন গ্রাম, অর্থাৎ দাঁতন গ্রামকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ প্রশস্ত রাস্তা সোজা দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। ঐ দাঁতন গ্রামের একটু অবস্থা এই স্থানে বর্ণন করা বোধ হয় আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই

স্থানে সামলেশ্বর নামক মহাদেবের পুরাতন মন্দির এখনও বর্ত্তমান। ঐ মন্দিরের সম্মুখে কালপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি বৃহৎ বৃষমুর্ত্তি শুইয়া আছে, উহার সম্মুখের দুইখানি পদ কাটা। কথিত আছে, উহার এইরূপ অবস্থা সেই ভয়ানক কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হইয়াছিল। মন্দিরের গাত্রে বর্ত্তমান রুচিবিরুদ্ধ দুই একটি অশ্লীল মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল অশ্লীল মূর্ত্তি পবিত্র দেব মন্দিরের গায়ে যে কেন স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কারণ এখনও অবগত হইতে পারা যায় না। কথিত আছে যে, ভোজরাজ কর্ত্তৃক ঐ মন্দির প্রস্তুত ও তাঁহা কর্ত্তৃকই ঐ সামলেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। ঐ মন্দিরের চতুস্পার্শ্বে আম্রবৃক্ষ সকল ও ময়দান ধূ ধূ করিতেছে। পুরুষোত্তম যাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই যে ঐ স্থানে গমন করিয়া সামলেশ্বর মহাদেব দর্শন ও তাঁহার পূজাদি করিয়া গমন করিতেন, তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, একজন পূজারির হস্তে ঐ মন্দিরের ভার এখন ন্যস্ত আছে; তাঁহার ইচ্ছামত একবার তিনি ঐ স্থানে আগমন করিয়া সামলেশ্বরের পূজা করিয়া মন্দিরের তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যান, তাহার পর যদি কেহ ঐ মূর্ত্তি দর্শন বা পূজা করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আগমন করেন, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে ঐ মূর্ত্তি দর্শন প্রায়ই ঘটে না। পূজারি ব্রাহ্মণকে প্রায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই স্থানের নাম যে কেন দাঁতন হইল, সে বিষয়ে অনেক কিম্বদন্তী আছে। কেহ কহেন, চৈতন্যদেব পুরুষোত্তম গমনকালে ঐ স্থানে দাঁতন করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ স্থান দাঁতন নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কহেন,

ভগবান মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া যে সময় ঐ স্থান দিয়া পুরী গমন করিতেছিলেন, সেই সময় তিনিই ঐ স্থানে দাঁতন করিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করেন বলিয়া, ঐ স্থানকে দাতন কহে। কিন্তু প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে যদুনন্দন যে দাঁতনের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যাইবে যে, চৈতন্যদেবের বহুপূর্ব্ব হইতেই এই দাঁতন নাম বিদ্যমান আছে।

এই স্থানে দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার একটীর নাম বিদ্যাধর, ও অপরটীর নাম শশাঙ্ক। বিদ্যাধরের প্রায় ১২০০ ফিট লম্বা ১০০০ ফিট প্রস্থ জলকর। উহার জল অতি গভীর ও নির্ম্মল। উহার ঠিক মধ্যস্থলে জলের মধ্যে একটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রীষ্মকালে জল কমিয়া গেলে এখনও পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কথিত আছে, রাজা তেলিঙ্গা মুকুন্দদেবের মন্ত্রী বিদ্যাধর কর্ত্তৃক এই পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছিল।

শশাঙ্ক নামক পুষ্করিণী অতিশয় বৃহৎ, উহার জলকরের পরিমাণ দৈর্ঘে ৫০০০ ফিট, ও প্রস্থে ২৫০০ ফিট। রাজা শশাঙ্কদেব জগন্নাথগমনকালীন এই পুষ্করিণী খোদিত করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, উভয় পুষ্করিণী প্রস্তর নির্ম্মিত ৭॥ ফিট উচ্চ ও ৪॥ ফিট প্রস্থ একটী সুড়ঙ্গ দ্বারা সংযোজিত ও উভয় পুষ্করণীর জলের উচ্চতা একরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি দাঁতন গ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম, এই স্থানে আমাকে অষ্টাহকাল বাস করিতে হইল। বলা বাহুল্য, আমি দাঁতনথানাতেই অবস্থিতি করিয়া সেই স্থানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সাহায্যে গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

পাঠকগণের মধ্যে সকলেই অবগত আছেন যে, প্রত্যেক থানার অধীনে যতগুলি গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামের প্রত্যেক চৌকিদারকে সপ্তাহে এক দিবস থানায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়; ও তাহাদিগের এলাকাভুক্ত স্থানে যে সকল নূতন সংবাদাদি ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ প্রদান করিতে হয়।

ঐ চৌকিদারগণের মধ্যস্থিত একজন পুরাতন চৌকিদারের নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম যে, দাঁতনের প্রায় ৬।৭ ক্রোশ দূরে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে কৈলাসচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি বাস করিত, ও কলিকাতার কোন স্থানে চাকরি করিত। ঐ গ্রামের বিমলাচরণ দত্ত নামক তাহার একজন কুটুম্বের কন্যাকে সে বাহির করিয়া লইয়া যায়। ঐ স্ত্রীলোকটীর যে কি নাম ছিল, তাহা সে বলিতে পারে না, কিন্তু সেই সময় হইতে সেই কন্যাটী বা কৈলাসচন্দ্র দত্ত আর দেশে প্রত্যাগমন করে নাই। কিন্তু লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, অনেক দিবস হইল, কৈলাসচন্দ্র দত্ত মরিয়া গিয়াছে, ও সেই স্ত্রীলোকটী কলিকাতার কোন স্থানে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে। চৌকিদারের নিকট হইতে এই সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলাম, যে বিষয় অবলম্বন করিয়া আমি তথায় আগমন করিয়াছি, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার পন্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যাইবে সন্দেহ নাই। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি সেই চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ স্ত্রীলোকটীর পিতা বিমলাচরণ দত্ত, এখন কোথায়?

চৌকিদার। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কোন স্থানে গমনাগমন করেন না, বাড়ীতেই থাকেন। গতকল্য আমি তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতেই দেখিয়াছি।

আমি। এ স্ত্রীলোকটীর কোথায় বিবাহ হইয়াছিল তাহা বলিতে পার ?

চৌকি। তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু সে বিধবা হইয়া তাহার পিতার আলয়ে বাস করিতেছিল। সেই স্থান হইতেই সে বাহির হইয়া যায়।

আমি। বিমলাচরণ দত্ত কি প্রকার লোক, তাহাকে ডাকিলে সে এখানে আসিবে কি ?

চৌকি। তিনি খুব ভদ্রলোক, সামান্য বিষয় আদিও আছে, দারোগা বাবু তাহাকে ডাকিয়াছেন বলিলে তিনি নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন।

আমার সহিত যখন চৌকিদারের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময় সেই থানার দারোগা বাবুও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। চৌকিদারের কথা শুনিয়া তিনি একখানি আদেশনামা লিখিয়া ঐ চৌকিদারের হস্তে প্রদান করিলেন ও আগামী কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিমলাচরণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া থানায় প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন, যদি কোন কারণে বিমলা-চরণ দত্ত কল্য আসিতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ চৌকিদার আসিয়া সেই সংবাদ যেন প্রদান করিয়া যায়। তাহা হইলে উপস্থিতমত যে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বিবেচিত হইবে, তাহা তখনই করা যাইতে পারিবে।

দারোগা বাবুর আদেশ অবগত হইয়া ও আদেশনামা সঙ্গে লইয়া চৌকিদার সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। চৌকিদার প্রস্থান করিবার পর এ বিষয় অনেক চিন্তা করিলাম, ও ভাবিলাম, যদি বিমলাচরণ দত্ত চৌকিদারের সমভিব্যহারে কল্য আগমন

না করে, তাহা হইলে আমাদিগকেই সেই স্থানে গমন করিতে হইবে, ও সেই স্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিলে যদিচ সকল বিষয় অবগত হইতে পারিব সত্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি তাহার পিতার কোনরূপ স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে সে পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা সতর্ক হইয়া যাইবে। আর যদি শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্কীয় কোন লোকের দ্বারা ঐ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পিতার দ্বারা অনেকটা সাহায্য পাইলেও পাইতে পারিব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সে দিবস অতিবাহিত করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস অপরাহ্ণ ৪টার সময় ঐ চৌকিদারের সহিত বিমলা-চরণ দত্ত আসিয়া থানায় উপস্থিত হইল। তাঁহাকে লইয়া আমি ও দারোগা বাবু নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলাম।

আমি। মহাশয়, আমরা আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানে ডাকাইয়া আনিয়াছি, যে সকল কথা আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, তাহা আপনার পক্ষে বিশেষ লজ্জাস্কর কথা হইলেও আপনি কোন কথা গোপন না করিয়া উহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন, ইহাই আমাদিগের অভিলাষ; গোপনীয় কথা গোপনে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া আমরা আপনার বাড়ীতে না গিয়া আপনাকে এই স্থানে ডাকাইয়া আনিয়াছি।

বিমলা। কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন করুন, আমি কোন কথা গোপন করিব না. যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার যথাযথ সত্য উত্তর প্রদান করিব।

আমি। আপনাদিগের গ্রামে কৈলাসচন্দ্র দত্ত নামে এক ব্যক্তি বাস করিত?

বিমলা। হাঁ, করিত, কিন্তু সে মরিয়া গিয়াছে, তাহার পিতা ও ভ্রাতারা এখনও আমাদিগের গ্রামে বাস করিতেছে।

আমি। উহারা আপনাদিগের জাতীয়।

বিমলা। হাঁ, আমাদিগের স্বজাতীয়।

আমি। ঐ কৈলাসচন্দ্র দত্ত আপনার একটী বিশেষ সর্ব্বনাশ করে না?

বিমলা। হাঁ, তাহার উপর আমাদিগের সন্দেহ হইয়াছিল।

আমি। সন্দেহ হইয়াছিল যে, সেই আপনার কন্যাকে বাহির করিয়া লইয়া যায়?

বিমলা। হাঁ।

আমি। আপনার সেই কন্যার নাম কি?

বিমলা। তাহাকে আমরা গিরিবালা বলিয়াই ডাকিতাম।

আমি। কৈলাসচন্দ্র দত্ত তো মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু গিরিবালা এখন কোথায় আছে তাহা বলিতে পারেন?

বিমলা। শুনিয়াছি, সে কলিকাতায় আছে, কিন্তু কোন্ স্থানে যে আছে, তাহা আমি অবগত নহি।

আমি। গিরিবালা যখন আপনার বাড়ী হইতে চলিয়া যায়, সেই সময় সে সধবা কি বিধবা ছিল?

বিমলা। তাহার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সে বিধবা হয়।

আমি। তাহার কোন সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল?

বিমলা। হাঁ, একটী পুত্রসন্তান হয়।

আমি। সে পুত্রটী এখন কোথায়?

বিমলা। সে তাহার পিতার বাটীতেই আছে, উহার ঠাকুর-দাদা কখন তাহাকে এখানে পাঠায় না।

আমি। তাহার বয়ঃক্রম এখন কত হইবে?

বিমলা। বোধ হয়, ১৬।১৭ বৎসর হইবে। মহাশয়! আপনি গিরিবালা সম্বন্ধে এতদূর অনুসন্ধান করিতেছেন কেন? আপনি কি বলিতে পারেন, গিরিবালা এখন কোথায় আছে?

আমি। পারি।

বিমলা। যদি এখন তাহার ঠিকানা আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার করা হয়। আমি তাহার অনেক অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু কোনরূপেই তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। বহুবৎসর হইল, সে আপনার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে; এত দিবস তাহার কোনরূপ সন্ধান করেন নাই; কিন্তু এখন তাহার সন্ধান করিবার প্রয়োজন কি? আমি জানি, সে এখন কোথায় আছে; যদি আপনি আমাকে সমস্ত কথা কহেন, তাহা হইলে আমি গিরিবালার সন্ধান আপনাকে বলিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

পাঠকগণকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, যে চন্দ্রমুখী ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই নাম গিরিবালা। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া কলিকাতায় আসিবার পর আপনার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন নাম চন্দ্রমুখী ধারণ করিয়াছিল। উহার

নাম গিরিবালা, ও কলিকাতার নাম চন্দ্রমুখী। কলিকাতার মধ্যে এখন যে সকল বেশ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে যাহারা নিজে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

আমার কথা শুনিয়া বিমলাচরণ দত্ত কহিলেন, মহাশয়, আমি যে কেন গিরিবালাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি, তাহা আপনার নিকট সমস্তই প্রকাশ করিতেছি, তাহা হইলে আপনি সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন।

প্রায় ছয় মাস হইল, আমার স্ত্রী ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে; তাহার মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে সে একটী মূল্যবান জমীদারী প্রাপ্ত হয়। তাহার পিতার বংশের কোন ব্যক্তির ঐ জমীদারী ছিল। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় আমার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার আর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, সুতরাং স্ত্রীই সেই অগাধ বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হয়। যিনি ঐ বিষয়ের স্বত্তাধিকারী ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি ঐ বিষয়ের জন্য উইল বা অপর কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং আমার স্ত্রী বিষয়ের স্বত্তাধিকারিণী হইয়া আদালত হইতে সার্টিফিকেট প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া উহা দখল করিয়া লয়; কিন্তু ঐ জমিদারীর প্রজাগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া খাজনাপত্র আদায় হইবার পূর্ব্বেই কোথা হইতে কাল আসিয়া আমার স্ত্রীকে গ্রাস করে।

আমার স্ত্রী ঐ বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করে, সুতরাং আইনানুসারে ঐ বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী তাহার কন্যা। কিন্তু গিরিবালা ব্যতীত আমার আর কন্যা নাই, সুতরাং গিরিবালাই এখন সেই অগাধ বিষয়ের অধিকারিণী। এই

নিমিত্তই আমি গিরিবালার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। সে ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখন তাহার সন্ধান পাইলে সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াও আমি তাহাকে ঘরে লইয়া আসিব।

বিমলাচরণ দত্তের কথা শুনিয়া আমি এখন বেশ বুঝিতে পরিলাম যে, কি নিমিত্ত বিমলাচরণ দত্ত তাহার কন্যার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিতে এত ব্যস্ত হইয়াছেন। আরও বুঝিতে পারিলাম, চন্দ্রমুখী ওরফে গিরিবালাকে হত্যা করিবার কারণ কি, ও গিরিবালার অবর্ত্তমানে তাহার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী কে হইবে?

গিরিবালা যখন কুলের বাহির হইয়া যায়, সেই সময় তাহার একটী পুত্র ছিল, ঐ পুত্রটি তাহার পিতামহের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া এখন ১৬।১৭ বৎসরের হইয়াছে। কিন্তু একদিনের নিমিত্তও সে তাহার মাতামহের নিকট আগমন করে নাই। গিরিবালার অবর্ত্তমানে ঐ বিষয়ের উত্তরাধিকারী তাহার সেই একমাত্র পুত্রই হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিমলাচরণ দত্তের বাড়ী হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ ব্যবধানে চন্দ্রমুখী ওরফে গিরিবালার শ্বশুর-বাড়ী। গিরিবালার পুত্রের নাম শশীভূষণ, শ্বশুরের নাম কমলাকান্ত। বিমলাচরণ দত্তের নিকট

হইতে সমস্ত কথা অবগত হইয়া, আমি কমলাকান্তের গ্রামাভি-মুখে গমন করিলাম। ঐ স্থানে গমন করিতে হইলে শকট ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না; সুতরাং শকটযানে আরোহণ করিয়া ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে উপনীত হইলাম। মনে মনে ইচ্ছা, একেবারে কমলাকান্তের বাড়ীতে উপস্থিত না হইয়া যতদূর সম্ভব বাহিরে বাহিরে অনুসন্ধান করিব, ও পরিশেষে সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া ঐ অনুসন্ধান শেষ করিব।

সকল দেশেই ও সকল গ্রামেই ভাল মন্দ উভয় প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দ লোকের মধ্যে আবার এরূপ অনেক লোক পাওয়া যায় যে, কাহারও সহিত তাহাদিগের কোন-রূপ মনোবিবাদ না থাকিলেও কোনগতিকে সুযোগ পাইলে, তাহারা অপরের অনিষ্ট করিতে কোনরূপে পরাঙ্মুখ হয় না; ইহাতে তাহাদিগের কোনরূপ স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক, পরের অপকার করাই যেন তাহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। এরূপ লোক-চরিত্রের কথা যে আমি কল্পনা করিয়া বলিতেছি তাহা নহে। সহর বলুন বা পল্লীগ্রাম বলুন, যে স্থানে অনুসন্ধান করিবেন, সেইস্থানেই এরূপ প্রকৃতির লোক প্রাপ্ত হইবেন। যে সকল কার্য্য বা কথার দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল বিষয় প্রকৃত হইলেও ভাল লোকের মুখ হইতে উহা প্রায়ই বাহির হয় না, আবশ্যক হইলে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মিথ্যা কহিয়াও দোষী ব্যক্তিদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং কল লোকদিগের সাহায্যে পুলিস-কর্ম্মচারীগণের কোন অনুসন্ধান করিবার বা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন

বিষয় অবগত হইবার প্রায় সুবিধাই হয় না; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য পুলিসকর্ম্মচারীগণের ঐ সকল মন্দ লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই নিমিত্তই সময় সময় পুলিস-কর্ম্মচারীরা পদস্খলিত হইয়া পড়ে ও এই নিমিত্তই তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোনরূপ যশলাভ করিতে পারেন না।

আমি যে গ্রামে গিয়া উপনীত হইলাম, সেই গ্রামের পঞ্চায়েৎ ও চৌকিদারগণের সাহায্যে আমাকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তাহাদিগের ও তাহাদিগের আনীত অপর ব্যক্তিগণের দ্বারা অবগত হইলাম যে, কমলাকান্ত একজন অতিশয় ভয়ানক লোক। তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার যৌবন-কালে তিনি না করিয়াছেন এরূপ কোন দুষ্কার্য্যই নাই। তিনি ডাকাইতদের একজন সর্দ্দার ছিলেন। কোন কোন ডাকাইতিতে তিনি নিজেও গমন করিতেন, একবার ধরাও পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অর্থের জোরে ও ইংরাজ-আইনের গুণে তিনি সে যাত্রা নিষ্কৃতি পান। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছে, নিজে সদাসর্ব্বদা সকল স্থানে যাতায়াত করিতে সমর্থ না হইলেও, তাঁহার পূর্ব্ব-দলস্থিত ব্যক্তিগণ এখনও তাঁহার নিকট প্রায়ই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি দেশের মধ্যে একজন মামলাবাজ। মামলা-মোকদ্দমায় কি করিলে কি হয়, তাহা তিনি উত্তমরূপ জানেন, ও অনেক নামজাদা উকীলগণ অপেক্ষাও তিনি কূট পরামর্শ প্রদানে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ নানাপ্রকার অসৎ উপায়ে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া তিনি কিছু অর্থের সংস্থান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে ঐ অর্থ ভোগ করিবার পূর্ব্বেই একমাত্র পুত্র অকালে কাল-কবলে পতিত হয়, ও

গিরিবালা কুল পরিত্যাগ করিয়া তাহার পিত্রালয় হইতে চলিয়া যায়। এখন তাঁহার ভরসার মধ্যে কেবল ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পৌত্র শশীভূষণ।

অনুসন্ধানে আরও জানিতে পারিলাম, কমলাকান্তের বিশ্বাসী চাকর প্রভৃতি কে কে আছে, ও অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষরূপ অনুগতই বা কে কে? আরও জানিতে পারিলাম, যে সময় চন্দ্রমুখীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই সময় কোন্ কোন্ ব্যক্তি গ্রাম হইতে অনুপস্থিত ছিল।

এই সকল বিষয় অবগত হইবার পর, আমরা অনুসন্ধানের বিস্তৃত পথ প্রাপ্ত হইলাম।

সেই সময় আমাদিগের প্রধান কার্য্য হইল, যে যে ব্যক্তি সেই সময় গ্রামে, অনুপস্থিত ছিলেন, সর্ব্ব প্রথমে তাহাদিগের সন্ধান করা। স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার বিশেষ কষ্ট বা অধিক বিলম্ব হইল না। উহাদিগকে করায়ত্ত করিয়া পরিশেষে আমরা সদলবলে কমলাকান্তের গ্রামে গিয়া উপনীত হইলাম। কমলাকান্ত ও শশীভূষণ উভয়ে বাড়ীতেই ছিলেন, সুতরাং তাঁহারাও অনায়াসে আমাদিগের আয়ত্তাধীন হইলেন।

ইহাঁদিগকে আমরা প্রথমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আমাদিগের কার্য্যোপযোগী কোন কথাই তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলাম না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সকল-কেই থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এদিকে আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম, যত শীঘ্র পারেন, [illegible]লা বাড়ীওয়ালির ভাড়াটিয়া সরলাকে যেন, আমাদিগের নিকট [illegible]ঠাইয়া দেওয়া হয়।

পরদিবসেই সরলা আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল, ও ঐ সমস্ত লোকদিগের মধ্যে দুইজনকে চিনিতে পারিল, ও কহিল, "এই দুইজনকে আমি দুই তিনবার চন্দ্রমুখীর ঘরে দেখিয়াছি, ইহাদেরই সহিত চন্দ্রমুখী বাহির হইয়া যায়, কিন্তু আর প্রত্যাগমন করে নাই।

সরলার এই কথা শুনিয়া ঐ দুই ব্যক্তির মুখ দিয়া প্রথমতঃ কোন কথাই বাহির হইল না, অধিকন্তু তাহাদের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল—শূন্যদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখিতে লাগিল। উহাদের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া আমাদের বেশ অনুমান হইল যে, চন্দ্রমুখী ঐ দুই ব্যক্তি দ্বারা বা তাহাদের সাহায্যে হত হইয়াছে। আরও বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কমলাকান্তই এই হত্যাকাণ্ডের মূলীভূত কারণ; ইহাতে তাঁহার যতদূর স্বার্থ, প্রকৃত হত্যাকারীর কিছু অর্থের প্রলোভন ভিন্ন তত বিশেষ কোন স্বার্থ নাই। চন্দ্রমুখী ওরফে গিরিবালা অগাধ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছিল, তাহার অবর্ত্তমানে ঐ সমস্ত বিষয় নামে মাত্র তাহার পৌত্র শশীভূষণের হইবে। কারণ, যতকাল কমলাকান্ত জীবিত থাকিবেন, ততকাল ঐ অগাধ বিষয় প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভোগ করিবেন, শশীভূষণ নামে ঐ বিষয়ের অধিকারী থাকিবেন মাত্র।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে আমরা পৃথক পৃথক স্থানে ও পৃথক পৃথক প্রহরীর পাহারায় রাখিয়া দিলাম। কমলাকান্ত ও তাঁহার পুত্র শশীভূষণও ঐরূপ পৃথক পৃথক প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রহিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, আমরা প্রথম শশীভূষণকে লইয়া নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলাম; কি

তাহার ভাবভঙ্গীতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, শশীভূষণ নিজে ইহার কিছুই অবগত নহে, যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা তাহার পিতামহ কমলাকান্তের দ্বারা।

ইহার পর আমরা কমলাকান্তকে লইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বেই আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, কার্য্যেও দেখিলাম তাহাই; অর্থাৎ ভাবিয়াছিলাম যে, কমলাকান্তের মুখ হইতে সহজে আমরা কোন কথাই প্রাপ্ত হইব না। কাজেও তাহাই হইল। তাঁহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম, সম্ভব হউক, বা অসম্ভব হউক, তিনি সকল কথারই উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন যে, তিনি ইহার কিছুই অবগত নহেন। গিরিবালা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক তাঁহার পুত্রবধূ ছিল সত্য, কিন্তু সে তাঁহার বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কি মরিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি অবগত নহেন। তাহার যে কোন বিষয় সম্পত্তি আছে, বা কাহারও কোনরূপ বিষয়াদি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র তিনি জ্ঞাত নহেন। তিনি আরও কহিলেন, উহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কখন কোন ব্যক্তিকে তিনি কলিকাতায় প্রেরণ করেন নাই।

কমলাকান্তের কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি যে চরিত্রের লোক, তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রকারের উত্তর ভিন্ন অন্য কিছু আশা করিতে পারি না। কাজেই তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম না।

যে দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া সরলা কহিয়াছিল যে, ইহারাই চন্দ্রমুখীর গৃহে গমন করিয়াছিল ও ইহাদিগেরই সহিত চন্দ্রমুখী বাহির হইয়া যাইবার পর আর গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই, তাহাদিগকেই আমরা তখন উত্তমরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে

প্রবৃত্ত হইলাম। উহারা প্রথমে কোন কথা সহজে স্বীকার করিল না, কিন্তু উহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলায়, পরিশেষে উভয়েই পৃথক পৃথক স্থান হইতে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে যাহা কহিল, তাহার সারাংশ প্রায়ই একরূপ। উহাদিগের কথা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, গিরিবালার সন্ধানের নিমিত্ত কমলাকান্ত কর্তৃক তাহারাই নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় গমন করিয়াছিল। তাহাদের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, কোনরূপে গিরিবালার সন্ধান আনিয়া দিতে পারিলে কমলাকান্তের নিকট হইতে তাহারা সমস্ত খরচা বাদে দুইশত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেক। ঐ প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা গিরিবালা ওরফে চন্দ্রমুখীর অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে, ও পরিশেষে তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া কমলাকান্তকে বলায়, তাঁহার নিকট হইতে দুইশত টাকা পারিতোষিক ও খরচা বাবুদ একশত টাকা প্রাপ্ত হয়।

ইহার পর পুনরায় ঐ দুই ব্যক্তিকে কমলাকান্ত কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন ও নিজেও তাহাদিগের সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করেন। এবার কমলাকান্তের সহিত আরও তিন চারি ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়াছে। পূর্ব্বকথিত দুই ব্যক্তির উপর এবার এইরূপ কার্য্যের ভার অর্পিত হয় যে, যদি তাহারা কোনগতিকে চন্দ্রমুখীকে একাকী আনিয়া কমলাকান্তের নিকট উপস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে পাঁচশত টাকা প্রদান করিবেন। ঐ অর্থের প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া ঐ দুই ব্যক্তি চন্দ্রমুখীর ঘরে দুই তিন দিবস গমন করে ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া সে যাহাতে একাকী আসিয়া গা-

কান্তের সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, পরিশেষে তাহাকে সঙ্গে লইয়া কমলাকান্তের নিকট উপস্থিত হয়, ও তাঁহার হস্তে চন্দ্রমুখীকে অর্পণ করিয়া আপনাদিগের পারিতোষিকের টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক সেইস্থান হইতে প্রস্থান করে। তাহার পর যে কি হইয়াছে, তাহার কিছুই তাহারা অবগত নহে।

এবার কমলাকান্ত কলিকাতায় আসিয়া একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া তাঁহার সহিত অপর যাহারা আগমন করিয়াছিল, তাহাদের সহিত সেই বাড়ীতেই বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বকথিত ব্যক্তিদ্বয় চন্দ্রমুখীকে আনিয়া এই বাটীতেই কমলাকান্তের হস্তে অর্পণ করে।

কমলাকান্তের সহিত অপর যে কয় ব্যক্তি আগমন করিয়াছিল, ঐ দুই ব্যক্তি তাহাদের নামও বলিয়া দিল। বলা বাহুল্য, তাহারাও আমাদিগের কর্ত্তৃক ধৃত হইল, ও ঐ দুই ব্যক্তি যাহা যাহা বলিয়া দিল, উহারাও কেবল তাহাই স্বীকার করিল ও কহিল, যে দিবস ঐ দুই ব্যক্তি চন্দ্রমুখীকে কমলাকান্তের হস্তে প্রদান করিয়া চলিয়া যায়, তাহারাও সেই দিবস সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। উহারা যখন চলিয়া যায়, সেই সময় চন্দ্রমুখী সেই বাড়ীতেই ছিল।

ইহার পর এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিলাম। কলিকাতা ও মেদিনীপুর হইতে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইল, তাহাতে কমলাকান্তের উপর চন্দ্রমুখী হত্যা করার অপরাধ প্র-সাব্যস্ত হইল; কিন্তু অপরের বিপক্ষে বিশেষ কোন পাওয়া গেল না।

কমলাকান্ত হত্যাপরাধে বিচারকের নিকট প্রেরিত হইলেন, কিন্তু বিচারককে আর এ মোকদ্দমার বিচার করিতে হইল না। ঈশ্বর স্বয়ংই তাঁহার বিচার করিলেন। হাজত-গৃহে কমলাকান্ত ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-বিচারকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

সম্পূর্ণ।

☞ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা

"নকল রাণী।"

যন্ত্রস্থ।

নকল রাণী

অর্থাৎ

(স্বামীহত্যাপবাদের কলঙ্কবিমোচনে চেষ্টা)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

৴০ নং হুজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ। সন ১৩১৩ সাল। [জ্যৈষ্ঠ।

নকল রানী

নকল রাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অদ্য আমি যে ঘটনাটীর বিষয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাহা কলিকাতার ঘটনা নহে; উহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন একটী পল্লীর ঘটনা। এই মকর্দ্দমার অনুসন্ধানের ভার কেন যে আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশ আমাকে প্রতিপালন করিতেই হইবে, সুতরাং ঐ অনুসন্ধানের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমি যে আদেশ-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সহিত একখানি বেনামা-পত্র ছিল। ঐ পত্র হইতেই ঐ ঘটনার কতক বিষয় অবগত হইতে পারিয়া এই অনুসন্ধানে লিপ্ত হইলাম। ঐ পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহার সারমর্ম্ম এই;—

"কমলার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। কমলার পিতা এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, তিনি ধনী ছিলেন। যতকিছু পাপ এ জগতে থাকিতে পারে, বৃদ্ধ সমুদয়েরই অধিকারী হইয়া এই অতুল ধনরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধের কেবলমাত্র একটী কন্যা, সেইটীই সংসারের একমাত্র সম্বল,—নাম কমলা। কমলার বিবাহ হইয়াছে, কমলার স্বামী খুব বড় মানুষের ছেলে, অতুল ঐশ্বর্য্যের

অধিকারী। নিজে তিন শত টাকা মাহিনার চাকরী করেন, নীলকুঠীর ম্যানেজার, মাসে প্রায় হাজার টাকা রোজগার। তিনি বিহার অঞ্চলে থাকেন; বাটীতে অন্য কোন অভিভাবক না থাকায়, ও কর্ম্মস্থলে স্ত্রীকে রাখিবার তাদৃশ সুবিধা না থাকায় কমলাকে পিত্রালয়েই রাখেন,—মাঝে মাঝে আসিয়া কমলাকে দেখিয়া যান, আজও সন্তানাদি হয় নাই। কমলার বয়স হইয়াছে, কমলা পূর্ণ যুবতী—কমলা সুন্দরী, হৃদয় দয়াদাক্ষিণ্যে পূর্ণ—কমলা আদর্শ স্ত্রী। ছয় মাসের পর কমলার স্বামী আজ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন—বহুকালে পর কমলা আজ স্বামী-সন্দর্শন করিলেন। কমলার স্বামীর নাম সরোজকান্ত। সরোজকান্তের সমস্ত দিন আহার নাই—কমলা স্বামীকে শীঘ্র শীঘ্র খাওয়াইবার জন্য রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত; সরোজবাবু উপস্থিত কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈঠকখানায় তাম্রকূট সেবনে ব্যস্ত। বৃদ্ধ শ্বশুর পার্শ্বের ঘরে,—সে ঘরে আরও দুটী লোক আছে বলিয়া বোধ হইল; কেন না, পরস্পর তাহারা কি বলাবলি করিতেছে। সরোজবাবুর ঔৎসুক্য জন্মাইল—তিনি কপাটের ছিদ্র দিয়া দেখেন—ভীষণাকৃতি দুইজন লোক বৃদ্ধের সহিত পরামর্শ করিতেছে। সরোজবাবু বৃদ্ধ শ্বশুরকে খুব ভালরকম জানিতেন; গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ডাকাতি, এ সব কিছুই বাকী নাই,—এ বৃদ্ধ বয়সে এখনও সে পাপপ্রবৃত্তি বৃদ্ধের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই,—বৃদ্ধ আজ ডাকাতের সহিত পরামর্শে ব্যস্ত। সরোজ শুনিলেন,—বৃদ্ধ, সাক্ষাৎ যমদূত সদৃশ ঐ দুই জনকে বলিতেছেন,—

"দুজনকে কুড়ী টাকা দেবো, পারবি ত ?"

"কর্ত্তা! আমাদের অসাধ্য কিছু আছে কি ?"

"তোরা আছিস্ ব'লে—আমি আজও বেঁচে আছি।"

"তবে কি জানেন,—জামাই বাবু।"

"নে—নে,—অনেক জামাই বাবু দেখেছি,—টাকার কাছে কেউ নয়।"

"জামাই বাবু" এই কথা শুনিয়া সরোজকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, মনে মনে ভাবিলেন—"জামাই বাবু!" কোন্ জামাই বাবু? জামাই ত আমি—আমাকে কি এরা হত্যা করিবে—বিশ্বাস নাই। দেখি, আর কি কথাবার্ত্তা হয়।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তবে তোরা যা, ঠিক সময়ে আসিস্।"

"আজ্ঞে কর্ত্তা তা আর বল্‌তে হবে না।" এই কথা বলিয়া সেই দুই ব্যক্তি পার্শ্বের দরজা দিয়া চকিতের ন্যায় চলিয়া গেল; বৃদ্ধ একাকী রহিলেন।

সরোজকুমার চিন্তা-নিমগ্ন, ঘোর সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান; এরা আমাকেই খুন করিবে বুঝিলাম, আজ মৃত্যু অনিবার্য্য—নিয়তির হাত কেহই এড়াইতে পারে না, কপালে যা আছে, তাই হইবে, ভগবান ভরসা। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় আমাকে খুন করিবেন কেন? আমার বিষয় আশয়, নগদ টাকাকড়ি হস্তগত হইবে বলিয়া?—অর্থের জন্য নরহত্যা, বিশেষতঃ পুত্রে ও জামাতায় কোন প্রভেদ নাই, সেই জামতাকে খুন করিয়া তাহার ধনদৌলত লইবার চেষ্টা! আজ যদি কোনরূপে বাঁচি, তবে এই পর্য্যন্ত—কমলা যে ভাল, তাহাও নয়—সেও এর ভিতর আছে নিশ্চয়ই। আর মা—রাক্ষসীর মায়া, আর না। সরোজ প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যু কল্পনা করিতে লাগিলেন।

কমলার রান্না হইয়া গিয়াছে—প্রাণ ভরিয়া আজ স্বামীকে

অনেক দিনের পর খাওয়াইবে। সরোজবাবু অনিচ্ছাসত্বে আহার করিলেন। কমলা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন,—"সমস্ত দিনের পর আহারে তত ইচ্ছা নাই, তাই খাইতে পারিলাম না।"

আহারাদির পর সরোজকান্ত কমলার ঘরে শয়ন করিলেন, কমলা গুড়্গুড়িতে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। বৃদ্ধ পিতার জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বয়ং খাইতে বসিল। সমস্ত দিন না খাওয়া, না দাওয়া—সরোজ ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রজনী প্রভাত, কমলা উঠিল, উঠিয়া দেখে, ঘরে সরোজবাবু নাই—দরজা খোলা।

"এই ঘটনার কিছুদিন পরে একজন পুলিস-কর্ম্মচারী আসিয়া সরোজবাবুর খোঁজ করে, তখন বৃদ্ধ আর ইহজগতে নাই। কমলা একাকী, পুলিস-কর্ম্মচারীকে দেখিয়া কমলার মনে ভয় হইয়াছিল। কমলা বিবেচনা করিল, এস্থানে একাকী থাকা আর ভাল নয়, পিতাঠাকুর মন্দলোক ছিলেন, ইহারা কোনরূপে তাহার সুলুক-সন্ধান পাইয়া এবং আমাকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী জানিয়া, পাছে আমার উপর জুলুম করে, এই ভাবিয়া কমলা পরদিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিল। কিন্তু সেই পুলিস-কর্ম্মচারীকে তাহার অনুসন্ধান করিতে ইহার পর আর কেহ দেখিল না। কমলা এখন কাশীতেই বাস করিতেছে। এখন আমরা লোক পরম্পরায় অবগত হইতে পারিয়াছি যে, কমলা তাহার পিতার সাহায্যে, ধনলোভে পতি-হত্যা করিয়াছে ও সেই ধন লইয়া এখন কাশীতে রাণীনামে পরিচয় প্রদান করিয়া আপনার কলঙ্ক বিমোচনের চেষ্টা করিতেছে। তাহার পিতা এখন ইহ-জগত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কমলাকে ধৃত করিয়া তাহাকে একটু পীড়াপীড়ি

করিলেই বোধ হয়, সে সকল কথা বলিয়া দিবে। তখন জানিতে পারিবেন যে, আমাদিগের কথা কতদূর সত্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বহু কষ্টের পর কমলার গ্রাম প্রাপ্ত হইলাম। সেই স্থানে গমন করিয়া জানিতে পারিলাম, বাস্তবিকই কমলার স্বামী সরোজকান্ত রাত্রিকালে শ্বশুরবাটী হইতে নিরুদ্দেশ হন, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মস্থানে বা নিজ বাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন নাই। এই ঘটনার কিছু দিবস পরেই, কমলার পিতার মৃত্যু হয়, ও কমলা ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র কাশীধামে গিয়া বাস করিতেছে। গ্রামে এই কথা রাষ্ট যে, সে তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়া পুলিসের ভয়ে কাশীবাসী হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে এই অবস্থা অবগত হইয়া, আমি কাশীতে গমন করিলাম। রাস্তায় একজন সন্ন্যাসীর সহিত আমার হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমার নিকট সমস্ত কথা গল্পচ্ছলে অবগত হইয়া, আমাকে এই মোকর্দ্দমার অনুসন্ধানে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া কেন যে আমাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিতে আপনা হইতে সম্মত হইলেন, তাহা কোন প্রকারে আমি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, ও পাঠকগণও জানিতে পারিবেন। আমরা উভয়ে কাশীতে দশাশ্ব-

মেধ ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেইস্থানে আজ বড় ধূম, কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং। দশাশ্বমেধ ঘাটের ত্রিতল বাটী লোকে লোকারণ্য; যে যাহা খাইতে চাহিতেছে, সে তাহা তৎক্ষণাৎ পাইতেছে। কাঙ্গাল গরিব দুই হাত তুলিয়া "জয় রাণী-মার জয়!" শব্দে দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া সহর্ষমনে চলিয়া যাইতেছে। বাহির-বাটীতে বড় ভিড়, কার সাধ্য সেই জনস্রোত ঠেলিয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু এমনি বন্দোবস্তের সহিত কার্য্য সমাধা হইতেছে যে, কাহাকেও বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে না। প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিনই প্রায়ই এইভাবে চলিল। এখন অপরাহ্ণ, বেলা ৫টা বাজে। শীতকাল। একে একে লোকজন কমিতে আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আমি সেই জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া দেখিলে প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, জোর ৩৪।৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে। কেন না, সেই অন্ধকারের সমষ্টি শ্মশ্রুগুম্ফ ও জটাভার এখনও শ্বেত বর্ণ ধারণ করে নাই—যেমন তেমনই রহিয়াছে। সন্ন্যাসী বহির্বাটীর দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বাপু! তোমাদের রাণীজীর নাম শুনিয়া, অনেকদূর হইতে আসিয়াছি, একবার তাঁহার সহিত দেখা করা আবশ্যক।"

দ্বারবান কহিল,—"আজ্ঞে হাঁ! কেন না দেখা হইবে! অবশ্যই হইবে।"

সন্ন্যাসী।—তুমি যে বেশ লোক হ্যা, কৈ, তুমি ত আমাকে রাজবাটীর দরওয়ানের মত চোক দুটী লাল করিয়া কথা কহিলে না?"

দ্বার। আজ্ঞে, আপনাদের মত লোকের উপর—আপনাদের কেন, কোন লোকের উপরই কড়া হুকুম নাই।

স। এমন সদাশয়া রাণী ত কখনও দেখি নাই।

দ। মহাশয়! আমি আজ আট দিন এই রাণীজীর কাছে চাকরি করিতেছি, আমিও—

স। আচ্ছা রাণীজীর নাম কি? বাড়ী কোথায়, জান?

দ। শুনিয়াছি, সুখগড়ে বাড়ী, নাম—কমলা।

স। এখানে কতদিন হইল আসিয়াছেন?

দ। প্রায় দশদিন।

স। সঙ্গে কত লোক?

দ। তা ঠিক জানি না, তবে দেখিতেছি, চাকর বাকর সব এই স্থানেই নিযুক্ত হইয়াছে।

স। তাঁহার সহিত কখন দেখা হইবে?

দ। আহারের সময়।

স। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে তিনি নিজে থাকিয়া খাওয়ান?

দ। হাঁ।

স। দেখা কোথায় হইবে?

দ। কেন, উপরের বৈঠকখানায়!

এমন সময়ে উপর হইতে কে ডাকিল,—"সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, যাঁহারা আছেন, রাণীজীর আদেশ—তাঁহারা উপরে আসুন।"

স। তবে বাপু উপরে যাইবার পথটা দেখাইয়া দাও।

দ্বারবানের দ্বারা পথ প্রদর্শিত হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর উপরের বৈঠকখানায় উঠিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম না। উঠিয়াই অবাক!—দেখিলাম, ইতিমধ্যেই টিকিধারী ব্রাহ্মণ-

পণ্ডিতগণ ও দণ্ডী-সন্ন্যাসী প্রভৃতি আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং আমরা কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সভার একপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। দেখিতে দেখিতে ৮টা বাজিয়া গেল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এইবার রাণী আসিবেন। বাস্তবিক কিছুক্ষণ পরে এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতী সখিদ্বয় সমভিব্যাহারে সভাস্থলে আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে সভাস্থ দণ্ডী, সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রণাম করিলেন। যুবতীকে দেখিলেই রাণী বলিয়াই বোধ হয়। বয়স আন্দাজ ২৪।২৫, অতিসুমধুরস্বরে বিনয়াবনত হইয়া সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী একবার রাণীজীর মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ হেঁট করিলেন।

রাণী কমলাও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যেন ভীতচকিত হইলেন, মুখ-জ্যোতি যেন তিরোহিত হইল। মুখে হাসি আছে, অথচ যেন নাই। বেশী কোন কথা আর না কহিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইহাদের সুব্যবস্থা করিয়া দাও, আমি কিছু পরে আবার আসিব।" এই বলিয়া তিনি সখিদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে জলযোগের ব্যাপার উপস্থিত। একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। যে যার পাতা লইয়া বসিল। কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসী ঠাকুরের বরাত বড়ই মন্দ এই ভিড়ের ভিতর তিনি যে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না, কিন্তু আমি জানিতাম, আমারই উপদেশমত তিনি কোন কার্য্যোদ্ধার মানসে কোন স্থানে গমন করিলেন। তাঁহার অদৃষ্টে রাজভোগ জুটিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিয়া উত্তমরূপে আহারাদি সমাপনান্তর আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর আর সেই রাত্রিতে প্রত্যাগমন করিলেন না; পর দিবস অতি প্রত্যুষে তিনি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও আমাকে কহিলেন, "আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি ঠিক তাহাই সম্পন্ন করিয়াছি। সকলে যখন আহার করিতে বসিল, সেই সময় আমি একটি ঘরের ভিতর অন্ধকার মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। আমি যে ঘরে লুকাইয়া ছিলাম, ঠিক তাহার পার্শ্বের ঘরেই কমলা থাকিতেন। দেখিলাম, একে একে বাটীর সব গোলমাল মিটিয়া গেল। রাত্রি হইতে চলিল। রজনী দ্বিযাম অতিক্রম করেন। রাজভবন নিস্তব্ধ, বৈঠকখানাঘরের আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ, জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। ধরিত্রী ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ, এমন সময় রাজভবনের প্রকোষ্ঠে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি কি বলাবলি করিতেছে। প্রথমটি আমাদের কমলাদেবী আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম শঙ্করদাস। শঙ্করদাসকে দেখিতে খুব বলিষ্ঠ, বয়স ২৯।৩০, যুবক, একরকম দেখিতে মন্দ নহে। এই শঙ্করদাস রাণীর নিকট অনেক দিন আছে, জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়, নিবাস ঠিক কোথায়, তাহা জানি না, বড়ই বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। রাণী কিছুক্ষণ পরে শঙ্করের দিকে [illegible]হিয়া বলিলেন,—

"দেখ শঙ্করদাস! যদি তুমি আমার পথ নিষ্কণ্টক করিতে পার, তবে তুমি যা বল, সব শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

শঙ্কর কহিল,—"কেন না পারিব!"

শঙ্করদাস রাণীর প্রণয়-লাভাশায় গোড়াগুড়ি মনে মনে এক রকম উন্মত্ত—মাঝে মাঝে দুএকটা রসিকতার কথাও যে না বলিত, এমন নহে, রাণী তাহাতে অসন্তোষ বা বিরক্তিভাব বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন না। আজ রাণীর আশা-ব্যঞ্জক কথা শুনিয়া কহিল,—

"যাহা বলিবেন, এখনি করিতে প্রস্তুত আছি।'

রাণী। ঐ সন্ন্যাসীকে খুন।

শঙ্কর। কোন্ সন্ন্যাসী?

রা। যাহার সহিত বৈঠকখানায় কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম, দেখ নাই?

শ। দেখিয়াছি, সে কে?

রা। কেন, তুমি ঐ ভণ্ড তপস্বীকে কি চিনিতে পার নাই? আমি ওর ভয়ে কাশী এলুম, তবু ও আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছে, ওর নাম অমরচাঁদ, বড় বদমায়েস।

অমরচাঁদের নাম শুনিয়া শঙ্করদাস স্তম্ভিত হইল, জিজ্ঞাসিল,—

"অমরচাঁদকে চেনেন?"

রা। হাঁ, চিনি।

শ। অমরচাঁদ কি আপনার শত্রু?

রা। যদি এই পৃথিবীতে আমার কেহ শত্রু থাকে, তবে সে অমরচাঁদ।

শ। কেন—কারণ কি, শুনিতে পাই না?

রা। এখন শুনিবার সময় নয়।

শ। তাহাকে কি আজিই নিকেশ করিতে হইবে?

রা। হাঁ, পারিলে ভাল হয়।

শ। যদি করিতে পারি, তাহা হইলে কি হইবে?

রা। তোমার সঙ্গে——।

শঙ্করদাস জালে পড়িল।

কমলা পুনরায় কহিলেন, "আর আমার এই অসীম ধনের অর্দ্ধেক তোমাকে তৎক্ষণাৎ দিব। যদি আমাকে চাও, ও আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে চাও, তবে যাহা বলিলাম, তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন কর।"

শঙ্কর। ভয় কি—শঙ্কর দাস থাকিতে অমরচাঁদকে ভয়? নিশ্চয় বলিতেছি, সে আর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার প্রাণবায়ু বায়ুতে মিশাইয়াছে, কল্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তাহার নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত এই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে।

কমলা একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

"তোমার সহিত অমরচাঁদের তুলনাই হয় না।"

শ। আচ্ছা, আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

রা। শীঘ্র বল, বিলম্বে কার্য্যহানি।

শ। অমরচাঁদের দ্বারা আপনি কি কোন প্রকার অত্যাচারিত হইয়াছিলেন?

কমলা দেবীর চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিকণা বর্ষণ হইল। বলিলেন, "ও আমার যম! আমাকে খেতে এসেছে, যেখানে যাই, সঙ্গে সঙ্গে। কাশীতেও এসেছে আমাকে খেয়ে ফেল্‌বার জন্যে।"

শ। সে আপনার জীবননাশ কেন করিবে?

"বুঝিতে পার নাই?" একটু হাসিয়া কমলা একটী অতি প্রকাণ্ড কটাক্ষ শঙ্কর দাসের উপর নিক্ষেপ করিলেন, শঙ্কর সে তেজ সহ্য করিতে পারিল না। যে তেজে খোদ শঙ্করকে থাই থাই ডাক ছাড়িতে হইয়াছিল, সে তেজ আজ শঙ্কর দাস সহিবে? পারিল না, গলিয়া গেল। ভ্যাবা গঙ্গারামের মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"ও ব্যক্তির নাম যথার্থই কি অমরচাঁদ, না আর কোন নাম আছে?"

রা। হাঁ—উহার নাম অমরচাঁদ। আমার ভয়ানক শত্রু, নাম করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে, উহার ভয়ে আমার আহার নিদ্রা নাই, উহার মরণ হইলে আমি নিরাপদ।

শ। ইহার ভিতর যে কি বিশেষ কারণ আছে, তাহা ত সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

রা। যখন আমি দেশ থেকে আসি, তখন হইতেই ও আমার পেছু পেছু। ও লোকটা মলেই বাঁচি, যখনই তোমার সহিত দেখা হইয়াছে, তোমাকে চিনিয়াছি—মনে মনে ভাবি, কত সুখ, কত সুখ জীবন থাকিলে—এক একবার ভাবি, এ প্রাণ আর রাখিব না, কিন্তু আমার সুখ মনে হইলেই সে চিন্তা সব কোথায় চলিয়া যায়।

শ। এ কি যথার্থ সত্য যে, তুমি আমার।

রা। এখন বুঝলে, কেন আমি সব কথা প্রকাশ করিয়া বলি না? ও লোকটা কখন কোন্ বেশে যে উপস্থিত হয়, নির্ণয় করা কঠিন।

শ। ভয়ের কোন কারণ নাই, ও লোক কোথায় থাকে, বা যায়—সেদিকে আমার দৃষ্টি রহিল।

শঙ্করের কথাগুলি শুনিয়া কমলা একটু অন্যমনস্কভাবে থাকিলেন ও দরজার পরদা টানিয়া অন্য একটি প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে নিভাজ রৌপ্য বিনির্ম্মিত দুটী হাতবাক্স লইয়া উপস্থিত! আসিয়া কহিলেন, "শঙ্কর! আমাকে কি কেউ কোন বিষয়ে সন্দেহ করে?"

শ। কই, আমি ত কোথাও কিছু শুনি নাই।

রা। তুমি কি মনে কর?

শ। আমি—আমি!

রা। যাহাই হউক, আমি শুনিয়াছি, তুমি ঋণজালে বড়ই জড়ীভূত, উত্তমর্ণগণ তোমাকে জ্বালাতন করে, এমন কি, পথে ঘাটে দেখা পেলে অপমান করিতেও ক্রটী করে না।

শ। সে কথা বলে কি আর জানাব।

রা। এই লও—তোমাকে ৫০০ শত মুদ্রা দিলাম,—কেমন, ইহাতেই হইবে বোধ হয়?

শ। যথেষ্ট হইবে।

কমলা পুনরপি কহিলেন,—"আমি যদি এই প্রকার শত সহস্র মুদ্রা প্রত্যহ ব্যয় করি, তথাপি আমার ধনের কিছুমাত্র ক্ষয় হইবে না। এই যে অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইতেছ, এ সমস্তই আমার মৃত স্বামীর—বলিতে বলিতে কমলার কণ্ঠশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল; সুনীল বিশাল নেত্রদ্বয় হইতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়িল। যুবতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইবে, কত যে অন্ত-

দাহনে কমলার হৃদয় ব্যথিত—অতীত স্মৃতি আসিয়া হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিল, জ্বালা বাড়িল। শান্তি—শান্তি ত নাই, তবে কি না সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান ভিন্ন কেউ বলিতে পারে না।

বাষ্পগদ্গদস্বরে কমলা আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখ শঙ্কর! আমার পিতার আমিই একমাত্র সন্তান, তিনিও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন, তাঁহার সমস্ত ধন আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার ধনের ইয়ত্তা নাই, লোকে যে আমাকে রাণী বলে, তা অনেক রাজা অপেক্ষা আমার ঐশ্বর্য্য বেশী, এমন কি—" আর বলিতে পারিলেন না।

শঙ্করদাস এতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় দাঁড়াইয়া কমলার কথাগুলি শুনিতেছিল, হঠাৎ চট্‌কা ভাঙ্গা মত হইয়া বলিল, "গত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আর দুঃখ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বলিবার এইটুকু আছে যে, এত সঙ্গতির অধিকারিণী হইয়া একটা হাঘুরে সন্ন্যাসীকে ভয়?"

কমলা বলিলেন, "ও কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখনকার সে সময় নয়, আমাকে নিরাপদ কর, তখন—।"

শ। নিরাপদ—নিরাপদ! তাহাকে অদ্যই জন্মের মত পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিব।

রা। তাই হ'লেই হ'ল—যে দিন তুমি তার মৃতদেহ দেখাইতে পারিবে,—সেই দিন তৎক্ষণাৎ তোমার সহিত—

আর ভাল কথা, তুমি তাহাকে চিনিতে পারিবে? আজ সে ছদ্মবেশে সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়া আমাদের এখানে আসিয়াছিল, তোমার পক্ষে তাহাকে চেনা বড়ই কঠিন হইবে।

আমি বলি শুন, অমরচাঁদ ঐরূপ ছদ্মবেশে প্রায়ই এখানে সেখানে বেড়ায়, দেখো, খুব সাবধানে উহার সঙ্গ লইও, যেন হিতে বিপরীত না হয়।

শ। সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই, যাহাকে একবার দেখিব, তাহাকে কি আর এ জন্মে ভুলিব!

"তবে শঙ্কর, তুমি যাও, শয়ন কর গে, রাত্রি ঢের হইয়াছে, আমিও যাই। দেখো, যত শীঘ্র পার, এই কার্য্য সম্পন্ন করো" এই বলিয়া কমলা শয়নপ্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। শঙ্করও নিজ কক্ষে শয়ন করিতে চলিয়া গেল। আমিও সুযোগমতে ঐ বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চৈত্রমাস—রৌদ্রের দিকে চায় কার সাধ্য, তায় পশ্চিমাঞ্চল পাথুরে গরমি, বেলা দ্বিপ্রহর। মাঝে মাঝে লু বহিতেছে। পথে লোকের চলাচল প্রায় বন্ধ, তবে যাদের না গেলে নয়, তারাই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি ও সেই সন্ন্যাসী আমাদের কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়াছি। এখন সন্ন্যাসী তাঁহার সন্ন্যাস-বেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিবসই আমি জানিতে পারিলাম, সন্ন্যাসী প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন, সময় সময় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন, কখন কখন

অপর বেশও ধারণ করিয়া থাকেন। ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীর ন্যায় ইনিও বেশ-পরিবর্ত্তনে একজন সিদ্ধহস্ত। এমন সময় একটী লোক কাশীর শিকরোলের দিক হইতে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে পূতসলিলা জাহ্নবীর তীর দিয়া কি যেন প্রণষ্ট বস্তু খুঁজিতে খুঁজিতে এদিক-ওদিক চারিদিক চাহিতে চাহিতে ক্রমশঃ মণিকর্ণিকার ঘাট সমীপে উপস্থিত হইল। পথিকবর, যেখানে পরমহংস বাবাজী থাকে, তাহার অনতিদূরে একটী ঘরের বারাণ্ডায় উপবেশন করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "ভোর থেকে দুপুর পর্য্যন্ত কাশীর সর্ব্বস্থান অন্বেষণ করিলাম, বেটাকে কোথায় দেখ্‌লাম না ; কিন্তু আর ত পারি না, রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে মাথার ঘাম পায়ে পড়্‌ছে। চলা ভার; কাল আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ্‌বো, দেখি, দেখ্‌তে পাই কি না ?" পথিক দেবমন্দিরের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিল। পাঠককে পথিকের বিষয় বোধ হয় বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না, ইনিই আমাদের শঙ্করদাস, অমরচাঁদকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

পথিক অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছে, আমরাও ঘুরিতে ঘুরিতে সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গী তাহার পশ্চাভাগ হইতে কহিলেন,—"কেও ! শঙ্করদাস নাকি ? এত রোদ্দুরে কোথায় ?"

শঙ্কর চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাৎভাগে চাহিয়া দেখে, একটি সুন্দর যুবাপুরুষ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যুবককে দেখিলে বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া প্রতীতি হয়। বয়স শঙ্কর অপেক্ষা এক আধ বৎসরের কমই হউক, আর সামান্য বেশীই

হউক, যুবককে দেখিতে অতি সুন্দর, বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায়। অপরিচিত যুবক শঙ্করের নিকট আসিয়া বলিলেন, "শঙ্কর দাস, মেয়ে-মানুষের কথায় রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে মর কেন? যাহার জন্য না খেয়ে দেয়ে, সকাল হতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তাহার সন্ধান আমি বলিয়া দিতে পারি।"

শঙ্করের এত বেলা পর্য্যন্ত খাওয়া হয় নাই, তার উপর পথশ্রম, পথশ্রম ব'লে পথশ্রম! বারাণসীর এমন গলি ঘুঁজি নাই—গুপ্ত-স্থান নাই বা প্রকাশ্য রাজপথ নাই, যেখানে তন্ন তন্ন না করিয়া শঙ্করদাস অমরচাঁদের জন্য খুঁজিয়াছে। সুতরাং এ সময় ভাল কথাটাও মন্দ লাগে, তায় এই অপরিচিতের মেয়েমানুষ-সংযুক্ত ঠাট্টা বিদ্রূপের কথা শুনিয়া শঙ্করের মান্ধাতার আমলের পিত্ত পর্য্যন্ত চটিয়া উঠিল। শঙ্কর রোষভরে বলিয়া উঠিল,—"বেটা কি নিরেট, কেমন ক'রে ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে হয়, জানে না। বিশ্বেশ্বরের এই সব বেওয়ারিস মালগুলোকে যদি দুই এক ঘা আক্কেল সেলামি দেওয়া যায়, তবে বেটারা ভদ্র-লোকের সঙ্গে কেমন করিয়া কথা কহিতে হয়, শিখিতে পারে।"

আমার সঙ্গী কহিলেন,—"আমি অভদ্র—না তুমি অভদ্র। তুমি টাকা খেয়ে একটি লোকের বহুমূল্য জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহাতে মূর্খ তুমি হইলে, না—হইলাম আমি। বাহাদুরি আছে তোমার বুদ্ধির! তোমার কাছ থেকে এ রকম বুদ্ধির দৌড় একটু ধার করে নিলে হয়?"

বীরবর শঙ্করের এ ব্যঙ্গোক্তি সহ্য হইল না। সে উঠিয়া "পাজি! যা মুখে আসে তাই বলিস্, জানিসনে আমি কে?" এই বলিয়া যুবকের মাথায় সজোরে এক চপেটাঘাত করিল।

যুবক কিছুমাত্র অসন্তোষ বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন না, কিছুমাত্র ক্রোধিত বা উত্তেজিত না হইয়া বরং হাস্য সহকারে কহিলেন,—"বেশ! বেশ! এইবার সন্তুষ্ট হইয়াছ ত—কাহাকে মারিয়াছ এখন বুঝিতে পারিলে?' যার মস্তকের জন্য ৫০০৲ টাকা খেয়েছ, আমি সেই বদমাস অমরচাঁদ।"

"তুমি—তু—মি—আ—পনি অমরচাঁদ—যাহাকে ডিটেক্‌টিভ পুলিসের কর্ম্মচারী বলিয়া সকলে সন্দেহ করে—আপনি সেই অমর চাঁদ!!" অমরচাঁদকে দেখিয়া শঙ্করের তেজ লোপ পাইল, শরীরের উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া গেল;—শঙ্কর স্থাণুবৎ।

যুবক কহিলেন, "কি হে বীরবর! চুপ করলে যে, মুখে কথা নাই কেন? অমরচাঁদের মাথা কাটতে বেরিয়েছ—এস, আর দেরী কেন, টপ্‌ করে কেটে ফেল? তোমার কাছে মারধোর ত খেলুম, অপমানটাও খুব কল্লে, জীবনে আমার আর সাধ নাই, তোমার হাতে মরণই মঙ্গল!!"

অমরচাঁদের কথা শুনিয়া শঙ্কর অতিশয় লজ্জিত হইল। তখন অমরচাঁদ কহিলেন, "তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে, কোন নির্জ্জন স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা হইবে, সেই সময় ইচ্ছা করিলে আমাকে হত্যা করিয়া তোমার মনিবের মনস্কামনাও পূর্ণ করিতে পারিবে।"

শঙ্কর এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। পরদিবস রাত্রি ১১টার সময় বরুণার ধারে—একটী ভগ্ন অট্টালিকার উভয়ের নির্জ্জন সাক্ষাতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী—টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, রাত্রি এক প্রহর প্রায় অতীত—ঘোর অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। সৌদামিনী মেঘের কোলে বাসন্তী হিল্লোলে ক্ষণে ক্ষণে হাসিতেছেন, মুচকি হাসিয়া ব্রীড়াবনত আননে আবার একবার মুখ লুকাইতেছেন, যেন আর ও মুখ এ অন্ধকারে কাঁহাকেও দেখাইবেন না। প্রতিজ্ঞা রহিল না, মুখ দেখাইতে হইল। আবার হাসিলেন—আবার মুখ লুকাইলেন; নীরদবরের এ আবদার, এত বেয়াদবি সহ্য হইল না, তিনি হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে মিটাইয়া ফেলিলেন, কেন না, স্ত্রী সৌদামিনী বড় চপলা, ক্রোধভরে নিজের মনে ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, চীৎকারে সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ—স্পন্দহীন—স্তম্ভিত। ধন্য সৌদা-মিনি! তুমিও যে স্বামীর সহিত যোগ দিয়াছ। বুঝেছি, শক্তি ভিন্ন শক্তি হয় না, কিন্তু জগৎ যে আর ও ভ্রূকুটি সহ্য করিতে পারে না—ও হাসিতে জগৎ মুগ্ধ হইল। কি অন্ধকার! এমন অন্ধকার ত কখন দেখি নাই, ভয়ানক দুর্য্যোগ—রাস্তায় জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই—যে যার আড্ডা নিয়েছে—কারই বা এত দরকার যে, এ দুর্য্যোগে বাটীর বাহির হইবে, তবে যে যেমন লোক, সে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত।

এমন সময় আমাদের শঙ্করদাস নিজের শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভাবিতেছিল—"সময় হ'ল, যাই, দুর্য্যোগ বলিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না, দুইখানি ছুরিকা লইয়াই যাই—বাঁচি ত ফিরে

আসবো, না হয় এই পর্য্যন্ত।" এই বলিয়া শঙ্কর গৃহ হইতে সদর রাস্তায় বাহির হইল, বাহির হইয়া বরাবর বরুণা নদীর সমীপ সেই ভগ্ন অট্টালিকা অভিমুখে ধীরে ধীরে এই ভয়ঙ্কর সময়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে লোকজনের চলাচল বন্ধ। খুব তফাৎ তফাৎ মিউনিসিপ্যালিটীর আলোক-স্তম্ভ দণ্ডায়মান, দুর্গো প্রদীপের মত কোনটী মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, কোনটী বা একেবারে নির্ব্বাণ। এমন সময় অনতিদূরে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া "বাবারে, গেলুম রে, রক্ষা কর!" এই করুণ শব্দ শঙ্করের শ্রুতিগোচর হইল।

শঙ্করকে হস্তগত করিবার জন্য আমরা এক জাল পাতিয়া রাখিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে শঙ্কর আসিয়া সেই জালে পতিত হইল।

চীৎকার শুনিয়া শঙ্করের বোধ হইল, অত্যাচার-নিপীড়িত কোন স্ত্রীলোকের আর্ত্তধ্বনি। "অবলার উপর অত্যাচার!" এই বলিয়া শীঘ্রগতি অন্ধকারে সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে চলিয়া গেল। গিয়া দেখে, যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই; একটী যমদূত সদৃশ পুরুষমূর্ত্তি রাস্তার উপর একটী স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, নিকটে একখানি ২য় শ্রেণীর গাড়ী দণ্ডায়মান। শঙ্করকে নিকটে আসিতে দেখিয়া দুর্বৃত্ত রমণীকে ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল। শঙ্কর রমণীর নিকটে গিয়া বলিল, "আপনার আর ভয় নাই, সে পাষণ্ড আমাকে দেখিয়াই পলাইয়াছে।"

রমণী কহিল, "আমার জীবনদাতার নিকট আমি চিরকালের মত ঋণী রহিলাম।"

শঙ্কর কহিল, "বলুন, আপনার আর কি উপকার আমার দ্বারা হইতে পারে?"

রমণী। পাষণ্ড নরাধম চলিয়া গিয়াছে ত?

শঙ্কর। হাঁ, সে জন্য আর ভয় নাই।

র। অনুগ্রহ করিয়া যদি বাটী রাখিয়া আসেন।

শ। চলুন—পথ যতই কেন বিপদসঙ্কুল হউক না, আপনাকে নিরাপদে বাটী পঁহুছিয়া দিব।

র। আপনি অপরিচিত—আপনার সঙ্গে—

শ। অপরিচিত বটে, কিন্তু যে ভদ্রলোক কোন নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করে, সে কি তাহাকেই আবার বিপদে ফেলিতে পারে?

রমণী বিশেষ লজ্জিতা হইয়া কহিল, "তবে দেখুন দেখি, গাড়োয়ান আছে না পলাইয়াছে?" শঙ্কর গাড়ীর নিকট গিয়া দেখে, চালকপ্রবর মড়ার মত গাড়ীর নীচে একখানি কম্বলে সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া পড়িয়া আছে। শঙ্করের ডাকাডাকিতে শকটচালক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গাড়ীর নিম্ন হইতে বাহির হইল। রমণী ও শঙ্কর গাড়ীর ভিতর বসিল, চালক গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। "এই ভয়ঙ্কর রজনীতে রাজপথে এ রমণী কে? ব্যাপার কি?" এই সমস্ত চিন্তাতে শঙ্কর এতই অন্যমনস্ক ছিল যে, গাড়ী কোন্ পথ দিয়া কতদূর আসিল, ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে গাড়ী আসিয়া একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার সদর দরজায় দাঁড়াইল। রমণী অমনি বলিয়া উঠিল, "আঃ! এইবার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচ্লাম, আমরা বাড়ী এসেছি।" সেই অপরিচিতা রমণী ও শঙ্কর গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। রমণী কহিল,

"মহাশয়, আপনি আমার জীবনদান করিয়াছেন, এক্ষণে দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে নিশাযাপন করিলে বড়ই সুখী হই।" শঙ্কর রমণীর কথায় দ্বিরুক্তি করিল না—উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে শঙ্কর রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"এই আপনার বাড়ী?"

র। আপাততঃ আমি এখানে বাস করি বটে।

শ। এটী বহুকালের পুরাতন বাটী বলিয়া বোধ হয়।

র। এর পর আপনাকে সমস্ত দেখাইব—এখন চলুন, উপরে বসিবেন।

উভয়ে সে দ্বিতল হর্ম্মের এক বৈঠকখানায় আসিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, রমণী কহিল, "বোধ হয়, সকলেই ঘুমাইয়াছে, আপনি এইস্থানে বসুন, আমি ভৃত্যগণকে ডাকিয়া দিই।"

উজ্জ্বল আলোকে রমণীকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্করদাস কহিল, "সুন্দরি! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত বড় বাড়ী। কিন্তু লোকজন নাই। সন্দেহ হচ্ছে। এর ভিতর কোন অভিসন্ধি নাই ত?"

র। অবলা স্ত্রীজাতির নিকট ভয় পাচ্চেন না কি?

শ। স্ত্রীলোক দূরে থাকুক—কোন বীরপুরুষকেও আমি ভয় করি না।

"তবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করুন" এই বলিয়া রমণী অন্য একটী দরজা দিয়া অন্দরমহলে চলিয়া গেল।"

প্রায় পনের মিনিট অতীত হয়, রমণীর আর দেখা নাই।

শঙ্কর অস্থির হইয়া উঠিল—ভাবিতে লাগিল, রমণী কে? ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র আছে। আরও দশমিনিট অতিবাহিত হইল, শঙ্করের সন্দেহ বাড়িল, সে যে দরজা দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দরজার কাছে গিয়া দরজা খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হরি হরি! যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইল—দরজা বাহির হইতে বন্ধ।

শঙ্কর হতবুদ্ধি হইয়া একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার নিকট যে দুইখানি অস্ত্র ছিল, হাত দিয়া দেখে, তাহা নাই। অন্ধকারে যখন রমণীর সহিত গাড়ীতে আসিতেছিল, তখনই কৌশলক্রমে সে দুইখানি রমণী দ্বারা অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারিল। এখন আর উপায় নাই, অদৃষ্টে যাহা আছে; তাহাই হইবে, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল। আর এক একবার চিন্তা করিতে লাগিল—"এখন কর্ত্তব্য কি, কি উপায় করিলে এখান হইতে বাহির হইতে পারি?"

এমন সময় সহসা কপাট উন্মুক্ত হইল। "কি, শঙ্কর বাবু! ভাল আছ ত?" এই বলিয়া একটী ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত, সঙ্গে একজন লোক। শঙ্কর অন্যমনস্ক ছিল, চাহিয়া দেখিল, যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল, প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িবার উপক্রম করিল, তালু যেন শুকাইতে লাগিল—বোবার ন্যায় হইয়া গেল, মুখে কথা নাই। দেখিল, অমরচাঁদ ও তাঁহার সেই সঙ্গী অর্থাৎ আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান। অমরচাঁদ আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পালাবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন নাকি?"

শঙ্কর। বুঝিলাম—এ ষড়যন্ত্র আপনারই।

অমর। আপনি কি ইহাকে চাতুরী বলেন?

শ। চাতুরীছাড়া আর কি বলিব?

অ। হয় হ'ল। বল্‌ছি কি, 'এইবেলা আত্মীয়স্বজনকে একবার স্মরণ কর্‌লে হ'ত না?

শ। হত্যা কর্‌বে নাকি?

অ। না—না, তা নয়; তবে কি জান, আত্মীয়-স্বজনের মায়া।

শ। যদি আমাকে এ প্রকারে খুনই কর্‌বে, তবে আমার অস্ত্রাদি অপহরণ কর্‌লে কেন?

অ। তোমার মঙ্গলের জন্য।

শঙ্কর ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল, "মঙ্গলের জন্যই বটে! তাই আগে থেকে আমাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে!"

অ। বুঝিয়ে বল্‌ছি—বাঁচাবার জন্যই তোমাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।

শ। চাতুরী করিয়া আপনিই আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছেন?

অ। আনিয়াছি, তোমার জীবনরক্ষা করিবার জন্য!

শ। শত্রু কি কখন শত্রুর জীবনরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়?

অ। আমরা উভয়ে শত্রু নয়।

শ। তবে কি?

অ। থাক্,—তুমি আমাকে কাল বড় অপমান করেছিলে, তার কারণ কি?

শ। কারণ বলিতে বাধ্য নহি।

অ। আচ্ছা, তুমি না বল, আমি বল্‌ছি। রমণীর মোহ, আর পাঁচ হাজার টাকা। কেমন, ঠিক বলছি কি না ?

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর চমকিয়া উঠিল, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি ওসব কথা কোথা হইতে শুনিল, বড়ই আশ্চর্য্য ! আমরা দুজনে বই আর কোন প্রাণীই ত এসব কথাবার্ত্তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। অমরচাঁদ কেমন করিয়া এই গূঢ়রহস্যের সন্ধান রাখিল, কি ভয়ানক লোক !"

অ। ভাবছো কি, কেমন ক'রে জান্‌তে পাল্লেম ? সে অনেক কথা।

শ। ভিতরের কথা তবে আপনি সকলি টের পাইয়াছেন—আপনি বলিলেন, আমাকে বাঁচাবার জন্য তোমায় নিরস্ত্র করিয়াছি, এখন অনুগ্রহ করিয়া বিদায় দিন, আমি চলিয়া যাই।

অ। একটু স্থির হও—আমায় বড় অপমান ক'রেছ ? আমাদের ত কথা ছিল, আজ রাত্রিতে তুমি আমাকে ইচ্ছা করিলে হত্যা করিবে। তা বরুণা নদীর সেই ভগ্ন অট্টালিকায় না হইয়া—এইখানেই হইল, তাতে ক্ষতি কি ?

শ। আমি নিরস্ত্র।

অ। তোমার অস্ত্র দুইখানি আনিয়া দিতেছি।

শ। আপনারা দুই জন—আমি একাকী।

"দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই থাকিবে না।" এই বলিয়া অমরচাঁদ শঙ্করের ছুরিকা দুইখানি লইয়া আসিলেন।

শঙ্কর দেখিল, তাঁহার নিজের ছুরিকা বটে।

পুনরায় অমরচাঁদ কহিলেন, "দেখ শঙ্কর, তোমার সহিত আমার বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যে আমাকে

হত্যা করিবে সংকল্প করিয়াছিলে, তাহা ত হইল না—এখন তুমি আমার আয়ত্তের মধ্যে, তোমাকে আসামীরূপে পুলিসে চালান দিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না—তোমার গায়ে একটী আঁচড়ও লাগিবে না। তুমি যাহাতে কমলা রাক্ষসীর কবল হইতে উদ্ধার পাও, তাহার চেষ্টা করিব—তোমাকে বাঁচাইব।”

শ। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতেছে।

অ। আমরা দুজনে যাহাতে এক সঙ্গে মরি, সেই কৌশল করিয়া রাক্ষসী তোমাকে পাঠাইয়াছে।

শ। কিছুই বুঝিলাম না।

“সময়ে বুঝিবে।” এই বলিয়া অমরচাঁদ ভৃত্যকে বলিলেন, “দুটো ইঁদুর নিয়ে আয় ত ?’

অনতিবিলম্বে পিঞ্জরাবদ্ধ ইঁদুরদ্বয় আনিত হইল।

অমরচাঁদ কহিলেন, “শঙ্কর, এই লও তোমার ছুরিকা। একটা ইঁদুরের গায় ছুরিকার একটু আল ফুটাইয়া দাও, এমন করিয়া ফুটাইয়া দিবে, যেন অল্প রক্ত বাহির হয়।

শঙ্কর তাহাই করিল। ছুরিকার খোঁচায় ইন্দুরের গাত্র হইতে যেমন রক্ত বাহির হইল, অমনি মুখ দিয়া গল্ গল্ করিয়া লাল পড়িতে লাগিল, ইঁদুরটী যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে নিমেষের মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অমরচাঁদ কহিলেন, “দেখিলে শঙ্কর! ও ছুরিকাখানিও পরীক্ষা কর।”

শঙ্করদাস ঐরূপ করিলে পূর্ব্ববৎ এ ইদুরটাও তৎক্ষণাৎ প্রাণ-ত্যাগ করিল।

তখন শঙ্করদাস অমরচাঁদের পদতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"ক্ষমা করুন, আমি পিশাচ—আপনি দেবতা—ক্ষমা করুন।—না, এ অধমকে ক্ষমা করিতে নাই! আমি কালভুজঙ্গিনীর কথায় ভুলিয়াছি।"

অ। এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি?

শ। আমাকে বুঝাইয়া দিউন—আমি এখনও এ গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারি নাই।

অ। ছুরিকা দুইখানি বিষাক্ত—কমলারাণী এই দুইখানি আমাদের দুজনকে একসঙ্গে নিপাত করিবার জন্যই তোমাকে দিয়াছিল।—যদি আমরা এই অস্ত্রদ্বয় চালনা করিতাম, উভয়ের অঙ্গই ক্ষত বিক্ষত হইত, তাহা হইলেই নিমেষ মধ্যে ঐ দুইটী মুষিকের মত প্রাণ হারাইতাম, কমলা নিরাপদ হইত।

শ। আপনাকে হত্যা করিবার কমলার উদ্দেশ্য কি?

অ। কমলার আমি যম—আমি বাঁচিয়া থাকিতে কমলার জীবনে এক দণ্ড সুখ নাই—তাই কমলা আমাকে যে প্রকারে হউক খুন করিতে উদ্যত। তুমি তাহাকে ভালবাস—আর সেও তোমাকে বিবাহ করিবে বলিয়াছে, আমাকে খুন করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ সেই দণ্ডেই—তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহা হইত না—হইবেও না। যদি তুমি অমরচাঁদকে খুন করিতে সমর্থ হইতে, তা হইলে দেখিতে পাইতে—তোমার কি লাঞ্ছনা হইত, তোমার অমৃতে গরল উঠিত—কমলা তোমার শত্রু হইত।

শ। আমি আর সেখানে যাইব না—আমার জ্ঞান হইয়াছে, কবে কি করিয়া বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে। বুঝিলাম, স্ত্রীজাতির অসাধ্য কার্য্য এ জগতে কিছুই নাই।

অমরচাঁদ পুনরায় কহিলেন,—"আর কোন ভয় নাই, আজ হইতে তুমি আমার পরম মিত্র—আমার সহায়, তোমার বিপদে আমার বিপদ, টাকা কড়ি তোমার যখন যাহা দরকার হইবে—আমি দিব—সে বিষয় ভাবিও না। আমার নিকট আপাততঃ থাকা হইবে না—তোমাকে কমলার নিকট থাকিতে হইবে, নহিলে আমার কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটিবে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কি কার্য্য ?"

অ। তুমি সহায় না হইলে আমরা কমলাকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিব না।

শ। গ্রেফ্‌তার! কমলা কি করিয়াছে ?

অ। কমলা পতিঘাতিনী—রাক্ষসী, স্বামীকে খুন করিয়া দেশ হইতে পবিত্র কাশীধামে পলাইয়া রহিয়াছে, কিন্তু আমাদিগের চোখে ধূলা দেওয়া বড় কঠিন—আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছি। এতদিন কবে আমরা পিশাচীকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিতাম, কিন্তু করি নাই, মাগী বড় ধড়িবাজ, আমাদিগের উপরও চাল চালে, আমাদের চর সর্ব্বত্র তা জানে না।

শ। গ্রেফ্‌তার কল্লেই ত পারেন ?

অ। এখন নয়, উহার জীবনের ঘটনাবলি জানিতে আরও বাকী আছে, কিন্তু উহার জীবনের উপর যাহাতে কোনরূপ আঘাত না হয়, তাহারও চেষ্টা করিব। কেন না, পাপের অনু-তাপে ভবিষ্যতে স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

শ। স্বামীঘাতিনীকে দয়া প্রকাশ অনুচিত।

অ। তাহার কিছু বিশেষ প্রমাণ অদ্যাপি পাই নাই, সেইজন্য তোমাকে বাঁচাইলাম, তোমার দ্বারা আমার কার্য্য সমাধা হইবে।

শঙ্কর বলিল, "এত বড় ধনশালিনী স্ত্রীলোক কখন দেখি নাই ?"

অ। কমলা নিজের ধনে ধনী।

শ। তবে কমলার জীবনী সম্বন্ধে আপনি সমস্ত জানেন ?

অ। গোপনে অনুসন্ধান রাখাই আমাদের প্রধান কাজ।

শ। কমলা কে আমায় বলুন ?

অমরচাঁদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমি বলিতে পারি কিন্তু আমার কথায় বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে, যখন যেরূপ বলিব, তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাতে যদি সম্মত হও, তবে বলি।"

শ। আমি আপনার দাস—যখন যাহা বলিবেন, অকপটে তাহা সম্পন্ন করিব, যাহাতে মাগী জব্দ হয়, তাহাই করিব।

অমরচাঁদ একটু হাসিয়া কহিলেন, "তবে যদি নিতান্তই শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে দুই এক দিবস অপেক্ষা কর, সমস্তই তোমাকে বলিব। এখন আমরা যেরূপ উপদেশ দিব, সেইরূপ কার্য্য কর। এখন তুমি কমলার নিকট গিয়া বল, অমরচাঁদ আর নাই, জন্মের মত তাহাকে পৃথিবী ছাড়া করিয়াছি। যদি আমার মৃতদেহ দেখিতে চায়, তুমি স্বচ্ছন্দে সেই বরুণার ভগ্ন অট্টালিকায় লইয়া যাইবে—আমি মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিব—জীবিত কি মৃত, কমলা কিছুই বুঝিতে পারিবে না—পরে যা করিতে হইবে বলিয়া দিব।" এই বলিয়া অমরচাঁদ শঙ্করদাসকে সদর রাস্তায় তুলিয়া দিলেন। শঙ্করদাস চলিয়া গেল, অমরচাঁদও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুপ্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে। এখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শঙ্করদাস হন্তো দ্রুন্তা হইয়া একেবারে কমলার ঘরে গিয়া উপস্থিত, অমরচাঁদ গুপ্তভাবে পার্শ্বের ঘরে লুকাইয়া রহিলেন। শঙ্করকে দেখিয়াই কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কাজ শেষ হ'য়েছে?"

গম্ভীরস্বরে শঙ্কর উত্তর করিল, "আমি খুনী!"

কমলা। নিকেশ করেছো?

শ। আমি হত্যাকারী!

ক। স্পষ্ট করিয়া বল, মরেছে কি না?

শ। ওঃ! মনে কর্‌লে এখনও গা শিউরে ওঠে—কমলা! আমি কল্লুম কি! প্রতারণা পূর্ব্বক একজনের জীবন নাশ কল্লেম, বিষমাখান ছোরা! উঃ! আর বল্‌তে পারি না।

ক। একেবারে কি দ্বিখণ্ড করেছ?

শ। না; বাহুমূলে অল্পমাত্র আঘাত করিবামাত্র অমরচাঁদ বসিয়া পড়িল—পরক্ষণেই চিরকালের মত ঘুমাইয়া পড়িল.

ক। সেখানে আর কেউ ছিল?

শ। কেহই না।

ক। ধড়্‌টা সেখানেই পড়িয়া আছে?

শ। হাঁ।

ক। আমি দেখ্‌বো চল।

শ। তোমাকে আমি সেখানে নে যেতে পার্‌বো না।

ক। এখুনি যেতে হ'বে।

শ। আমি তোমার দাস, চল—মৃতদেহ দেখাইগে।

তৎক্ষণাৎ গাড়ী তৈয়ারী হইল, এদিকে অমরচাঁদ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া অপর একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় শঙ্কর ও কমলা সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে বরুণা নদীর ধারে সেই ভগ্ন অট্টালিকায় উপস্থিত। বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে, জনমানবের সাড়া নাই, যেন যমপুরী—অন্ধকারে পূর্ণ। শঙ্কর সেই অন্ধকারে কমলাকে রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত মধ্যে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,— "আসুন না।" নীচেকার একটী ঘরে কমলাকে লইয়া গেল, তথায় অর্দ্ধস্তিমিত একটী আলো, সেই আলোকে কমলা যাহা দেখিলেন, অন্য কেহ হইলে মূর্চ্ছা যাইত। কমলা দেখিলেন, অমরচাঁদের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। কমলা মৃতদেহকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন, একবার মৃতের কপালে হাত দিলেন, বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিলেন, শেষে বলিলেন,—"কোথায় আঘাত করেছ?"

শঙ্কর বাহুমূল দেখাইয়া দিল—তথা হইতে রক্তধারা এখনও পর্য্যন্ত বাহির হইতেছে।

"বেশ হ'য়েছে—আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম, চল, আমরা এখন যাই।" এই বলিয়া উভয়ে গাড়ীতে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

অমরচাঁদও উঠিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পুনরায় সেই বাড়ীর ভিতর অলক্ষ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীতে গিয়া কমলা শঙ্করকে বলিলেন, "কাল সকাল সকাল আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে ?"

শ। কোথায় ?

ক। এইখানে আর কোথায়।'

শ। মনে আছে যা ব'লেছিলে ?

ক। কাল তাহার উত্তর পাবে।

শঙ্কর নিজের প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল, গিয়া দেখে, একটী ভদ্রলোক তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। শঙ্করকে দেখিয়া ভদ্রলোকটী আস্তে আস্তে কহিলেন, "আপনার নাম বোধ হয় শঙ্করদাস ?"

শ। হাঁ, আমারই নাম শঙ্করদাস।

ভ। একটী সংবাদ আছে।

শ। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?

ভ। আমাকে কি আপনি চিনিতে পারিতেছেন না ?

শঙ্কর আলোতে উত্তমরূপে ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া কহিল,—"না—আপনাকে আমি কখন দেখি নাই।"

ভ। তথাপি আমি অপরিচিত নহি।

শ। আপনাকে দেখিয়াছি—কই—কখন—মনে পড়ে না।

ভ। আপনি এতক্ষণ কমলার ঘরে ছিলেন ?

শ। হাঁ, ছিলাম।

ভ। কমলাকে অমরচাঁদের মৃতদেহ দেখাইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া—শঙ্কর হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া গেল, ভাবিল, এ সেই রাক্ষসী কমলার চাতুরী—সাহসে ভর করিয়া উত্তর করিল,—

"আপনার পরিচয় আগে না পাইলে আপনার কথার উত্তর দিব না।"

ভ। আমি আপনার বন্ধু।

শ। তবে কেন অযথা কথা বলিতেছেন?

ভ। আপনি অযথা কাজ করিলেন কি প্রকারে?

শ। কি অযথা কায?

ভ অমরচাঁদকে খুন!

শ। কে বলিল, আমি খুন করিয়াছি?

ভ। আমি সেথানে উপস্থিত ছিলাম!

শ। মিথ্যা কথা!

অপরিচিত ভদ্রলোকটী একটু হাসিয়া নিজের কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ ও টুপি নিমেষ মধ্যে খুলিয়া ফেলিলেন, শঙ্কর দেখিল, অমরচাঁদ।

শ। উঃ, এতক্ষণ পরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম—কি আশ্চর্য্য! আমি কিছুতেই আপনাকে চিন্‌তে পারিনি! বেশ পরিবর্ত্তনের আচ্ছা বাহাদুরী!

অ। এ আর কি আশ্চর্য্য! আর দশ মিনিট পরে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করি, তাহ'লেও তুমি আমাকে চিন্‌তে পার না। কমলা ঠিক মনে করেছে যে, আমি মরেছি, না—শঙ্কর?

শ। যেরূপ মড়ার মত পড়েছিলেন, তাতে বিশ্বাস হবে না—ধন্য কৌশল।

"যাহা হউক, সংবাদটা জেনে গেলুম, কিন্তু খুব সাবধান, যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়—তা হলেই তুমি গেছো! কাল এক সময়ে দেখা হবে?" এই বলিয়া অমরচাঁদ প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কমলার কথানুযায়ী শঙ্কর পরদিন প্রাতে কমলার সহিত দেখা করিল। শঙ্করকে দেখিবামাত্র কমলা ভয়বিহ্বল স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"শঙ্কর! সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমরা ধরা পড়েছি?"

শ। ধরা পড়িছি!—কি করিয়া?

ক। পুলিসের গুপ্তচর এসেছিল।

শ। তার পর।

ক। তার পর আর কি—আমাদের উপর সন্দেহ হয়েছে, আমাদের গ্রেফ্‌তার করবে!

শ। কোন ভয় নাই।

ক। অমরচাঁদের মৃতদেহ যদি বা'র করে?

শ। সে দেহ কি আর আছে, আমি রাত্রেই উহা জ্বালাইয়া দিয়াছি। এখন তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হইলেই হয়।

ক। এ অবস্থায় কিছুতেই হ'তে পারে না—তুমি খুনী, তোমার কখন কি বিপদ হয় তা কে বল্‌তে পারে? আর বিশেষতঃ, তোমায় বিশ্বাস কি?

শঙ্কর কহিল, "তুমি জান, তোমার হাতে আমি নই—বরঞ্চ আমার হাতে তুমি। অমরচাঁদের জামার ভিতর একখানি কাগজ ছিল, তাহা আমি পাইয়াছি, তাহাতে তোমার বিষয়—তোমার জীবনের সমস্ত বিষয় বিবৃত আছে; মনে করিলে তোমাকে আমি

এই মুহূর্ত্তে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি। তুমি স্বামী-ঘাতিনী, স্বামীকে হত্যা করিয়া বারাণসীতে পলাইয়া আসিয়াছ, তা হ'লে আমি খুনী না তুমি খুনী! কেমন, এখন রাজী আছ ত?"

কমলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কমলা কম্পিত স্বরে কহিলেন,—"রাজী আছি, কিন্তু কাগজখানি আমায় আগে দাও।"

শ। আগে আমি দিতে পারি না।

ক। অমরচাঁদকে তুমি খুন করিয়াছ—সাবধান।

শ। পতিহত্যা কে করিয়াছে?

ক। তাহার প্রমাণ নাই—

শ। অমরচাঁদের এই কাগজ প্রমাণস্বরূপে দাঁড়াইবে।

ক। না দাও—একবার দেখাও—

শ। আমার কথায় রাজী না হইলে আমি কিছুতেই দেখাব না।

ক। না দেখাও না দেখাইবে। তুমি ভৃত্য হইয়া চন্দ্রে হস্ত প্রসারণ করিতে যাইতেছ। তুমি কি আমাকে কুলটা জ্ঞান করিয়াছ যে, আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব? তোমাকে আমি যে আশ্বাসবাক্য প্রদান করিয়াছিলাম, সে কেবল আমার কার্য্য উদ্ধার করিতে। এখন আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তুমি ভৃত্য, ভৃত্যের কার্য্য করিয়াছ, এখন তোমাকে আমি আরও পাঁচ-শত টাকা প্রদান করিতেছি, লইয়া এই স্থান হইতে প্রস্থান কর।

কমলা যখন শঙ্করকে এইরূপ কহিতেছেন, সেই সময় এক প্রকাণ্ড দীর্ঘ গোঁপদাড়ীবিশিষ্ট ভীমাকায় পুরুষ কমলার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা ভয়ে আড়ষ্ট—স্পন্দহীন। ভীতান্তঃ-করণে জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি কে ?"

প। চিন্‌তে পাচ্চনা ?

ক। না।

"তুমি আমাকে খুব চিন।" এই বলিয়া সেই ভীমকায় পুরুষ মাথায় পাগড়ী ও কৃত্রিম শ্মশ্রু গুম্ফ খুলিয়া ফেলিল। কমলা দেখিলেন, অমরচাঁদ! অমরচাঁদকে দেখিয়া কমলা চীৎকার করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় অমরচাঁদ কহিলেন, "চীৎকারে কোন ফল নাই!"

কমলা ভীতসহকারে কহিলেন—

"তুমি কোথা হইতে আসিলে?"

অমর। চিলু ভেদ করিয়া।

ক। আমি প্রতারিত হইয়াছি।

অ। মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া তোমার কি ভয় হয় না ?

ক। কি জীবিত—কি মৃত, কাহাকেও আমি ভয় করি না; কেবল একজনকে ভয় করি—ঈশ্বরকে—এবং বুঝিতে পারিলাম, শঙ্কর তোমার চেলা, তোমারই উপদেশানুসারে সে সমস্ত কার্য্য করে।

অ। সে যাহা হউক, এখন তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী বাহিরে ওয়ারেণ্ট হাতে দাঁড়াইয়া আছে। আমার আদেশ পাইলেই, তোমাকে গ্রেফ্‌তার করে। কমলা! এইবার তুমি হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছ!

ক। কেন আমাকে গ্রেফ্‌তার করিবেন ?

অ। স্বামীকে খুন করিয়াছ বলিয়া!

ক। ভগবান জানেন, আমি আমার প্রাণের স্বামীকে হত্যা

করি নাই। মিথ্যা স্বামীহত্যার অপরাধে লোক-সমক্ষে আর আমাকে অপমানিত করিবেন না। একে স্বামীর শোক, তাহে আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়া লোক-সমাজে আমাকে বিশেষরূপ অপমানিতা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই জন্যই আত্মহত্যা করিয়া জীবন জুড়াইবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছিলাম ও আমার যাহা কিছু আছে তাহা আমি মুক্তহস্তে দান করিতেছিলাম। এইরূপে অর্থ শেষ হইলেই মণিকর্ণিকার গর্ভে আমি আপন জীবন সমর্পণ করিতাম। আমার স্বামীর হঠাৎ নিরুদ্দেশে আমার মন একে অস্থির হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর মিথ্যা কলঙ্ক হৃদয়কে সর্ব্বদা দগ্ধ করিতেছে। সে যাহা হউক, এখন আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমার যাহা কিছু আছে তাহা লইয়া আপনি নিবৃত্ত হউন, আমি আপন কার্য্য শেষ করি।

অ। আমি তোমার এক কপর্দ্দকেরও আশা করি না, যে আপন স্বামীকে হত্যা করিয়া ধনাধিকারিণী হইয়াছে, তার ধনস্পর্শ করিলেও মহাপাপ।

চোক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কমলা বলিলেন,—"আপনি আমার উপর যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বামী দেবতা।"

অঁ। তবে আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে কেন?

ক। আপনার উপর আমার বড়ই ক্রোধ, কারণ আপনি রাষ্ট করিয়াছেন যে, আমি আমার প্রাণের স্বামীকে হত্যা করিয়াছি। এই জন্যই আমি উহার প্রতিহিংসা লইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কারণ আমার সংসারে আর কোন সুখ ছিল

না, আমার জুড়াইবার স্থান মণিকর্ণিকা গর্ভই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

অ। তোমার সমস্ত অপরাধ চাপা পড়িতে পারে,—রাজ-দ্বারেও তোমাকে যাইতে হইবে না, যদি তুমি সরলমনে—ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া, তোমার স্বামীর হত্যা-বিষয় স্বীকার কর, তাহা হইলেই তুমি নিরাপদ জানিবে।

কমলার নেত্রদ্বয় বাষ্পভারাক্রান্ত হইল—কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমি আমার জীবনের আর আশা করি না, রাজদ্বারে যাইতেও আমার ভয় নাই। তবে যখন আপনি আমার বিষয় অবগত হইতে চাহিতেছেন, তখন আমি আপনাকে সমস্ত প্রকৃত কথা বলিতেছি, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আর না করুন তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আজ চারি বৎসর হইল, আমার স্বামী স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন—তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন, মোটা মাহিনার চাকরী করিতেন, তাঁহার অন্য কোন অভিভাবক না থাকায়—আমি পিত্রালয়েই থাকি, আমার পিতার আমি একমাত্র সন্তান—মাতা জীবিত ছিলেন না—পিতার মত ধনশালী ব্যক্তি তখন আর সে অঞ্চলে কেহই ছিল না। তিনি বহুবিধ অত্যাচার করিয়া এই ধনরাশি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে কতকগুলি বদমায়েস ডাকাত থাকিত, পিতার হুকুম অনুসারে তাহারা নানাবিধ কুকার্য্য করিয়া টাকাকড়ি আনিত। আমি পিতার পায় ধরিয়া কত বুঝাইয়াছি,—কত কাঁদিয়াছি, ধনান্ধ পিতা আমার কথায় কর্ণপাতও করিতেন না। আমি স্ত্রীলোক, কি করিব, নীরবে সকলি সহ্য করিতাম। মনে হইত, এ পাপ-পুরীতে

আর থাকিব না—এইবার স্বামী আসিলে তাঁহার সহিত চলিয়া যাইব। কিছুদিন পরে তিনি পনের দিনের ছুটী লইয়া আমাদের বাড়ী আসেন। বৎসরান্তে স্বামীর মুখ দেখিয়া আমার সকল চিন্তা দূরীভূত হইল। মনে করিলাম, এইবার ইঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইব—এখানে আর থাকিব না। রন্ধন করিলাম, সমস্ত দিন অনাহারের পর তিনি সামান্য মাত্র আহার করিয়া শয়ন করিলেন। আমি বৃদ্ধ পিতাকে খাওয়াইলাম—পরে নিজে তাড়াতাড়ি দুটি মুখে দিয়া বহুকালের পর স্বামীর পদসেবা করিতে পাইব—এই ভাবিয়া ঘরে গেলাম। ঘরে গিয়া দেখি, তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত, আমি পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলাম না—স্বামীসেবা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রাতঃকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল—উঠিয়া দেখি, তিনি গৃহমধ্যে নাই—মনে করিলাম, বায়ুসেবন করিতে গিয়াছেন, ক্রমে ৭টা ৮টা বাজিয়া গেল। তাঁহার দেখা নাই—বড়ই চিন্তিত হইলাম, মনে সন্দেহ হইল,—তাড়াতাড়ি বাবার কাছে গিয়া সমস্ত বলিলাম। বাবা চক্ষু দুটী কট্ মট্ করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "সে আছে কি গেছে, তার আমি কি জানি।" তৎকালে যদি শত শত অশনি আমার মস্তকে পতিত হইত, তাহাও আমি সহ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু পিতার এই ভয়ানক কথা, অশনি অপেক্ষা মর্ম্মভেদী হইল—আমি কাঁদিয়া উঠিলাম, পিতার পদপ্রান্তে পড়িয়া কত কাঁদিলাম, কঠিনহৃদয় পিতা চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিলেন, "সে আর ইহ-জগতে নাই।" আমার হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল—হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্তপ্রায় হইল, আমি পাগলিনীর ন্যায় নিজগৃহে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু অভাগিনীর কাঁদিবারও অধিকার বেশীক্ষণ রহিল না—পিতা আসিয়া উপস্থিত। আমি পিতাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে

লাগিলাম। বাবা বলিলেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে, তাকে ত আর ফিরে পাবে না—মা, তুমি আর কেঁদ না।" আমি নিরস্ত হইলাম না। শেষে পিতা ক্রোধভরে কহিলেন, "যদি না চুপ কর—তোমাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিব।" অগত্যা আমি চুপ করিলাম,—পিতা চলিয়া গেলেন। দিন যাইতে লাগিল, আমি কেবল বিরলে বসিয়া কাঁদি। কিছুদিন পরে হঠাৎ জ্বর-বিকারে পিতার মৃত্যু হইল, আমি অসহায় ও একাকী হইলাম, জীবনে আর সুখ নাই। এইরূপে মাসাবধি গত হইল, একদিন পুলিস অর্থাৎ তুমি আসিয়া উপস্থিত। তোমাকে দেখিয়া আমার ভয় হইল, বুঝিলাম, আমার স্বামী খুন হইয়াছে, পুলিস জানিতে পারিয়াছে। সেখানে থাকা আর শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলাম না, অবশিষ্ট জীবন ব্রহ্মচারিণীরূপে পবিত্র কাশীধামে কাটাইব মনে করিয়া, এখানে আসিলাম। এখানেও আমার নিস্তার নাই, আপনিও সঙ্গে সঙ্গে। তখন মনে করিলাম, আমার সমস্ত অর্থ দান করিয়া গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন করিব! শঙ্কর দাস বলিয়া একটা লোক আমার নিকট চাকরী স্বীকার করিল—সে যে বদ্‌লোক, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, বলিতে কষ্ট হয়, সে আমায় দেখিয়া পাগলের মত হইল, কপট বিশ্বাসে তাহাকে আশায় রাখিয়া কৌশলে তাহাকে জব্দ করিব, এই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার পর আপনি সমস্তই জানেন—আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই, মরণ হইলেই মঙ্গল। কিন্তু একবার সাধ করিয়াছিলাম, যতকাল বাঁচিব, সেই পতিদেবতার ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া, পতির পদযুগ স্মরণ করিতে করিতে মরিব—কমলা আর বলিতে পারিলেন না। কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল—নেত্রদ্বয় উপরে উঠিল—কমলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে, কমলার মূর্চ্ছা অপনীত হইল। কমলা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, আবার মুদিলেন। তাঁহার মস্তক এক দেবোপম সুন্দরকান্তি যুবকের ক্রোড়ে। যুবক একদৃষ্টিতে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। কমলাকে জাগিতে দেখিয়া যুবক মৃদুস্বরে কহিলেন, "কমলে! এখন উঠিবার প্রয়োজন নাই।" কমলা আবার চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, পাগলের মত ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে যুবকের মুখপানে কেবল চাহিয়া রহিলেন। যুবক তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছেন; কমলা শশব্যস্তে যুবকের ক্রোড় হইতে উঠিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন, "সাপ—সাপ—কাল সাপ! তুই আমাকে দংশন করিয়াছিস্!" কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া "এখনি কালসাপের বিষদন্ত ভগ্ন করিব" বলিয়া আলু-থালু-বেশে ছুরিকা-হস্তে যুবকের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইলেন। যুবক ত্বরিতগতিতে কমলার হস্ত হইতে ছুরিকাখানি কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! কমলে! আমায় চিন্‌তে পাল্লে না? আমি তোমার সরোজ!" "কে—কে, সরোজ! প্রাণেশ্বর—সরোজ! অভাগিনীকে মনে প'ড়েছে? স্বর্গ হইতে আমায় নিতে এসেছ? দাঁড়াও - দাঁড়াও, প্রাণেশ্বর—যাচ্ছি।" এই বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সরোজবাবু তৎক্ষণাৎ কমলাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পালঙ্কের উপর ধীরে ধীরে শায়িত করাইয়া কমলার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

উপসংহার।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, আজ চারি বৎসর হইল, সরোজবাবু একবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন; তিনি আপন শ্বশুরকে ডাকাতের সঙ্গে তাঁহার হত্যা সম্বন্ধে পরামর্শ

করিতেও শুনিয়াছিলেন। কাজে তাহাই ঘটিয়াছিল। দুর্ব্বৃত্ত শ্বশুর দস্যুদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বীয় দুহিতার শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক কোন দ্রব্যবিশেষের দ্বারা উভয়কে অচেতন করণান্তর জামাতা সরোজবাবুকে হত্যা করিয়া দামোদরের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু যাহার পরমায়ু থাকে, তাহাকে কাহার সাধ্য বিনষ্ট করে। জামাতাকে মৃত ভাবিয়া, দস্যুদ্বয় চলিয়া গেল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সরোজবাবু দামোদরের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এক চড়ায় গিয়া লাগেন। তখন তাঁহার অল্প জ্ঞান হইয়াছে, মৎস্যজীবিগণ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করে। তথায় কিয়দ্দিবস থাকিয়া যখন দেখিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার শরীর সবল হইয়াছে, শরীরে আর কোন গ্লানি নাই, তখন সেই সহৃদয় মৎস্যজীবিগণের নিকট বিদায় লইয়া কি করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর উপর সন্দেহ হইল, পিতা পুত্রী উভয়েই এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কমলার অপরাধ সপ্রমাণ ও স্বভাব পরীক্ষার জন্য বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া 'পুলিস' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এখন কমলাকে নিরপরাধিনী ও নিষ্পাপ মনে করিয়া পরদিন কমলাকে লইয়া জন্মভূমি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাণী-ভবনে তালা চাবি পড়িল। আমার অনু-সন্ধানও এই স্থানে শেষ হইল।

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES, NO 159. দারোগার দপ্তর, ১৫৯ সংখ্যা।

দীর্ঘকেশী

(অর্থাৎ দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের মস্তক সম্বন্ধে অদ্ভুত রহস্য।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৪ নং ছজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [আষাঢ়।

দীর্ঘকেশী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার মারকুইস্ স্কোয়ার নামক স্থানটী কলিকাতার পাঠকবর্গের নিকট উত্তমরূপে পরিচিত। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের পার্শ্বে ঐ বৃহৎ স্কোয়ারটী এখন স্কুল ও কলেজের বালকগণের ক্রীড়া-স্থল। ঐ স্থানটীর এখনও নাম আছে দীঘিপাড়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় ঐস্থানে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ছিল, ঐ পুষ্করিণীর নাম ছিল দীঘি। ঐ দীঘিকে এখন স্কোয়ারে পরিণত করা হইয়াছে। ঐ দীঘির চতুস্পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থান সকল দীঘির পাড় বা দীঘির পাড়া নামে অভিহিত হইত। ঐস্থানে যে সকল লোক বাস করিত, তাহারা সমস্তই প্রায় নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ও চোর ও বদমায়েস। ঐ স্থানে কোন ভদ্র মুসলমানকে বাস করিতে আমি দেখি নাই।

ঐ পুষ্করিণীর জল অতিশয় গভীর ছিল ও উহার উত্তর পশ্চিম অংশে একটী বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঐ পুষ্করিণীর জলে আপনার প্রতিবিম্বকে প্রতিভাত করিত, এবং বর্ষাকালে অর্থাৎ যে সময় ঐ পুষ্করিণীর জল বর্দ্ধিত হইত, সেই সময় ঐ বৃক্ষের দুই একটী শাখাও ঐ জলের মধ্যে অর্দ্ধনিমগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিত।

একদিবস প্রত্যুষে সংবাদ আসিল যে, ঐ দীঘির জলের মধ্যে একটী মনুষ্য-মস্তক দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই স্থানে গমন করিলাম। দেখিলাম, আলুলায়িত কেশযুক্ত একটী মনুষ্য-মস্তক, পূর্ব্বকথিত বটবৃক্ষের একটী অঙ্গে নিমগ্ন শাখায় সংলগ্ন হইয়া জলের মধ্যে ভাসিতেছে। আমি সেই অর্দ্ধশায়িত অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর উঠিয়া যতদূর সম্ভব ঐ মস্তকের নিকট গমন করিলাম; দেখিলাম, উহার উপর প্রায় দুই ফিট জল থাকিলেও ঐ স্থানের জলের গভীরতা অধিক; মস্তকের চুল দীর্ঘ বলিয়া অনুমান হইল, সুতরাং মনে করিলাম, উহা কোন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ হইবে। আরও মনে করিলাম, ঐ পাড়ার কোন স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মৃতদেহ উপরে উঠাইলেই উহা যে কাহার মৃতদেহ তাহা কোন না কোন ব্যক্তি বোধ হয় সহজেই চিনিতে পারিবে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ঐ মৃতদেহ উপরে উঠাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। ডোম ডাকাইয়া ঐ মৃতদেহ ধীরে ধীরে তীরে আনিতে কহিলাম। উহারা আদেশ প্রতিপালন করিতে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের সাহায্যে সেই স্থানে গমন করিল ও ঐ মস্তক স্পর্শ করিয়াই কহিল, "ইহা দেখিতেছি কেবল মস্তক, ইহার সহিত দেহ নাই।"

ডোমের এই কথা শুনিয়াই ভাবিলাম, আমি পূর্ব্বে যাহা মনে করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহার বিপরীত। মনে করিয়াছিলাম যে, কোন স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা নহে; যে মস্তকের সহিত দেহ সংযুক্ত নাই, তাহা কোন প্রকারেই জলমগ্নের মস্তক হইতে

পারে না। যাহা হউক, উহা উপরে উঠাইয়া ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে ডোম ঐ মস্তক পুষ্করিণীর তীরে উঠাইয়া আনিল। দেখিলাম, উহা প্রকৃতই একটী স্ত্রীলোকের মস্তক, কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা উহাকে উহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, ও উহার নাক মুখ প্রভৃতি স্থানে এরূপ ভাবে অস্ত্রাঘাত করা হইয়াছে যে, উহার মুখ দেখিয়া সহসা কেহই চিনিতে পারিবে না যে উহা কাহার মস্তক। তথাপি ঐ মস্তকটী দেখিয়া অনুমান হয় যে, ঐ স্ত্রীলোকটী কোন দরিদ্র ঘরের কন্যা বা বনিতা ছিল না, ও বিশেষ রূপবতীই ছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। মস্তকের কেশরাশি অতিশয় ঘন নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ। সদা সর্ব্বদা স্ত্রীলোকগণের মস্তকে যেরূপ দীর্ঘ-কেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ অর্থাৎ মাপিলে কোনক্রমেই চারিফিটের কম হইবে না। উহার চুল আলুলায়িত কিন্তু দুই তিনখানি ইষ্টক ঐ চুলের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে। দেখিলে অনুমান হয় যে, যাহাতে ঐ মস্তক জলের উপরে ভাসিয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্যই ইষ্টক বাঁধিয়া উহা পুষ্করিণীর অগাধ জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

মস্তকটী পুষ্করিণীর ভিতর প্রাপ্ত হওয়ায় স্বভাবতঃই মনে হইল যে, মৃতদেহটীও নিশ্চয়ই ঐরূপে পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। মনে মনে ঐরূপ ভাবিয়া যাহাতে ঐ পুষ্করিণীর মধ্যে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে, তাহার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই সময় পুষ্করিণীর ভিতর অনুসন্ধান করিতে

হইলে জাল ও জেলিয়ার আবশ্যক হইত, সুতরাং অনুসন্ধান করিয়া তাহাই সংগ্রহ করিতে হইল। কতকগুলি জেলিয়াকে ধরিয়া বৃহৎ বৃহৎ জাল সমেত ঐ পুষ্করিণীর ভিতর নামাইয়া দিলাম। পুষ্করিণীটী বহু পুরাতন ছিল, সুতরাং উহার জল নানারূপ পুরাতন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বহু বৎসরের মধ্যে ঐ পুষ্করিণীর যে কোনরূপ পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল ইহা অনুমান হয় না। একজন জেলিয়া ঐ পুষ্করিণী জমা লইত, সে মধ্যে মধ্যে উহা হইতে মৎস্য ধরিয়া লইলেও সম্পূর্ণরূপ মৎস্য শূন্য করিতে পারিত না, বা ঐ পুষ্করিণী কোনরূপেই পরিষ্কার রাখিতে সমর্থ হইত না। জেলিয়াগণ তাহাদের সাধ্যমত ঐ পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু মৃতদেহের কোনরূপই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। এইরূপ গোলযোগে প্রায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, কোনরূপেই আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইল না।

আমরা যে স্ত্রীর মুণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না যে, চিনিতে পারে উহা কাহার মস্তক! অনেক লোক ঐ ছিন্নমুণ্ড দর্শন করিল, কিন্তু কেহই চিনিয়া উঠিতে পারিল না, বা অনুমানও করিতে পারিল না যে, উহা কাহার মুণ্ড! উহা যে কাহার মস্তক, তাহা জানিবার উপায়ের মধ্যে কেবল একমাত্র তাহার দীর্ঘ কেশরাশী। এখন আমাদের একমাত্র ভরসার মধ্যে এই রহিল যে, যদি কেহ বলে,—কোন দীর্ঘকেশী সুন্দরীকে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হউক বা না হউক, অনুসন্ধান করিবার কতকটা রাস্তা হইবে। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া,

আমরা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণকে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিলাম।

ইহার একঘণ্টা পরেই ঐ মস্তক ও তাহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশীর বর্ণনযুক্ত বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়া সহর ও সহরতলীর প্রত্যেক থানায় প্রেরিত হইল। উহাতে এইরূপ আদেশ রহিল যে, ঢোল সোহরতের দ্বারা এই সংবাদ প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায় ও প্রত্যেক গলিতে গলিতে এরূপভাবে প্রচারিত করা হউক; যেন এই বিষয় জানিতে কাহারও বাকী না থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশ বাহির হইবার পর, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই সহর ও সহরতলীর সমস্ত লোকই জানিতে পারিল যে, একটী ছিন্নমস্তক কোন এক পুষ্করিণীর ভিতর পাওয়া গিয়াছে। ঐ মস্তকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশী বর্ত্তমান। আরও সকলে অবগত হইল যে, যদি কোন গৃহস্থের ঐরূপ দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোক বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে তিনি যেন তৎক্ষণাৎ থানায় সংবাদ প্রেরণ করেন।

এই সংবাদ যে দিবস প্রচারিত হইল, সেই দিবস কোন

স্ত্রীলোকেরই অনুপস্থিতি সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম না; কিন্তু পর দিবস এক এক করিয়া তিনটী ও তৎপর দিবস দুইটী নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম।

এদিকে ডাক্তার সাহেব স্পিরিট বা অপর কোন দ্রব্য দ্বারা যাহাতে ঐ মস্তকটী কিছু দিবস রক্ষা করিতে পারেন, তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই পাঁচটী দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের নিরুদ্দেশের সংবাদ যাহারা প্রদান করিয়াছিল, সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে আনাইয়া সেই দীর্ঘ কেশযুক্ত ছিন্ন মস্তক দেখাইলাম, কেহই সবিশেষ চিনিতে পারিল না। উহাদিগের মধ্যে কেহ কহিল, যে স্ত্রীলোকটী পাওয়া যাইতেছে না, তাহার চুল প্রায়ই ঐরূপ ছিল। কেহ কহিল, তাহার চুল অত দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু আমাদের এখন প্রধান কার্য্য হইল, ঐ কয়জন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একটু বিশেষ অনুসন্ধান করা, ও যদি সম্ভব হয়, উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা।

যাহাদিগের স্ত্রী কন্যা বা ভগ্নী দুশ্চরিত্রা হইয়া আপনাপন স্বামী বা পিতা ও ভ্রাতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে, অথচ অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহারা তাহাদিগের কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই, এখন তাহারা এই সুযোগ সহজে পরিত্যাগ করিল না। পুলিসের সাহায্যে যাহাতে এখন উহাদিগের অনুসন্ধান হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে স্ত্রীলোকের কেশ এক ফুটের অধিক নহে, তাহার কেশ ঐ ছিন্ন মস্তকের কেশের সমান লম্বা বলিয়া কেহ কেহ আমাদের নিকট প্রকাশ করিল। কাজেই আমাদিগকে ঐ সকল স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে হইল।

যে পাঁচটী স্ত্রীলোকের নিরুদ্দেশ-সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাদিগের অনুসন্ধানের ভার যে কেবল আমার উপরই ন্যস্ত হইল তাহা নহে, অপরাপর কর্ম্মচারীগণও তাহাদিগের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে আমরা যে উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের মস্তক প্রাপ্ত হইবার সংবাদ সহর ও সহরতলির ঘরে ঘরে প্রচারিত করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম, আমাদিগের সেই উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। পাঁচটী স্ত্রীলোককে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই আরও ত্রিশ, চল্লিশটী ঐরূপ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বুঝিলাম, আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হউক আর না হউক, যাহাদিগের গৃহ হইতে স্ত্রীলোক সকল বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহারা তাহাদিগের কার্য্য আমাদিগের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লইতে প্রস্তুত। আরও বুঝিলাম, যে ব্যক্তি ঐ স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিয়া দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন পূর্ব্বক পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে, সে কখনই ঐ স্ত্রীলোকের নিরুদ্দেশ সংবাদ আমাদিগকে প্রদান করিবে না, আর যদি ঐ স্ত্রীলোকটী কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের হন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্ব সাধারণের নিকট কখনই বাহির হইতেন না; সুতরাং সাধারণের নিকট হইতে ঐরূপ স্ত্রীলোকের সন্ধান পাওয়া নিতান্ত সহজ নহে।

মৃত স্ত্রীলোকের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাউক বা না যাউক, অপরাপর স্ত্রীলোকদিগের অনুসন্ধানে যখন হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল, তখন তাহা শেষ করিতেই হইবে। এখন আমরা তাহাদিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের মস্ত-

কের কেশ কিরূপ লম্বা ছিল কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহাদিগের কাহারও মস্তকের কেশ দুই বা আড়াই ফুটের অধিক নহে। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, এই অনুসন্ধানে আমাদিগের বিশেষ কোনরূপ ফল লাভ হইবে না, সুতরাং সে অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে দিবস ঐ মস্তক পাওয়া গিয়াছিল, সেই দিবস ও তাহার পর তিন দিবস ঐরূপ গোলযোগে কাটিয়া গেল; পঞ্চম দিবস প্রত্যুষে সংবাদ পাইলাম যে, পূর্ব্বকথিত পুষ্করিণীর মধ্যে কি একটা ভাসিতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেইস্থানে গমন করিলাম ও তীর হইতে দেখিলাম, প্রায় পঞ্চাশ ফুট ব্যবধানে জলের মধ্যে কি যেন একটা দেখা যাইতেছে, কিন্তু উহা যে কি, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না।

এই কলিকাতা সহরের গতি, পাঠকগণ বিশেষরূপ অবগত আছেন, কোন পুলিস-কর্ম্মচারী কোন কার্য্য উপলক্ষে কোনস্থানে দণ্ডায়মান হইলে বিনা উদ্দেশ্যে শত শত লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়; বলা বাহুল্য, আমি সেই পুষ্করিণীর ধারে গমন করিলে শত শত লোক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে সকল প্রকার লোককেই দেখিতে পাইলাম। বালক, বৃদ্ধ,

যুবক, স্ত্রীলোক প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল; ভদ্রলোক হইতে অতি নীচ শ্রেণীর লোকদিগকে সেই-স্থানে দেখিতে পাইলাম। জলের মধ্যে ঐ পদার্থটীকে দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে কেহই স্থির করিতে পারিল না যে উহা কি, কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, কোন একটী পদার্থ ঐ স্থানে রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমি সেই সমস্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কোন এক সাহসী ব্যক্তি আছে, যে সাঁতার দিয়া ঐস্থানে গিয়া দেখিয়া আসিতে পার, ঐ পদার্থটি কি?

আমার কথার উত্তরে দুইজন নিম্নশ্রেণী মুসলমান যুবক কহিল, আদেশ পাইলে আমরা এখনি গিয়া দেখিয়া আসিতে পারি, উহা কি? .

তাহাদিগের কথা শুনিয়া আমি তাহাদিগকে ঐস্থানে যাইতে কহিলাম, তাহারাও সন্তরণ দিয়া ক্রমে সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু উহার সন্নিকটবর্ত্তী না হইয়া প্রায় দশ ফিট ব্যবধান হইতে উভয়েই প্রত্যাগমন করিল ও কহিল, আমরা উহার নিকটে যাইতে পারিলাম না ও বুঝিতে পারিলাম না যে, উহা কি? অনু-মানহইল, দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়াই উহা যেন তাহার হস্ত পদ সঞ্চালন করিয়া আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে। আমা-দিগের ভয় হইল, সুতরাং প্রাণ লইয়া আমরা সেইস্থান হইতে পলাইয়া আসিলাম।

ঐ অবস্থা দেখিয়া ও মুসলমান যুবকদ্বয়ের কথা শুনিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, যাহার ছিন্নমস্তক আমরা পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারই দেহ ঐস্থানে

ঐরূপ অবস্থায় ভাসিতেছে; আরও মনে করিয়াছিলাম যে, ঐ মৃতদেহ ঐ পুষ্করিণীর গভীর গর্ভে নিমগ্ন ছিল, ধীবরগণ কর্তৃক স্থানচ্যুত হইয়া ক্রমে ভাসিয়া উঠিতেছে; কিন্তু এখন মুসলমান যুবকদ্বয়ের কথা অনুসারে জানিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ পদার্থটী তাহার হস্ত-পদ নাড়িয়া উহাদিগকে ধরিতে আসিতেছিল। এরূপ অবস্থায় এখন কি করা যাইতে পারে?—যদি আমার পূর্ব্বের অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে মুসলমান যুবকদ্বয় ভীত হইয়া ঐরূপ কথা বলিতেছে; আর যদি উহাদিগের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার অনুমান যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া দুইজন ডুবারিকে আনিবার নিমিত্ত একটী লোক পাঠাইয়া দিলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে দুইজন ডুবারির সহিত সে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দুইজন ডুবারিকে ঐ পদার্থটিকে দেখাইয়া দিলাম ও কহিলাম, তোমরা ঐস্থানে গমন করিয়া দেখ, উহা কি? যদি উহা তীরে আনিবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে প্রকারে হউক, উহাকে তীরে আনয়ন কর।

আমার কথা শুনিয়া ডুবারিদ্বয় সন্তরণ দিয়া যেস্থানে ঐ পদার্থটী দেখা যাইতেছিল, সেইস্থানে গমন করিল, ও ডুব দিল। প্রায় পাঁচ মিনিটকাল আর উহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না বা জলের ভিতর উহারা কি করিতেছে, তাহাও কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে উহারা আমাদিগের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া জল হইতে উত্থিত হইল। উহারা উত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানের জল কর্দ্দমময় হইয়া গেল, সুতরাং ঐস্থানে

যে কি আছে, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। উহাদিগকে জল হইতে উঠিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যে পদার্থটী আমি তোমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম, তাহা তোমরা দেখিতে পাইয়াছ কি?

ডুবারি। হাঁ মহাশয়, পাইয়াছি।

আমি। উহা কি পদার্থ বলিয়া অনুমান হয়?

ডুবারি। বোধ হইতেছে উহা মৃতদেহ।

আমি। মৃতদেহ হইলে তোমরা অনায়াসেই উহা ভাসাইয়া আনিতে পারিতে।

ডুবারি। আমরা ভাসাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাকে কোন প্রকারেই ভাসাইতে পারি নাই।

আমি। কেন উহাকে ভাসাইতে পারিলে না?

ডুবারি। বোধ হইতেছে, কোনরূপ ভারি দ্রব্য উহার সহিত বাঁধা আছে।

আমি। তাহা হইলে ঐ স্থান হইতে উহা কি কোন প্রকারেই এখানে আনা যাইবে না?

ডুবারি। আমরা উহা টানিয়া আনিয়াছি। এই স্থানের জল ঘোলা হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপনারা উহা দেখিতে পাইতেছেন না, একটু অপেক্ষা করুন, কোন গতিকে আমরা উহা তীরে উঠাইয়া দিতেছি।

আমি। বিশেষ সাবধানের সহিত তীরে উঠাইবার চেষ্টা কর, যে ভারি দ্রব্যের সহিত উহা বাঁধা আছে, তাহার সহিত উঠাইতে পারিলে ভাল হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমার কথা শুনিয়া ডুবারিদ্বয় বহুকষ্টে ঐ মৃতদেহটী জল হইতে তীরে উঠইয়া দিল। দেখিলাম, উহা একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, কিন্তু বিবর্জ্জিত মস্তক। আরও দেখিলাম, ঐ মস্তকহীন মৃতদেহের সহিত তিনটী জলপূর্ণ বৃহৎ কলসি রজ্জু দ্বারা তিন স্থানে বাঁধা আছে, কিন্তু মৃতদেহটী এরূপভাবে পচিয়া গিয়াছে যে, তাহার যেস্থানে হস্ত স্পর্শিত হইতেছে, সেইস্থানের মাংস গলিয়া পড়িতেছে; ও উহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে যে, সেইস্থানে ক্ষণকালের জন্য অবস্থান করিতে পারে কাহার সাধ্য।

পূর্ব্বে আমরা এই পুষ্করিণীতে দেহবিহীন স্ত্রীমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এখন মস্তকবিহীন স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলাম, যাহার মস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এ তাহারই দেহ। সুতরাং এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া আর আমাদিগকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইল না; কারণ আমরা পূর্ব্ব হইতেই এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম।

ঐ স্থানে ঐ মৃতদেহটী যখন আমরা উত্তমরূপে অবলোকন করিতেছি, সেই সময়ে আমাদিগের একজন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীতেই দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের মস্তক পাওয়া গিয়াছিল না?

আমি। হাঁ।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। এ মস্তকহীন দেহটীও স্ত্রীলোকের দেখিতেছি।

আমি। হাঁ, ইহা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ।

উ-ক। ইহাকে বিবস্ত্র অবস্থায় রাখা হইয়াছে কেন?

আমি। ইহাকে এইরূপ বিবস্ত্র অবস্থাতে পাওয়া গিয়াছে নিকটে বস্ত্র প্রাপ্ত না হওয়ায়, বাধ্য হইয়া বিবস্ত্র অবস্থায় রাখিতে হইয়াছে। একখানি বস্ত্র কিনিয়া আনিবার নিমিত্ত আমি একজন লোককে পাঠাইয়া দিয়াছি, আশা করি, সে এখনই প্রত্যাগমন করিবে।

উ-ক। পূর্ব্বে যে মস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা কি ইহারই মস্তক বলিয়া অনুমান হয়?

আমি। অনুমান কেন, উহা যে ইহারই মস্তক, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উ-ক। এই মৃতদেহের সহিত এরূপ জলপূর্ণ কলসী বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?

আমি। যাহাতে মৃতদেহটী সহজে ভাসিয়া উঠিতে না পারে, তাহার জন্যই উহার সহিত এইরূপে জলপূর্ণ কলসী বাঁধিয়া দিয়াছে।

উ-ক। এ কার্য্য একজনের দ্বারা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।

আমি। না, ইহা একজনের কার্য্য নহে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

উ-ক। যে রজ্জুর দ্বারা কলসীত্রয় বাঁধা আছে, উহা কিরূপ রজ্জু বলিয়া অনুমান হয়?

আমি। বাজারে যে সকল রজ্জু সদাসর্ব্বদা বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহা সেই রজ্জু, ও দেখিয়া অনুমান হইতেছে, নূতন রজ্জু দ্বারাই এই সকল কলসী বাঁধা হইয়াছে।

উ-ক। রজ্জু সম্বন্ধে বোধ হয় একটু অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

আমি। খুব আবশ্যক, উহা আমাদিগকে করিতেই হইবে।

আমাদিগের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, আমরাও ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া আমাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

আমরা আমাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম সত্য কিন্তু এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমরা যে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যে উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই উপায়ে আমরা কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, কেবলমাত্র কয়েকদিবস বৃথা নষ্ট হইয়াছে। যে মৃত-দেহ পাওয়া যায়, উহা কাহার মৃতদেহ, তাহা জানিতে না পারিলে হত্যা মকর্দ্দমার প্রায়ই কিনারা হয় না। সেই নিমিত্ত উহা যে কাহার মৃতদেহ, তাহা জানিবার জন্যই আমরা এই কয়দিবস চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু আমাদিগের সে চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকটী যে কে, এ পর্য্যন্ত আমরা তাহার কিছুমাত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার ক্যানিংষ্ট্রীট পাঠকগণের মধ্যে কাহারও অপরিচিত নহে। ঐস্থান বাণিজ্য কার্য্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। ঐ রাস্তার দুই ধারে সারি সারি দোকান, সূর্য্যোদয়ের পর হইতে রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত ঐ সকল দোকানে যেমন কেনা-বেচার বিরাম নাই, সেইরূপ লোক যাতায়াতেরও কিছুমাত্র কমবেশী নাই। দোকানগুলি দেখিয়া নিতান্ত সামান্য দোকান বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু যাঁহারা উহাদিগের ভিতরের অবস্থা জানেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ঐ সকল দোকানের মূলধন কম নহে, ও উহাদিগের নিকট হইতে যে কোন দ্রব্য যত পরিমাণ চাহিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবে। দোকানের সুদূরবর্ত্তী স্থানে গলির ভিতর প্রত্যেক দোকানদারের দুই চারিটী করিয়া গুদাম আছে, ঐ সকল গুদামে দোকানের বিক্রেয় দ্রব্যের দ্বারা পরিপূর্ণ, যেমন কোন একটী দ্রব্য কম পড়িতেছে, অমনি ঐ সকল গুদাম হইতে ঐ সকল দ্রব্য আনাইয়া ঐ সকল স্থান পূর্ণ করিয়া রাখা হইতেছে।

ঐ স্থানের একজন ব্রাহ্মণ দোকানদারের সহিত আমার পরিচয় ছিল, পরিচয়ই বা বলি কেন, তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সময় সময় আমি তাহার দোকানে গিয়া বসিতাম ও দোকানের বেচা-কেনার অবস্থা দেখিতে দেখিতে দুই এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিতাম। যে দিবস মস্তক-বিবর্জ্জিত স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পুষ্করিণীর মধ্য হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার তিন চারি দিবস পরে আমি আমার সেই বন্ধুর

দোকানে গমন করিলাম। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, অতি অল্প মাত্রই আছে। সেই সময় ঐ দোকান হইতে রাস্তার অপর পার্শ্বস্থিত একটী দ্বিতল বাড়ীর ছাদের উপর হঠাৎ আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, ছাদের উপর দুইটী স্ত্রীলোক পদচারণ করিতেছে। একটীকে দেখিয়া অনুমান হয় যে, তাহার বয়স হইয়াছে। বোধ হয়, তাহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসরের কম নহে। অপরটী অল্পবয়স্কা দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার বয়ঃ-ক্রম ১৬।১৭ বৎসরের অধিক হইবে না। উভয়েই আলুলায়িত কেশা। যে দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত ছিলাম, ইহাদিগের কেশের দৈর্ঘতা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে, দেখিতেও প্রায় সেইরূপ। উভয়েই ছাদের উপর বেড়াইতেছে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া অনুমান হইতেছে, ঐ কেশরাশী তাহা-দিগের পদ স্পৃষ্ট করিয়া আছে। উভয় স্ত্রীলোকের কেশের সাদৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইল, যে দীর্ঘকেশীর মৃতদেহ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ও যাহার অনুসন্ধানে অনর্থক কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেই স্ত্রীলোকের সহিত এই দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকদ্বয়ের কোনরূপ সংশ্রব আছে কি? ঐ স্ত্রীলোকটী যে কে ছিল, তাহার কোনরূপ সন্ধান কি ইহাদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইব না? এরূপ হইতে পারে, সেই স্ত্রীলোকটী ইহাদিগের কেহ না কেহ হইবে। দুইটী স্ত্রীলোকের চুলের ভাব যখন একই রূপ দেখিতেছি, তখন বোধ হইতেছে, ইহাদিগের বংশই এইরূপ দীর্ঘকেশী ও মৃতা স্ত্রীলোকটীও হয় ত ইহাদিগের কেহ না কেহ হইবে। এরূপ স্ত্রীলোকদ্বয় যখন হঠাৎ আমার নয়নগোচর হইল, তখন বিশেষ-

রূপ অনুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ ভাবিয়া আমি আমার সেই দোকানদার বন্ধুকে কহিলাম, দেখ দেখি, স্ত্রীলোকের ঐরূপ কেশ আর কখন দেখিয়াছ কি?

বন্ধু। দেখিব না কেন? আমি ত প্রত্যহই দেখিয়া থাকি। কেন, তুমি কি ইতিপূর্ব্বে উহাদিগকে আর কখন দেখ নাই?

আমি। না, দেখিলে আর আমি তোমাকে বলিব কেন?

বন্ধু। তুমি তো প্রায়ই আমার দোকানে আসিয়া থাক, আর উহারাও প্রায়ই ছাদের উপর বেড়াইয়া থাকে, এপর্য্যন্ত কি উহারা তোমার নয়নপথে কখন পতিত হয় নাই?

আমি। না, আজই আমি উহাদিগকে প্রথম দেখিলাম। উহারা কাহারা, তুমি কিছু অবগত আছ?

বন্ধু। আছি।

আমি। কিরূপ অবগত আছ?

বন্ধু। তুমি জান যে, আমার সকল দ্রব্যের এই দোকানে স্থান কুলায় না।

আমি। তাহা জানি, আর জানি—এই নিমিত্ত তোমার কয়েকটী গুদাম ভাড়া আছে।

বন্ধু। আমার কয়টী গুদাম আছে তাহা জান?

আমি। না, তবে এইমাত্র জানি যে, কয়েকটী গুদাম ভাড়া আছে।

বন্ধু। কোথায় আমার গুদাম জান?

আমি। না, তাহাও জানি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দোকানের সন্নিকটবর্ত্তী কোন না কোন স্থানে তোমার গুদাম ভাড়া আছে।

বন্ধু। যে বাড়ীতে দুইটী দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোক দেখিয়া তুমি হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছ, ঐ বাড়ীটীও আমার একটি গুদাম।

আমি। ঐ বাড়ীটী যদি তুমি গুদামরূপে ব্যবহার করিয়া থাক, তাহা হইলে ঐ বাড়ীতে মনুষ্য কিরূপে বাস করিয়া থাকে?

বন্ধু। বাড়ীর একতালায় যতগুলি ঘর আছে, সমস্তগুলিই আমার গুদাম। উহারা দোতালায় বাস করিয়া থাকে, নীচের তালার সহিত উহাদিগের কোনরূপ সংস্রব নাই।

আমি। তাহা হইলে ঐ বাড়ীতে তুমি সর্ব্বদাই গিয়া থাক?

বন্ধু। আবশ্যক হইলেই যাই। ঐ বাড়ীতে আমার একজন গুদাম-সরকার আছে, তথাপি দিনের মধ্যে আমাকে তিন চারিবার তথায় গমন করিতে হয়।

আমি। তাহা হইলে উহাদিগের সহিত নিশ্চয়ই তোমার আলাপ-পরিচয় আছে?

বন্ধু। বন্ধুত্ব আছে।

আমি। উহারা কি লোক?

বন্ধু। ইহুঁদি।

আমি। এই বাড়ীতে উহারা কত দিন হইতে আছে?

বন্ধু। বহুকাল আছে, বোধ হয় বিশ বৎসরের কম হইবে না।

আমি। উহারা কাহারা বা কি কার্য্য করিয়া থাকে?

বন্ধু। উহারা একরূপ হাফ্ বেশ্যা, গৃহস্থের ধরণে বাস করে বটে, কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি করিতেও সঙ্কুচিত হয় না।

আমি। উহারা কয়জন এই বাড়ীতে বাস করিয়া থাকে?

বন্ধু। পুরুষের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ইহুঁদি। ঐ যে প্রবীণা স্ত্রীলোকটীকে দেখিতেছ, সে উহাকেই আপনার স্ত্রী বলিয়া পরিচয়

প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু উহাকে ঐ বৃদ্ধের স্ত্রী বলিয়া আমার বোধ হয় না, কারণ অপর পুরুষদিগের সহিত উহার সম্মুখে আমোদ আহ্লাদ করিতেও আমি দেখিয়াছি।

আমি। অপর স্ত্রীলোকটী কে?

বন্ধু। ঐ প্রবীণার কন্যা।

আমি। উহারা কয় সহোদরা?

বন্ধু। আমি উহাদিগের দুই ভগ্নীকে দেখিয়াছি।

আমি। দুই ভগ্নীই কি এই বাড়ীতে থাকে?

বন্ধু। যেটীকে দেখিতে পাইতেছ, সে এই বাড়ীতেই তাহার মাতার সহিত বাস করে। কলিকাতায় একটী বাঙ্গালী জমিদার বাবু ইহাকে রাখিয়াছে, তিনি প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকেন, ও তাঁহা-কর্তৃকই ইহাদিগের খরচ-পত্রের সরবরাহ হইয়া থাকে।

আমি। উহার অপর ভগ্নী কি এখানে থাকে না?

বন্ধু। সে এই স্থানে থাকে না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া থাকে?

আমি। তুমি এখানে তাহাকে শেষ কতদিবস হইল দেখিয়াছ?

বন্ধু। গত পনের দিবসের মধ্যে আমি তাহাকে এ বাটীতে দেখিয়াছি।

আমি। সে থাকে কোথায়?

বন্ধু। শুনিয়াছি, সে কলুটোলায় থাকে।

আমি। কলুটোলায় সে কাহার নিকট থাকে? তাহার কি বিবাহ হইয়াছে?

বন্ধু। ইহাদিগের আবার বিবাহ, শুনিয়াছি কলুটোলায়

একজন চামড়ার মহাজন তাহাকে রাখিয়াছে, তাহারই সহিত সে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকে।

আমি। সেই চামড়ার মহাজন কি উহাদিগের জাতীয় ?

বন্ধু। না।

আমি। তবে সে কোন্ জাতীয় ?

বন্ধু। মুসলমান বলিয়া আমি শুনিয়াছি কিন্তু কখন তাহাকে দেখি নাই।

আমি। তুমি সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াছ ?

বন্ধু। খুব দেখিয়াছি, অনেকবার দেখিয়াছি।

আমি। সে দেখিতে কেমন ?

বন্ধু। বেশ সুশ্রী।

আমি। তাহার ভগ্নী দেখিতে যেরূপ ?

বন্ধু। আমার বোধ হয় ইহা অপেক্ষাও সে দেখিতে ভাল।

আমি। সে এটী অপেক্ষা বড় না ছোট ?

বন্ধু। সেই বড়, আর যেটীকে এখন দেখিতে পাইতেছ, সেই ছোট।

আমি। তাহার মস্তকের কেশ দেখিতে কিরূপ ?

বন্ধু। ইহাদিগের যেরূপ কেশের বাহার দেখিতেছ, তাহার কেশও সেইরূপ। ইহাদিগের তিনজনেরই কেশের সমান বাহার।

আমি। এরূপ কেশ তুমি আর কখন দেখিয়াছ ?

বন্ধু। আমি অনেক জাতীয় স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, হিসাব মত প্রায় ইহুদি পাড়ার মধ্যেই বাস করিয়া থাকি, কিন্তু এই তিনটী স্ত্রীলোক ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোকের মস্তকে এরূপ কেশরাশী আর কখন দেখি নাই।

আমি। যে মুসলমান চামড়াওয়ালা ইহার বড় ভগ্নীকে রাখিয়াছে, তাহার বাড়ী কে জানে বলিতে পার ?

বন্ধু। উহারাই জানে, আর কে জানিবে।

আমি। বৃদ্ধ ইহুদি তোমার নিকট পরিচিত ?

বন্ধু। খুব পরিচিত। এক হিসাবমত উহারা আমার প্রজা।

আমি। কি সূত্রে উহারা তোমার প্রজা হইল ?

বন্ধু। যে বাড়ীতে উহারা বাস করে, সেই বাড়ীতে আমার গুদাম আছে, তাহা আমার নিজের বাড়ী না হইলেও যাহার বাড়ী তাহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত বাড়ী আমি এগ্রিমেণ্ট করিয়া লইয়াছি, সমস্ত বাড়ীর ভাড়া আমিই তাহাকে প্রদান করিয়া থাকি। আমার নিকট হইতে ঐ বৃদ্ধ ইহুদি ঐ বাড়ীর দোতালাটী ভাড়া করিয়া লইয়াছে। সে উহার ভাড়া আমাকেই প্রদান করিয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় বোধ হয় আমি বলিতে পারি যে, উহারা আমার প্রজা।

আমি। তা তো নিশ্চয়ই, এরূপ অবস্থায় ঐ বৃদ্ধ ইহুদিকে যদি তুমি কোনরূপ উপরোধ কর, তাহা হইলে বোধ হয় সে অনায়াসে শুনিতে পারে ?

বন্ধু। পারে বলিয়া তো আমার বিশ্বাস।

আমি। আমি তাহাকে একটী সামান্য উপরোধ করিতে চাই।

বন্ধু। কি উপরোধ ?

আমি। সে একবার কলুটোলায় গিয়া দেখিয়া আসে যে, তাহার কন্যা সেই স্থানে আছে কি না, আর যদি না থাকে, তাহা হইলে এখন সে কোথায় তাহা যদি জানিতে পারে।

বন্ধু। এ অতি সামান্য কথা, বৃদ্ধ যদি বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে আমি এখনই তাহাকে ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিতেছি, কিন্তু একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

আমি। কি কথা?

বন্ধু। ইহা জানিবার প্রয়োজন কি?

আমি। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে আর আমি বলিব কেন, সে যদি ঐ স্থানে না থাকে, তাহা হইলে আমার যে কি প্রয়োজন তাহার সমস্ত কথা তোমার নিকট বলিব।

বন্ধু। আর সে যদি ঐ স্থানে থাকে।

আমি। তাহা হইলেও যদি জানিতে চাও তবে বলিব?

আমার কথা শুনিয়া আমার সেই বন্ধু দোকানদার তাহার দোকানের একজন কর্ম্মচারীকে ঐ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, ও বলিয়া দিলেন যে, "বৃদ্ধ যদি এখন বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে আমার নাম করিয়া তাহাকে একবার আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

বন্ধুর কথা শুনিয়া তাহার সেই কর্ম্মচারী ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল ও দেখিতে দেখিতে সেই বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া সেই দোকানে আমার বন্ধুর নিকট আনিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ ইহুদি সেই স্থানে আসিয়াই আমার সেই বন্ধুকে কহিল, "আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন?"

বন্ধু। হাঁ।

বৃদ্ধ। কেন?

বন্ধু। একটী সামান্য কথার জন্য।

বৃদ্ধ। কি কথা?

বন্ধু। আপনার বড় কন্যাটীকে অনেক দিবস দেখি নাই। তিনি এখন কোথায়?

বৃদ্ধ। কলুটোলায় আছে।

বন্ধু। আপনি তাহাকে কত দিবস দেখেন নাই?

বৃদ্ধ। প্রায় ১৫ দিবস হইল সে আমার এখানে আসিয়াছিল, সেই সময় আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার পর আর তাহাকে দেখি নাই।

বন্ধু। তাহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, আপনি একবার সেই স্থানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করুন ও জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, কোন্ সময় আমি সেই স্থানে গমন করিলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। আমি জানি, তিনি কলুটোলায় থাকেন, কিন্তু কোন্ বাড়ীতে থাকেন, তাহা জানি না, এই জন্যই আপনাকে একটু কষ্ট প্রদান করিতেছি; তাহার ঠিক ঠিকানা আমার জানা থাকিলে আমি নিজে গিয়াই এতক্ষণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতাম।

বৃদ্ধ। এ অতি সামান্য কথা, যে স্থানে আমার কন্যা থাকে সেই স্থান এখান হইতে বহু দূরবর্ত্তী নহে, বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব। আমি এখনই সেই স্থানে যাইতেছি। যদি তাহাকে বাড়ীতে পাই, তাহা হইলে আমি এখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার নিকট আসিতেছি।

বন্ধু। আর যদি এখন তাহার সাক্ষাৎ না পান?

বৃদ্ধ। তাহা হইলেও আমি সেই সংবাদ আপনাকে প্রদান করিব।

এই বলিয়া বৃদ্ধ সেই দোকান হইতেই কলুটোলা অভিমুখে গমন করিল। মুরগিহাটা হইতে কলুটোলা বহুদূর ব্যবধান নহে, তাহা কলিকাতার পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় আমি সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সেই সময় আপনার বন্ধু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ইহুদি স্ত্রীলোকটীর জন্য এত অনুসন্ধান করিতেছেন কেন?

আমি। দীঘির পাড়ায় একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, এ কথা তুমি শুন নাই কি?

বন্ধু। শুনিয়াছি।

আমি। যে দুইটী স্ত্রীলোক ছাদের উপর বেড়াইতেছে, তাহাদিগের মস্তকের চুলের সহিত মৃত স্ত্রীলোকের মস্তকের চুলের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাই ঐ স্ত্রীলোকটীর অনুসন্ধান করিতেছি।

বন্ধু। তোমার উদ্দেশ্য এখন আমি বুঝিতে পারিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমার সেই দোকানদার বন্ধুর দোকানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বসিয়া থাকিবার পর সেই বৃদ্ধ ইহুদি একাকী প্রত্যাগমন করিল। তাহাকে দেখিয়া আমার বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়াছেন!"

বৃদ্ধ। হাঁ মহাশয়।

বন্ধু। আপনার কন্যার সহিত আপনার সাক্ষৎ হইয়াছে?

বৃদ্ধ। না।

বন্ধু। কেন সাক্ষাৎ হইল না?

বৃদ্ধ। তিনি বাড়ীতে নাই।

বন্ধু। কোথায় গিয়াছেন?

বৃদ্ধ। তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

বন্ধু। এ কিরূপ কথা হইল?

বৃদ্ধ। ইহা যে কিরূপ কথা তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি না।

বন্ধু। চামড়ার সওদাগরের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

বৃদ্ধ। হইয়াছিল।

বন্ধু। তিনি কি কহিলেন?

বৃদ্ধ। তাহার কথা শুনিয়া আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

বন্ধু। সে কেমন কথা?

বৃদ্ধ। তিনি কহিলেন, আজ কয়েক দিবস হইল তাহার সহিত আমার কন্যার কোন একটী সামান্য কথা লইয়া একটু মনোবিবাদ হয়। এই কারণে রাগ করিয়া রাত্রিযোগে তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তিনিও রাগ করিয়া তাহার আর কোন সন্ধান করেন নাই, কারণ তিনিও ভাবিয়াছেন যে, আমার কন্যা আমারই বাড়ীতে আসিয়াছে।

বন্ধু। এ সংবাদ তো আপনাকে দেওয়া তাহার উচিত ছিল?

বৃদ্ধ। ছিল বৈ কি, কিন্তু তিনি তাহা দেন নাই।

বন্ধু। তাহা হইলে সে এখন কোথায় গমন করিল?

বৃদ্ধ। আমি তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ও আমার মনেরও এখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার স্ত্রীকে এই সংবাদটী প্রদান করিয়া এখনই আপনার নিকট আগমন করিতেছি।

এই বলিয়া বৃদ্ধ ইহুদি দ্রুতবেগে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। যে স্ত্রীলোকদ্বয়ের চুলের বাহার দূর হইতে দেখিতেছিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই বৃদ্ধ ইহুদী আমার বন্ধুর দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় আমি উহা-দিগের চুলগুচ্ছ বিশেষরূপে দর্শন করিলাম, ও বুঝিলাম, এই চুলের সহিত সেই ছিন্নমস্তকের চুলের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তখন বুঝিলাম, আমার উদ্দেশ্য অনেকদূর সফল হইয়াছে ; ঐ মৃতদেহ এই বৃদ্ধ ইহুদীর জ্যেষ্ঠ কন্যার দেহ ভিন্ন অপর কাহারও নহে।

বৃদ্ধ। আপনারা আমার কন্যা সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত আছেন কি?

বন্ধু। না।

বৃদ্ধ। তবে তাহার সহিত কি নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন?

বন্ধু। একটী প্রয়োজন ছিল বলিয়া।

বৃদ্ধ। কি প্রয়োজন তাহা জানিতে পারি কি?

বন্ধু। আমার নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না।

বৃদ্ধ। কাহার প্রয়োজন ছিল?

বন্ধু। আমার এই বন্ধুটীর।

বৃদ্ধ। আপনার কি প্রয়োজন ছিল মহাশয়?

আমি। যে প্রয়োজন, তাহা বলিবার সময় এখন নাই।

বৃদ্ধ। কেন মহাশয়?

আমি। কারণ আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই।

বৃদ্ধ। আমার কন্যার সহিত কি আপনার পরিচয় আছে?

আমি। না, পরিচয় না থাকিলেও তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

বৃদ্ধ। কেন মহাশয়, তাহার সহিত কি প্রয়োজন ছিল, তাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

আমি। পারেন?

বৃদ্ধ। তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন না মহাশয়?

আমি। বলিতেছি, কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে, আমি আপনাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাহার উত্তর প্রদান করেন।

বৃদ্ধ। জিজ্ঞাসা করুন, আমি যাহা কিছু অবগত আছি তাহার উত্তর এখনই প্রদান করিতেছি।

আমি। যে মুসলমানটীর নিকট আপনার কন্যা ছিলেন, তিনি কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধ। তিনি চামড়ার ব্যবসা করিয়া থাকেন। তিনি খুব বড় মানুষ, অনেক টাকাকড়ি আছে, ও বড় মানুষেরা যেরূপ ভাবে থাকে তিনিও সেই রকমভাবে দিনযাপন করিয়া থাকেন।

আমি। তাহা হইলে আপনার কন্যা কি মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বৃদ্ধ। না, তিনি আমাদিগের ধর্ম্মেই আছেন।

আমি। তাহা হইলে আপনার কন্যার সহিত ঐ চামড়াওয়ালার বিবাহ, বা নিকা প্রভৃতি কিছুই হয় নাই?

বৃদ্ধ। না।

আমি। ঐ চামড়াওয়ালার বিবাহিতা স্ত্রীও বোধ হয় আছেন।

বৃদ্ধ। আছেন।

আমি। তিনি যে বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, আপনার কন্যাও বোধ হয় সেই বাড়ীতে বাস করিতেন।

বৃদ্ধ। না। চামড়াওয়ালা তাহাকে আলাহিদা বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন।

আমি। সে বাড়ীতে অন্য কে থাকিত?

বৃদ্ধ। চাকর চাকরাণী ব্যতীত আর কেহই সে বাড়ীতে থাকিত না। তবে রাত্রির অধিকাংশই চামড়াওলা সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

আমি। ঐ বাড়ীতে কয়টী চাকর থাকিত?

বৃদ্ধ। দুইটী দরয়ান, একটী দাই, ও একটী বাবুর্চিকেই প্রায় সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম।

আমি। চাকরগণ কোন্ জাতীয় ছিল?

বৃদ্ধ। তাহারা সকলেই মুসলমান।

আমি। দরোয়ান দুইজন?

বৃদ্ধ। তাহারাও মুসলমান।

আমি। এখন তুমি তো সেই স্থানে গিয়াছিলে?

বৃদ্ধ। হাঁ—সেই বাড়ীতেই গিয়াছিলাম

আমি। ঐ সমস্ত চাকরদিগের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

বৃদ্ধ। না, কোন চাকরকেই দেখিতে পাই নাই।

আমি। তুমি বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলে?

বৃদ্ধ। না, বাহির হইতে দেখিলাম, দরজায় তালাবন্ধ।

আমি। তাহা হইলে চামড়াওয়ালার সহিত তোমার কি রূপে ও কোথায় সাক্ষাৎ হইল?

বৃদ্ধ। যখন ঐ বাড়ী তালাবন্ধ আছে দেখিলাম, তখন আমি তাহার চামড়ার আড়তে গমন করি। সেই স্থানে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, ও সেই সময় জানিতে পারি যে, আমার কন্যা রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

আমি। তোমার কন্যা উহার আশ্রয়ে কত দিবস হইতে বাস করিতেছে?

বৃদ্ধ। প্রায় ৫।৬ মাস হইতে।

আমি। সে উহাকে কি প্রদান করিত?

বৃদ্ধ। সমস্ত খরচ পত্র বাদে ফি মাসে উহাকে পাঁচ শত টাকা করিয়া দিবার কথা ছিল।

আমি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কত করিয়া দিত?

বৃদ্ধ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। তোমার কন্যা এই কয়মাসের মধ্যে তোমাকে কখনও কিছু টাকা দিয়াছে?

বৃদ্ধ। দুইবারে চারিশত করিয়া আটশত টাকা সে আমাকে দিয়াছিল।

আমি। সে কত দিবস হইল?

বৃদ্ধ। প্রথম ও তৃতীয় মাসে।

আমি। তাহার পর আর কখন কিছু দেয় নাই?

বৃদ্ধ। না।

আমি। ঐ বাড়ীতে যে সকল চাকর ছিল, তুমি তাহাদিগের নাম জান?

বৃদ্ধ। না।

আমি। দেখিলে চিনিতে পারিবে?

বৃদ্ধ। তা পারিব, আমার এই স্ত্রী ও এই কন্যাও উহাদিগকে দেখিলে চিনিতে পারিবে।

আমি। তাহা হইলে ইহারাও উহাদিগকে দেখিয়াছে?

বৃদ্ধ। অনেকবার দেখিয়াছে।

আমি। আজ যখন তুমি সেই স্থানে গমন করিয়াছিলে, সেই সময় উহাদিগের মধ্যে কাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি?

বৃদ্ধ। না, আজ আমি তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।

আমি। আমার যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহার সমস্তই প্রায় একরূপ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। এখন আপনি কি জানিতে চাহেন, আমাকে বলিতে পারেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ ইহুদি আমার কথা শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমার কন্যা সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত আছেন কি ?"

আমি। বোধ হয় কিছু অবগত আছি।

বৃদ্ধ। কি অবগত আছেন মহাশয় ?

আমি। তোমার সেই কন্যা দেখিতে খুব সুন্দরী।

বৃদ্ধ। তাহা ত সকলেই জানে, আমার এই কন্যা অপেক্ষাও অনেকে তাহাকে সুন্দরী কহিয়া থাকে।

আমি। তাহার মস্তকের চুলের খুব বাহার আছে, ও খুব দীর্ঘ।

বৃদ্ধ। তাহার মাতার ও তাহার ভগ্নীর চুলরাশি যেরূপ দেখিতেছেন, উহার চুলও ঠিক সেইরূপ। এ সকল বিষয় তো সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু আমার সেই কন্যা যে এখন কোথায়, তাহার কিছু আপনি অবগত আছেন কি ?

আমি। ঠিক অবগত না থাকিলেও বোধ হয় আমি তাহার কিছু সন্ধান আপনাকে বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমি যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে এই কথা বলিতেছি তাহা যে কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না; অথচ কোন বিষয় বিশেষরূপ অবগত না হইয়াও কাহাকে কোনরূপ অপ্রিয় সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বৃদ্ধ। অপ্রিয় সংবাদ! কি অপ্রিয় সংবাদ ?

আমি। আজ কয়েক দিবস অতীত হইল, কলুটোলার নিকট-

বর্ত্তী দীঘির ভিতর হইতে একটী স্ত্রীলোকের মস্তক ও পরিশেষে মস্তকবিহীন একটী স্ত্রীলোকের দেহ পাওয়া যায়, একথা আপনি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন ?

বৃদ্ধ। না, আমি তাহা শুনি নাই। কোথায় উহা পাওয়া গিয়াছে বলিলেন ?

আমি। কলুটোলার কিছুদূর পূর্ব্বে যে একটী প্রকাণ্ড পুরাতন দীঘি আছে, তাহারই মধ্যে।

বৃদ্ধ। আমি ঐ দীঘি জানি, যে স্থানে চামড়াওয়ালা আমার কন্যাকে রাখিয়াছিল, সেই স্থান হইতে ঐ দীঘি বহুদূরবর্ত্তী নহে। যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা কি আপনি দেখিয়াছেন ?

আমি। দেখিয়াছি।

বৃদ্ধ। উহাকে দেখিতে আমার এই কন্যাটীর ন্যায় কি ?

আমি। ঐ মৃতদেহ পচিয়া যাইবার পর আমি দেখিয়াছি, সেই অবস্থায় দেখিয়াও বোধ হয় সে দেখিতে আপনার এই কন্যাটীর ন্যায়ই ছিল।

বৃদ্ধ। উহার মস্তকের চুল ছিল কিরূপ ?

আমি। আপনার এই কন্যার চুলের ন্যায়। চুল সমেত মস্তক এখনও রক্ষিত আছে, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি উহা আপনাকে দেখাইতে পারি।

আমার এই শেষ কথা শুনিবামাত্র সেই বৃদ্ধ, তাহার স্ত্রী ও কন্যা আমাকে সেইস্থানে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে দিল না, উহাদিগের নিজের গাড়ী ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ী আনিয়া সেইস্থানে উপস্থিত করিল, ও আমাকে তাহাদিগের গাড়ীতে

লইয়া যে স্থানে ঐ মস্তক রক্ষিত ছিল সেই স্থানে যাইতে কহিল।

যে কার্য্য আমাকে করিতেই হইত, যে কার্য্যের নিমিত্ত উহারা অসম্মত হইলে যে কোন উপায়ে হউক উহাদিগকে লইয়া যাইতেই হইত, সেই কার্য্যের নিমিত্ত আমাকে আর কোনরূপ কষ্টই করিতে হইল না, উহারাই বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল।

যে স্থানে ডাক্তার সাহেব ঐ মস্তক রাখিয়াছিলেন, আমি উহাদিগের তিনজনকেই সেইস্থানে লইয়া গেলাম, ও ঐ মস্তক উহাদিগকে দেখাইলাম। ঐ মস্তক যদিচ সেই সময় বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, তথাপি উহা দেখিবামাত্র উহারা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল। উহাদিগের চীৎকার শুনিয়াই আমি যেন বুঝিতে পারিলাম যে, ঐ মস্তক ঐ বৃদ্ধ ইহুদির জ্যেষ্ঠ কন্যা ভিন্ন অপর কাহারও নহে। কিছুক্ষণ আর্ত্তনাদ করিবার পর উহারা একটু স্থির হইল। তখন আমি উহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। উহারা কহিল, ঐ মস্তক তাহাদের কন্যার মস্তক, আরও কহিল, সেই চামড়াওয়ালাই উহাকে কোন কারণে হত্যা করিয়া উহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ দীঘির জলে নিক্ষেপ করিয়াছে।

এত দিবস পরে দেখিলাম, আজ আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবার উপায় হইল। যখন মৃতদেহ সনাক্ত হইল, তখন এই মোকদ্দমার কিনারা হইতে আর বাকি থাকিল না। যে স্থান হইতে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এখন তাহাও যেন বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, বৃদ্ধ যাহা কহিতেছে, তাহাই প্রকৃত।

চামড়াওয়ালা যখন উহাকে এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছিল, যাহার নিমিত্ত এতদিন অকাতরে ব্যয় করিতেছিল, সেই যখন সামান্য ঝগড়া করিয়া তাহার বাড়ী পরিত্যাগ করিল, তখন ইহার নিমিত্ত সে একবার অনুসন্ধানও করিল না, বা তাহার পিতা-মাতাকে কোনরূপ সংবাদও প্রদান করিল না, ইহা কি নিতান্ত সন্দেহের কারণ নহে? যাহার নিমিত্ত চামড়াওয়ালা ঘর ভাড়া করিয়া দাস-দাসীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল, যাহার দরজায় বসিয়া দরোয়ানে পাহারা দিত, সে যখন ক্রোধভরে ঘর পরিত্যাগ করিল, অমনি দাস-দাসীর জবাব হইল, দরোয়ান স্থানান্তরিত হইল, সদর দরজায় তালা পড়িল, ইহাও কি বিশেষ সন্দেহের কারণ নহে? মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সাহসের উপর ভর ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এবার আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইল সেই চামড়া-ওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা। তাহার সেই বাড়ীর ভিতর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা, ও সেই বাড়ীতে যে সকল দাস-দাসী ও দরোয়ান ছিল, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে বাহির করা। এই সকল কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন করা যাইতে পারিবে, কার্য্যের পক্ষে ততই সুবিধা হইবে, সুতরাং অপরাপর কর্ম্মচারীর এই কার্য্যের নিমিত্ত

সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে এই সমস্ত অবস্থার বিষয় তখনই সংবাদ প্রদান করিতে হইল ও তাঁহার আদেশক্রমে অপরাপর যে সকল কর্ম্মচারীগণ ইতিপূর্ব্বে এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদিগের সকলেই এই মোকর্দ্দমায় আমাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চামড়াওয়ালা ধৃত হইল। যে ঘরভাড়া করিয়া চামড়াওয়ালা ঐ স্ত্রীলোকটীকে রাখিয়াছিল, সেই ঘরের তালা খুলিয়া সেই ঘরের ভিতর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাহার ভিতর আমাদিগের প্রয়োজন উপযোগী কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না। সেই সময় ঐ ঘর একেবারে শূন্য অবস্থায় ছিল, উহার ভিতর দ্রব্যাদি কিছুই ছিল না, অধিকন্তু উহা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, চারি পাঁচ দিবসের মধ্যে ঐ ঘর উত্তমরূপে ধৌত করা হইয়াছে, ও দেওয়ালে নূতন কলিচুন ফিরান হইয়াছে। ঘরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে আরও সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, সেই ঘরেই ঐ স্ত্রীলোককে হত্যা করা হইয়াছিল, ও স্থানে স্থানে বোধ হয় রক্তের চিহ্ন লাগিয়া ছিল বলিয়া নূতন করিয়া উহাতে চুন ফিরান হইয়াছে।

চামড়াওয়ালা ঐ স্ত্রীলোকটীকে যে রাখিয়াছিল, তাহা সে স্বীকার করিল। আরও কহিল, সে ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর সে তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান করে নাই, কারণ প্রথমতঃ সে ভাবিয়াছিল যে, সে তাহার পিতা-মাতার নিকটই গমন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ স্ত্রীলোকটীকে রাখিবার কিছু দিবস পর হইতেই তাহার স্ত্রী এই সমস্ত অবস্থা অবগত

হইতে পারিয়াছিল, ও সেই সময় হইতে তাহার স্ত্রী তাহার সহিত সদাসর্ব্বদা কলহ করিত, সুতরাং সে মনে করিয়াছিল, আপন স্ত্রীর সহিত মনোবিবাদ করা অপেক্ষা যদি তাহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকটী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় যাউক, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তাহার মনের ভাব এইরূপ ছিল বলিয়াই সামান্য কারণে যখন সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সে তাহার আর কোনরূপ অনুসন্ধানই করিল না। যাহার ঘর সে ভাড়া লইয়াছিল, তাঁহার সহিত তাহার এইরূপ কথা ছিল যে, যখনই সে ঘর পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ই তাহাকে ঐ ঘরে চুন ফিরাইয়া দিতে হইবে, এই নিমিত্তই সে ঐ ঘরে নূতন চুন ফিরাইয়াছিল, মাস শেষ হইলেই ঐ ঘর সে ছাড়িয়া দিবে। আর যাহার নিমিত্ত সে দাস-দাসী ও দরোয়ান রাখিয়াছিল, সে যখন চলিয়া গেল, তখন ঐ সমস্ত লোকের আর তাহার কোনরূপ প্রয়োজন রহিল না। সুতরাং সে তাহাদিগকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছিল, ও তাহার যে কে কোথায় গমন করিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সে অবগত নহে।

চামড়াওয়ালা আমাদিগকে এইরূপ কহিল সত্য কিন্তু তাহার কথায় আমরা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলাম না। অধিকন্তু যে সকল চাকর তাহার ঐ বাড়ীতে কার্য্য করিত, অপরাপর কর্ম্মচারী-গণ এক এক করিয়া তাহাদিগের সকলকেই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন।

ঐ সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের সমস্ত অবস্থা বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন সকলেই জানিতে

পারিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটী যদিও চামড়াওয়ালা কর্ত্তৃক রক্ষিতা ছিল, তথাপি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের স্বভাব যেরূপ কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না, সেইরূপ তাহার স্বভাবেরও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছিল না। চামড়াওয়ালা তাহাকে বিশেষরূপ যত্ন করিত, তাহার নিমিত্ত বিস্তর অর্থ ব্যয় করিত, তথাপি সে তাহার স্বভাবের গুণে গুপ্তভাবে অপর লোককে তাহার ঘরে চামড়া-ওয়ালার অবর্ত্তমানে স্থান প্রদান করিত। অর্থে না হয় কি ? সেই অর্থের গুণে দাস-দাসী ও দরোয়ান প্রভৃতির মুখ বন্ধ করিত, চামড়াওয়ালার কাণে কোন কথা প্রবেশ করিত না। কিন্তু দৈবের ঘটনা কেহ কখন রোধ করিতে পারে না। হঠাৎ একদিবস যে সময় সেই লোকটী সেই স্ত্রীলোকের ঘরে উপবেশন করিয়া আমোদ-প্রমোদে নিযুক্ত ছিল, অথচ সেই সময় ঐ চামড়াওয়ালার সেই স্থানে আসিবার কোন কারণই ছিল না, সেই সময় কোন কার্য্য উপলক্ষে সেই চামড়াওয়ালা সেই স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইল ও সমস্ত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পাইল। চামড়াওয়ালা যখন সেই স্থানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় ঐ বাড়ীর চাকর চাকরাণী ও দরয়ান এরূপ ভাবে অন্যমনস্ক ছিল যে, তাহার আগমন সংবাদ কোনরূপেই সেই স্ত্রীলোকটীকে প্রদান করিতে পারিল না, চামড়াওয়ালা একেবারে গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল কিন্তু সেই অপরিচিত লোকটী পলায়ন করিয়া যদিচ আপন প্রাণ রক্ষা করিল, ঐ স্ত্রীলোকটী তাহার হস্ত হইতে আর কোনরূপেই পরিত্রাণ পাইল না, ইহজীবনের নিমিত্ত তাহার ইহলীলা সেইখানেই শেষ হইয়া গেল।

চামড়াওয়ালার লোকজনের অভাব ছিল না, সুতরাং রাত্রি-

কালে ঐ মৃতদেহ দুইভাগে বিভক্ত হইল, ও যেরূপ দীঘির জলের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে উহা সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

চামড়াওয়ালা ও তাহার সাহায্যকারী সমস্ত লোকই ধৃত হইল, কিন্তু উহার অনেক অর্থের জোর ছিল, সাক্ষ্যগণ অনেকেই ক্রমে তাহার হস্তগত হইয়া পড়িল, ও হাইকোর্টের প্রধান প্রধান কৌন্সিলিগণের বুদ্ধিবলে ও সাক্ষীগণের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করায় সকলেই সে যাত্রা বিচারালয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

উভয় সঙ্কট।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [শ্রাবণ।

উভয় সঙ্কট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

টিপ্ টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে—গুড়্ গুড়্ গুড়্ আকাশ ডাকিতেছে—মিট্ মিট্ মিট্ গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, তবে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, তাই সেই অন্ধকার রাত্রে এখনও চলিতে পারা যায়। সেই দুর্য্যোগ রাত্রে আমি কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইয়াছি। আবার রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর। একে অমাবস্যার রাত্রি, তায় এই দুর্য্যোগ, সুতরাং আমার পক্ষে এরূপ সুযোগ আমি ছাড়িতে পারিলাম না। হাতে কাজ না থাকিলেও এ সময় শয্যার উপর অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে আমার কেমন প্রবৃত্তি হয় না, তাই বাহির হইয়াছি। কারণ, পৃথিবীর যত পাপ কার্য্যই এইরূপ অন্ধকারে ও দুর্য্যোগ রাত্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি যখন মেছুয়াবাজারের মোড়ের উপর আসিয়া পৌছিলাম, তখন দেখি, জনৈক সাহেব ইনস্পেক্টার একজন নিম্নপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত রোঁদে বাহির হইয়াছেন। তিনি আমায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং

কহিলেন, "এ দুর্য্যোগে আপনি এখানে কেন? কোন জরুরী কাজ হাতে আছে না কি?"

আমি উত্তর করিলাম, "সেরূপ কাজ আমার হাতে নাই বলিয়াই আমি কাজের চেষ্টায় ঘুরিতেছি।"

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "না, অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, এ স্থানটা যে অতি কু-স্থান। সেইজন্য সহরে এত স্থান থাকিতে এ দুর্য্যোগ রাত্রে এ স্থানে কাজের চেষ্টায় ঘোরা, কথাটা হঠাৎ আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

আমিও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "দুর্য্যোগ রাত্রে এরূপ কুস্থানেই কাজের চেষ্টায় ঘুরিতে হয়। আপনার মত অভিজ্ঞ ও পদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারীর মুখে ওরূপ কথা শোভা পায় না।"

আমাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় অদূরে একটা পিস্তলের শব্দ হইল। আমরা সকলেই সে শব্দ শুনিয়া একবারে চম্‌কিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "এই দেখুন, এ যে পিস্তলের শব্দ! এমন সময় পিস্তলের শব্দ কেন হইল, সে বিষয় অনুসন্ধান করা উচিত।"

সাহেব কহিলেন, "নিশ্চয়—আর বিলম্বে কাজ নাই। আসুন, আসুন।"

যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, আমরা সকলেই তখন সেইদিকেই দৌড়িলাম। যে বাড়ীটা হইতে পিস্তলের আও-য়াজ আসিয়াছে বলিয়া আমরা সন্দেহ করিলাম, সে বাড়ীটার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। প্রথমে দরজার কড়া নাড়িলাম, উত্তর নাই! ধাক্কা দিয়া জোরে জোরে শব্দ করিতে লাগিলাম, তথাপি সাড়া-শব্দ নাই। "কে আছ, দরজা খোল" বলিয়া চীৎকার

করিলাম, তবুও কেহ কোন উত্তর দিল না। মৃতব্যক্তির একটা গোঁয়ানী শব্দ এই সময় আমাদের কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। তখন আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখি, উপরে একটা গৃহের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। আমরা উপরে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, একটা লোক বাড়ীর খিড়কীর দরজার দিকে অন্ধকারে পলাইতেছে। আমাদের সঙ্গে যে আলো ছিল, সেই আঁধার-আলো তখন সেই দিকে ধরা গেল। যেই আলো ধরা, লোকটা অমনি আমাদিগকে দেখিয়া আর পলাইল না, এক বিকট মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। বিস্ফারিত তাহার বড় বড় দুটা চক্ষু ক্রোধে তখন রক্তবর্ণ, হস্তে একটা পিস্তল, পিস্তলের লক্ষ্য সাহেবের দিকে। সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার প্রাণে বড় ভয় হইল, আর সেই লোকটাই যে এইমাত্র একটা খুন করিয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। লোকটা সেই স্থান হইতে চীৎকার করিয়া কহিল, "মৎ আও—হুঁই খাড়া রও, এক্ কদম্ আনেসে জান্ যাগা।"

আমি ভয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু এ অবস্থায়ও সাহেবকে ভীত দেখিলাম না। এই সময় হঠাৎ পিস্তলের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, পিস্তলটা তে-নলা। আমরা একটা মাত্র আওয়াজ শুনিয়াছি, এখনও আরো দুইটা নল নিশ্চয়ই গুলি-ভরা আছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই কথা আমি সাহেবকে কাণে কাণে বলিলাম। আমার কথায় সাহেবের তখন চৈতন্য হইল; সাহেব বিপদ আশঙ্কা করিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। এই সময় আমি আরো ভাল করিয়া দেখিলাম—পিস্তলের লক্ষ্য

কেবল সাহেবের দিকে। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হইল, আমি অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া গিয়া লোকটার পিছন দিক হইতে কায়দার সহিত একবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। তখন সম্মুখ দিক হইতেও সাহেব ও পাহারওয়ালা আসিয়া পড়িল। এই সময় লোকটা চীৎকার করিয়া উঠিল, "পুলিস হামকো পাকড়া হ্যায়।"

মুহূর্ত্তের মধ্য এই সকল ঘটনা ঘটিল, বে-কায়দায় পড়িয়া লোকটা গ্রেপ্তার হইল। তাহা না হইলে গুলি-ভরা পিস্তল হস্তে সেরূপ একজন বলবান্ লোককে গ্রেপ্তার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সৌভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে একটা হাতকড়ি ছিল, আমি সেই হাতকড়ি বাহির করিয়া সাহেবকে দিলাম। সাহেব তৎক্ষণাৎ পিস্তল কাড়িয়া লইয়া তাহার হাতে হাত-কড়ি পরাইয়া দিলেন। লোকটা কাবুলেওয়ালা না পাঠান? সে কথার তখন মীমাংসা করিবার আমাদের অবকাশ ছিল না। সাহেব এই সময় উপরে যাইতে কহিলেন। আমি সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিলাম। যে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, সেই ঘরে গিয়া দেখি, এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড! মেজের উপর একটা লোক চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার বুকেই গুলির আঘাত লাগিয়াছে—ক্ষতস্থান হইতে তখনও রক্তস্রোত বহিতেছিল! কিন্তু আমার আসিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। লোকটা যে অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেই অবস্থাতেই রহিল; আমি আর কোনরূপ নাড়াচাড়া না করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। আসিয়া সাহেবকে সকল কথা বলিলাম। সাহেব শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তার পর আমায় কহিলেন—"এরূপ একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা আমি

বড় সাহেবকে না জানাইয়া আর থাকিতে পারিতেছি না—আপনি এখানে লাসের কাছে থাকুন—আমি আসামীকে থানায় লইয়া যাই। সেখান হইতে বড় সাহেবকে টেলিফোঁ করি। আর একজন আপনার সঙ্গে রাখিতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু আমরা দুইজন না হইলে আসামীকে থানায় লইয়া যাইতে পারিব না।” সেই সময় একজন জমাদার সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি কহিলাম, “তবে জমাদারকে আমার কাছে রাখিয়া যান।”

জমাদারকে রাখিয়া সাহেব তখন আসামীকে লইয়া থানায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমায় কহিলেন, “লাস যে ভাবে যেখানে পড়িয়া আছে—ঠিক্ যেন সেইভাবেই থাকে; কোন রকম নাড়া-চাড়া করা যেন না হয়।”

আমি উত্তর করিলাম, “সে কথা আমায় বলিতে হইবে না।”

ইনস্পেক্টার সাহেব যে জমাদারকে আমার নিকট রাখিয়া গেলেন, তাঁহার নাম—কেনারাম ঘোষ। ঘোষজা মহাশয় অনেক দিন এই পুলিস-বিভাগে কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু সেরূপ চালাক চতুর নহেন বলিয়া আর তাঁহার উন্নতি হইল না—জমাদারীতেই বুড়া হইয়া গেলেন। তবে প্রথম শ্রেণীর জমাদার—সব-ইন্‌স্পেক্টারী যে তাঁহার অদৃষ্টে আর ঘটিবে, তাহা ত বোধ হয় না। আমি তাঁহাকে কেনারাম দাদা বলিতাম। আসামী লইয়া সকলে চলিয়া গেলে পর, আমরা নীচের সদর ও খিড়কী দরজা বন্ধ করিয়া উপরে যে ঘরে হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, সেই ঘরে আসিলাম। আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা জন্মিয়াছিল, আমি সেই কারণ কেনারাম দাদাকে কহিলাম, “কেনারাম-দা, খিড়্‌কী দিয়া অমন পলাইবার

পথ যখন রহিয়াছে, তখন আসামী মনে করিলে আমাদের সাড়া পাইয়াই স্বচ্ছন্দে পলাইতে পারিত, কিন্তু কেন পালায় নাই বলিতে পার?"

কেনা। তা আসামীর মনের কথা আমি কেমন করিয়া জানিব ভাই?

আমি। আমার বোধ হয়, আসামীর সঙ্গে আরো কেহ ছিল, সে ঐ খিড়্‌কী দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

কেনারাম দাদা বড় সাদাসিধে লোক। তিনি অম্লানবদনে কহিলেন—"তার আর আশ্চর্য্যটা কি?"

আমি। কমিশনার সাহেব আসিবার পূর্ব্বে আমরা সে বিষয়ে একটা অনুসন্ধান করি এস না দাদা।"

কেনা। অত হাঙ্গামায় দরকার কি? লাস চৌকি দিবার ভার পাইয়াছি, লাসই চৌকী দিই এস।

অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় কেনারাম দাদা কহিলেন, "তবে তুমি যখন ডিটেক্‌টিভ বিভাগের লোক, তখন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করাটা তোমার উচিত বটে।"

আমি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় দাদা?

কেনা। কিসে তুমি অনুমান কর, তা ত আমি কিছুই বুঝিতে পারি না ভাই! একজন লোকে কি গুলি করিয়া অপর একজনকে মারিতে পারে না—যে তুমি আসামীর সঙ্গে আরো লোক ছিল, অনুমান করিতেছ?

আমি। তার একটা বিশেষ কারণ আছে—সে যখন ধরা পড়ে, তখন সে "পুলিস হাম্‌কো পাক্‌ড়া হ্যায়"—বলে চীৎকার করিয়া উঠিবে কেন? আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তার সঙ্গী

বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, ঐ কথার দ্বারা তাহাকে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করা হইল।

কেনা। কথাটা বলিয়াছ মন্দ নয় রে ভাই! সে কথা নিশ্চয়ই অন্যের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছিল। তা না হইলে সে কথার ত কোন অর্থই হয় না।

কেনারাম দাদার মতন একজন লোকেরও মনে যখন আমার উক্ত কথায় এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে দেখিলাম, তখন আর আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। দেখিলাম, সে গৃহটি সুসজ্জিত। সেখানে অন্য আলোরও অভাব ছিল না। আমি একটা হারিকেন্ ল্যাম্প জ্বালিয়া লইয়া কেনারাম দাদাকে আমার সঙ্গে আসিতে বলিলাম। প্রথমে আমরা তন্ন তন্ন করিয়া সেই বাড়ীর অন্যান্য ঘর খুঁজিলাম। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। শেষে নীচে নামিয়া নীচেরও সমস্ত ঘর খোঁজা হইল—কি জানি, যদি এই বাড়ীর মধ্যেই অপর কেহ লুকাইয়া থাকে, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াও আসামী উপরোক্ত কথা বলিতে পারে। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি আস্তে আস্তে খিড়্কীর দরজাটি খুলিলাম—দেখি—সম্মুখেই একটা বিস্তীর্ণ মাঠ। তখন হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, যদি খিড়্কী দিক হইতে কেহ মাঠের উপর দিয়া গিয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহার পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যাইবে। আলো লইয়া দেখি—একজন মানুষের পায়ের দাগ স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তখন কেনারাম দাদাকে সঙ্গে লইয়া সেই মাঠে সেই পায়ের দাগ ধরিয়া চলিলাম। কেনারাম দাদার হস্তে আলো—আর আমার দৃষ্টি সেই পদচিহ্নের দিকে।

মাঠের অর্দ্ধেক গিয়া দেখি—আর একজন লোক মাঠের অপর দিক হইতে আসিয়া এইখানে দুইজনে একত্রিত হইয়াছে! তার পর দুইজনই একত্রে সে মাঠ পার হইয়া গিয়াছে। মাঠের অপর পারে একটা খোলার ঘরের বস্তি। দুইদিকে খোলার ঘর, আর তার মধ্যে সরু রাস্তা—সেই রাস্তা—বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে। সেই সরু রাস্তার মধ্যেও আমি সেই দুইজনের পদ-চিহ্ন ধরিয়া চলিলাম। যখন বড় রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম, আর পদ-চিহ্ন নাই—একখানা গাড়ীর চাকার দাগ স্পষ্ট রহিয়াছে। সেইখানে গাড়ীখানা মোড় ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার যেন স্পষ্ট বোধ হইল, সেই গাড়ীতেই সেই দুইজনে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোথায় যে গিয়াছে, তাহা আর ধরিতে পারিলাম না—কারণ বড় রাস্তায় সেইরূপ অনেক গাড়ী গিয়াছে—তাহাদের চাকার দাগের সঙ্গে এ গাড়ীর চাকার দাগ ধরিতে পারা গেল না। তখন আমরা ফিরিলাম। আসিতে আসিতে কেনারাম দাদাকে কহিলাম, "কেনারাম-দা, আমাদের আসিবার পূর্ব্বে কে পলাইয়া গিয়াছে—বলিতে পার?"

কেনা। কেমন করিয়া বলিব ভাই? আমি ত জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ি নাই?

আমি। পুলিস-বিভাগে কর্ম্ম করিতে হইলে সকল শাস্ত্রই জানা উচিত। আসামীর সঙ্গে নিশ্চয়ই একজন স্ত্রীলোক ছিল। কারণ যে খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করিয়াছে, সে স্ত্রীলোক। এখন আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি—সেই স্ত্রীলোককে বাঁচাইতে গিয়াই আসামী নিজে ধরা দিয়াছে। দাদা, আমার ত মনে হয় এ কেবল খুন নহে, ইহার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর রহস্য লুকায়িত আছে।

কেনারাম দাদা অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি কহিলাম, "চল দাদা, শীঘ্র চল—আমরা লাস ফেলিয়া আসিয়াছি।"

তখন পুনরায় খিড়কী দিয়া আমরা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই খিড়কীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তার পর উপরে যে ঘরে লাস পড়িয়াছিল, সেই ঘরে আসিলাম। এইবার কেনারাম দাদা একটু বিশ্রাম করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার প্রাণে সে ইচ্ছার লেশমাত্র ছিল না। আমি কেবল এই খুনের কথা ভাবিতে লাগিলাম। যে ব্যক্তি খুন হইয়াছে—সে ব্যক্তিকে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশীয় বলিয়া আমার মনে হইল। আর তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলাম, হয় বাহির হইতে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, না হয়—বাহিরে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, এমন সময় খুন হইয়াছে বাড়ীর লোকে গৃহে থাকিবার সময় সচরাচর সেরূপ পোষাক পরিয়া থাকে না। আমি এ সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একটা কথা হঠাৎ আমার মনে হইল। আমি কেনারাম দাদাকে কহিলাম, "কেনারাম-দা, একখানা কোদাল আনিতে পার?"

কেনারাম দাদা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমি কোদাল লইয়া কি করিবে? লাসটা পুঁতিয়া ফেলিবার মৎলব আছে না কি?"

কেনারাম দাদার কথা শুনিয়া আমি হাসিলাম। আমার হাসিবার অর্থ এই—কেনারাম দাদা পুলিসের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী হইয়া কেমন করিয়া এরূপ কথা কহিলেন। লাস পুঁতিয়া ফেলিবার সম্বন্ধে আমাদের হাত কি থাকিতে পারে?

তখন কেনারাম দাদাকে কোদালের আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য কহিলাম, "দেখ, কেনারাম-দা, পিছনের মাঠে যে দুই রকমের পায়ের দাগ দেখিয়া আসিয়াছি, সেই পায়ের দাগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মাটী শুদ্ধ কাটিয়া লওয়াই আমার ইচ্ছা। সেই জন্যই কোদাল চাহিয়াছি, কারণ, এর পর সে পায়ের দাগ নষ্ট হইয়া যাইবে।"

তখন আমার কথা কেনারাম দাদা বুঝিতে পারিয়া আমার বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিলেন। আমি তখন আরো একটু উৎসাহিত হইয়া কহিলাম,—"আচ্ছা, কেনারাম-দা, আমার মনে হয়, যেমন সকল খুনের মধ্যে কোন না কোন রকমে মেয়ে-মানুষের সংস্রব থাকে, এ খুনের মধ্যেও তাই আছে। তবে বেশীর ভাগ আসামীকে এখানে ছদ্মবেশী পুরুষ বলিয়া আমার মনে হয়।"

কেনা। খুনের মধ্যে মেয়েমানুষের সংস্রব থাকিতে পারে, কিন্তু খুনের মধ্যে আসামী যে একজন ছদ্মবেশী লোক একথা কিরূপে বুঝিলে?

আমি। আসামী সাধারণ লোক হইলে—সে অনায়াসে আমাদের এ বাড়ীতে প্রবেশের পূর্ব্বেই লম্বা দিতে পারিত। একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক না হইলে একজন স্ত্রীলোকের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আপনার জীবনকে বিপদাপন্ন করিবে কেন? আর সে স্ত্রীলোককেও সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া আমার মনে হয়।

কেনা। তোমার মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে ভাই—তাই এই সকল প্রলাপ বকিতেছ। তোমার কল্পনাশক্তির আমি প্রশংসা করিতে পারি—কিন্তু আর অন্যের কাছে এ সকল কথা মুখে আনিও না।

কেনারাম দাদার এই মৃদুভর্ৎসনায় আমার সে উৎসাহ কোথায় উড়িয়া গেল। আমি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া সেই ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছি—এমন সময় ঘরের মেজের এক কোণে একটা কি চক্ চক্ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি গিয়া তুলিয়া দেখিলাম, সেটা একটা বহুমূল্যের হীরাচুনি পান্না বসান ইয়ারিং! সেই ইয়ারিং পাইয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না; আমার অনুমান যে সত্য—সে সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। আমি কেনারাম দাদাকে সেই ইয়ারিং দেখাইয়া কহিলাম, "কেনারাম-দা, আমার কথা যে কল্পনা নয়, এই ইয়ারিং তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এই ইয়ারিং স্পষ্ট বলিতেছে—এখানে একজন স্ত্রীলোক ছিল—এই ইয়ারিং দেখিয়াই আমি বুঝিতেছি—সে স্ত্রীলোক সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া—এখন আমার মনে আর কোন সন্দেহ নাই।"

আমি উপরোক্ত কথা বলিতেছি—এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় থামিল। কে আসিলেন—বুঝিলাম। নীচে নামিয়া দরজা খুলিয়া দেখিলাম, পুলিসের বড় সাহেব!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা দুইজনে পুলিসের কায়দাদুরস্ত লম্বা সেলাম করিলাম। বড় সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেক্টার সাহেব এবং পুলিস-সার্জ্জন সাহেবও গাড়ী হইতে নামিলেন। গাড়ীর ছাদের উপর দুইজন

পাহারওয়ালা ছিল, তাহারাও নামিল। আমরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যে স্থলে যে অবস্থায় আমরা আসামীকে প্রথমে দেখিতে পাইয়াছিলাম, ইন্সপেক্টার সাহেব সেই স্থান দেখাইয়া সমস্ত বর্ণনা করিলেন। এক্ষেত্রে আমার বিশেষ প্রশংসাও সাহেব করিলেন। আমি পশ্চাৎদিক হইতে সেরূপভাবে আসামীকে কায়দা করিয়া না ধরিলে, নিশ্চয়ই সেই স্থলে আরো দুই তিনটা খুন হইত, কারণ আসামীর পিস্তলের আরো দুইটা নল যে গুলি-ভরা ছিল, সে পিস্তল পরীক্ষা করিয়া ইন্সপেক্টার সাহেব তাহা জানিতে পারিয়াছেন। বড় সাহেব কোন কথা কহিলেন না, কেবল একটিবার আমার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন।

তার পর আমরা সকলে উপরে উঠিলাম। যে ঘরে লাস ছিল, প্রথমে সেই ঘরেই সকলে উপস্থিত হইলাম। পুলিস-সার্জ্জন ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "রাইট ভেণ্টিকেলের মধ্যে গুলি প্রবেশ করিয়াছে, সেই কারণ আঘাতের দুই তিন মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হইয়াছে।" বড় সাহেব কহিলেন,—"আসামী যে বলে, এ ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে—সে সম্বন্ধে আপনার মত কি? আহত ব্যক্তি যেরূপভাবে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে—আত্মহত্যাতে কি এরূপ হয়—সেই বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্যই আপনাকে এই ভোরের সময় কষ্ট দিলাম।"

পুলিস-সার্জ্জন কহিলেন,—"এ আত্মহত্যা নহে। হত ব্যক্তি যেভাবে পড়িয়া আছে, আমি কেবল তাহা দেখিয়া এ কথা বলিতেছি না। গুলির দ্বারা আত্মহত্যার অন্য পরীক্ষাও আছে। গুলি দ্বারা আত্মহত্যা করিবার সময় মানুষে পোষাক পরিয়া আত্মহত্যা করে না। আর আমাদের প্রধান পরীক্ষা এই—

পিস্তল স্বহস্তে লইয়া আত্মহত্যা করিলে ক্ষতস্থানের উপর বারুদের কাল-দাগ নিশ্চয়ই থাকিত। যেরূপ সাদা পোষাক পরা, তাহাতে কাল দাগ নিশ্চয়ই পড়িবে।"

পুলিস-সার্জ্জনের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে পর, তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন বড় সাহেব আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তুমি এখানে কিরূপে আসিলে ?"

সে প্রশ্নের আমার আর কোন উত্তর দিতে হইল না। ইন্‌স্পেক্টার সাহেবই উত্তর দিলেন,—"হঠাৎ রাস্তায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, আর তার পর বরাবরই সঙ্গে ছিলেন, সে সকল কথা ত আমি আপনাকে জানাইয়াছি।"

বড় সাহেব সে কথা শুনিয়া এইবার আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ খুন সম্বন্ধে তোমার কোন কথা বলিবার আছে ?"

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "কি সম্বন্ধে আজ্ঞা করুন।"

বড় সাহেব। এটা খুন না আত্মহত্যা ?

আমি। আজ্ঞে, এটা যে খুন—সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি অনুসন্ধানে আরো কিছু জানিতে পারিয়াছি, অনুমতি হইলে নিবেদন করি।

বড় সাহেব। কি জানিতে পারিয়াছ বল ?

আমি। খুনের সময় এখানে আর একজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক ছিলেন, আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই তিনি পলায়ন করিয়াছেন।

বড় সাহেব। কিরূপে জানিলে ?

আমি। খিড়কীর দরজার দিকে যে মাঠ আছে, সেই মাঠের উপর পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আমার মনে প্রথমে সন্দেহ হয়। রাত্রে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছিল, সেইজন্য মাঠের উপর বেশ স্পষ্ট

স্পষ্ট পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। আর সেই পায়ের চিহ্ন দেখিয়া স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ বলিয়া আমার বড়ই সন্দেহ হইল। তার পর এই ঘরের মধ্যে এই ইয়ারিং যখন কুড়াইয়া পাইলাম, তখন আর আমার সন্দেহ রহিল না। নিশ্চয়ই এ বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক ছিল, সে পলাইয়া গিয়াছে।

এই কথা কয়েকটি বলিয়া আমি সেই ইয়ারিং সাহেবের হস্তে দিলাম। সাহেব একবার মাত্র ইয়ারিংএর প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমায় কহিলেন,—"সে স্ত্রীলোক যে সম্ভ্রান্ত—সে কথা কিরূপে বুঝিলে?"

আমি। সম্ভ্রান্ত না হইলে, এরূপ বহুমূল্য ইয়ারিং কোথায় পাইবে?

বড় সাহেব। অনুসন্ধানে আর কোন কথা জানিতে পারিয়াছ কি?

আমি। আর একজন ঐ মাঠের অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত আসিয়া সেই স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে।

বড় সাহেব। এ কথা কিরূপে জানিলে?

আমি। সেও ঐ মাঠে পায়ের দাগ দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি।

বড় সাহেব। সে লোক স্ত্রীলোক না পুরুষ?

আমি। পুরুষ।

বড় সাহেব। কিরূপে জানিলে?

আমি। পায়ে জুতা ছিল—সুতরাং পুরুষ।

বড় সাহেব। তাহারা কোথায় গেল—সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিয়াছ কি?

আমি। তাহারা মাঠ পার হইয়া বস্তীর গলির রাস্তা দিয়া বড় রাস্তায় গিয়াছে। বড় রাস্তা হইতে গাড়ী করিয়া কোথায় গিয়াছে, তাহা আর ধরিতে পারা গেল না।

বড় সাহেব। আর কিছু জান?

আমি। আসামীও একজন ছদ্মবেশী সম্ভ্রান্ত লোক।

বড় সাহেব। কিরূপে জানিলে?

আমি। আসামী সেই স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম বাঁচাইবার জন্য নিজে ধরা দিয়াছে;—মনে করিলে আমাদের আসিবার পূর্ব্বে সে অনায়াসে পলাইতে পারিত। যে একজন স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে পারে, তাহাকে সাধারণ খুনী আসামী বলিয়া মনে কেমন বিশ্বাস হয় না। আর ধরা পড়িবামাত্র সে চীৎকার করিয়া—"পুলিশ হামকো পাকড়া হায়"—এ কথা বলিবে কেন? নিশ্চয়ই অন্যকে সতর্ক করিবার জন্যই সে এইরূপ ভাবে চীৎকার করিয়া সে কথা বলিয়াছিল। "আমায় পুলিসে ধরিয়াছে"—এ কথা বলিবার নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল, আমার ত এইরূপ মনে হয়। খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গেলে সচরাচর যেমন মূলে স্ত্রীলোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই খুনের মূলেও সেইরূপ স্ত্রীলোক আছে। আর এই যে আসামী, এ একজন সাধারণ খুনী আসামী নয়—ছদ্মবেশী কোন অসাধারণ লোক।"

আমার কথা শেষ হইলে বড় সাহেব একবার ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"বাবুর মাথা, বোধ হয়, হঠাৎ খারাপ হইয়া গিয়াছে। তা না হইলে এরূপ প্রলাপ

বাক্য কখনই শুনিতে পাইতাম না। আমি ত এর ভিতর কোন অসাধারণ ব্যাপার দেখিতে পাই না। আসামীর আকার-প্রকার দেখিয়া আমার ত মনে সে রকম কোন সন্দেহ হয় না।"

সাহেব সে উত্তরের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথাই কহিলেন না। এই সময় কেবল মাত্র আমায় কহিলেন,—"চল—সেই মাঠে গিয়া একবার দেখিয়া আসি।"

আমি বড় সাহেবকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিলাম। আমাদের সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টার সাহেবও আসিলেন। খিড়কীর দরজা হইতে মাঠের উপর যে পায়ের দাগ আরম্ভ হইয়াছিল, আমি বড় সাহেবকে তাহা দেখাইলাম। আর সে পায়ের দাগ যে স্ত্রীলোকের, সে কথাও কহিলাম। সাহেব একবার ভাল করিয়া সে পায়ের দাগ দেখিলেন, কিন্তু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। তার পর আমি সেই পায়ের দাগ ধরিয়া বরাবর গিয়া যে স্থলে অপর পায়ের দাগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও সাহেবকে দেখাইলাম। আর সে পায়ের দাগ যে পুরুষের, সে কথাও কহিলাম। তার পর মাঠ পার হইয়া বস্তীর গলি দিয়া বড় রাস্তা পর্য্যন্ত সাহেবদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। সে রাস্তায় যে গাড়ীর চাকার দাগ ছিল, তাহাও বড় সাহেবকে দেখাইলাম। এই সময় বড় সাহেব কহিলেন, "পলাতকেরা যে গাড়ী করিয়া গিয়াছে, এ কথা কিরূপে স্থির করিলে বল? মাত্র গাড়ীর চাকার দাগ দেখিয়া সে কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?"

আমি তখন উত্তর করিলাম, "এই দেখুন, গাড়ীখানা দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ এই গলির মোড়ে আসিয়াই মোড় ঘুরিয়া পুনরায় দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে।

অবশ্য এ আমার অনুমান মাত্র। তবে এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, এরূপ বস্তীতে কেহ গাড়ী করিয়া আসা সম্ভব নয়। আর রাত্রে জল-ঝড়ের পরে এ গাড়ী এখান হইতে না যাইলে, রাস্তায় এরূপ চাকার দাগ হওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন সঙ্গে ছিল, তখন তাহাদের এরূপ প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটিয়া যাওয়া অপেক্ষা গাড়ী করিয়া যাওয়াই সম্ভব।”

সাহেব আমার এ উত্তরেরও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা কহিলেন না; কিন্তু এই সময় ইন্‌স্পেক্টার সাহেব কহিলেন, “বাবুর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করা যাইতে পারে।”

যেরূপ বিদ্রূপস্বরে একথা বলা হইল, তাহাতে আমি বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। তবে আমার বিশ্বাসমতে আমি এই সকল কথা বলিয়াছি, এই কারণ, আমার মনে কোন কষ্ট হইল না। সাহেবকে এই সকল কথা বলা আমার কর্ত্তব্য মনে করিয়া সেই কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুরোধেই বলিয়া ফেলিয়াছি। বড় সাহেব অনেক ক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তার পর আমায় কহিলেন, “তুমি এ খুনের তদন্ত করিবার ভার লইতে পার?”

আমি। আপনার অনুমতি হইলে আমি প্রস্তুত আছি।

বড় সাহেব। আমি এ কার্য্যের ভার তোমার উপরই অর্পণ করিলাম। কিন্তু দেখিও, খুব সাবধান—তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের আশাভরসা সমস্তই এই কার্য্যের সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে। আসামী ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিপক্ষে কোন প্রমাণ নাই—আর সে নিজের পরিচয় পর্য্যন্ত দিতেছে না, সুতরাং তোমার কাজ বড় গুরুতর।

আমি বিনীতভাবে কহিলাম, "মানুষের যাহা সাধ্য—সে পক্ষে এ অধীনের কোন ক্রটী হইবে না, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

বড় সাহেব। তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমার সহিত একবার করিয়া সাক্ষাৎ করিবে, দৈনিক রিপোর্ট অপেক্ষা তোমার বাচনিক প্রত্যেক দিনের ঘটনা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

আমি। হুজুরের হুকুম অনুযায়ী আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

বড় সাহেব। এ কার্য্যে তোমার সাহায্যকারী আর কাহাকে চাও, আমায় বল?

"আপাততঃ এই কেনারাম জমাদারকে পাইলে যথেষ্ট হইবে, তবে ডিটেক্‌টিভ বিভাগের অন্য কাহাকেও আবশ্যক হইলে আমি হুজুরকে জানাইব।"

এই কথা বলিয়া আমি আমার কেনারাম দাদাকে দেখাইয়া দিলাম। আমার এই প্রার্থনায় বড় সাহেব যেন কিছু বিস্মিত হইয়া একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর কহিলেন, 'আচ্ছা, তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক।"

এই কথা বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের উপর লাস চালান দিবার ভার দিয়া বড় সাহেব চলিয়া গেলেন। বড় সাহেব চলিয়া গেলে-পর, ইন্‌স্পেক্টার সাহেব আমায় কহিলেন, "বাবু, আপনার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়া গিয়াছে। এ খুনী মোকদ্দমার তদারক অপেক্ষা এখনই নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, নহিলে শীঘ্রই গোল বাড়ীতে গিয়া বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সাহেবের এই অযাচিত উপদেশের দরুণ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া আমি কেনারাম দাদাকে সঙ্গে লইয়া থানায় আসিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই, তার উপর ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আমার মস্তিষ্ক খারাপের বড়ই একটা ভয় দেখাইয়াছিলেন, সেই কারণ থানায় আসিয়া প্রথমেই স্নান করিলাম। তার পর সামান্য একটু জলযোগের পর আমি কেনারাম দাদাকে সঙ্গে লইয়া থানা হইতে বাহির হইলাম। চিৎপুর রোডের যে বাড়ীতে খুন হইয়াছিল, প্রথমে সেই বাড়ীতে আসিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম—সে বাড়ীখানির মালিক—চোরবাগানের দত্তবাবুরা। এ বাড়ী কে ভাড়া লইয়াছিল, এ কথা প্রতিবাসীরা কিছুই বলিতে পারিল না, তবে এই মাত্র জানিতে পারিলাম—বাড়ীখানা এতদিন খালি পড়িয়াছিল, সবে ৪।৫ দিন মাত্র ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। গতরাত্রে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই—প্রথমেই বাড়ীখানার নীচে উপর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কোন রূপ চিঠিপত্র পাওয়া যায় কি না তাহাও ভাল করিয়া দেখিলাম। আসামী বা হতব্যক্তির পরিচয় বাহির করা সম্বন্ধে সে বাড়ীর মধ্যে যাহা যাহা করা আবশ্যক, তাহা সমস্তই করিলাম, কিন্তু সে বিষয়ের কিছু অনুসন্ধান করিতে

পারিলাম না। তখন কেনারাম দাদাকে সঙ্গে লইয়া চোরবাগানের দত্ত বাবুদিগের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইলাম।

পথে কেনারাম দাদা আমায় কহিল, "ভায়া হে, তোমার ডিটেক্‌টিভ বিভাগের এত লোক থাকিতে আমার উপর এ অনুগ্রহ কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"কাজটা কি মন্দ করিয়াছি দাদা? চিরকালই কি জমাদারীতে কাটাইবে? নিজের উন্নতির কোন চেষ্টাও করিবে না? যদি আমরা এ খুনের কোন কিনারা করিতে পারি, তবে তোমার এ মৌরসী পাট্টার জমাদারী আগে ঘুচাইব।"

কেনারাম দাদা তখন কহিলেন,—"আমি ত ভাই, তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। খুন হইয়াছে ত একপ্রকার আমাদেরই চক্ষের সাম্‌নে। খুন হইয়াছে যে বন্দুকের গুলিতে—সেই বন্দুক হস্তে আসামীকে আমরা ধরিয়াছি, সুতরাং এইখানেইত কাজের খতম—এ খুনের কিনারা করিতে পারিলে উন্নতি হইবে বলিতেছ, কিন্তু এ খুনের কিনারা আবার কিরূপে করিতে হইবে, আমি ত ভাই, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি কহিলাম,—"কেন,—বড় সাহেবের কথা কি ভুলিয়া গেলে দাদা? বড় সাহেব তোমারই সম্মুখে আমায় বলিলেন, এ কাজ বড় গুরুতর। আসামী ধৃত হইয়াছে বটে, তাহার বিপক্ষে প্রমাণ কি? আর সেই যে আসামী, তাই বা এখন কেমন করে বলা যাইতে পারে? তাহাকেই সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তাহার বিপক্ষে এখন অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথমতঃ খুনের উদ্দেশ্য কি—সেটা পর্য্যন্ত আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।"

কেনারাম দাদা কহিলেন, "বড় সাহেব ত তোমার মতেই মত

দিলেন দেখিতেছি। মুখে বলুন আর নাই বলুন, যখন তোমার উপরই এ খুনের তদন্তের ভার দিয়াছেন, তখন তোমার মতে মত দেওয়া হইয়াছে। এই কারণ, আমাদের ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের তোমার উপর রাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় সাহেবের সম্মুখে কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছে। ইন্‌-স্পেক্টর সাহেবের বিশ্বাস, তুমিই একটা তিলকে তাল পাকাইতেছ। কোথা থেকে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, আর আসামী একজন ছদ্মবেশী বড় লোক, ইহার ভিতর আনিয়া একটা গোল পাকাইতেছ।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমরা চোরবাগানের দত্তবাবুদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রথমে কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু আমরা যে সংবাদের জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, তিনি সে সম্বন্ধ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি একটা ভরসা দিলেন যে, তাঁহার সরকার মহাশয় সে সকল সংবাদ দিতে পারিবেন। তখন সরকার মহাশয় সেখানে ছিলেন না, তবে তাঁহার বাসা নিকটেই ছিল, আমাদের অনুরোধে তাঁহাকে বাসা হইতে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠান হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সরকার মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

আমি। আপনাদের —নং চিৎপুর রোডের বাড়িখানা ভাড়া হইয়াছে কোন্ তারিখ হইতে ?

সরকার। আজ ছয় দিন হইল। গত বুধবার হইতে।

আমি। কোন এগ্রিমেণ্ট হইয়াছে কি ?

সরকার। না মহাশয়, কোন এগ্রিমেণ্ট হয় নাই।

আমি। কে ভাড়া লইয়াছে ?

সরকার। একজন মুসলমান।

আমি। তার নাম কি?

সরকার। নামটা আমি জানি না।

আমি। বাড়ী কাকে ভাড়া দিলেন, তার নাম পর্য্যন্ত জানেন না—কি রকম?

সরকার। আপাততঃ এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া ভাড়া লইয়াছিল, পরে এগ্রিমেণ্ট হইবে—এরূপ কথা ছিল।

আমি। সে অগ্রিম টাকার রসিদ দেওয়া হয় নাই?

সরকার। আজ্ঞে না—এগ্রিমেণ্ট হইলে পর, তবে রসিদ দেওয়া হইত।

আমি। এগ্রিমেণ্টের কাগজ কেনাও হয় নাই?

সরকার। আজ্ঞে না।

আমি। আচ্ছা, যে লোক ভাড়া লইয়াছিল, তাহাকে দেখিলে চিনিতে পার?

সরকার। পারি।

আমি। চেহারা কিরূপ?

সরকার। লোকটা লম্বা—বেশী মোটাও নয়, আর খুব রোগাও নয়। রং শ্যামবর্ণ—বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর হইবে।

আমি। দাড়ী আছে?

সরকার। দাড়ী আছে—লম্বা দাড়ী নয়—ছাঁটা দাড়ী আর দাড়ীতে কাঁচা পাকা চুল।

সরকারের এই সকল কথা শুনিয়া আমি বড় আশায় নৈরাশ হইলাম। সরকার সে লোকের যে চেহারার পরিচয় দিল, ধৃত আসামী বা হত ব্যক্তির চেহারার সহিত তাহার কিছুই মিলিল না।

তখন এ বাড়ীওয়ালার নিকট অনুসন্ধানে কোন ফল হইল না, বুঝিয়া আমি সেখান হইতে বিদায় লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। তথাপি যাইবার সময় সেই সরকারকে কেনারাম দাদার সহিত একবার থানায় পাঠাইয়া দিলাম। ধৃত আসামী ও লাস দেখিয়া চিনিতে পারে কি না—ইহাই পরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল।

তার পর সে অঞ্চলের নিকট যে সকল গাড়ীর আড্ডা ছিল, আমি সেই সকল আড্ডা অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গত রাত্রের দুর্য্যোগের পর, রাত্রি আন্দাজ সাড়ে বারটার সময় কোন্ গাড়োয়ান সেই বস্তির গলির মধ্য হইতে ভাড়া লইয়া গিয়াছে, সন্ধান করিয়া বাহির করাই আমার উদ্দেশ্য। অনেক চেষ্টার পর আমি মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটের মোড়ে, যে ভাড়াটিয়া গাড়ীর আড্ডা আছে, সেই আড্ডার একজন কোচম্যানের নিকট যে সন্ধান পাইলাম, তাহাতে মনে কতকটা আশা জন্মিল। সে কহিল,—"আবদুল কাল অধিক রাত্রে ঐখান হইতে একটা ভাড়া লইয়া খিদিরপুর গিয়াছিল।"

আমি কহিলাম, "তুমি কিরূপে সে কথা জানিলে ?"

সে কহিল, "একবারে ৫৲ পাঁচ টাকা ভাড়া পায় বলিয়া আমার নিকট সে আজ সকালে গল্প করিয়াছিল।"

আমি তখন সেই আবদুলের সহিত দেখা করিতে চাহিলাম। কিন্তু আবদুল তখন আস্তাবলে ছিল না, ভাড়া খাটিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কখন ফিরিয়া আসিবে—তাহাও কেহ বলিতে পারিল না, তবে দুই প্রহরের সময় আসা সম্ভব, এই কথা শুনিলাম। কাজেই আমি তখন থানায় ফিরিয়া গেলাম। সেই-খানে কেনারাম দাদার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারই

মুখে শুনিলাম, "আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। ধৃত আসামী বা হতব্যক্তির মধ্যে কেহ সে বাড়ী লয় নাই। আহারাদির পর আমি পুনরায় সেই মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীটের সেই আস্তাবলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেনারাম দাদাও আমার সঙ্গে ছিলেন। আস্তাবলে গিয়া শুনিলাম, আবদুল তখনও ভাড়া খাটিয়া ফিরিয়া আইসে নাই। আমি সেখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিব কি না—এই কথা মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখি, একখানি গাড়ী আসিয়া আস্তাবলের সম্মুখে থামিল। তখন একজন সহিসের মুখে জানিলাম, সেই গাড়ীর গাড়োয়ানের নামই আবদুল। আমি তখন যেন স্বর্গ হাতে পাইলাম। আবদুল কোচবাক্স হইতে নামিল, গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিল, গাড়ী রাস্তার উপরই রহিল, কিন্তু ঘোড়া দুইটাকে সহিসের হস্তে প্রদান করিল। আমি ততক্ষণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া সে একটু সুস্থ হইলে, আমি তাহার নিকটে গেলাম; এবং ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ হে, তুমি কাল রাত্রে দুর্য্যোগের পর খিদিরপুরে ভাড়া লইয়া গিয়াছিলে ?"

আবদুল আমার প্রশ্ন শুনিয়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর উত্তর করিল, "আমি ত কালরাত্রে খিদিরপুরে কোন ভাড়া লইয়া যাই নাই!"

আমি। অস্বীকার কর কেন? তুমি যে ৫৲ পাঁচ টাকা ভাড়া পাইয়াছ, তাহা ত আর আমি কাড়িয়া লইব না।

আবদুল। হাঁ—হাঁ, মনে পড়িয়াছে;—আমি কাল অধিক রাত্রে খিদিরপুরে একটা ভাড়া লইয়া গিয়াছিলাম বটে।

আমি তখন পকেট হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া আবদুলের হস্তে গুঁজিয়া দিয়া কহিলাম,—"দেখ, এখন তোমায় দুই টাকা দিতেছি, আর তুমি যে বাড়ীতে সেই সওয়ারীদের রাখিয়া আসিয়াছ, সেই বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তোমায় আর ৩৲ তিন টাকা দিব।"

আবদুল টাকার মোহিনীশক্তিতে বশীভূত হইয়া, আমার নিকট হইতে সেই দুই টাকা গ্রহণ করিল। তখন আমি তাহাকে একে একে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

আমি। সওয়ারী কয়জন ছিল?

আব। দুইজন; একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক।

আমি। তুমি নিজেই সেই বস্তির গলির মধ্যে গাড়ী লইয়া গিয়াছিলে, না অন্য স্থান হইতে কেহ তোমায় ঐ স্থানে ডাকিয়া আনে?

আব। সেই পুরুষ আমায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হইতে ভাড়া করিয়া সেই বস্তির গলির মধ্যে লইয়া যায়।

আমি। সে পুরুষ হিন্দু না মুসলমান—তুমি সে কথা বলিতে পার কি?

আব। পারি,—লোকটা মুসলমান।

আমি। আচ্ছা, তাহার চেহারা কি রকম?

আব। তাহার চেহারাখানা মাফিক সই, রংটা খুব ফরসা নয়, বরং একটু ময়লা হইবে।

আমি। আচ্ছা, তার দেহখানা লম্বা না বেঁটে?

আব। বেঁটে নয়—বরং লম্বা হইবে।

আমি। আচ্ছা, মুসলমান বলিয়া কি করিয়া জানিতে পারিলে?

আব। কেন, আমার সহিত বেশ উর্দ্দুতে কথা কহিল, আর আমিও নিজে একজন মুসলমান, আর মুসলমান দেখিলে চিনিতে পারিব না ?

আমি। সে লোকটার দাড়ি ছিল কি না ?

আব। হাঁ, দাড়ি ছিল—তবে লম্বা নয়—ঝাঁটা ঝাঁটা দাড়ি।

আমি। সে দাড়িতে কি কাঁচা-পাকা চুল ছিল ?

আব। আমি রাত্রে তাহাকে দেখিয়াছি, সুতরাং সে কথা বলিতে পারি না।

আমি। আচ্ছা, তার বয়স কত আন্দাজ কর ?

আব। বয়স—আন্দাজ ৫০ বৎসরেরই কাছাকাছি হইবে।

আমি দেখিলাম,—দত্তবাবুদের সরকার যে চেহারা বর্ণনা করিয়াছিল, সেই চেহারার সহিত এই চেহারা প্রায় সমস্তই মিলিয়া গেল। তবে যে ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই সেই স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে। খুনের রহস্য ক্রমেই জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিল। আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার সহিত যে স্ত্রীলোক ছিল, তাহার চেহারা কিরূপ, বলিতে পার কি ?"

আবদুল উত্তর করিল, "ঠিক চেহারা বলিতে পারি না, কারণ তাহার আপাদমস্তক একখানা ঢাকাই চাদরে ঢাকা ছিল। তবে সে স্ত্রীলোক যে খুব সুন্দরী ও যুবতী—একথা আমি বলিতে পারি।"

আমি। আচ্ছা, সে স্ত্রীলোককে কি কোন বড়ঘরের স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হয়—গায়ে মূল্যবান গহনা ছিল কি না বলিতে পার ?

আব। অলঙ্কার নিশ্চয়ই ছিল, তবে মূল্যবান কি না বলিতে পারি না, কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে স্ত্রীলোকের আপাদ-মস্তক চাদরে ঢাকা।

আমি। তবে গায়ে গহনা ছিল কিরূপে বুঝিলে?

আব। বৃষ্টির দরুণ গাড়ীর দরজা আঁট হইয়া গিয়াছিল, তাহারা দরজা বন্ধ করিতে পারে নাই। আমি দরজা বন্ধ করিতে গিয়া স্ত্রীলোকের গায়ের গহনার শব্দ পাইয়াছিলাম।

আমি। তুমি যখন মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হইতে গাড়ী লইয়া সেই মাঠের ধারে যাও, তখন কি সেই স্ত্রীলোক সেখানে গাড়ীর অপেক্ষায় ছিল?

আব। না—তখন সেখানে সে স্ত্রীলোক ছিল না, সেই লোকটা মাঠের দিক হইতে সেই স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল।

আবদুলের নিকট এই সকল সংবাদ পাইয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। তখন আর আমার কালবিলম্ব সহ্য হইল না। আমি আবদুলকে তৎক্ষণাৎ গাড়ী জুতিয়া আমায় খিদিরপুরে লইয়া যাইতে কহিলাম। সে এইমাত্র ঘোড়াকে খাটাইয়া আস্তা-বলে আসিয়াছে—এখন নিজেও স্নানাহার করিবে, সুতরাং সে সময় যাইতে অস্বীকার করিল। আমি তখন তাহাকে আমার প্রতি-শ্রুত আর তিনটি টাকা দিলাম। আমার নিকট সে টাকা পাইয়া আবদুল আর কোন আপত্তি করিল না। অন্য ঘোড়া জুতিয়া আমায় খিদিরপুরে লইয়া গেল। খিদিরপুরে লইয়া গিয়া সে আমায় একটা গেটওয়ালা বাড়ী দেখাইয়া দিল। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখি,—সে গেট চাবিবন্ধ। সে বাড়ীর মধ্যে কোন

লোকজন নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, সে বাড়ী রামপুরের নবাবের। সে বাড়ীতে নবাব বাস করেন না—ভাড়া দেওয়া হয়। প্রায় সাহেব ভাড়াটিয়া সে বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকে। আজ প্রায় দুই মাস হইল, সে বাড়ী খালি পড়িয়া রহিয়াছে—কোন ভাড়াটিয়া নাই। গত রাত্রে সে বাড়ীতে কেহ ছিল কি না—সে কথা কেহ বলিতে পারিল না। তবে একজন বুড়ো দরওয়ান সে বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। প্রায় এক সপ্তাহ হইল, তাহার জ্বর হওয়ায় তাহাকে হাঁসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। উহার স্থানে এ পর্য্যন্ত আর কোন নূতন লোক নিযুক্ত করা হয় নাই। আমি বড় আশায় নৈরাশ হইলাম—এই সংবাদে আমার মাথায় যেন এক ভীষণ বজ্রাঘাত হইল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভগ্নহৃদয়ে ও বিষণ্ণমনে থানায় ফিরিয়া আসিলাম। থানায় আসিয়া শুনিলাম, গত রাত্রে ভোরের সময় রাস্তায় একজন মাতালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু পুলিসকোর্টে লইয়া যাইবার সময় কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সে পলাতক হইয়াছে। যদিও আসামী বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধী নয় বটে, কিন্তু থানার ভিতর হইতে পলায়ন করাতে একটা

মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। তখন সে আসামীর চেহারা কিরূপ, এই কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছে শুনিলাম। সেই সকল তর্ক বিতর্কের কথা শুনিয়া আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। দুই চারি কথা প্রশ্ন করিয়া যাহা জানিতে পারিলাম, তাহাতে আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল! যে ব্যক্তি দত্তবাবুদের বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, আর যে গতরাত্র সেই খুনের বাড়ী হইতে একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া খিদিরপুরে পলাইয়া যায়, এই পলাতক আসামীও সেই ব্যক্তি! তখন কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিল—সে পলাতক আসামী বাস্তবিক মাতাল ছিল না, মাতালের ভাণ করিয়া থানার হাজতে আসিবার জন্য ধরা দিয়াছিল, তার পর নিজের কাজ উদ্ধার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে মাতাল আসামীর সহিত খুনী আসামীর সাক্ষাৎ যে হয় নাই, সে কথা কেহ বলিতে পারিল না। আর যে পাহারওয়ালা সেই মাতালকে থানায় ধরিয়া আনে, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, সে ব্যক্তির মুখে কোনরূপ মদের গন্ধ সে পায় নাই, তবে রাস্তায় বড়ই মাতলামী করিতে ছিল বলিয়া তাহাকে ধরিয়া আনা হয়।

তখন আমার মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না, আমি নিশ্চয় করিলাম—সেই পলাতক আসামী নিশ্চয়ই খুনী আসামীর লোক। সেই খুনী আসামীর জন্য মেছুয়াবাজার দত্তবাবুদের বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, সেই খুনী আসামীর স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে স্ত্রীলোক যে গত রাত্রে নিরাপদ স্থলে পৌঁছিয়াছে, বোধ হয়, সেই সংবাদ খুনী আসামীকে দিবরা জন্য মাতালের ভাণ করিয়া থানায় পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

সে ব্যাটার কি সাহস! এই ঘটনায় এই খুনী আসামী যে একজন ছদ্মবেশী বড় লোক, সে কথা আমার মনে আরো দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল। তখন আমি থানার ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে সেই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও তিনি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং আমার উপর নানারূপ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুতরাং সে সাহেবের নিকট আমি আর থৈ পাইলাম না। আমি সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

তখন সন্ধ্যা হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সুতরাং আমাদের ডিটেক্‌টিভ পুলিস আফিসে আসিয়া সেই দিনকার রিপোর্ট লিখিতে বসিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে সে রিপোর্ট লেখা শেষ হইলে আমি সেই রিপোর্ট লইয়া বড় সাহেবের নিকট চলিলাম। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দৈনিক রিপোর্ট লইয়া বড় সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার হুকুম ছিল।

আমি যখন বড় সাহেবের নিকট পৌঁছিলাম, তখন অপর কোন একজন পুলিস-কর্ম্মচারী তাঁহার কামরার মধ্যে ছিলেন, সুতরাং আমায় কিছুক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল। সে কর্ম্মচারী বাহির হইয়া আসিলে আমি কামরার মধ্যে গিয়া সাহেবকে এক লম্বা সেলাম দিলাম। সাহেব যেন আমারই অপেক্ষায় ছিলেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া আমায় আগ্রহের সহিত কহিলেন—"তোমার সংবাদ কি?"

আমি মুখে কোন কথা না বলিয়া আমার লিখিত রিপোর্টখানি সাহেবের সম্মুখে ধরিলাম। সাহেব বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার রিপোর্ট পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠকালীন তাঁহার

মুখের ভাব দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম—তিনি আমার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। রিপোর্ট পাঠ শেষ হইলে তিনি আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তোমার অনুমানই যে ঠিক, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। এখন এই খুনের ভিতর যে একটা ভয়ঙ্কর রহস্য রহিয়াছে, একথা আমার মনেও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তুমি সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলে, আমি তোমার বিশেষরূপ পদোন্নতি করিয়া দিব। এরূপ রহস্যজনক খুন সচরাচর ঘটে না, সুতরাং তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে পারিবে।"

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "হুজুরের অধীনে এত বড় বড় উপযুক্ত কর্ম্মচারী থাকিতে, আমার উপর এই খুনের তদারকের ভার দিয়া হুজুর আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন আমিও যে হুজুরের সে অনুগ্রহের অনুপযুক্ত নই, সে প্রমাণ প্রাণপণে দিতে চেষ্টা করিব।"

সাহেব তখন হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এরূপ কার্য্যে দুই একবার অকৃতকার্য্য হইয়া নিরুৎসাহ হইতে নাই। যে নিরুৎসাহ হইল, তাহার দ্বারা কখন কোন কার্য্যের আশা করা যায় না। এবার কোন্ পথে অনুসন্ধান চালাইতে ইচ্ছা কর?"

আমি বিনীতভাবে কহিলাম, "হুজুর যে পথে চালাইবেন, আমি সেই পথে চলিব।"

বড় সাহেব কহিলেন, "তোমার কিরূপ মৎলব জানিতে ইচ্ছা করি।"

আমি তখন সাহস করিয়া বলিলাম, "যদি সে হীরার ইয়ারিংটা

আমায় দেন, তবে আমি একবার তাহার মালিকের অনুসন্ধান করিতে পারি।”

সাহেব। কিরূপে অনুসন্ধান করিবে?

আমি। সেরূপ মূল্যবান ইয়ারিং নিশ্চয় কোন সাহেববাড়ীর বড় দোকানে প্রস্তুত হইয়াছে। আর যেখানে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই ইহা দেখিলে চিনিতে পারিবে। কারণ এত বড় হীরা ও পান্না সাধারণ হীরা পান্না নহে। প্রস্তুতকারীকে জানিতে পারিলে, এরূপ বহুমূল্য ইয়ারিং যাঁহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহাকে জানিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

বড় সাহেব আমার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া আমায় সেই ইয়ারিং বাহির করিয়া দিলেন। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে সময় সে অনুসন্ধান আর হইতে পারে না বলিয়া আমি আমর আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আর নিদ্রা হইল না, মনে মনে উচ্চ একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা বানাইতে লাগিলাম, আর কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়, সেই অপেক্ষায় রহিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা দশটার সময় আহারাদি করিয়া আমরা সেই ইয়ারিং লইয়া বাহির হইলাম। কলিকাতায় যে সকল ইংরাজ বণিকদিগের জুয়েলারী দোকান আছে, একে একে সেই সকল দোকানে সেই ইয়ারিং দেখাইতে লাগিলাম। আমার প্রথম

প্রশ্ন ছিল—এই ইয়ারিং এই দোকানে প্রস্তুত হইয়াছে কি না? কিন্তু আমার সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কোন দোকানেই পাইলাম না। শেষে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল—এইরূপ ইয়ারিং আর একটী প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইবে? সে প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিল,—আড়াই হাজার টাকা, কেহ বলিল,—দুই হাজার টাকা। দুই হাজারের কমে কেহ আর এইরূপ আর একটী ইয়ারিং প্রস্তুত করিয়া দিতে রাজী হইল না। তখন আমি বুঝিলাম, এই ইয়ারিং জোড়ার দাম চারি হাজার হইতে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইবে। এরূপ মূল্যবান ইয়ারিং নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় স্ত্রীলোকের হইবে—এই কথা আমার মনে একবারে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। কিন্তু সে বংশ যে কোন্ বংশ, তাহা জানিতে না পারিলে আর আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তখন বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি আমি নিরুৎসাহ হই নাই। আমার সঙ্গে কেনারাম দাদাও ছিলেন, তিনি ত আমার উপর চটিয়া লাল। তাঁহাকে সান্ত্বনা করাও আমার এক কাজের মধ্যে দাঁড়াইল। এদিকে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেও কেনারাম দাদা রাজী নহেন, আমি কেনারাম দাদাকে লইয়া তখন এক মুস্কিলে পড়িলাম।

অবশেষে বেলা চারিটার সময় আমরা বম্পার্ড কোম্পানির দোকানে উপস্থিত হইলাম। দোকানের একজন সাহেব কর্ম্মচারী সেই ইয়ারিং দেখিয়াই কহিলেন,—সে ইয়ারিং তাহারাই প্রস্তুত করিয়াছে। আমি যেন তখন একবারে স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি আমার পরিচয় দিয়া কহিলাম, "এই ইয়ারিং কেহ হারাইয়াছে, যাহার ইয়ারিং তাহাকে অনুসন্ধান

করিয়া বাহির করিবার ভার আমার উপর হইয়াছে, আপনারা কাহার জন্য এই ইয়ারিং প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সে সন্ধান পাইলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।”

সাহেব তখন আমায় একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেই ঘরের টেবিলের উপর অনেক হিসাবপত্রের খাতাপত্র প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে দেখিলাম। তাহাদের মধ্য হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া সাহেব উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর কহিলেন, “এ ইয়ারিং বিবি ইসাবেলার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।”

আমি। কতদিন পূর্ব্বে এ ইয়ারিং প্রস্তুত হয়?

সাহেব। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল—এই ইয়ারিং প্রস্তুত হইয়াছে।

আমি। এই ইয়ারিং জোড়া কত টাকায় আপনারা বিক্রয় করিয়াছিলেন?

সাহেব। চারিহাজার তিনশত বাহান্ন টাকায়।

আমি। বিবি ইসাবেলার ঠিকানা কোথায় বলিতে পারেন কি?

সাহেব। তখন ছিল—৩২ নং এজ্‌রা ষ্ট্রীট। এখন সেই-খানেই তিনি আছেন কি না, সে সংবাদ আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

আমি সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া এবং তাঁহাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে দোকান হইতে বাহির হইয়াই আমি কেনারাম দাদাকে একখানি গাড়ী ডাকিতে কহিলাম। সৌভাগ্যক্রমে

সম্মুখেই একখানা গাড়ী পাওয়া গেল। সেই গাড়ীতে চড়িয়াই আমি গাড়োয়ানকে দ্রুতগতিতে এজরা ষ্ট্রীটে যাইতে কহিলাম। ৩২ নং এজ্‌রা ষ্ট্রীটে গিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম—আজ প্রায় এক বৎসর হইল—বিবি ইসাবেলার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পর তাহার একজন উত্তরাধিকারী আসিয়া বিবির সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করিয়া সে টাকা লইয়া গিয়াছে। আরো অনুসন্ধানে জানিলাম—বিবির জুয়েলারি গহনা না কি সেই নীলামে বিক্রয় হয়। তখন বড় আশায় নৈরাশ হইলাম। কে নীলাম করিয়াছিল, কেই বা সেই নীলামে এই ইয়ারিং জোড়া খরিদ করিয়াছিল, এই সকল অনুসন্ধানে বাহির করা বড় সহজ কথা নহে, সুতরাং আমি এইবার বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। তখন বেলা ছিল, সেই কারণ থানায় ফিরিয়া না গিয়া, আমি কলিকাতার প্রধান প্রধান নীলামকারকের নিকট সেই সন্ধানে ঘুরিলাম; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া থানায় ফিরিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর আমার সেইদিনকার রিপোর্ট লইয়া বড় সাহেবের নিকট হাজির হইলাম। আমার রিপোর্ট পড়িয়া আর আমার বাচনিক সমস্ত কথা শুনিয়া আমি যে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি, বড় সাহেবের আর সে কথা জানিতে বাকি

রহিল না। তিনি আমায় কহিলেন,—"দেখ, তুমি একজন এই বিভাগের যুবা কর্ম্মচারী। তোমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার মনে তোমার উপর অনেক আশা জন্মিয়াছে। এ কার্য্যে দুই একবার বিফল হইলে নিরুৎসাহ হইতে নাই। তুমি যত বিফল হইবে, ততই যেন তোমার উৎসাহ বাড়িতে থাকিবে, ততই এ কার্য্যে জেদ হইবে, তবে তুমি উন্নতি করিতে পারিবে। তুমি এই খুনের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছ, আমিও তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তোমার মতের সহিত আমারও মত ঠিক্ মিলিয়াছে বলিয়া আমি তোমার উপর এই কার্য্যের ভার দিয়াছি। অনেক পুরাতন ও বহুদর্শী কর্ম্মচারী সেই কারণ আমার উপর মনে মনে বিরক্ত হইয়াছে। এখনও অনুসন্ধানের অনেক বাকি আছে; তুমি ইহারই মধ্যে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে কেন?"

খোদ বড় সাহেবের মুখে উপরোক্ত কথাগুলি শুনিয়া আমার মনে মনে বড় আহ্লাদ হইল এবং সে উৎসাহও যেন দ্বিগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি কহিলাম, "আমার প্রতি হুজুরের যখন এত অনুগ্রহ হইয়াছে, তখন আর আমি এ কার্য্যে নিরুৎসাহ হইব না। আসামীকে আমি সেই ঘটনার দিন মাত্র দেখিয়াছিলাম, তার পর আর দেখি নাই। আসামী নিজে তাহার কি পরিচয় দিয়াছে, সে কি সূত্রে সে রাত্রে সে বাড়ীতে আসিল; আর সে যদি খুন না করিয়া থাকে, তবে কে খুন করিল—সেই বা পিস্তল হাতে করিয়া খিড়কীর দরজায় দাঁড়াইয়াছিল কেন—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সে কি এজেহার দিয়াছে, সেই এজাহার দেখিলে আমি পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারি।"

আমার কথা শুনিয়া বড় সাহেব কহিলেন,—"তুমি বেশ কথা বলিয়াছ। সে এজাহার এখন এখানে নাই; কিন্তু কালই তাহার নকল তোমার নিকট পাঠান হইবে। আমি সে এজাহার ভাল করিয়া পড়িয়াছি। তুমি সে সম্বন্ধে একে একে প্রশ্ন করিলে যতদূর স্মরণ হয়, এখনই সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।"

আমার তখন প্রথম প্রশ্ন হইল,—"আসামীর নাম কি?"

বড়-সাহেব। আসামী বলে যে, তাহার নাম মহম্মদ আলি।

আমি। বাড়ী কোথায়?

বড় সাহেব। সিঙ্গাপুর—কিন্তু সিঙ্গাপুরেও তাহার কোন আত্মীয় স্বজন নাই। সেখানে সে যে হোটেলে চাকুরী করিত, এখন সে হোটেলও উঠিয়া গিয়াছে।

আমি। কলিকাতায় কতদিন আসিয়াছে?

বড় সাহেব। ঘটনার দিনের তিন দিন পূর্ব্বে।

আমি। কলিকাতায় কেন আসিল?

বড় সাহেব। চাকুরীর চেষ্টায়।

আমি। কি চাকুরী সে জানে?

বড় সাহেব। সে বলে, সিঙ্গাপুরের হোটেলে সে পাচকের চাকুরী করিত, সেই চাকুরীর চেষ্টাতেই সে এখানে আসিয়াছে।

আমি। হতব্যক্তির পরিচয় তাহার নিকট কোন পাইয়াছেন কি?

বড় সাহেব। না—সে সেই ঘটনার দিন ঐ বাড়ীতে প্রথম চাকুরী পাইয়াছিল। তাহার প্রভুর কোন পরিচয় সে জানে না।

আমি। আচ্ছা, ঘটনার দিনের তিনদিন পূর্ব্বে সে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে আর দুই দিন সে কোথায় ছিল?

বড় সাহেব। নীমুখান্‌সামার লেনের ফেরোজা বাড়ী-ওয়ালীর বাড়ী।

আমি। অত দূরদেশ হইতে সে যখন কলিকাতায় আসিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গে কাপড়চোপড় প্রভৃতি কিছু না কিছু দ্রব্য ছিল, সে সকল সে কোথায় রাখিয়াছে?

বড় সাহেব। সেই ফেরোজা বাড়ীওয়ালীর বাড়ী।

আমি। নীমুখান্‌সামার লেনের ফেরোজা বাড়ীওয়ালীর বাড়ীর নম্বর কত?

বড় সাহেব। সে কথা সে বলিতে পারে না।

আমি। নীমুখান্‌সামার লেন ত চাঁপাতলায়—দপ্তরীপাড়ার সন্নিকট। সেখানে কোন অনুসন্ধান করা হইয়াছিল কি?

বড় সাহেব। না—কে সে অনুসন্ধান করিবে? তোমার উপর যখন এ খুনের তদারকের ভার, তখন আমি আর কাহাকেও সে কার্য্যে পাঠাইতে পারি না।

আমি। এ খুন সম্বন্ধে সে কি বলে?

বড় সাহেব। সে ত খুন স্বীকার করে না—সে বলে, তাহার প্রভু আত্মহত্যা করিয়াছে।

আমি। সে আত্মহত্যার কারণ কিছু বলে?

বড় সাহেব। না—সে বলে, সেইদিন সে চাকুরী লইয়াছে, সুতরাং সে আত্মহত্যার কারণ কিরূপে জানিবে। সে যেভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে একজন সামান্য পাচক বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সে যে একজন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তাহার উত্তরের কায়দা দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি। সে নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী—তোমার কথাই ঠিক্‌।

আমি। আচ্ছা, সে যদি নির্দ্দোষ, তবে যে সময় আমরা দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, আমাদের দেখিয়া সেরূপ ভাবে আমাদের দিকে পিস্তল তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল কেন? এই সকল কথা স্পষ্ট বলিলেই ত হইত। আর আমি গিয়া পশ্চাৎদিক হইতে তাহাকে বাগাইয়া না ধরিলে, সে ত আমাদের সম্মুখেই ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে গুলি করিয়া মারিত।

বড় সাহেব। সে বলে—হঠাৎ তাহার সম্মুখে একটা আত্মহত্যা হওয়ায়, তখন তাহার মাথা খারাপ হইয়া যায়। সে কি করিয়াছে, তাহার জ্ঞান নাই। তবে ভয়ে সে পলাইবার চেষ্টা করে, আর আত্মরক্ষার জন্য তাহার আত্মহত্যাকারী প্রভুর পিস্তলটি সে হাতে করিয়া লয়—এইমাত্র তাহার স্মরণ আছে। আর কোন কথা তাহার স্মরণ নাই।

আমি। এই সকল এজাহার সে কি আপনার নিকট দিয়াছে?

বড় সাহেব। না—পুলিসের নিকট সে কোন এজাহার দেয় নাই। পীড়াপীড়ি করিলে স্পষ্ট বলিত, সে পুলিসের নিকট কোন এজাহার দিবে না। সে যে একজন আইনজ্ঞ পাকা বদ্‌মায়েস, তাহার কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়াই বুঝিয়া ছিলাম। এ সকল এজাহার সে করোণারের প্রশ্নের উত্তরে দিয়াছিল, করোণার্স কোর্ট হইতে আমরা সে সকল এজাহারের নকল লইয়াছি। আর আমিও সে সময় সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম।

আমার আর কোন কথা জানিবার আবশ্যক ছিল না, সুতরাং আমি সেদিনকার মত সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। এ দিনও রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না—নানা রকম চিন্তা আসিয়া মনের মধ্যে বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমি চাঁপাতলায় নীমুখানসামার লেনের সেই ফেরোজা বাড়ীওয়ালীর সন্ধানে চলিলাম। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া একবারে হায়রাণ হইলাম—কেহ আর ফেরোজা বাড়ীওয়ালীর সন্ধান দিতে পারিল না। তখন বুঝিলাম, আসামীর এজাহারের এই অংশ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শেষে আমি যখন নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় দেখি—একটা মুটে সম্মুখের গলির ভিতর হইতে এক ঝাঁকা খানার মোট লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। সান্‌কীর মধ্যে অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া অপর সান্‌কী ঢাকা দিয়া কাপড় দিয়া বাঁধা—এইরূপ ২০।২৫ জনের খানা সেই মোটের মধ্যে ছিল। আমি তাহাকে ফেরোজা বাড়ীওয়ালীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সেই মুটে কহিল, "ওকথা বল্‌লে কেউ তাকে চিন্‌তে পার্‌বে না—হোটেলওয়ালী বল্‌লে সকলেই তাকে চিন্‌তে পারে। আপনি এই গলির মধ্যে যান—ডানদিকের বড় খোলার ঘরেই তার হোটেল, আমি সেই হোটেল থেকেই আস্‌ছি।"

মুটের কথায় আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই গলির মধ্যে গেলাম। গলির মধ্যে গিয়া সে হোটেল খুঁজিয়া লইতে আর আমায় কষ্ট পাইতে হইল না। পিঁয়াজ ও রসুনের গন্ধে সে হোটেল একবারে আমোদিত ছিল।

আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াই হোটেলওয়ালীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, বাড়ীর মধ্যে অনেক লোক—কেহ আহার করিতেছে, কেহ পরিবেশন করিতেছে, কেহ আচমন করিতেছে। সকলেই যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কথায় আর কেহ উত্তর দেয় না। আমি প্রথমে বাড়ীর দরজার উপর দাঁড়াইয়া হোটেলওয়ালীকে ডাকিতেছিলাম, কারণ পিঁয়াজ রসুনের গন্ধে বাড়ীর মধ্যে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া, শেষে বাড়ীর মধ্যে যাইতে বাধ্য হইলাম। সেখানে গিয়া জোর করিয়া কথা বলায়, তখন একজন লোক আমায় বাড়ীর ভিতর যাইতে কহিল। আমি, আবার বাড়ীর ভিতর কোথায়—জিজ্ঞাসা করায়, আমায় একটী সরু গলি দেখাইয়া দিল। আমি সেই সরু গলির মধ্যে কিছু দূর গিয়া দেখি, এ বাড়ীর আর এক মহল আছে। এখানে বোধ হয়, বাসাড়ে ভাড়াটীয়ারা থাকে। কারণ, সে মহলের চারিদিকে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর দেখিলাম। এইখানে আমার সেই এত কষ্টের ফেরোজার—বাড়ীওয়ালীই বল—আর হোটেলওয়ালীই বল—সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দুই একটা কথা শুনিয়াই বুঝিলাম, ফেরোজা ঢাকা অঞ্চলের লোক। সে আমায় দেখিয়াই কহিল,—"আপনি কি চাহেন মশাই ?"

আমি উত্তর করিলাম, "এখানে মহম্মদ আলি নামে কোন লোক আছে কি ?"

ফেরোজা। এজ্ঞে না।

আমি। আচ্ছা, আজ ৪।৫ দিন পূর্ব্বে ঐ নামে কোন লোক এ বাসায় এসেছিল কি না ?

ফেরোজা। হাঁ—হাঁ—আসিছ্যালো বটে। দুদিন থেকে সে ক্যাম্‌রে চলি গ্যাছে, তার হদ্দি কিছুই পাবার লাগিনে।

আমি। আচ্ছা, তার কোন জিনিষপত্র এখানে আছে কি?

ফেরোজা। হাঁ, তেনার একটা আমকাঠের সিঁধুক আছে। তা হামার দু-রোজের ঘর ভাড়া আর খোরাকি পাওনা আছে।

আমি। সে কোন্ ঘর ভাড়া নিয়েছিল?

ফেরোজা। ঐ সাম্‌নাকার কাম্‌রা।

আমি। তবে সে কাম্‌রার দরজা খোলা রয়েছে যে?

ফেরোজা। কাম্‌রা ত আর রুক্ ভাড়া লয় নাই।

আমি। আচ্ছা, তার সিন্দুকটা একবার দেখাও দেখি।

এবার ফেরোজা রাগিয়া কহিল, "ক্যান্ দেখাইমু?"

আমি। আমার দরকার আছে।

ফেরোজা। তোমার দরকারে আমার কি কাম?

আমি তখন একটু জোর করিয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়া কহিলাম, "আমি কে জান?"

ফেরোজা। তুমি লাট হইছে—তোমাগার চিন্‌বার পারি না?

আমি দেখিলাম, এই হোটেলওয়ালী সহজ স্ত্রীলোক নহে। তখন আর একবার তাহাকে একটু নরমভাবেই কহিলাম, "দেখ হোটেলওয়ালী, এই মহম্মদ আলি এখন এক খুনী মোকদ্দমার আসামী হইয়া পুলিসের হাজতে আছে, আমি একজন পুলিসকর্ম্মচারী—সরকারী কার্য্যে তার সিন্দুক তদারক করিতে আসিয়াছি। এখন তুমি সেই সরকারী কার্য্যে বাধা দিলে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িবে. তোমায় আর একবার সাবধান করিয়া দিতেছি।"

তখন সেই ফেরোজা একটু ভয় পাইয়া আমায় একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া সেই সিন্দুক দেখাইয়া দিল। সিন্দুকটা চাবিবদ্ধ ছিল। আমি ফেরোজার নিকট হইতে একটা চাবির তাড়া লইয়া সে সিন্দুক খুলিয়া ফেলিলাম। খুলিয়া দেখি—সে সিন্দুকে অন্য কিছুই নাই,—দুইটা পা-জামা, একটা কোর্ত্তা, একটা চাপ্‌কান, একটা কোট, আর একটা টুপী ছিল। সিন্দুকের উপর উর্দ্দু ভাষায় কি লেখা ছিল, আমি একজন উর্দ্দু-জানা লোক ডাকিয়া পড়াইলাম। সে পড়িল—মহম্মদ আলি—সিঙ্গাপুর। বাক্সের মধ্যে অন্য কোন চিঠিপত্র কিছুই পাইলাম না। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! তবে কি এ ব্যক্তি যথার্থই মহম্মদ আলি—সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে? আমি তখন অগত্যা বিষণ্নমনে সে স্থান হইতে বাহিরে আসিলাম। মনের সে উৎসাহ আর নাই—আমার নিজের অনুমানের উপর তখন বড়ই একটা সন্দেহ হইল। আর কি অনুসন্ধান করিব—আমি তখন আর কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

বিষণ্নমনে থানায় ফিরিয়া আসিলাম। কেনারাম দাদা আমায় দেখিয়া নানা প্রশ্ন আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু তখন আমার মন এতই খারাপ যে, তাহার সে সকল প্রশ্নের আর উত্তর দিতে পারিলাম না। সমস্ত দিন কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারিলাম না। মনে মনে যে উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছিল—আকাশে যে একটা অট্টালিকা গাঁথিয়া তুলিতেছিলাম, সে সকল একবারে চুরমার হইয়া গেল!

মন যতই বিষণ্ণ থাকুক না কেন, আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করিলে চলিবে না। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমায় পুনরায় বড় সাহে-

বের নিকট যাইতে হইল। আমি তাঁহাকে একে একে সমস্ত কথা জানাইলাম। আমি যে বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি, আমার কথাবার্ত্তার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। আমার কথা শেষ হইলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এ ঘটনাতেও আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ আমি দেখিতেছি না। তোমার কি স্মরণ নাই, যে রাত্রে খুনী আসামী ধরা পড়ে, সেই রাত্রে একজন মাতালামীর ভাণ করিয়া পুলিসকে ধরা দেয়, আর ঐ আসামীর সঙ্গে থানায় এক হাজতে থাকিয়া ভোরের সময় পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করে। সেই ব্যক্তিই আসামীর জন্য বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই সেই রাত্রে আসামীর সঙ্গিনী স্ত্রীলোককে গাড়ী করিয়া লইয়া যায়। এও তারই কাজ! সেই আসামীকে ঐরূপ বলিতে শিখাইয়া দিয়াছিল, আর সেই নিমুখানসামার লেনে সেই হোটেলওয়ালীর বাড়ীতে একটা সিন্ধুক রাখিয়া পুনরায় আমাদের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিতেছে।"

বড়সাহেবের উপরোক্ত কথায় হঠাৎ আমার যেন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। চক্ষের সম্মুখে একে একে আমি সমস্তই যেন দেখিতে পাইতে লাগিলাম। এতক্ষণের পর আমার সে মনের বিষাদ দূর হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার মন প্রফুল্লিত হইল। আমি বড়সাহেবকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম, "আপনার অনুগ্রহে আমার জ্ঞান জন্মিল। এখন এ রহস্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এ নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির চক্রান্ত। কিন্তু এরূপ চতুর লোক যাহার সহায়, তাহার অপরাধের প্রমাণ করিবার উপায় কি?"

বড়সাহেব অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "একমাত্র উপায় আছে, কিন্তু সে বড় দুঃসাহসের কাজ।"

আমি কহিলাম,—"কিরূপ আজ্ঞা করুন।"

বড়সাহেব কহিলেন,—"সে এক নূতন রকম উপায়। কিন্তু আমি দেখিতেছি—সে উপায় ভিন্ন আর আমাদের কোন গতি নাই। কৌশলে অসাবধান হইয়া আসামীকে পলাইবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। আর অলক্ষ্যে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু খুব সতর্কতার সহিত এই কার্য্য করা চাই। আসামী যেন ঘুণাক্ষরে আমাদের কৌশল বুঝিতে না পারে। সে যদি জানিতে পারে যে, তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য আমরা এই ষড়যন্ত্র করিয়াছি, তাহা হইলে আমাদের এ কৌশল আর খাটিবে না। সে কারামুক্ত হইয়া সেই ফেরোজা হোটেলওয়ালীর বাড়ী যায়—কি আর কোথায় যায়, সেই কথা জানিতে পারিলে সে ব্যক্তি যে কে, তাহা জানিতে পারা যাইবে। তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে চলিবে। কাল প্রাতে পুলিসকোর্টে আনিবার ভাণ করিয়া আসামীকে পলাইবার সুযোগ করিয়া দিবে, তার পর যেমন যেমন বলিয়াছি সেইরূপ কার্য্য করিবে। তোমার সঙ্গে আর যাহাকে যাহাকে লইতে ইচ্ছা কর, তুমি লইতে পার, কিন্তু তোমাদের সকলকেই ছদ্মবেশে থাকিতে হইবে।

আমি "যে আজ্ঞা" বলিয়া সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। পরদিন প্রাতে বড়সাহেবের আজ্ঞামত কার্য্য করা হইল। আসামীকে হাজতের বাহিরে আনিয়া কৌশলে তাহাকে পলায়নের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল। আসামী সে সুযোগ

পরিত্যাগ করিল না—পলায়ন করিল। এই সময় আমার বুক কি জানি কেন—ভয়ে ছুরু ছুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমি, কেনা-রাম দাদা আরও তিনজন পুলিস-কর্ম্মচারী এই পাঁচজনে দূরে দূরে আসামীর অনুসরণ করিতে লাগিলাম। পাছে আসামী আমাদের চিনিতে পারে, সেই কারণ আমরা ছদ্মবেশ করিয়া আসিয়াছিলাম। আলিপুরের জেলখানা হইতে আসামী ভবানী-পুরের দিকে চলিল। আমরাও তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। আসামী বড় রাস্তা দিয়া না গিয়া এইবার গলির রাস্তা ধরিল, আমরাও সেই গলির মধ্যে তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিলাম। গলি অনেক স্থলে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সুতরাং মধ্যে মধ্যে আসামী আমাদের চক্ষের অন্তরালও হইতে লাগিল। সেই সময় আমাদের প্রাণটা বড়ই আকুল হইয়া উঠিত। এইরূপে ভবানীপুর ও কালীঘাট ছাড়াইয়া আসামী আরো দক্ষিণদিকে চলিল। আমরাও প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে আসামী একটা বাঁশের লাঠি কুড়াইয়া লইয়াছিল। ক্রমে আমরা একটা বাগানওয়ালা বাড়ীর পশ্চাতে আসিয়া পৌছিলাম। মধ্যস্থলে বাড়ী আর চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত বাগান। আমরা সেই বাড়ীর পশ্চাৎদিক দিয়া যাইতেছি—এমন সময় আমাদের সম্মুখস্থিত আসামী হস্তের লাঠির উপর ভর দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই প্রাচী-রের উপর উঠিল, তার পরেই এক লম্ফে বাড়ীর মধ্যে পড়িল। আসামীর এই কাণ্ড দেখিয়া আমরা প্রথমে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। পরমুহূর্ত্তেই আমি আমার চারিজন সঙ্গীর মধ্যে তিনজনকে সেই প্রাচীরের তিনদিকে চৌকী দিতে রাখিয়া,

কেনারাম দাদাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আসামীর ন্যায় উল্লম্ফন করিয়া তাহার অনুসরণ করিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না, সুতরাং এইরূপ বন্দোবস্ত ভিন্ন আমাদের আর অন্য কোন উপায় ছিল না। গেটের সম্মুখে আসিয়া দেখি, গেটের কপাট ভিতর দিক হইতে বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলির পর ভিতর হইতে একজন লোক সে কপাট খুলিয়া দিল। দেখিলাম, সে লোক সে বাড়ীর দ্বারবান বা নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য নহে—একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। আমি তাহাকে আমাদের পরিচয় দিয়া কহিলাম, "মহাশয়, একজন খুনী আসামী এই বাড়ীর প্রাচীর লাফাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাহায্য না করিলে, আমরা সে আসামীকে ধরিতে পারিব না।"

আমার কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন, তার পর কহিলেন, "আপনারা বাড়ীর মধ্যে আসুন, এ বাড়ীতে যদি সে আসামী থাকে, তবে এখনই তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিব।"

আমি কেনারাম দাদাকে গেটের নিকট রাখিয়া সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই ব্যক্তি অন্যান্য ভৃত্যগণকে ডাকিয়া আসামীর অনুসন্ধান করিতে হুকুম দিলেন। সেই ভৃত্যগণ ও পদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত আমি তন্ন তন্ন করিয়া সে বাড়ীর সকল স্থান অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোথাও আসামীর সন্ধান পাইলাম না। তখন সেই কর্ম্মচারী কহিলেন, "না মহাশয়, আপনার ভ্রম হইয়াছে, এ বাড়ীর মধ্যে আসামী প্রবেশ করে নাই।"

আমি কহিলাম, "সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—আমাদের চক্ষের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।"

তখন কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন,—"তবে সে নিশ্চয়ই প্রাচীর লাফাইয়া পুনরায় এস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে।"

আমি কহিলাম,—"আমি বাড়ীর চারিদিকে লোক রাখিয়াছি, সুতরাং আপনার এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না। আচ্ছা, এ বাড়ী কাহার?"

কর্ম্মচারী। এ বাড়ী রামপুরের নবাব সাহেবের।

একজন এরূপ সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী সুতরাং অন্দরের মধ্যে অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব আমি আর উত্থাপন করিতে পারিলাম না। তথাপি কহিলাম, "আমি একবার নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

কর্ম্মচারী আমায় এক সুসজ্জিত গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক লম্বা সেলাম করিলাম। তার পর সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট একে একে বর্ণনা করিলাম। তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আপনারা নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িয়াছেন, আসামী এ বাড়ীর মধ্যে থাকিলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত। আপনি ত সকল স্থানই অনুসন্ধান করিয়াছেন?"

আমি কহিলাম, "কেবল অন্দরের মধ্যে অনুসন্ধান করা হয় নাই।"

তখন নবাব সাহেব পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "দেখুন, আমার অন্দরে এখন কোন জেনানা নাই, আপনি ইচ্ছা করিলে সে অন্দরও অনুসন্ধান করিতে পারেন।"

আমি তখন নবাব সাহেবের সঙ্গে তাঁহার অন্দরও তন্ন তন্ন

করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু আসামীর কোন সন্ধানই পাই-লাম না। তখন অগত্যা বিষণ্নমনে আমরা থানায় ফিরিলাম। অপরাপর সকলকে থানায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি একবারে বড় সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনিও আমারই অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমায় দেখিয়াই কহিলেন,—"সংবাদ কি ?"

"আমি একে একে সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলাম। আমার কথা শেষ হইলে তিনি কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আসামীর সহিত নবাব সাহেবের কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া-ছিলে কি ?"

আমি একটু ভাবিয়াই কহিলাম, "আকৃতি ও গঠন প্রায় একরূপ, কিন্তু আসামীর যেরূপ দাড়ী ছিল, নবাব সাহেবের সেরূপ দাড়ী দেখিলাম না, আর আসামীর রং কাল কিন্তু নবাব সাহেবের রং গৌরবর্ণ দেখিলাম।"

বড়সাহেব কহিলেন, "দাড়ী কামান যায়, রংও বদলাইতে পারা যায়। আসামী যে ছদ্মবেশী বড়লোক সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ ? আমার অনুমানই তবে ঠিক, এ আসামী অন্য কেহ নহে, সেই রামপুরেরই নবাব স্বয়ং !"

হঠাৎ আমারও চমক ভাঙ্গিয়া গেল, আমি আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিলাম, বড়সাহেবের অনুমানই ঠিক, তখন আমরা এক ভয়ঙ্কর উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। আমার মুখ হইতে এই সময় বাহির হইল—"তবে নবাব সাহেবকেই গ্রেপ্তার করা যাউক।"

বড় সাহেব কহিলেন,—"এখন সে কাজ করিলে কোন ফল হইবে না। তবে এই নবাব সাহেব আর তাহার সেই সঙ্গী—

এই দুইজনের প্রতি পুলিসের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন না কোন দিন—এই নবাব সাহেব কি তাহার সঙ্গী পুলিসের হাতে পড়িবেই পড়িবে। তখন সে সময় এ মোকর্দ্দমারও কিনারা হইবে। এখন এ মোকর্দ্দমা চাপা দেওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।”

আমি দেখিলাম—যথার্থই উভয় সঙ্কট।

সম্পূর্ণ।

মানিনী।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [ভাদ্র।

মানিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মানিনী ও রাজকিশোরী দু'জনেই এখন এক বাড়ীর বউ। উভয়েই দুইটী সহোদর ভ্রাতার পত্নী। রজনীকান্তের পিতা বর্ত্তমান থাকিতে রাজকিশোরীর সহিত রজনীর বিবাহ দিয়া যান। রজনীকান্তের বিবাহের অতি অল্পদিবস পরেই রজনীকান্তের পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন; মাতাও বহুপূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। রজনীর পিতা একজন পরম হিন্দু ছিলেন, দেব-দেবীর পূজা না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। সুতরাং অনেক দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুর ঘর হইতে হিন্দুর কন্যা রাজকিশোরীকে বাছিয়া আনিয়া আপনার প্রথম পুত্র রজনীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। যে সময় রজনীকান্তের বিবাহ হয়, সেই সময় পিতার মত ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া রজনীকান্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত না থাকিলেও হিন্দুর আচরণ-বিরুদ্ধ কার্য্যে কখনই লিপ্ত থাকিতেন না।

পিতার মৃত্যুর পর রজনীকান্তের উপরই সমস্ত সংসারের ভার পড়িল। সংসারের মধ্যে অপর কেহই ছিল না; কেবল মাত্র রজনীকান্ত, তাহার পত্নী রাজকিশোরী, এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপিন।

পিতা বর্ত্তমান থাকিতে বিপিন সামান্যমাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছিল; এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসর কাল এল-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিবার পরই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু রজনীকান্তের সংসারের বিশেষরূপ অনাটন থাকিলেও তিনি অতিকষ্টে বিপিনের লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে লাগিলেন। বিপিন ক্রমে এল-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রজনীকান্ত আপনার স্ত্রী রাজকিশোরীর দুই এক-খানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া বিপিনের পুস্তক সকল ক্রয় করিয়া দিলেন।

বিপিনের বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিবার কালে রজনী-কান্ত তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ভদ্রবংশের একটী সুরূপা কন্যা যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তাহার নিমিত্ত অনেক স্থানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মনোনত একটী কন্যাও দেখিতে পাইলেন না। তথাপি চেষ্টা করিতেও নিরস্ত হইলেন না।

বিপিনের বিবাহের নিমিত্ত রজনীকান্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছেন, এই কথা ক্রমে বিপিনের কর্ণগোচর হইল। তিনি এই বিষয় জানিতে পারিয়া একদিবস রাজকিশোরীকে কহিলেন, "শুনিলাম যে, দাদা আমার বিবাহের নিমিত্ত

চেষ্টা করিতেছেন। ইহা যদি প্রকৃতই হয়, তাহা হইলে আপনি দাদাকে কহিবেন যে, এখন আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। বি-এ পাস করিয়া কোনরূপে একটী চাকরীর যোগাড় করিয়া লইতে পারিলে তাহার পর বিবাহ করিব। এখন বিবাহের গোলযোগে আমার পড়া শুনার সবিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অথচ দেখিতে পাইতেছি, আমাদিগের অবস্থাও ভাল নহে।"

বিপিন রাজকিশোরীকে যেমন বুঝাইলেন, রাজকিশোরীও সেইরূপ বুঝিয়া সময়-মত স্বামীর নিকট বিপিনের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। রজনীকান্ত স্ত্রীর নিকট সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। বিপিন যে সময়ে বিবাহ করিতে চাহিবে, সেই সময়েই তাহার বিবাহ দিব। বিপিন এখন লেখাপড়া শিখিয়াছে, নিজের ভাল মন্দ সে এখন নিজেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে; সুতরাং তাহার অনভিপ্রায়ে কোনরূপ কার্য্য করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।"

রজনীকান্ত আপন স্ত্রীকে যাহা যাহা কহিলেন, স্ত্রীও তাহাই ভাল বিবেচনা করিয়া সময়-মত স্বামীর সেই কথা বিপিনকে জানাইলেন। রাজকিশোরীর কথা শুনিয়া বিপিন সবিশেষ সন্তুষ্ট হইল।

বিপিন যখন বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে রজনীকান্ত মনে করিয়াছিলেন যে, বিপিনের লেখাপড়ার ব্যয়ের সংস্থান করা ভিন্ন তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। কারণ, যখন সে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে

দিন দিন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে, তখন তাহার কিসে ভাল হইবে, আর কিসেই বা মন্দ হইবে, তাহা সে নিজে উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। রজনীকান্ত কিন্তু কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, বিপিনের মতিগতি ক্রমে অন্তদিকে ধাবিত হইতেছে, এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সে সমর্থ হইয়াছে।

কলেজের যে ক্লাসে বিপিন অধ্যয়ন করিতেন, সেই ক্লাসে আরও কয়েকজন ছাত্র পাঠ করিত। তাহাদিগের মধ্যে সকলে না হউক, কয়েকজন ছাত্র একটু স্বাধীনভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। বিপিন ক্রমে তাহাদিগের সঙ্গেই মিলিত হইয়া তাহাদিগের ন্যায় একটু স্বাধীনভাবে চলিতে লাগিলেন।

যে স্থানে সভাসমিতি হয়, যে স্থানে দেশের উন্নতিকল্পে দুই চারিটী কথা হয়, সেই স্থানেই বিপিন উপস্থিত হইয়া সেই সকল কার্য্যের উদ্যোক্তাগণের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। ক্রমে বিপিন দেশহিতৈষীগণের মধ্যে যাহাতে একজন প্রধান ব্যক্তি হইতে পারেন, সর্ব্বদা তাহার চেষ্টাতে নিযুক্ত হইলেন। দেশের হিতকর কার্য্য সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের দিকে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল।

১ম। অবরোধ-রুদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা প্রদান করা।

২য়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এখন যেরূপ অবরোধ-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার মত অন্যায় প্রথা আর কিছুই

হইতে পারে না। সুতরাং সেই অবরোধ প্রথা সমূলে নির্ম্মূল করা।

৩য়। স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের মত সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা দেওয়া।

৪র্থ। আমাদিগের দেশে বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ ভাবে আজীবন কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সেই কষ্ট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া যাহাতে তাহারা পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় বিধান করা।

নিজের লেখাপড়ার দিকে বিপিনের এখন যত দৃষ্টি থাকুক বা না থাকুক, উপরোক্ত বিষয় কয়েকটীর দিকে আর তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সমাজের দুই চারিটী প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিতও তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহারা বিপিনের মতের সর্ব্বতোভাবে পোষকতা করিতে লাগিলেন। সুতরাং বিপিনও প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে ও পরিশেষে সর্ব্বদাই সেই সকল সমাজে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও চাল-চলন শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যে সকল সমাজে তিনি গমন করিতে লাগিলেন, সকল সমাজের পুরুষদিগের সহিত যে কেবল তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল, তাহা নহে; স্ত্রীলোকদিগের সহিতও তাঁহার বিশেষরূপে আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। কারণ, এই সমাজস্থ স্ত্রীলোকগণ অবরোধ প্রথার ধার ধারেন না, এবং পরপুরুষের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে তাঁহা-

দিগের কোনরূপ আপত্তি বা প্রতিবন্ধক নাই; যেহেতু তাঁহারা শিক্ষিতা ও জ্ঞানালোকিতা।

বিপিন যে এইরূপ ভাবে দেশহিতৈষিতার ভান করিয়া সমাজে সমাজে বেড়াইতে লাগিলেন, দেশহিতৈষিণীদিগের সহিত মিলিতে লাগিলেন, তাহা কিন্তু রজনীকান্ত বা রাজকিশোরী কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

এইরূপে কিছুদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। বিপিনের পরীক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন ইতিপূর্ব্বে সকল পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিলেন; এবার কিন্তু কোনরূপে পাস হইলেন মাত্র।

রজনীকান্তের যাহা কিছু সংস্থান ছিল, বিপিনকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিতেন, তাহা দ্বারা কোনরূপে আপনাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত মাত্র; তাহা হইতে অতিরিক্ত ব্যয় একটীমাত্র পয়সাও হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং বিপিনের লেখাপড়া শিখাইতে রজনীকান্ত আর সমর্থ হইলেন না। রজনীকান্তের ইচ্ছা ছিল যে, যদি কোন স্থান হইতে কিছু তিনি কর্জ্জ লইতে পারেন, তাহা হইলে সেই টাকা ব্যয় করিয়া বিপিন যাহাতে আরও কিছু লেখাপড়া শিখিতে সমর্থ হয়, তাহার চেষ্টা করেন। পরিশেষে চাকরী হইলে বিপিন নিজের দেনা নিজেই পরিশোধ করিয়া দিবে। রজনীকান্ত মনে যাহা ভাবিলেন, কার্য্যে তাহা ঘটিল না। কোন স্থান হইতে আর কোন অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ

হইলেন না। কারণ, রজনীকান্ত সকলের নিকট ঋণী। বিপিনকে লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত যখন যে টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই রজনীকান্ত তাহার সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত নিজের বিষয়াদি বা অলঙ্কার-পত্র ছিল, সেই পর্য্যন্ত তাহা বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া তদ্দারা অর্থের সংস্থান হইত। সেই সমস্ত অর্থ যখন নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন অপরের নিকট ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলের নিকটেই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায় এখন কেহ আর তাঁহাকে ঋণদানে সম্মত হইলেন না; সুতরাং বিপিনের লেখাপড়া এইস্থানে বন্ধ হইল।

অর্থাভাবে বিপিনের লেখাপড়া বন্ধ হইল বলিয়া রজনীকান্ত ও তাঁহার অশিক্ষিতা স্ত্রী রাজকিশোরীর অন্তঃকরণে বিশেষরূপ কষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু বিপিন এক দিবসের নিমিত্তও দুঃখিত হইলেন না। কারণ, আর অধিক লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা তাঁহার মন হইতে এখন দূরে পলায়ন করিয়াছিল। এখন তাঁহার মনে বিষম চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে। এখন তিনি বিধবাদিগের বৈধব্য-যন্ত্রণায় রোদন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। সেই অবরোধ প্রথার নিমিত্ত বৃদ্ধ সমাজপতিগণকে শত সহস্র গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন! স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিতাবস্থায় রাখা হইয়াছে বলিয়া সমাজের বৃদ্ধগণের সহিত নানা তর্ক করিতে শিখিয়াছেন! এরূপ অবস্থায় তাঁহার আর লেখাপড়া ভাল লাগিবে কেন?

বিপিনের লেখাপড়া বন্ধ হইল সত্য; কিন্তু সংসারের কার্য্যেও তাঁহাকে উদাসীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চাকরী প্রভৃতির চেষ্টা করিয়া সংসারের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিবার সময় তাঁহার নাই। তিনি সর্ব্বদাই "দেশ দেশ" করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রজনীকান্ত এ সকল বিষয় বুঝিয়াও বুঝিলেন না, দেখিয়াও দেখিলেন না। এইরূপে কিছুদিবস অতীত হইয়া গেল; তথাপি রজনীকান্ত আপন ভ্রাতাকে এক দিবসের নিমিত্ত অনুযোগ করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনীকান্ত যে আফিসে কর্ম্ম করিতেন, তিনি সেই আফিসের একজন নিতান্ত সামান্য কর্ম্মচারী হইলেও আফিসের সাহেব তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। কারণ, সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে, রজনীকান্তের বেতন নিতান্ত অল্প হইলেও তিনি অবিশ্বাসী কর্ম্মচারী নহেন।

বিপিনের কলেজ পরিত্যাগ করিবার কিছু দিবস পরেই রজনীকান্তের আফিসে ৬০৲ টাকা বেতনের একটী চাকরী খালি হইল। রজনীকান্ত সময় বুঝিয়া এক দিবস তাঁহার সাহেবকে আপন ভ্রাতা বিপিনের নিমিত্ত বলিলেন। উক্ত চাকরীর নিমিত্ত অনেক লোক উপস্থিত হইলেও, কি জানি,

কি ভাবিয়া রজনীকান্তের মনিব সেই কর্ম্মে বিপিনকে নিযুক্ত করিলেন।

চাকরী হইবার পরও বিপিন আপনার ভ্রাতা রজনীকান্তের সহিত পূর্ব্বের মত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। রজনী-কান্ত মনে করিলেন যে, এখন দুই ভ্রাতার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে সাংসারিক খরচ পত্র বাদে যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিবেন, তাহার দ্বারা পূর্ব্ব ঋণ সকল প্রথমে পরিষ্কার করিয়া পরিশেষে বিপিনের বিবাহের বন্দোবস্ত করিবেন। রজনীকান্ত মনে যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যে কিন্তু তাহা ঘটিল না। বিপিন আপনার বেতন হইতে একটীমাত্র পয়সা দিয়াও সংসারের সাহায্য করিলেন না। এইরূপে দুই মাস গত হইয়া গেলে, এক দিবস রজনীকান্ত খরচের নিমিত্ত বিপিনকে কহিলেন। উত্তরে বিপিন কহিলেন, "আমি যে সামান্য বেতন পাই, তাহাতে আমি নিজের খরচই কুলাইয়া উঠাইতে পারি না—সংসারের সাহায্য করিব কি প্রকারে?"

বিপিনের কথা শুনিয়া রজনীকান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, তথাপি তাহাকে আর কিছু না বলিয়া নিজের সাধ্যানুযায়ী সংসার খরচের সংস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঋণের ভাগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রজনীকান্ত মনে করিলেন যে, এই সময় বিপিনের বিবাহ দেওয়ার নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা সে তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ সকল এইরূপেই নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই ভাবিয়া রজনীকান্ত একটী বয়স্থা পাত্রীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বিপিনও জানিতে পারিলেন যে, রজনীকান্ত তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু লজ্জার খাতিরে সম্মুখে তিনি কোন কথা না বলিয়া, একখানি পত্রে তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রজনীকান্ত ঐ পত্র পাঠ করিয়া যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইলেন, তাহা বলা যায় না। ক্রমে রাজকিশোরীও এই পত্রের কথা অবগত হইয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। বিপিন রজনীকান্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ;—

"দাদা! আমি অনেক দিবস হইতে আমার মনের কথা আপনাকে বলিব বলিয়া মনে করিতেছি, এবং এই সকল কথা আপনার নিকট প্রকাশ না করিলে কোনরূপেই চলিতে পারে না, তাহা আমি অবগত আছি। কিন্তু দারুণ লজ্জার নিমিত্ত এত দিবস তাহা আপনাকে বলিতে পারি নাই। যাহা হউক, এখন দেখিতেছি যে, আমার মনের কথা আপনার নিকট গোপন রাখিলে আর চলে না। মনে করিয়াছিলাম যে, সংসারের খরচ আমি আমার বেতনের টাকা হইতে কেন দিই না ও ঐ টাকা কিসে খরচ করিয়া থাকি, এই কথা যে দিবস আপনি আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই দিবস আমি আমার মনের কথা আপনাকে বলিব; কিন্তু আপনি এক দিবস ভিন্ন দ্বিতীয় দিন আর সে কথা স্পষ্ট করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। সুতরাং এ পর্য্যন্ত আমিও কোনমতে আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলাম না।

"এখন দেখিতেছি, আপনি আমার বিবাহের নিমিত্ত সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং আর আমি আমার

অন্তরের কথা গোপন রাখিতে পারি না। আপনি আমার বিবাহের চেষ্টা আর করিবেন না। কারণ, বিবাহ হইতে আমার বাকী নাই; প্রায় এক বৎসরের অধিক হইল, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর যে পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে সমর্থ না হইয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্ত আমার স্ত্রী আমার জনৈক বন্ধুর দ্বারা প্রতিপালিত হন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার চাকরী হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত আমি আমার বেতন হইতে তাঁহার খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, এবং যাহাতে তিনি আরও একটু লেখা-পড়া ভাল করিয়া শিখিতে পারেন, তাহার নিমিত্ত এখন আমি তাঁহাকে একটী স্কুলে রাখিয়া দিয়াছি। সেইস্থানে তিনি রাত্রি দিবস অবস্থিতি করিয়া লেখা-পড়া শিক্ষা করিতে-ছেন। এখন যেরূপ আপনার বিবেচনা হয়, সেইরূপ আপনি করিতে পারেন। যদি আপনি তাঁহাকে আনিয়া বাড়ীতে রাখেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তিনি এখন লেখাপড়া শিখিয়াছেন, নিজের ভালমন্দ তিনি এখন নিজে বেশ বুঝিয়াছেন। সুতরাং আমার বিবেচনা হয়, বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে তাঁহার কোন আপত্তি হইবে না। এরূপ অবস্থায় আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই হইবে। একত্র বাস করিলে খরচ-পত্রের অনেক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় আমার বোধ হয়, সকলে মিলিয়া একত্র বাস করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাঁহাকে অন্য স্থানে রাখিয়া আমার অন্য স্থানে থাকা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। আপনার আদেশ পাইলেই স্কুল হইতে আমি আমার স্ত্রীকে বাড়ীতে আনয়ন করিব। ইতি :—"

বিপিনের পত্র পাঠ করিয়া রজনীকান্ত যে কিরূপ মনস্তাপ পাইলেন, তাহা ভ্রাতামাত্রেই সহজে অনুভব করিতে পারিবেন। অশিক্ষিতা রাজকিশোরীর চক্ষু দিয়াও জলধারা বহিল। কিন্তু উভয়ে পরামর্শ করিয়া পরিশেষে বিপিনের মতে মত দিলেন, এবং বিপিনের স্ত্রীকে বাড়ী আনাই স্থির করিলেন।

রজনীকান্ত বিপিনের সেই পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন না; কিন্তু সময়ক্রমে রাজকিশোরী এক দিবস তাঁহার ও স্বামীর মনের ভাব বিপিনের নিকট প্রকাশ করিলেন। বিপিন তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বর্ত্তমান মাসের অবশিষ্ট কয়েক দিবস গত হইলেই, তিনি তাঁহার পত্নীকে আপন গৃহে আনয়ন করিবেন স্থির করিলেন।

ক্রমে মাসের অবশিষ্ট কয়েক দিবস গত হইয়া গেল। এক দিবস সন্ধ্যার সময় বিপিন তাঁহার পত্নীর সহিত আপন বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিপিনের স্ত্রী বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্রই তাহাকে দেখিয়া রজনীকান্ত ও রাজকিশোরী একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, বিপিনের স্ত্রী মানিনী নিতান্ত বালিকা হইবেন; নতুবা স্কুলে থাকিয়া এখনও পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিতেছে কি প্রকারে? আরও ভাবিয়াছিলেন যে, কোন বন্ধুর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে বিপিন এই বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যখন বিপিন তাঁহার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে নামাইলেন, তখনই তাঁহাদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। বিপিনের স্ত্রীকে ঘরে উঠাইবেন কি—মস্তকে হাত দিয়া তাঁহারা সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন।

রজনীকান্ত দেখিলেন যে, মানিনী বালিকা নহেন—যুবতী। বিপিন অপেক্ষা তাহার বয়স অধিক না হইলেও নিতান্ত কম হইবে না। তাহার পরিধানে একখানি শাটী থাকিলেও কেমন একরূপ করিয়া পরিধান করা। তাহার নিম্নে গলা হইতে লম্ববান্ একটী সাদা ঘাঘ্‌রা বা সেমিজ। পায়ে ফুল মোজা, তাহার উপর বুট জুতা। মাথার উপর একটী লেজ বাহির করা পাগ্‌ড়ী।

এইরূপ অবস্থায় মানিনী গাড়ী হইতে নামিয়াই সম্মুখে রজনীকান্ত ও রাজকিশোরীকে দেখিতে পাইলেন। উহাদিগকে দেখিয়াই বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাঁরা দুইজন কে?"

উত্তরে বিপিন কহিলেন, "ইনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আর ইনিই উহাঁর বনিতা।"

বিপিনের কথা শুনিবামাত্র, মানিনী আপন দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাঁদিগকে শেকহ্যাণ্ড করিবার মানসে প্রথমে রজনীকান্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। রজনীকান্ত এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

অশিক্ষিতা রাজকিশোরী এরূপ হস্ত প্রসারণের উদ্দেশ্য কি, জানিতে না পারিয়া মানিনীর হাত ধরিয়া গৃহের ভিতর লইয়া গেলেন। সেই স্থানে একখানি চেয়ার পূর্ব্ব হইতে রক্ষিত ছিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া মানিনী তাহাতেই উপবেশন করিলেন।

মানিনীর অবস্থা দেখিয়া রজনীকান্ত ভাবিলেন যে, বিপিনের মতে মত দিয়া তিনি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছেন! এখন সমাজের লোক তাঁহাকে কি বলিবে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনীকান্ত বা বিপিনের সংসারের স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল রাজকিশোরী এবং মানিনী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। রাজকিশোরী অশিক্ষিতা, মানিনী শিক্ষিতা; সুতরাং রাজকিশোরীর চাল-চলন মানিনী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাজকিশোরী প্রত্যুষে উঠিয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য আপন হস্তে নির্ব্বাহ করেন, এবং পরিশেষে রন্ধনাদি করিয়া আপন স্বামী ও দেবরকে সময়মত প্রদান করেন।

মানিনীর নিদ্রা দিবা নয়টার কম কোনরূপেই ভঙ্গ হয় না। নিদ্রাভঙ্গ হইলে হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিতেও প্রায় একঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পর সাবান মাখিতে, স্নান করিতে ও পোষাক পরিচ্ছদ আদি পরিধান করিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক হয়। ইহা ব্যতীত নাটক, নভেল পাঠ করা আছে, কারপেট বোনা আছে; সুতরাং সংসারের কোন কার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিতে তিনি কিছুমাত্র সময় পান না। অধিকন্তু তাঁহার আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দিতে রাজকিশোরীর যদি কিছুমাত্র বিলম্ব হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! অমনি সংসারের খরচ বন্ধ!

অশিক্ষিতা রাজকিশোরী তাঁহার স্বামীকে কিরূপ ভালবাসেন, তাহা প্রকাশ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ সর্ব্বদা স্বামীর নিকট তিনি বসিয়া থাকিতে পারেন না, বা "তোমার অদর্শন

আমি সহ্য করিতে পারি না—মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমার চক্ষুর অন্তরাল হইলে আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি—তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি—” প্রভৃতি বাক্য সকল কখন কেহ রাজকিশোরীর মুখে শ্রবণ করেন নাই। সর্ব্বদাই তাঁহাকে সংসারের কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত।

শিক্ষিতা মানিনী তাঁহার স্বামীকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, এ বিশ্বাসে বিপিনের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ। কারণ, অফিস হইতে আগমন করিবামাত্রই মানিনী বিপিনের নিকট গমন করিয়া ইজি চেয়ারের উপর অর্দ্ধ-শায়িতভাবে উপবেশন করেন। জল-খাবারের সময়ে, পূর্ব্বে আপনি অর্দ্ধেক ভোজন করিয়া অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট (?) খাদ্য বিপিনকে প্রদান করেন। কারণ, খাদ্যের মধ্যে কোনরূপ বিষাক্ত দ্রব্য আছে কি না, তাহা পরীক্ষা না করিয়া উহা স্বামীকে কিরূপে প্রদান করিবেন? জল-পূর্ণ গ্লাসের জল পূর্ব্বে আপনি না পান করিয়াই বা কিরূপে উহা স্বামীর হস্তে প্রদান করেন? সুতরাং মানিনী যেরূপ ভাবে স্বামীকে ভক্তি করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভাবে এ দেশীয় কয়টী অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক স্বামীভক্তি দেখাইতে পারে? ইহা ব্যতীত স্বামীর নিকট বসিয়া “প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ” প্রভৃতি আনন্দদায়িনী ভাষায়, মানিনী বা মানিনী-সদৃশ শিক্ষিতা স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কোন্ রমণী আপন পতির হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়?

অশিক্ষিতা রাজকিশোরী বৈকালে রন্ধনাদির উদ্যোগ করিতে পুনরায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং রন্ধনাগারে প্রবেশ করিয়া উনানে ফু পাড়িতে পাড়িতে মুখমণ্ডল ঘর্ম্মে আপ্লুত করিয়া ফেলেন। কিন্তু শিক্ষিতা মানিনী নূতন সাজে সজ্জিতা হইয়া, পাউডারে মুখ

মাজিয়া, ছাদের উপর উঠিয়া বায়ু সেবন করেন, কোন দিবস বা গাড়ী ডাকাইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া চলিয়া যান।

এই সকল ঘটনা দেখিয়া রাজকিশোরীর বা রজনীকান্তের কোন কথা কহিবার উপায় নাই। কারণ, মানিনী যাহা করেন, বিপিন তাহারই অনুমোদন করিয়া থাকেন। বিপিনকেও কোন কথা বলিবার কাহারও সাধ্য নাই। কারণ, দুই ভ্রাতার মধ্যে বিপিনের উপার্জ্জনই অধিক। মানিনীর বিপক্ষে তাহার নিকট কোন কথা বলিলে, তিনি তাহা শ্রবণ করেন না; অধিকন্তু খরচের টাকা বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন।

এইরূপে কিছুদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। অশিক্ষিতা রাজকিশোরী বিস্তর সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আর কোনরূপেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শিক্ষিতা মানিনীর গুণের কথা সকল ক্রমে রজনীকান্তের কর্ণগোচর করাইলেন। রজনীকান্তও দেখিলেন যে, মানিনী প্রকৃতই সংসারের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না, অথচ কোন বিষয়ে একটু ত্রুটি হইলে রাজকিশোরীকে সহস্র কথা শুনাইয়া দেন।

এই সময়ে রাজকিশোরী হঠাৎ অসুস্থা হইয়া পড়ায় সংসারের কোন কার্য্য দেখিতে বা রন্ধনাদি করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু মানিনী তাঁহার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না, বা কোনরূপ রন্ধনাদি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন না। সুতরাং অনাহারেই রজনীকান্তকে অফিসে গমন করিতে হইল। বিপিন বাজার হইতে কিছু আহারীয় আনিয়া কিয়দংশ আপনি আহার করিয়া অফিসে গমন করিলেন, কিয়দংশ মানিনীর নিমিত্ত রাখিয়া গেলেন। বাজারের খাবার খাইলে পাছে মানিনীর অসুখ হয়,

এই ভয়ে মানিনী উহা স্পর্শও করিলেন না। একখানি গাড়ী আনাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর বাড়ীতে গমন করিয়া আহারাদি করিলেন; এবং যে পর্য্যন্ত রাজকিশোরী আরোগ্য না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সেই শিক্ষিত বন্ধুর বাড়ীতেই অবস্থিতি করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। শিক্ষিত বন্ধুর অর্থের অনাটন ছিল না, সুতরাং তিনি শিক্ষিতা মানিনীকে তাঁহার থাকিবার স্থান প্রদান করিতে অসমর্থ হইলেন না। মধ্যে মধ্যে বিপিনও সেইস্থানে গমন করিয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন। মানিনী তাঁহার শিক্ষিত বন্ধুর শিক্ষিতা স্ত্রী ও শিক্ষিতা কন্যার সহিত আহার বিহার করিয়া মনের সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন, এবং সভা-সমিতি প্রভৃতি স্থানে ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন যে, বিপিনের মাসিক আয় ৬০৲ টাকা। যত দিবস পর্য্যন্ত মানিনী, রাজকিশোরী বা রজনীকান্তের সহিত একত্র বাস করিতেছিলেন, সেই পর্য্যন্ত বিপিন আপনার বেতন হইতে ২৫৲ টাকা সংসারের খরচের নিমিত্ত প্রদান করিতেন। অপর ৩৫৲ টাকা দ্বারা তিনি তাঁহার শিক্ষিতা বনিতার ফরমাইস্ সকল কষ্টে নির্ব্বাহ করিতেন।

যে দিবস হইতে রাজকিশোরী অসুস্থা হইয়া পড়িলেন, বা যে দিবস হইতে মানিনী আপনার বন্ধুর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন, সেই দিবস হইতে বিপিন সাংসারিক খরচও বন্ধ করিয়া দিলেন। এই কার্য্য বিপিন নিজের ইচ্ছামত করিলেন, কি তাঁহার শিক্ষিতা বনিতার পরামর্শ মত বাধ্য হইয়া করিলেন, তাহা লেখক অবগত নহেন। সে বিষয়ের বিচারের ভার পাঠকগণের উপর রহিল।

ক্রমে রাজকিশোরী আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় সংসারের কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু মানিনী সেই অশিক্ষিতার নিকট আর আগমন করিলেন না। ক্রমে বিপিনও বাড়ী আসা বন্ধ করিয়া আপনার শিক্ষিতা বনিতার বন্ধুর বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, সেইস্থানে বিপিনের যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইত না।

ভ্রাতার এই অবস্থা দেখিয়া রজনীকান্ত বিপিনকে আর কোন কথা বলিলেন না, বা তাহার স্ত্রীকে পুনরায় বাড়ীতে আনিতে কোনরূপ অনুরোধও করিলেন না; ভাবিলেন, অশিক্ষিতের সহিত একত্র বাস করিয়া যদি ভিক্ষা করিয়াও দিনপাত করিতে হয়, তাহাও ভাল, তথাপি শিক্ষিতার সহিত একত্র বাস করিয়া স্বর্গীয় সুখেরও বাসনা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

তাঁহার মাসিক ২৫৲ টাকা কমিয়া গেল সত্য, কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া বাড়ী পরিত্যাগ করায় তাঁহার খরচও অনেক কমিয়া গেল। নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার খরচপত্র অনায়াসে চলিতে লাগিল; অধিকন্তু মাসে মাসে কিছু কিছু জমিতেও লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মানিনী তাঁহার যে বন্ধুর বাড়ীতে বাস করিতেন, সেই বাড়ীতে একজন ডাক্তারও থাকিতেন। পরিবারবর্গের ভিতর কাহারও পীড়া হইলে সেই ডাক্তারই তাহার চিকিৎসা করিতেন। উক্ত

বাড়ীর স্ত্রীলোকমাত্রেই শিক্ষিতা; সুতরাং প্রয়োজন হইলে যাহাকে ইচ্ছা তাহার নিকট গমন করিতে ডাক্তার বাবুর কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইত না। বিশেষতঃ পরস্পরের মধ্যে "ভ্রাতা ভগ্নী" সম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

মানিনীর সহিত ডাক্তার বাবুর বিশিষ্ট ভালবাসা থাকা প্রযুক্ত বিপিনের সহিতও তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা জন্মিয়াছিল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা, তাহা আমরা অবগত নহি। কারণ তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া এই স্থানে বাস করিতেন না; একাকীই সেই বাড়ীতে থাকিতেন! কিন্তু কোন নাচে বলুন, থিয়েটারে বলুন, কি গড়ের মাঠে বলুন, এইরূপ স্থানে যখন ডাক্তার বাবু গমন করিতেন, তখন মানিনীকে তিনি তাঁহার গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং বিপিনও সকল দিবস তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে না পারিলেও প্রায়ই তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিতেন।

ডাক্তার বাবুর ব্যবহারে বিপিন সর্ব্বদা তাঁহার উপর বিশেষ-রূপে সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, ডাক্তার বাবু তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে যতদূর ভালবাসেন, ততদূর ভালবাসা তিনি তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত হন নাই।

এইরূপ ভাবে কিছুদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। বন্ধুর বাড়ীতে এইরূপ ভাবে অধিক দিবস বাস করা আর ভাল দেখায় না বিবেচনা করিয়া, বন্ধুর বাড়ীর সন্নিকটেই একটী ছোট গোছের বাড়ী ভাড়া করিয়া বিপিন আপন স্ত্রীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

তিনি তাঁহার শিক্ষিতা প্রণয়িনীর প্রণয়ে বিশেষরূপে মোহিত থাকিলেও আর্থিক কষ্টে তাঁহাকে বিশেষরূপ কষ্ট পাইতে হইল। কারণ, তাঁহার সংস্থানের মধ্যে কেবলমাত্র মাসিক নগদ ৬০৲ টাকা, তাহা হইতে বাড়ী ভাড়া, একটী চাকর, একটী চাকরাণী ও একটী পাচকের বেতন ও খরচ বাদে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতে আপনাদিগের আবশ্যক মত ব্যয়ের সঙ্কুলান করা অতীব কষ্টকর হইয়া পড়িতে লাগিল। মানিনী শিক্ষিতা; সুতরাং সংসারিক কাজ-কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই! তজ্জন্য চাকরাণী না রাখিলে কোন প্রকারেই চলে না। রন্ধনের ক্ষমতা তাঁহার নাই; বিশেষতঃ রন্ধনাদির নিমিত্ত তাঁহার যে সময়ের আবশ্যক হইবে, সেই সময়ে তাঁহার পাঠের সবিশেষ ক্ষতি হয়; অথচ রান্না-ঘরের ধোঁয়া শিক্ষিতা মানিনী কিরূপে সহ্য করিতে পারেন? সুতরাং পাচকের একান্ত প্রয়োজন। বাবু নিজেও শিক্ষিত, বি-এ পাস করা, সুতরাং হাটবাজার করা কি অপর কোন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কাজেই চাকরেরও নিতান্ত প্রয়োজন।

এই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে উভয়ের জুতা, কাপড় আছে; ধোপা, নাপিত আছে; আতর, গোলাপ আছে; মোজা, পাউডার আছে; চেয়ার, টেবিল আছে; বরফ, লেমনেড আছে, নাটক, নভেল, খবরের কাগজ আছে; এবং সন্ধ্যার সময় বায়ু সেবনের নিমিত্ত গাড়ীভাড়া আছে। অথচ বেতন নিতান্ত সামান্য, ইহাতে কিরূপে সঙ্কুলান হইতে পারে? ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে আপনার বন্ধু-বান্ধব এবং ভ্রাতা-ভগিনীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া না খাওয়াইলে, তাঁহাদিগের নিকট নিতান্ত অপদস্থ হইয়া থাকিতে হয়।

এইরূপ নানাকারণে ক্রমে বিপিনচন্দ্র ঋণজালে বিশেষরূপে জালাতন হইয়া পড়িলেন। অথচ পূর্ব্ববর্ণিত নিতান্ত প্রয়োজনীয় খরচের মধ্য হইতে যে কোন একটী খরচ কমাইতে পারেন, তাহারও কোন উপায় দেখিলেন না।

ডাক্তার বাবু, মানিনী ও বিপিনকে অশেষ ভালবাসিতেন; সুতরাং মধ্যে মধ্যে তিনি বিশেষরূপে অর্থ সাহায্য করিতেও ক্রটী করিতেন না। তথাপি বিপিন আপনাদিগের খরচ-পত্র কোনরূপেই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

ক্রমেই মাসে মাসে ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উত্তমর্ণগণ ক্রমে তাগাদা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বিপিন তাঁহাদিগের ঋণ কোনরূপেই পরিশোধ করিতে পারিলেন না। মাসে মাসে হ্রাস হওয়া দূরের কথা—ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

উত্তমর্ণগণ এইরূপে যখন কিছুতেই আপন আপন প্রাপ্য টাকা আদায়ের কোনরূপ উপায় করিতে পারিলেন না, তখন অনন্যোপায় হইয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আর ডিক্রী করিয়া কেহ বা তাঁহার তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন, কেহ বা তাঁহার বেতনের টাকা ক্রোক দিয়া বসিলেন। এইরূপে একের টাকা পরিশোধ হইতে না হইতে অপর ব্যক্তি তাঁহার বেতন ক্রোক করিতে লাগিলেন।

এই সকল অবস্থা দেখিয়া বিপিনের মনিব সাহেব তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং পরিশেষে বিনাবেতনে বিপিনকে ছুটী দিয়া কহিলেন, "যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার সমস্ত দেনা পরিষ্কার করিতে না পারিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি চাকরী পাইবে না। সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পার, তবে চাকরীর নিমিত্ত

আমার নিকট পুনরায় আসিও; নতুবা আমার নিকট আসিবার আর কোন প্রয়োজন নাই।"

মনিবের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া বিপিন বিষণ্ণবদনে আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং মানিনীকে সকল কথা কহিলেন। উত্তরে মানিনী কহিলেন, "যদি একমাত্র স্ত্রীর খরচের সংস্থান করিয়া উঠিবার ক্ষমতা তোমার না থাকে, তাহা হইলে বিবাহ করিতে তোমাকে কে পরামর্শ দিয়াছিল? তোমার হস্তে পড়িয়া আমি যেরূপ কষ্টে কালযাপন করিতেছি, সেরূপ কষ্ট কখন কোন স্ত্রীলোকে সহ্য করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অপর স্ত্রী হইলে তুমি নিশ্চয়ই দেখিতে, এরূপ কষ্ট সে কখনই সহ্য করিতে পারিত না; তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া এতদিবস সে কোথায় চলিয়া যাইত। আমি তোমাকে নিতান্ত ভালবাসি বলিয়াই এখনও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই।"

শিক্ষিতা স্ত্রীর কথা শুনিয়া শিক্ষিত যুবক মস্তকে হাত দিয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "দাদা আমা অপেক্ষা এত অল্প বেতন পাইয়া কিরূপে খরচ-পত্র নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আমি তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমি এমন শিক্ষিতা বনিতা পাইয়াও অর্থের অপ্রতুল নিবন্ধন এক দিবসের নিমিত্তও সুখী হইতে পারিলাম না! আর দাদা অশিক্ষিতা স্ত্রীর সহবাসে থাকিয়াও মনের সুখে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন! ভগবানের লীলা বোঝা ভার।

যে সকল ব্যক্তির নিকট বিপিন ঋণগ্রস্ত, তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের টাকা আদায়ের একমাত্র উপায় বিপিনের চাকরী পর্য্যন্ত গেল, তখন কিরূপ উপায়ে যে তাঁহারা তাঁহাদিগের

প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন, তাহার কিছুমাত্র স্থির করিয়া উঠিতে না পারায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু উঁহাদিগের মধ্যে একজন মহাজন ছিলেন, তাঁহার উপজীবিকাই ঋণদান ও সুদগ্রহণ। তিনি কিন্তু অপরাপর মহাজনদিগের ন্যায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ একদিবস বিপিনের বাড়ীতে আসিয়া টাকার নিমিত্ত বিপিনকে অযথা গালি দিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং তাহাকে উত্তমরূপে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে আদালতে গিয়া বিপিনকে কয়েদ করিবার প্রার্থনা করিলেন। পরে প্রয়োজনীয় খরচের টাকাও জমা করিয়া দিলেন।

সময়মত বিপিনের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল, এবং আদালতের একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল। সেই টাকা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা বিপিনের ছিল না; সুতরাং কারাগারের ভিতর গমন করিয়া সেইস্থানেই কিছুদিবসের নিমিত্ত তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রায় দেড় মাস কাল জেলের মধ্যে বাস করিয়া বিপিন আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। বাড়ীতে সামান্য তৈজসপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নমাত্র নাই, এবং তাঁহার শিক্ষিতা বনিতা

মানিনীকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন যে, সেই বাড়ী এখন অন্য লোক দ্বারা অধিকৃত। তাঁহাদিগকে মানিনীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে কেহই তাঁহার কথার উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। সকলেই কহিলেম, তাঁহারা যখন সেই বাড়ী ভাড়া লয়েন, তখন বাড়ীতে কেহই ছিলেন না, বা কোন দ্রব্যাদিও ছিল না, বাড়ীটী সম্পূর্ণরূপেই খালি ছিল।

ভাড়াটিয়াদিগের নিকট হইতে যখন তিনি এই সকল কথা জানিতে পারিলেন, তখন মনে মনে ভাবিলেন, "আমাকে যখন জেলের ভিতর অবস্থান করিতে হইয়াছিল, তখন মানিনী একাকী কিরূপে এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন। বোধ হয়, তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে গমন করিয়াছেন, এবং যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, সেই পর্য্যন্ত তিনি সেইস্থানেই বাস করিতে-ছেন। সেইস্থানে গমন করিলেই আমি মানিনীকে দেখিতে পাইব।"

এই ভাবিয়া দ্রুতগতি তিনি সেই বন্ধুর বাড়ীতে গমন করিলেন। তথায় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মানিনী সেইস্থানে গমন করেন নাই। ডাক্তার বাবু যদি মানিনীর কোন কথা বলিতে পারেন, এই ভাবিয়া বিপিন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ডাক্তার বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। জানিতে পারিলেন যে, বিপিন ধৃত হইবার দুই এক দিবস পরেই ডাক্তার বাবু তাঁহার দেশে গমন করিবেন বলিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; সেই সময় পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করেন নাই।

তখন অনন্যোপায় হইয়া যে বাড়ীতে বিপিন বাস করি-

তেন, সেই বাড়ীর অধিকারীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিলেন। যে স্থানে বিপিন বাস করিতেন, সেইস্থান হইতে বাড়ীওয়ালার বাড়ী বহুদূর নহে। সেইস্থানে গমন করিয়া তিনি যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁহার মন আরও অস্থির হইল। জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার জেলে গমন করিবার দুই তিন দিবস পরেই বাড়ীওয়ালা বিপিনের বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। সেইস্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বাড়ীর সদর দ্বার খোলা, এবং ঘরগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। উহার ভিতর দ্রব্যাদি কিছুই নাই, এবং মানিনী বা অপর লোকজন কেহই নাই। এই অবস্থা দেখিয়া সহজেই তিনি অনুমান করিলেন যে, এই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া মানিনী অন্য কোন স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় উক্ত বাড়ী আরও দুই তিন দিবস পড়িয়া থাকার পর, বর্ত্তমান ভাড়াটিয়াকে উহা ভাড়া দিয়াছেন।

যে যে স্থানে মানিনীর যাতায়াত ছিল, এবং যাহার যাহার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল, ক্রমে বিপিন সেই সকল স্থানে মানিনীর অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া মনের দুঃখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বিপিন স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, যাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন, এবং যাহার নিমিত্ত তিনি আপন সহোদরকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রাণের মানিনী তাঁহাকে এইরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।

এখন আর বিপিনের স্থান নাই। যাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল, এখন আর তাঁহারা তাঁহাকে আপন বাড়ীতে স্থান প্রদান করেন না। অথচ বিনাদোষে যে ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়া যাঁহার বিপদের সময় সাহায্য করিতে উপেক্ষা করিয়াছেন, আজ কি প্রকারে সেই ভ্রাতার নিকট গমন করিবেন, এবং সেই রাজকিশোরীকে কিরূপে আপন মুখ দেখাইবেন ?

যে ভ্রাতার সহিত নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়া বিপিন আপন স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সেই ভ্রাতার নিকট গমন করিতে হইল! যে সময় বিপিন ভ্রাতার বাড়ীতে গমন করিলেন, সেই সময় রজনীকান্ত বাড়ীতে ছিলেন না, কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। অশিক্ষিতা রাজকুমারী অতীব যত্নের সহিত আপন বাড়ীতে বিপিনের স্থান করিয়া দিলেন। বিপিন সেইস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার শিক্ষিতা বনিতার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় এক মাসাধিক কাল অতীত হইয়া গেল, কিন্তু বিপিন তাঁহার শিক্ষিতা বনিতা মানিনীর কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ তাঁহার আশাকে হৃদয় হইতে একবারে দূরীভূত করিতে পারিলেন না। বিপিনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, মানিনী প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভাল বাসেন, সুতরাং অবিশ্বাসিনীর কার্য্য তাঁহার দ্বারা কখনই হইতে পারে না। তা'ই মনে করিলেন যে, কোনরূপ বিপদে পতিতা

হইয়া মানিনী তাঁহাকে কোনরূপ সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কোন না কোন সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

এদিকে ডাক্তার বাবু—যিনি আপন দেশে গমন করিতেছেন বলিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিও এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিলেন না, বা তাঁহার কোনরূপ সংবাদও পাওয়া গেল না। সেই অবস্থা দেখিয়া বিপিনের মনে ইহাও একবার উদয় হইল, "হয় ত দুরবস্থায় পড়িয়া মানিনী ডাক্তার বাবুর সহিত তাঁহার দেশে গমন করিয়াছেন। কিন্তু কোনরূপ সুযোগ না পাওয়ায় প্রত্যাগমন করিতে পারিতেছেন না, এবং আমার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিতে না পারায় পত্রাদিও লিখিতে পারিতেছেন না। ডাক্তার বাবু যে সময় এই স্থানে আগমন করিবেন, সেই সময় মানিনী তাঁহার সহিত নিশ্চয়ই আগমন করিবেন।"

এইরূপ নানাপ্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বিপিন ক্রমে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। দেনা পরিশোধ বা কোনরূপ কাজ-কর্ম্মের কোন চেষ্টাই করিলেন না। তাঁহার নিজের খরচ পত্র এখন রজনীকান্তের উপরে পতিত হইল।

এইরূপে আরও কিছুদিবস অতীত হইয়া গেল, একদিবস জানিতে পারিলেন যে, ডাক্তার বাবু তাঁহার দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র দ্রুতগতি তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন। ইচ্ছা—সেইস্থানে গমন করিবামাত্রই মানিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

বিপিন মনে যাহা ভাবিয়াছিলেন, ডাক্তার বাবুর নিকট গিয়া

তাহার বিপরীত অবস্থা অবগত হইলেন। জানিতে পারিলেন যে, মানিনী ডাক্তার বাবুর সহিত গমন করেন নাই, বা তিনি কোথায় আছেন, তাহাও ডাক্তার বাবু অবগত নহেন। যে দিবস বিপিন জেলে গিয়াছিলেন, সেইদিবস হইতে মানিনীকে ডাক্তার বাবু দেখেন নাই, বা তাঁহার কোনরূপ সংবাদ অবগত হয়েন নাই।

বিপিনের নিকট হইতে মানিনীর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারিয়া ডাক্তার বাবু বিপিনের তখনকার দুঃখে বিশেষ-রূপ সহানুভূতি দেখাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তন্ন তন্ন করিয়া মানিনীকে অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া বিপিনের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন।

এইরূপে আরও কিছুদিবস অতীত হইয়া গেল। একদিবস সন্ধ্যার সময় বিপিন রাস্তা দিয়া গমন করিতেছেন, এরূপ সময় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণী ঘোড়ার গাড়ীর প্রতি তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন যে, সেই গাড়ীর ভিতর দুইজন বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার মধ্যে একজন পুরুষ ও অপরটী স্ত্রীলোক। এই স্ত্রীলোকটীকে হঠাৎ দেখিয়া মানিনীর মত অনুমান হইল, এবং পুরুষটীকে ডাক্তার বাবু বলিয়া বিবেচনা হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি আরও উত্তমরূপে দেখিবার নিমিত্ত সেই দিকে যেমন লক্ষ্য করিবেন, অমনি গাড়ীর ঝিলমিল গাড়ীর ভিতর হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইল, ও গাড়ী আরও দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

যে দিবস বিপিন এই ঘটনা দেখিলেন, সেই দিবসই গিয়া তিনি ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং যাহা দেখিয়া-

ছিলেন, তাহাও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। উত্তরে ডাক্তার বাবু সে সমস্ত কথা অস্বীকার করিলেন ও কহিলেন যে, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি কোন গাড়ীতে কোনস্থানে গমন করেন নাই।

ডাক্তার বাবুর কথা এবার বিপিন বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, যাহাকে আমি মানিনীর সহিত একত্র একগাড়ীর ভিতর দেখিয়াছি, তাহার কথা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? আবার ভাবিলেন, ডাক্তার বাবু, আমার ও মানিনীর পরম বন্ধু, তাঁহাকেই বা অবিশ্বাস করি কি প্রকারে?

এইরূপ নানাপ্রকার ভাবনা চিন্তার পর বিপিন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের গোলযোগ মিটিল না; তথাপি নানাস্থানে তিনি মানিনীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোনস্থানেই তাঁহার সন্ধান পাইলেন না।

একদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিপিন মনে করিলেন, সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি দিন মানিনীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমেই শরীর দুর্ব্বল ও মন অস্থির হইয়া পড়িতেছে; আজ ময়দানে গমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরিষ্কার বায়ু সেবন করিয়া দেখি, তাহাতেই যদি মনের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয়।

এই ভাবিয়া বিপিন ধীরে ধীরে পদব্রজে ক্রমে গড়ের মাঠে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে ইডেন উদ্যানের নিকট গমন করিলেন। যে সময় তিনি ইডেন উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উদ্যানের ভিতর কেল্লার গোরাগণ সমবেত হইয়া ব্যাণ্ড বাজা-

ইয়া সমাগত ব্যক্তিগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। যাঁহারা গাড়ী করিয়া সন্ধ্যার সময় বায়ুসেবনে বহির্গত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের গাড়ী সমূহ উদ্যানের পশ্চিম পার্শ্বে সমবেত হইয়াছে। তাঁহারা গাড়ীর ভিতর উপবেশন করিয়াই মনোহর বাদ্য শ্রবণ করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ উদ্যানের ভিতর ভ্রমণ করিবার পর আর তাহা বিপিনের ভাল লাগিল না, তিনি উদ্যানের পশ্চিম দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যে স্থানে গাড়ী সকল দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর প্রতি তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। তাঁহার বেশ বোধ হইল যে, সেই গাড়ীর ভিতর প্রাণের শিক্ষিতা মনিনী, এবং পরম বন্ধু ডাক্তার বাবু বসিয়া আছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মনের গতি যে কি হইল, তাহা পাঠকগণ সহজে অনুমান করিয়া লউন। বিপিন আস্তে আস্তে গাড়ীর নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই ডাক্তারবাবু বিশেষরূপ লজ্জিত হইলেন ও কহিলেন, "কে, বিপিন! তুমি কোথা হইতে এখানে আগমন করিলে? তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতেই আমি সমধিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া মানিনীর অনুসন্ধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম;" কিন্তু এতদিবস কোনরূপে ইহাঁর কোনরূপ সন্ধান পাই নাই। আজ আমি একজন যোগীকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে মানিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এতদিবস পর্য্যন্ত ইনি কোথায় ছিলেন, জানিবার নিমিত্ত আমার মনে বিশেষরূপ কৌতূহল জন্মিল। আমি ইহাঁর

গাড়ী দাঁড় করাইয়া সেই গাড়ীতেই উঠিলাম, এবং ইহাঁর সহিত কথা বলিতে বলিতে ক্রমে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

অনেক দিবস পরে মানিনীকে দর্শন করিয়া বিপিনের মনের গতি যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত ডাক্তার বাবু যাহা কহিলেন, তাহা তিনি শুনিতে পাইলেন, কি না, এবং যদি শুনিতেও পাইলেন তাহা হইলে তাহার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন কি না, জানি না। কিন্তু সকলে দেখিলেন যে, মানিনীকে দর্শন করিবার পর বিপিনের মুখ হইতে একটী কথাও বহির্গত হইল না, তিনি গাড়ী ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থিরমনে দণ্ডায়মান রহিলেন। আর ডাক্তার বাবু পূর্ব্ববর্ণিত কথাগুলি বর্ণন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে বিপিন কহিলেন, "মানিনী! তুমি এতদিবস কোথায় ছিলে? তোমার অদর্শনে ও তোমার পত্রাদি না পাইয়া আমি যে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহা আর তোমাকে কি বলিব মানিনী! তোমার নিমিত্ত আমাকে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্ম না করিয়া নানাস্থানে কেবল তোমারই অনুসন্ধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তুমি ভাল ছিলে ত?"

উত্তরে মানিনী কহিল, "মানিনীর নাম মুখে আনিতে তোর লজ্জা করিতেছে না। রাত্রি দিন কেবল তারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে তুই একটু কুণ্ঠিত হইতেছিস না। যাহাকে একমুষ্টি অন্ন দিবার সংস্থান তোর নাই, যাহার একসুট পোষাক খরিদ করিয়া দিতে তুই অসমর্থ, তাহাকে স্ত্রী বলিতে ও তাহার অনুসন্ধান করিতে তোর একটু লজ্জাও হইতেছে না? আমি ভদ্রলোকের কন্যা ও শিক্ষিতা, তা'ই বিশেষরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াও কিছুদিবস তোর

অনুগত হইয়াছিলাম। কোন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক হইলে দেখ্‌তিস, তিন দিবসের মধ্যে তোকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইত। কিন্তু আমি ততদূর করি নাই, আমার ধর্ম্ম আমি রাখিয়াছি। সবিশেষ কষ্টে পড়িয়াও একাদিক্রমে কয়েক বৎসর তোর সহবাসে কাল কাটাইয়াছি। প্রথম হইতে যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, আমার খরচ পত্রের সংস্থান করিবার ক্ষমতা তোর নাই, তাহা হইলে এত সময় আমি কখন কি নষ্ট করিতাম? না তোর নিকট থাকিয়া এত কষ্ট অনুভব করিতাম? এখন তোকে বলিতেছি, তুই আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর্, এবং আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া কোন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের চেষ্টা দেখ্।"

এই বলিয়া গাড়ীর যে পার্শ্বে বিপিন দণ্ডায়মান ছিল, তাহার বিপরীত পার্শ্ব দিয়া আপনার গলা বাহির করিয়া গাড়িবানকে গাড়ী হাঁকাইতে কহিল। আদেশ পাইবামাত্র গাড়িবান বিপিনকে পশ্চাদ্‌পদ হইতে কহিয়া আপনার গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। কোনরূপে আপনার পা বাঁচাইয়া বিপিনও গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ "একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও" বলিতে বলিতে গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মানিনী গাড়ীর ভিতর হইতে কহিতে লাগিলেন, "জোরসে হাঁকাও।" কাজেই গাড়ী দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া বিপিন ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু বহুদূর পর্য্যন্ত তিনি সেই গাড়ীর উপর লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। গাড়ী ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। যে সময় বিপিন একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই সময় সেই ভাড়াটিয়া গাড়ীর পশ্চাৎ সংবদ্ধ নম্বরের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তিনি দেখিলেন, সেই গাড়ীর নম্বর ২৫৯।

বিপিনের উপর মানিনী যদিও এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি বিপিন তাহার উপর একবারে অসন্তুষ্ট হইলেন না। ভাবিলেন, মানিনী নিতান্ত কষ্টে পড়িয়াছে বলিয়াই, তাঁহার মুখ হইতে ঐরূপ কঠোর বাক্য নির্গত হইল। উহা মুখের বাক্য মাত্র—অন্তরের নহে।

আরও ভাবিলেন যে, যখন ডাক্তার বাবু মানিনীর গাড়ীতে আছেন, তখন আর ভাবনা কিসের? আমাকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া, সে হয়—আমার বাটীতেই গমন করিল, না হয়—এতক্ষণ ডাক্তার বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

সেইস্থানে গমন করিলে নিশ্চয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তখন জানিতে পারিব, এতদিবস পর্য্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন, এবং কিরূপ কষ্টে তিনি তাঁহার দিন অতিবাহিত করিয়াছেন।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া বিপিন সেইস্থান হইতে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া, রাস্তা হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আপন বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যে বাটীতে এখন তিনি বাস করিতেন, প্রথমে তিনি সেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাটীতে গমন করিয়া সম্মুখে রাজ-কিশোরীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানিনী আসি-য়াছে কি?"

উত্তরে রাজকিশোরী বলিলেন, "না। কেন, তাহার কোনরূপ সন্ধান পাইয়াছ কি ?"

বিপিন রাজকিশোরীর এই কথার উত্তর প্রদানে আর সময় পাইলেন না; যে গাড়ীতে করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীর গাড়িবানকে দ্রুতগতি ডাক্তার বাবুর বাটীতে গমন করিতে কহিলেন।

আদেশ প্রতিপালিত হইল। কিন্তু ডাক্তার বাবুর বাটীতে গিয়া জানিতে পারিলেন যে, ডাক্তার বাবু তখনও প্রত্যাগমন করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অপেক্ষায় বিপিন সেইস্থানেই বসিয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য, এই গাড়ীভাড়া প্রদানের ভার, পরিশেষে রজনীকান্ত বা রাজকিশোরীর উপর অর্পিত হইয়াছিল।

যে সময় বিপিন ডাক্তার বাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় রাত্রি আটটার অধিক হয় নাই। সুতরাং ডাক্তার বাবুর প্রত্যাশায় তিনি তখন সেইস্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নয়টা বাজিয়া গেল, ডাক্তার বাবু প্রত্যাগমন করিলেন না; তথাপি বিপিন নিতান্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে দশটা, এগারটা, বারটা বাজিয়া গেল, তথাপি ডাক্তার বাবুর সাক্ষাৎ নাই। বিনা আহারে সেইস্থানে বসিয়া বিপিন রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এত রাত্রিতেও যখন ডাক্তার বাবু বা মানিনী প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন কি তাঁহারা আর কোন স্থানে গমন করিয়াছেন? মানিনীর এমন বন্ধু আর কে আছেন যে, এই অসময়ে তিনি মানিনীকে স্থান প্রদান করিবেন?

এইরূপে ক্রমে রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। দুইটার পর ডাক্তার বাবু একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আপন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানিনীর সহিত যে গাড়ীতে ডাক্তার বাবুকে বিপিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গাড়ী সেই গাড়ী নহে। উহার নম্বর ৩২৬১।

ডাক্তার বাবু গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার সময় সম্মুখেই বিপিনকে দেখিতে পাইলেন। বিপিনকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। কিন্তু তিনি তাঁহার মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "কি হে বিপিন! এত রাত পর্য্যন্ত এইস্থানে বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছ নাকি? একটী রোগীকে লইয়া আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া, বাসায় আসিতে আমার এত রাত্রি হইয়া গিয়াছে। কি সংবাদ? সমস্ত মঙ্গল ত?"

বিপিন। সংবাদ আপনার কাছে। আপনি প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু মানিনীকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন? তাঁহারই সংবাদ জানিবার নিমিত্ত রাত্রি আটটা হইতে এ পর্য্যন্ত আমি আপনার এখানে বসিয়া আছি। আপনি কোথায় তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিলেন, কোথায় গেলে এখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে? আমি যে এখন আমার ভ্রাতার সহিত এক বাটীতে বাস করিতেছি, এ কথা তাঁহাকে বলেন নাই কি?

ডাক্তার। আমি তাঁহাকে কোন কথাই বলি নাই। তাঁহার সহিত আমার দেখা হইবার পরই তুমি আসিয়া উপস্থিত হও; সুতরাং আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাই নাই। বিশেষতঃ তোমার উপর তিনি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে আমার কোন কথা জানিবার ইচ্ছা হইল না। আর

তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে গাড়িবানকে গাড়ী হাঁকা-ইতে কহিল; সুতরাং কোন কথা বলিতেও পারিলাম না, অথচ গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেও সমর্থ হইলাম না। গাড়ী কিয়দ্দূর গমন করিলে যখন দেখিলাম, গাড়ীর গতি ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, তখন আমি গাড়িবানকে কহিলাম, "গাড়ী থামাও।" গাড়ী থামিল। আমি তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া, গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। গাড়ী পুনরায় চলিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা বলিতে পারি না। দেখিলাম, আমার সহিত তাঁহার এত-দিবসের বন্ধুত্ব তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি গাড়ী হইতে অব-তরণ করিবার পর, তিনি একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করি-লেন না, অবলীলাক্রমে চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার বাবুর কথা শ্রবণ করিয়া বিপিন আরও বিস্মিত হই-লেন, এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আমার মানিনী কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত নহেন?"

ডাক্তার বাবু কহিলেন, "না, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি।"

বিপিন সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তার বাবু বিপিনকে সেইরূপ অবস্থায় সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া, আপনার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

এইরূপ অচেতন অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে উপবেশন করিয়া বিপিন পরিশেষে নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে আপন বাসা-অভি-মুখে গমন করিলেন।

রাত্রির অবশিষ্টাংশ মানিনীর চিন্তাতেই বিপিন অতিবাহিত করিলেন। যে ভাবনা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে সময়ের

পতিক্রমে অনেক কমিয়া আসিয়াছিল, পুনরায় সেই চিন্তা সবেগে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কিন্তু আপনার মনের কথা রজনী-কান্ত বা রাজকিশোরীকে বলিতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বরং রাজকিশোরী দুই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু বিপিন তাঁহার কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। বিপিনের একজন বাল্যবন্ধু ছিল। পরদিবস প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। বন্ধু তাঁহার কথায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। কিন্তু মানিনীকে সন্ধান করিবার অপর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া পূর্ব্বকথিত ২৫৯ নম্বরের গাড়ীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, এবং সমস্ত দিবস অনেক পরিশ্রম করিয়া রাত্রি প্রায় দশটার পর সেই গাড়িবানের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ লইল। পূর্ব্বদিবস ইডেন উদ্যানের নিকট মানিনী বিপিনের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা গাড়িবানকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে কহিল, "যে স্থান হইতে আমি সেই স্ত্রীলোকটী ও পুরুষটীকে আনয়ন করিয়াছিলাম, এবং পরিশেষে তাঁহাদিগকে যে স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার ঠিক ঠিকানা আমি এইস্থান হইতে বলিয়া দিতে পারি না, তবে আমি দেখাইয়া দিতে পারি।"

গাড়িবানের এই কথা শুনিয়া বিপিন ও তাঁহার বন্ধু তাহারই গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহার ভিতর গিয়া উপবেশন করিলেন। গাড়িবান তাঁহাদিগকে লইয়া, যে বাড়ীতে মানিনীকে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপনীত হইল ও কহিল, "এই বাড়ীতে তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন।" গাড়িবানের কথা শুনিয়া বিপিন ও তাঁহার বন্ধু সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া

আস্তে আস্তে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহা বেশ্যালয়; উক্ত বাড়ীতে অনেকগুলি বেশ্যা বাস করিয়া থাকে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার সময় সম্মুখেই একটী স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। মানিনীর কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "তিন তালায় গমন করুন, সেইস্থানে তাহাকে দেখিতে পাইবেন।"

এই স্ত্রীলোকটীর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়েই একবারে তিন তলায় গমন করিলেন। সেই তিন তলায় কেবলমাত্র দুই-খানি মাত্র ঘর ছিল। তাহার একখানিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন, মানিনী নূতন সাজসজ্জায় সজ্জিতা হইয়া, ডাক্তার বাবু ও আরও কয়েকজন লোকের সহিত একত্র একশয্যায় উপ-বেশন করিয়া সুরাদেবীর আরাধনায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত আছে! হাসি-তামাসার মধ্যে একটী একটী গীতও গাইতেছে।

এই অবস্থা দেখিয়া বিপিন ও তাঁহার বন্ধুর মনের ভাব যে কিরূপ হইল, তাহা আর এই স্থানে বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ আপনাপন মনেই তাহা স্থির করিয়া লইবেন।

যে সময় তাঁহারা উভয়ে সেইস্থানে প্রবেশ করেন, সেই সময় মানিনী তাহা দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র মানিনী দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ভয়ানক চীৎকার-স্বরে বলিতে লাগিল, "এই স্থানেও তো'রা আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিয়াছিস্? নির্জ্জনে আসিয়াও তো'দের হাত হইতে আমার নিস্তার নাই। ভাল চাস্ ত, এখনই এখান হইতে বাহির হইয়া যা; নতুবা পদাঘাতে এইস্থান হইতে বাহির করিয়া দিব।"

এই কথা শ্রবণ করিয়াও বিপিন সেইস্থান হইতে তখনই প্রস্থান করিতে যেন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা—মানিনীকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু মানিনীর তাহা সহ্য হইল না। তাঁহার মুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিল। লিখিতে লজ্জা হয়, সে প্রকৃতই বিপিনকে পদাঘাত করিল, এবং ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। হঠাৎ পদাঘাতে বিপিন দূরে গিয়া পতিত হইলেন। সেই সময় মানিনীর ঘরে বসিয়া যাহারা আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত ছিল, তাহারা বহির্গত হইয়া পদাঘাতে পতিত সেই বিপিন ও তাঁহার বন্ধুকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত করিয়া দিল। মানিনী সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল, "বেটাদের যেমন কর্ম্ম—তেমনি ফল।"

এই ঘটনার পর বিপিনকে কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। তিনি আসিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন, সে ঘর হইতে আর বাহির হইলেন না। তিনি কোন স্থানে গমন করিতেন না, কোন লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না; রাত্রিদিন নির্জ্জনে থাকিতেই ভালবাসিতেন।

কোন্ সময়ে যে অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এইরূপ কিছুদিবস অতিবাহিত হইবার পর সঙ্গে সঙ্গে রজনীকান্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বিনাদোষে সাহেব সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে চাকরী হইতে জবাব দিল। অনন্যোপায় হইয়া রজনীকান্ত নানাস্থানে ঘুরিয়া চাকরীর যোগাড় করিতে লাগিলেন; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে কোন স্থানেই তিনি কোনরূপ চাকরীর যোগাড় করিয়া উঠিতে

পারিলেন না। এত দিবস পর্য্যন্ত তিনি যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ তাহা ব্যয়িত হইয়া গেল। রাজকিশোরী যখন দেখিলেন যে, সঞ্চিত অর্থ সমস্তই ব্যয় হইয়া গেল, তখন এক একখানি করিয়া আপনার গাত্র হইতে অলঙ্কার সকল উন্মোচিত করিয়া তাহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং খরচ যতদূর কম করিবার সম্ভাবনা, তাহা করিয়া নিতান্ত কষ্টের সহিত সংসার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টে থাকিলেও একদিবসের জন্য তাঁহার মুখে কেহ কখনও কষ্টের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। সময়ে সময়ে তিনি আপনি না খাইয়া স্বামী ও দেবরের সেবা করিতে লাগিলেন। ইহাঁর অবস্থা দেখিয়া, ইহাঁর চরিত্র দেখিয়া, ইহাঁর স্বামী-ভক্তি দেখিয়া ও সর্ব্বদা ইহাঁর মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়া সেই সময় বিপিন একদিন আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, "শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে যে কি প্রভেদ, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু ইহা যদি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আজ এ দশা ঘটিত না।"

এইরূপ কষ্টে একবৎসর কাল অতীত হইতে না হইতেই রজনীকান্তের উপর ঈশ্বর পুনরায় প্রসন্ন হইলেন। পূর্ব্বের চাকরী অপেক্ষা এবার তাঁহার একটী ভাল চাকরী জুটিল। অতি অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। অলঙ্কার-পত্র প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যাদি তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, অনতিবিলম্বেই তিনি তাহা পুনরায় প্রস্তুত করাইলেন, এবং পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল, এবার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইল। ক্রমে নিজে একখানি বাটী খরিদ করিয়া তাহাতে গিয়া

বাস করিতে লাগিলেন। বিপিন তাঁহার সঙ্গেই রহিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এবার দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় তিনি বিপিনের বিবাহ দিবেন, কিন্তু সে প্রস্তাবে বিপিন কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

এদিকে বেশ্যামহলে মানিনীর নাম জাঁকিয়া উঠিল। তৈজস-পত্র, অলঙ্কার, বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য নূতন দ্রব্য সকল তাহার ঘরে আসিয়া ঘরের শ্রী সম্পাদন করিতে থাকিল। একখানি বাড়ীও হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইরূপে পাঁচ সাত বৎসর অতীত হইতে না হইতেই পুনরায় সকলে শুনিলেন যে, মানিনীর অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। কোন কোন দুষ্ট ব্যক্তি মানিনীকে ফাঁকি দিয়া তাহার বাড়ী ঘর প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়াছে, অলঙ্কার-পত্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, দেনার দায়ে তৈজস-পত্র বিক্রয় হইয়া গিয়াছে!

বিশ্বস্ত বন্ধু ডাক্তার বাবুর উপর ঈশ্বর যে অসন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আর বলিতে হইবে না। যে সময় মানিনীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল, সেই সময় ডাক্তার বাবু বিষম রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার শরীরের এক অঙ্গ পতিত হইয়া যায়। কয়েক বৎসরকাল সেই অবস্থায় শয্যাগত থাকিয়া সবিশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করিয়া পরিশেষে ইহজীবন পরিত্যাগ করেন।

শিক্ষিতা স্ত্রীর ব্যবহার দেখিয়া বিপিনের মন একবারে ভগ্ন হইয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে তিনি আপন মনকে অন্য পথে চালিত করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং পরিশেষে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতামাত্রেরই চক্ষুতে জল

আসিল। মৃত্যুকালে বিপিন বলিয়াছিলেন, "এ দেশে কেহ যেন স্ত্রীকে শিক্ষিতা না করেন, বা শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণকে কেহ যেন আপনার হৃদয়ে স্থান প্রদান না করেন। পূর্ব্ব হইতে আমাদিগের যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, বৃদ্ধ ঋষিগণ নিঃস্বার্থভাবে যে প্রকার রীতি-পদ্ধতি প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, কেহ যেন তাহার বিপর্য্যয় না করেন। স্বামী-সেবাই যাঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য, গৃহের আবশ্যকীয় কার্য্যাদি লইয়া যাঁহাদিগের সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা আবশ্যক, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষার প্রভায় অভিমানিনী হইলে, পরিশেষে তাঁহাদিগের যে কিরূপ শোচনীয় দশা হয়, আমার শিক্ষিতা স্ত্রীই তাহার জাজ্বল্যমান্ প্রমাণ। শিক্ষিতার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা শিক্ষিতা স্ত্রীকে আপন হৃদয়ে স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের দশা আমার মত হওয়াই উচিত।"

মানিনীর নাম যশ, খ্যাতি প্রতিপত্তি, রূপ যৌবন, সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে, সে অকালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর কেহ তাহার অনুসন্ধান করে না। কেহ তাহাকে ফিরিয়াও দেখে না। সাধিয়া কথা কহিলেও তাহার সঙ্গে কেহ বাক্যালাপ করিতে ভালবাসে না। সুতরাং বাল্যে শিক্ষিতা, যৌবনে গণিকা-প্রধানা মানিনী এখন অতি হেয়, ঘৃন্য, নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে। জীবিত থাকিলেও সে এখন অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। কেহ তাহার সন্ধান লয় না, সুতরাং আমরাও এখন তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না।

বিপিন অসময়ে ইহজীবন পরিত্যাগ করিলেন সত্য, কিন্তু রজনীকান্ত ও রাজকিশোরীকে অনেক দিবস বাঁচিতে হইয়াছিল। এখন তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজকিশোরীর

কষ্টও দূর হইয়াছিল; এখন আর তাঁহাকে স্বহস্তে অন্নাদি পাক করিতে হইত না। এখন একজন পাচিকার উপর সে কার্য্যের ভার পড়িয়াছিল, গৃহ কার্য্যের নিমিত্ত একজন পরিচারিকাও নিযুক্ত হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত রজনীকান্তের নিজ কার্য্যের নিমিত্ত একজন পরিচারকও ছিল।

যে পরিচারিকা সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দ্বারা এখন সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হওয়া এক প্রকার কঠিন হইয়া পড়িল। সেই সময় আর একটী চাকরাণীর আবশ্যক হইল। পুরাতন চাকরাণী, এই কথা জানিতে পারিয়া, একদিবস কথায় কথায় রাজকিশোরীকে কহিল, "যে স্থানে আমরা বাস করিয়া থাকি, সেইস্থানে নিতান্ত দরিদ্র একটী স্ত্রীলোক বাস করে। ভিক্ষাই তাহার একমাত্র উপজীবিকা। কিন্তু তাহাও সকল দিবস প্রাপ্ত হয় না বলিয়া প্রায় তাহাকে উপবাস করিয়া দিনযাপন করিতে হয়। যদি কেবলমাত্র আপনি তাহাকে খাইতে দেন, তাহা হইলে সে আপনাদের বাটীতে দাস্যবৃত্তি করিতে প্রস্তুত আছে।"

পরিচারিকার কথা শুনিয়া রাজকিশোরীর অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাহাকে আনিবার নিমিত্ত পরিচারিকাকে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পাইবামাত্র পরিচারিকা একটী জীর্ণ শীর্ণ ও ছিন্নবস্ত্রপরিহিত স্ত্রীলোককে আনিয়া উপস্থিত করিল। ইহার অবস্থা দেখিয়া রাজকিশোরীর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। সেইদিবস হইতেই তিনি তাহাকে পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

পাঠক মহাশয়! এই দাসী-বেশিনী রামাকে চিনিতে পারিয়া-

ছেন কি? ইনিই আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিতা সেই শিক্ষিতা রমণী মানিনী। মানিনীকে দেখিয়া রজনীকান্ত বা রাজকিশোরী চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু মানিনী তাহাদিগকে চিনিতে পারিল। সুতরাং কোন কথা না বলিয়া পেটের দায়ে সেইস্থানেই দাস্যবৃত্তি করিতে লাগিল।

রজনীকান্ত এখন অতুল বিত্তবশালী এবং দান ধ্যানে সর্ব্বদা নিযুক্ত। অনেক গরিব অসহায় লোক এখন তাঁহার অন্নে প্রতি-পালিত। সংসারের পুত্র কন্যা, জামাতা বধূ, পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতিতেও এখন তাঁহার বহু পরিবার; এত পরিবার লইয়াও এক সঙ্গে অতীব সুখে তিনি এখন কালাতিপাত করিতেছেন।

সম্পূর্ণ।

☞ আশ্বিন মাসের সংখ্যা

"কাল-পরিণয়।"

যন্ত্রস্থ।

কাল-পরিণয়।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [আশ্বিন।

কাল-পরিণয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিগত রাত্রিতে এক খুনী-মোকদ্দমার তদারকে প্রায় সমস্ত রাত্রি বিনানিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পরদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে বিলম্ব হইয়াছে। বেলা আন্দাজ দশটার সময় হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া, পূর্ব্বমত আমার অফিসঘরে উপস্থিত আছি, এমন সময় টেলিফোন-যোগে সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল যে, আমাকে ক্ষণমাত্র বিলম্ব ব্যতিরেকে "——" থানায় গিয়া একটী খুনী-মোকদ্দমার তদারক করিতে হইবে। সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও কালবিলম্ব না করিয়া, ট্রামযোগে একবারে সেই থানায় উপনীত হইলাম।

থানায় উপস্থিত হইবামাত্র তত্রত্য একজন নিম্ন-কর্ম্মচারী আমাকে ঘটনা-স্থলে লইয়া গেল। আমরা একটী দ্বিতল বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেখানে স্থানীয় পুলিস-ইন্স্পেক্টার দলবলসহ হত্যাব্যাপারের তদারক করিতেছেন। আমাকে দেখিতে পাইয়াই, অতি যত্নের সহিত তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আজ আমরা বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। আজ অতি প্রত্যূষেই এই হত্যাকাণ্ড সাধিত

হইয়াছে, আমরাও তৎক্ষণাৎ ইহার সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়া কোনমতেই ইহার কিনারা করিতে পারিতেছি না। সেইজন্য আপনাকে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, আপনি সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া ইহার অনুসন্ধানে মনোযোগী হউন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লাস এক্ষণে কোথায়? আমি কি তাহা একবার দেখিতে পাইব?"

অমনই কর্ম্মচারী আমাকে লইয়া, সেই বাটীর দ্বিতলস্থ ভিতর-বাটীর এক কক্ষে উপস্থিত করিলেন। বলিলেন—"ঐ দেখুন, হতব্যক্তি ঐ শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। উহার শরীর হইতে রক্ত নির্গত হইবার কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। বিষপ্রয়োগে মৃত্যুরও কোন চিহ্ন নাই। আরও দেখুন, হত ব্যক্তির মুখ-ভঙ্গিমার কোন বৈলক্ষণ্য নাই, যেন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।"

আমি বলিলাম,—"এইস্থানে এইরূপেই কি হত হইয়াছে, বা অন্য কোন স্থানে হত হইবার পর, কেহ এইস্থানে এই লাস আনিয়াছে?"

কর্ম্মচারী বলিলেন,—"অন্য কোন স্থানে হত্যা-ব্যাপার সম্পন্ন হয় নাই। এইখানে এইরূপেই হত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম—"আপনারা যতদূর তদারক করিয়াছেন, তাহাতে এ পর্য্যন্ত খুনী ব্যক্তির কোন সন্ধান পাইয়াছেন?"

কর্ম্মচারী। আমরা এখানকার সকলকে নানা প্রকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাহাদের বিশ্বাস যে, হত ব্যক্তির স্ত্রীই

উঁহাকে হত্যা করিয়াছে। আমাদেরও তাহাই ধারণা হইতেছে। কারণ আসামী পলাতক; সেইজন্য আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস হইতেছে যে, উঁহার স্ত্রীই উঁহার হত্যাকারিণী। কিন্তু কি উপায়ে খুন করিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। আর হত্যাকারিণী কোথায়, কিরূপে পলায়ন করিয়াছে, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না।

আমি তখন হতব্যক্তির আচ্ছাদিত শরীর উন্মুক্ত করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক শরীরে বা শয্যাতলে কোন স্থানে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। লাসের মূর্ত্তি বিকটাকার ধারণ করে নাই। কিন্তু মুখে ভয়ানক দুর্গন্ধ—মদের গন্ধে সে গৃহ পর্য্যন্ত আমোদিত।

আমি তখন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কিরূপে এই হত্যার সম্বাদ পাইলেন?"

কর্ম্মচারী। অদ্য প্রাতঃকালে এই বাটীর একজন চাকর থানায় গিয়া সংবাদ দেয় যে, তাহার মনিব অদ্য প্রত্যূষে হত হইয়াছে। বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে হত্যা করিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

আমি। বোধ হয়, আপনারা সেই কথা শুনিয়াই এখানে আসিয়া তদারকে নিযুক্ত আছেন, এবং সেই কথা শুনিয়া প্রথম হইতেই আপনাদিগের ধারণা যে, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীই তাহার হত্যাকারিণী!

কর্ম্ম। না, তাহার কথায় আমাদের ধারণা হয় নাই। আদ্যোপান্ত যেরূপ হইয়াছে, শুনুন। শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এই বলিয়া কর্ম্মচারী অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া ঘটনার সার মর্ম্ম এইরূপ বুঝিলাম,—

হতব্যক্তি গত রাত্রিতে একটী কন্যার সহিত পরিণীত হয়। গত রাত্রিতে ঘটনার বাটীতে নিমন্ত্রিত অনেক ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। বাটীটি হত ব্যক্তির নিজের, এবং এই বাটীতেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বাটীটি বরের নূতন ক্রীত। নিকটেই বরের একটী পুরাতন পৈতৃক বাটী আছে। সে বাটীতে কেবলমাত্র তাহার মাতা আছেন। ঘটনার বাটীতে ইতিপূর্ব্বে বরের আত্মীয়-জন কেহই থাকিত না; কেবল গত পূর্ব্ব রজনীতে তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় সপ্তাহকাল হইতে এই বাটীতে কন্যা ও তাহার এক ভগিনী বাস করিতেছিল। কন্যাটী বয়স্থা এবং উদ্ধতস্বভাবা বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার পর সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সম্মুখে কন্যা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিল, "আমি এখন আমার প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত। আমি অমুককে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম, এখন আপনাদের সাক্ষাতেই তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি বিবাহ করিয়াছি বলিয়া উঁহাকে স্বামী-ভাবে দেখিতে বাধ্য নহি। আমার প্রতিজ্ঞার মধ্যে সেরূপ কথা ছিল না। আপনারা সকলেই শুনুন, এ বিবাহ আমার আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়াছে। আমাকে বলপূর্ব্বক কৌশলজালে জড়িত করিয়া, এই বিবাহের সত্যপাশে আমাকে বদ্ধ করিয়াছিল। প্রথমে আমাকে অনুরোধ করিলেও যখন আমি কোনমতেই বিবাহে স্বীকৃত হইলাম না, তখন একদিন আমাকে কৌশল পূর্ব্বক একটী জুয়াচোরের আড্ডায় লইয়া গিয়া উপস্থিত করে। সেখানে মর্য্যাদাহানি, মাননাশের ভয় দেখাইয়া বলে, আমি উঁহাকে বিবাহ না করিলে, এইরূপ প্রকাশ করিয়া দিবে

যে, ভদ্র গৃহস্থের যুবতী অনূঢ়া হইয়া এই জুয়াখেলার আড্ডায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, সুতরাং সেরূপ প্রকাশ হইলে আর কাহারও সহিত বিবাহ হইবে না এবং একঘরে হইয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ কৌশলে সেইস্থানে পতিত হইয়া আমি অগত্যা প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অদ্য হইতে পনের দিবস পরে বিবাহ করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে উহার সংস্পর্শে কখনই যাইব না। যদি সে বলপূর্ব্বক ইতিমধ্যে আমাকে স্পর্শ করে, তবে আমি এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব না। এইরূপ করারে ঐ ব্যক্তি স্বীকৃত হয়। আমরা সে স্থান হইতে চলিয়া আসি। নানা কারণে উক্ত ঘটনা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমি ইহা প্রকাশ না করিলে আর কেহ ইহা প্রকাশ করিত না। কিন্তু আমি যখন আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীতে এই বিবাহব্যাপারে মত দিয়াছি, তখন ভদ্রলোকের কন্যা হইয়া আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পারি না। তবে যখন ইহকালের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, এই বিবাহ হইয়াছে বলিয়া যখন হিন্দুশাস্ত্রমতে পুনর্ব্বার অন্যকে বিবাহ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, তখন আমার ইহজীবনের সুখ, উন্নতির কণ্টককেও আমি সুখী হইতে দিব না। সে যে আশায় আমাকে বিবাহ করিতে এতদূর বলপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার সেই আশার মূলচ্ছেদ করিয়া, তাহার ইহজীবনের সুখের পথ একবারে বন্ধ করিব। আমি মুক্তকণ্ঠে সকলের সম্মুখে বলিতেছি যে, ইহজীবনে উহার শত্রুরূপে উহার জীবনপথের কণ্টক হইব; কেহই আমাকে এই সঙ্কল্পিত পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আজই দুরাত্মা নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিবে।"

উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই এই অশ্রুতপূর্ব্ব অভাবনীয় কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইল। বরের মুখে আর কোন বাক্য নাই। সকলেই নিস্তব্ধ, আহ্লাদ-আমোদ মাথার উপর উঠিল। শোকে দুঃখে ক্রোধে ক্ষোভে বর তথা হইতে প্রস্থান করিল। কন্যা যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, কেহ বলিতে পারিল না।

তৎপরে নিমন্ত্রিত সকলে বাটী ফিরিয়া গেলেন। বর গৃহে গিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই অসাড়, অচেতন হইয়া পড়িল। বাটীর সকলে যথাস্থানে শয়ন করিতে গেল।

বিশ্বাসী চাকর-একটী বাবুকে অত মদ খাইতে নিষেধ করিলেও বাবু তাহা শুনেন নাই, সুতরাং বাবু অতিরিক্ত মদ্যপানে যখন মৃতবৎ নিদ্রিত হইলেন, তখন সে চাকরও বাবুকে ত্যাগ করিয়া তাহার নিজ গৃহে শয়ন করিয়া রহিল। কিন্তু বাবু কিরূপ আছেন, জানিবার জন্য অতি প্রত্যূষে, যে ঘরে মদ্যপান করিয়া বাবু শয়ান ছিলেন, সেইখানে গিয়া সে বাবুকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু বাবু কোন মতেই উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে প্রাতঃকাল হইলে, পুনরায় ডাকাডাকি করিল; কিন্তু তাহাতেও বাবুর নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায় সেই চাকর অপর লোককে দেখাইল। সকলেই দেখিল, বাবু মৃত। তখন চাকর গিয়া থানায় সংবাদ দেয়। যখন সকলেই বাবুকে মৃত বিবেচনা করেন, তখন চাকরও মনে করে যে, কন্যা যখন কাল রাত্রিতে অত কথা বলিয়া গেল, তখন সেই কন্যাই এই কাজ করিয়াছে, নতুবা আর কে করিবে? সেই ধারণায় চাকর গিয়া থানায় বলিয়াছিল যে, কন্যার দ্বারা বর হত হইয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, উক্ত বাটীর সকলেরই বিশ্বাস যে, কন্যাই বরের হন্ত্রী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মচারীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আমারও মনে প্রথমতঃ বিশ্বাস হইল যে, কন্যাই বরকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু চাকরেরও উপর আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইতে লাগিল। যাহা হউক, আর একবার লাসের শরীর ও গৃহের অবস্থা পরীক্ষা করিলাম। অতি সূক্ষ্মভাবে দেখাতে বোধ হইল, গলের শিরায় একটী সূক্ষ্ম ক্ষত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে রক্ত নির্গমের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। গৃহের মধ্যে কয়েকটী বোতল ও গ্লাস ছিল, অন্য কোন সন্দেহাত্মক দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর লাস পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত তরল পদার্থপূর্ণ মাদকদ্রব্যের বোতল ও গ্লাসও পরীক্ষার জন্য পাঠান গেল। বলা বাহুল্য, যদি কোন বিষাক্ত দ্রব্য উহার মধ্যে থাকে, যাহার জন্য হতব্যক্তি মৃত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষার জন্যই বোতল ও গ্লাস প্রেরিত হইল।

লাস স্থানান্তরিত হইলে আমি বাটীর লোকদিগকে একে একে ডাকিয়া তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

প্রথমতঃ যে চাকর থানায় গিয়া সংবাদ দেয়, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এ বাটীতে কতদিন চাকরী করিতেছ?"

চাকর। বাবু যখন নিতান্ত শিশু, তখন বাবুর পিতা আমাকে উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করেন। আমি সেই অবধিই এখানে আছি।

আমি। সে কত দিনের কথা হইবে?

চাকর। প্রায় ২৫ বৎসর।

আমি। তুমি এ বাড়ীতে কি কি কার্য্য কর?

চাকর। তাহার কিছু স্থিরতা নাই,—যখন যে কার্য্য করিতে বলেন, তখন আমি তাহাই করিয়া থাকি।

আমি। কর্ত্তা বাবু কোথায় আছেন?

চাকর। তিনি আর বর্ত্তমান নাই।

আমি। কোথায় তবে? মৃত হইয়াছেন?

চাকর। হাঁ মহাশয়।

আমি। কতদিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে?

চাকর। প্রায় ১০।১২ বৎসর হইবে।

আমি। তাঁহার বিষয়াদি কি আছে?

চাকর। এই সহরে তাঁহার কয়েকখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে; কোম্পানির কাগজ আছে। এ ছাড়া গৃহিণীর নিকট গহনাপত্র ও কর্ত্তার জীবন-বিমার জন্য নগদ টাকা আছে।

আমি। তুমি কত টাকা মাহিনা পাও?

চাকর। আমি আট টাকা করিয়া পাই, এ ছাড়া সময়ে সময়ে নানা রকমে টাকা ও দ্রব্যাদি পাইয়া থাকি।

আমি। অন্য উপায়ে কিরূপে টাকা পাও?

চাকর। গৃহিণী আমাকে বড় ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন। তিনি নানা উপায়ে—আত্মীয় স্বজনের বাটী তত্ত্ব-তাবাস আমার দ্বারা পাঠাইয়া, কিম্বা নিজের আত্মীয়ের কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে আমাকে বক্‌সিস্ করেন।

আমি। তোমার আর কে আছে?

চাকর। আমার আর কেহই নাই। আমি ও আমার পরি-বার। দুইজনেই এই বাটীতে থাকি।

আমি। তোমার বাড়ী কোথায়?

চাকর। আমার বাড়ী খরসরাই, বেগমপুর।

আমি। সেখানে তোমার কে আছে?

চাকর। এখন কেহ নাই। আমার একমাত্র মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীকে এখানে লইয়া আসি। সেখানে আমার আর কেহই নাই।

আমি। তোমার স্ত্রী এখানে কি করে?

চাকর। এই সংসারের সকল কাজই করে।

আমি। তুমি যে এই মাহিনা পাও, তাহার কি সবই খরচ হয়? না, কিছু বাঁচে? যদি বাঁচে, তাহা লইয়া তুমি কি কর?

চাকর। আমার খরচ অতি অল্পই হয়। যাহা বাঁচে, তাহা গৃহিণীর হাতে সব দি। গৃহিণী তাহা সুদে খাটাইয়া, আমার টাকা বাড়াইয়া রাখেন।

আমি। যে টাকাগুলি তোমার জমিয়াছে এবং যাহা এখনও জমিবে, তাহা লইয়া তুমি কি করিব?

চাকর। টাকা লইয়া আর কি করিব? যদি আমার সন্তানাদি হয়, তাহার জন্য খরচ হইবে। আর যাহা বাঁচিবে, আমার সন্তানের থাকিবে।

আমি। আচ্ছা, তুমি এই খুন সম্বন্ধে কি জান?

চাকর। যা জানি, সমস্তই বাবুকে বলিয়াছি। আমি নিতান্ত বারণ করিলেও জোর করিয়া আমার হাত হ'তে মদের বোতল

লইয়া শেষবার মদ খাইয়া যখন বাবু অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িলেন, আমি তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া বাতাস দিয়া, ঘরে দরজাবন্ধ করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু ভোরের সময়ও গিয়া বাবুকে সেই অবস্থাতেই দেখি। ডাকাডাকিতে না উঠাতে সকলে বলে, মারা গিয়াছে। তাই আমি থানায় গিয়া সংবাদ দিয়া আসি।

এই বলিয়া চাকরটী অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিল। আমি আর তখন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

তৎপরে উক্ত চাকরের স্ত্রীকে ডাকাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে কি কর?"

চাকরী-স্ত্রী। চাকরী করি।

আমি। কে তোমাকে এখানে আনিয়াছে?

চাকর-স্ত্রী। আমার স্বামী।

আমি। তুমি এখানে কতদিন আসিয়াছ?

চাকর-স্ত্রী। প্রায় আট দশ বৎসর।

আমি। তোমার বাড়ী কোথায়?

চাকর-স্ত্রী। থরসরাই বেগমপুর!

আমি। দেশে তোমার কে আছে?

চাকর-স্ত্রী। এখন আমাদের কেহ নাই।

আমি। এই বাড়ীর খুনের বিষয় তুমি কি জান?

চাকর-স্ত্রী। আমি কিছুই জানি না।

আমি। তুমি এ বাড়ীতে ছিলে না?

চাকর-স্ত্রী। বিবাহের সময় ছিলাম। বিবাহ শেষ হইলে বাড়ী চলিয়া যাই।

আমি। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

চাকর-স্ত্রী। বাবুর পুরাতন বাড়ী, যেখানে বাবুর মা-ঠাকরুণ আছেন।

আমি। সে কোথায়?

চাকর-স্ত্রী। এই কাছেই।

আমি। তোমার বাবু যে মরিয়া গিয়াছেন, সে খবর কোথায় পাইলে?

চাকর-স্ত্রী। একজন চাকর গিয়া গিন্নি-ঠাক্‌রুণকে খবর করে, তা'তেই জান্‌তে পারি।

আমি। তারপর তোমরা কি কর?

চাকর-স্ত্রী। তার পর গিন্নি-ঠাক্‌রুণের সঙ্গে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এইখানে আসি।

আমি। আসিয়া কি দেখ?

চাকর-স্ত্রী। বাবু শুইয়া যেন ঘুমাইতেছেন।

আমি। তখন সে ঘরে আর কে ছিল?

চাকর-স্ত্রী। আমার স্বামী, আর একজন নূতন চাকর, আর বাবুর শ্বশুর বাড়ীর কয়জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক।

আমি। তুমি তাদের সকলকে চিন?

চাকর-স্ত্রী। আমি তাদের কাকেও জানি না।

আমি। কালরাত্রিতে তোমার স্বামী কোথায় শুইয়াছিল?

চাকর-স্ত্রী। জানি না।

আমি। অন্য দিন রাত্রিকালে কোথায় শয়ন করে?

চাকর-স্ত্রী। আমার নিকট।

আমি। কাল তোমার নিকট যায় নাই কেন?

চাকর-স্ত্রী। বোধ হয় বিবাহের গোলযোগে।

আমি। কনে কোথায়?

চাকর-স্ত্রী। শুনিতেছি, পলাইয়া গিয়াছে।

আমি। তুমি তাহাকে দেখ নাই?

চাকর-স্ত্রী। দেখিয়াছিলাম। বিবাহের পর সে সকলের সাক্ষাতে বলে যে, আমাদের বাবু তাহাকে জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছে। সেইজন্য সে বাবুর কাছে থাকিবে না, বাবুকে জব্দ করিবে।

আমি। একথা তোমাকে কে বলিল?

চাকর-স্ত্রী। আমি নিজের কাণে শুনিয়াছি।

আমি। তুমি তখন কোথায় ছিলে?

চাকর-স্ত্রী। এই বাড়ীর অন্দরের ঘরে, যে ঘরের বাহিরের দিকে দাঁড়াইয়া কনে সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিল।

আমি। তবে যে তুমি বলিলে, বিবাহের পর বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলে?

চাকর-স্ত্রী। বিবাহের পর ঐ কথা হয়, তাহাতেই অনেকে চলিয়া যান, আমরাও তাহার পর চলিয়া যাই।

আমি। তোমরা চলিয়া গেলে, এ বাড়ীতে কাহারা ছিল?

চাকর-স্ত্রী। তাহা জানি না।

আমি। কাহার উপর তোমার এই খুনের সন্দেহ হয়?

চাকর-স্ত্রী। তাহা কেমন করিয়া বলিব? তবে যখন কনে নিজে সকলের সাক্ষাতে শাসাইয়াছিল ও পরিশেষে পলাইয়া গিয়াছে, তখন সেই খুন করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আমি ত আর দেখি নাই।

আমি। তোমরা যখন বাড়ী গিয়াছিলে, তখন তোমাদের বাবু কি করিতেছিলেন?

চাকর-স্ত্রী। আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি, বাবু রাগে দুঃখে মদ খাইতেছিলেন।

আমি। কে বলিয়াছিল?

চাকর-স্ত্রী। আমার স্বামী। সেইজন্য গিন্নি ঠাকরুণ আমাকে বাড়ী যাইতে বলেন।

আমি। তোমার বাবু কি মদ খান?

চাকর-স্ত্রী। খুব খান। এক এক দিন বন্ধু-বান্ধবে মিলিয়া খুব মদ খান।

আমি। বন্ধু-বান্ধব কি এই পাড়ার, না বাহিরের?

চাকর-স্ত্রী। তা অত জানি না।

আমি। তোমার বাবুর শ্বশুরবাড়ীর কেহ ঐরূপ বন্ধু আছেন?

চাকর-স্ত্রী। তাহা জানি না।

চাকরের স্ত্রীর জবানবন্দী এইখানেই শেষ হইল। তাহার পর সেই বাড়ীতে যে যে উপস্থিত ছিল, একে একে সকলকেই প্রায় ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেই এক প্রকার উত্তর দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই স্থানে হত ব্যক্তির একটু পরিচয় দিবার আবশ্যক হইয়াছে। হত ব্যক্তির নাম অভয়াচরণ ঘোষ, ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইহাঁর পিতার নাম মধুসূদন ঘোষ, তেজারতি কারবার করিয়া ইনি বিস্তর

অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই কলিকাতা সহরে ইহাঁর কয়েকখানি ভাড়াটিয়া বাটী আছে। মধুসূদন নিতান্ত অকালে, প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহাঁর স্ত্রীর নামে কয়েকখানি কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া রাখিয়া যান। অভয়াচরণ মধুসূদনের একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর মাতার আদরে, যত্নে অভয়াচরণ লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অভয়াচরণের লেখাপড়া তত ভাল হয় নাই, তবে ইনি বড়ই চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন।

অভয়াচরণ কোন প্রকার চাকরী বা কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না। পিতৃপরিত্যক্ত ভাড়াটীয়া বাটী কয়খানির জোরে এবং মাতার নামে কয়খানি কোম্পানীর কাগজের দৌলতে আজন্ম-আদর-বর্দ্ধিত অভয়াকে খাটিয়া নিজের জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয় নাই। তাঁহার সংসারে ভাড়ায় ও সুদে যাহা আদায় হইত, তাহার দ্বারা বেশ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। পরিবারের মধ্যে—বাটীতে আর কেহই ছিল না; আত্মীয় স্বজন ত বাটীতে কেহই নাই, কেবল দুইজন চাকর, একজন দ্বারবান, একজন দাসী ও একজন রাঁধুনী ছিল।

কলিকাত্তা সহর জুড়িয়া অভয়ার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে অভয়া প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি বাড়ীতে অন্দরমহল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবেশাধিকার ছিল। সেই সকল বাটীর পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সহিত হৃদ্যতা বড় বেশী ছিল।

অভয়াচরণ এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। অনেক স্থান হইতে অনেকবার সম্বন্ধ আসিয়াছিল, কিন্তু কোন স্থানেই অভয়া

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদ-বর্ণিত অভয়াচরণের পূর্ব্ব-কাহিনীর বিষয় শুনিয়া উপস্থিত ঘটনার সম্যক্ নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। নানাবিষয়ে আমার সন্দেহ হইতে লাগিল। সারদাসুন্দরী ভদ্র গৃহস্থের কন্যা হইয়া খুন করিতে সাহসী হইল, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের কথা! আবার কি উপায়েই বা খুন করিল? হতব্যক্তির শরীরে ত কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই। তবে কি বিষপ্রয়োগেই হত্যা-কার্য্য সাধিত হইয়াছে? যাহা হউক, করোণার কোর্টের বিচার পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

বিমলশশী বাবুর কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাবালা মিত্র আমাদের খুনী আসামীর শৈশব-সহচরী এবং হৃদয়ের বন্ধু। নূতন বাটীতে সারদাসুন্দরী কেবলমাত্র এই জ্যোৎস্নার সহিতই বিবাহের দুই তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিল। সারদাসুন্দরীর বিষয় অনেক অধিক জানিতে পারিব ভাবিয়া এখন আমি জ্যোৎস্নাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার সহিত সারদাসুন্দরীর আলাপ পরিচয় কত দিন হইতে?"

জ্যোৎস্না। অতি শিশুকাল হইতে আমরা উভয়ে আমাদের বাড়ীতে একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সারদা যদিও আমা অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড়, তথাপি :আমাদের সমবয়স্কের মত পরস্পরের বন্ধুত্ব ছিল।

আমি। সারদার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি?

জ্যোৎ। সম্বন্ধ এমন কিছুই নাই। বাবার একজন আত্মীয় সারদাকে অতি শৈশব অবস্থা হইতে আমাদের বাটীতে রাখিয়া দেন। সারদার মা, বাপ, ভাই, বন্ধু কেহই নাই।

আমি। তাহার স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ?

জ্যোৎ। স্বভাব অতি নম্র। সে অতি মিষ্টভাষী ও গুরুজন-অনুগামিনী ছিল। বাড়ীর সকলের সহিতই অতি সদ্ব্যবহার করিত।

আমি। আর কাহারও সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল ?

জ্যোৎ। অপর কয়েক স্থানে সম্বন্ধ হইয়াছিল। আমার পিতার সহিত সে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। শুনিয়াছি, পাত্র মনোনীত না হওয়াতে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় নাই।

আমি। উপস্থিত বিবাহ-সম্বন্ধও তোমার পিতার সম্মতি অনুসারে হইয়া ছিল ?

জ্যোৎ। না, মাসিমার অনেক উপরোধে বাবা সম্মত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু বাবা ইহাতে উদ্যোগীও ছিলেন না, আর আন্তরিক অনুমোদনও করেন নাই।

আমি। এত বয়স হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত বিবাহ না হইবার কারণ কি ?

জ্যোৎ। বাবার মতে—বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া যুক্তিসম্মত বলিয়া।

আমি। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সত্য গোপন না করিয়া অকপটে উত্তর দাও দেখি ; তাহাতে হয় ত তোমার সঙ্গিনী নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইলেও হইতে পারে। অন্য কাহারও সহিত চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় হইয়া তাহাদের পরস্পরের মনের মিল

হইয়াছিল কি না? আর তাহাদের মধ্যে বিবাহের কথা ভিতরে ভিতরে স্থির হইয়াছিল, অথবা হইবার সম্ভাবনা ছিল কি না?

জ্যোৎ। সারদাসুন্দরী বড় বাটীর বাহির হইত না যে, অপর কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। কিম্বা তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে, কোন পুরুষের সহিত সে কথাবার্তা কহিবে বা মিশিতে যাইবে; এমন কি, কোন পুরুষ তাহাকে দেখিতেই পাইত না। আমরা বরং আমাদের বাটীতে আগত পুরুষের নিকট ততদূর লজ্জা প্রকাশ করিতাম না, যতদূর সারদা করিত।

আমি। তবে অভয়াচরণ কিরূপে তাহাকে বিবাহ করিতে এত উন্মত্ত হইল?

জ্যোৎ। অভয়া বাবু আমাদের বাড়ীতে কখন কখন আসিতেন। তিনি নিজেই সারদাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হন এবং মাসি-মার নিকট অনেক অনুরোধ অনুনয় করাতে এই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু ইহাতে সারদার একটুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; তাহাকে জোর করিয়া একার্য্যে সম্মত করা হইয়াছিল।

আমি। সারদা বয়স্থা, হিন্দুর কন্যা। উপযুক্ত সময়ে যখন পুরুষ যাচিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, তখন কেন সে তাহাতে আন্তরিক অসম্মত ছিল?

জ্যোৎ। সারদা মদ্যপায়ী—কুপথগামীকে দেখিয়া ভয় ও ঘৃণা করিত। সেইজন্য অভয়ার সহিত বিবাহে সে সম্মত ছিল না।

আমি। সারদা লেখাপড়া জানিত?

জ্যোৎ। জানিত।

আমি। সে কোন পুরুষকে কখন চিঠি পত্র লিখিত, এরূপ দেখিয়াছ?

জ্যোৎ। সারদা লিখিতে ভাল পারিত না। সে এ পর্য্যন্ত কোন চিঠি লিখিয়াছে, তাহা দেখি নাই। তবে সে বই পড়িতে বেশ পারিত।

আমি। তোমাদের যে আত্মীয় ব্যক্তি সারদাকে তোমাদের বাটীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কখন সারদাকে দেখিতে আসিতেন?

জ্যোৎ। তিনি কখন কখন আমাদের বাটীতে আসেন বটে; কিন্তু সারদার উপর তাঁহার সেরূপ টান নাই। সারদার জন্যই যে তিনি আমাদের বাড়ীতে আসেন, তাহা বোধ হয় না; তিনি আমাদের আত্মীয় বলিয়াই আমাদের বাড়ীতে আসেন।

আমি। তাঁহার বাটী কোথায়?

জ্যোৎ। তাঁহার বাটী মজিলপুর, জয়নগর। তিনি হুগলীতে চাকরি করেন বলিয়া হুগলীতেই থাকেন।

আমি। তাঁহার নাম কি?

জ্যোৎ। বাবু রামতনু ঘোষ।

আমি। আচ্ছা, সারদা বাটী হইতে পলায়ন করিবার সময় তোমার সহিত বা অন্য কাহারও সহিত দেখা করিয়াছিল?

জ্যোৎ। না। কখন যে গিয়াছিল, তাহা কেহই জানে না।

আমি। তোমার সহিত শেষ কখন দেখা হইয়াছিল?

জ্যোৎ। বিবাহের ঠিক পূর্ব্বে।

আমি। তখন তোমার সহিত কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল?

জ্যোৎ। না।

আমি। এই বিবাহে সে যে সম্পূর্ণ অসম্মত, তাহা কখনও সে তোমার সাক্ষাতে বলিয়াছিল?

জ্যোৎ। না, তাহা বলে নাই। এমন কি, তাহাকে যে জোর করিয়া ইহাতে সম্মত করা হইয়াছিল, তাহাও আমাকে বলে নাই। বিবাহের পর সেই রাত্রিতে যখন সকলের সাক্ষাতে সে কথা প্রকাশ করে, আমি তখনই শুনিয়াছিলাম। সারদা বিবাহের পূর্ব্বে কয় দিবস কাহারও সহিত বড় কথা কহিত না এবং সর্ব্বদাই বিমর্ষ ও অন্যমনস্কভাবে থাকিত। মাসি-মার একান্ত আগ্রহেই এই বিবাহ স্থির হইয়াছে বলিয়া আমরা কিছু বলিতে সাহসী হই নাই। বিশেষতঃ সারদা এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমাকে কিছু না বলাতে আমিও কিছু বলিতে সাহস করি নাই।

আমি। এততেও তুমি সারদাকে নির্দ্দোষ কেমন করিয়া বলিবে? সে এতদিন মনে মনে স্থির করিতেছিল, কেমন করিয়া এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করিবে। সেইজন্য কাহারও সঙ্গে কথা কহিত না, সর্ব্বদা বিমর্ষভাবে থাকিত।

জ্যোৎ। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সারদার অভিপ্রায় কখনই খুনের পথে যাইবে না। আর আমি একত্রে তাহার সহিত এতদিন বাস করিয়া, তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া, তাহার যেরূপ স্বভাব বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার কোনমতেই বিশ্বাস হইবে না যে, সে হত্যা কিম্বা এইরূপ কোন ভয়ানক দুঃসাহসিক নিষ্ঠুর কার্য্যে ইচ্ছাও করিবে—সম্পন্ন করা ত দূরের কথা! তবে যে সেদিন রাত্রিতে অভয়াচরণ বাবুকে প্রতিফল দিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার অর্থ আমার এইরূপ বোধ হয় যে, যেমন তিনি তাহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহে সম্মত করাইয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার সেই আশা,—সারদার সহিত বৈবাহিকসূত্রে স্ত্রী-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া একত্র সহবাস আশা—সমূলে বিনাশ করিবে,—প্রাণ-

বধ করিয়া নহে—পরস্পর জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া। সেইজন্যই সারদা, বোধ হয়, দেশত্যাগিনী হইয়া সকলের চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে। সে যে স্বভাবের স্ত্রীলোক, তাহাতে বরং নিজ জীবন বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু পর প্রাণে হিংসা করিতে সে কখনই পারিবে না।

আমি। তুমিই তাহাকে নির্দ্দোষ বলিতেছ; কিন্তু অন্যান্য সকলেরই ধারণা যে, সে ভিন্ন অন্য কেহই এই হত্যাকার্য্য করে নাই। বিশেষতঃ যেরূপ পরস্পর ঘটনা ঘটিয়াছে এবং নিজমুখে সারদা যে সকল কথা সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, সে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

জ্যোৎ। যে যাহাই বলুক, আমি তাহাতে বিশ্বাস করি না। আপনি ত এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন, আপনিও কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিবেন যে, সারদা নির্দ্দোষ। তাহার সহিত আমার অত্যন্ত ভালবাসা বলিয়া আমি একথা বলি না; তাহার প্রকৃতি বুঝি বলিয়াই এই কথা বলিতেছি।

আমি তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না; সুতরাং চলিয়া আসিলাম।

যথাসময়ে করোণারের রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। সমস্ত জুরী একবাক্যে সাব্যস্ত করিলেন যে, অভয়াচরণ সারদাসুন্দরীর দ্বারাই হত হইয়াছে।

কেমিকেল একজামিনার সেই প্রেরিত গ্লাস, বোতলের জলীয় পদার্থ পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিলেন, তাহাতে যে মদ্য আছে, তাহা বিষাক্ত নহে, তবে তেজস্কর মদ্য।

লাস পরীক্ষায় ডাক্তার মন্তব্য করিলেন যে, কোন সূচিবৎ সূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা মস্তকের শিরা আহত হওয়াতেই হতব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে।

এই শেষ মন্তব্যে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এ নূতন উপায়ে খুন কে করিল? কোন পরিপক্ক খুনে-লোক ভিন্ন এ কার্য্য কাহার? হিন্দু গৃহস্থের কন্যা হইয়া একার্য্যে সে কিরূপে সিদ্ধহস্ত হইল?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন অতিবাহিত হইল। নূতন সমস্যায় পড়িয়া অনুসন্ধানের পথ নির্ণয় করিতে পারিলাম না। সে দিন তখন উক্ত বিষয় লইয়া আর মাথা বকাইলাম না। আস্তে আস্তে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন পুনর্ব্বার বিমলশশীবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। পুনর্ব্বার জ্যোৎস্নাবালাকে ডাকাইয়া বলিলাম, "তোমার সখির নির্দ্দোষতার প্রমাণ কিছুই পাইতেছি না; সকল ঘটনাই তাহার দোষ সাব্যস্ত করিতেছে; কিন্তু আমার মনে কিছুতেই লইতেছে না যে, সে খুন করিয়াছে, অথচ কোন উপায়েই তাহার প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পারিতেছি না! তুমি সে বিষয়ে আমাকে কোন প্রমাণ দেখাইতে পার?"

জ্যোৎস্না। প্রমাণ দেখাইতে পারি না বটে, কিন্তু ইহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সে খুন কোনমতেই করে নাই।

আমি। তবে কাহার উপর এই খুনের সন্দেহ হয়?

জ্যোৎ। সন্দেহ করিবার লোকও ত দেখিতে পাইতেছি না। আমার বোধ হয়, বাহিরের কোন লোকের দ্বারা ইহা হইয়াছে।

আমি। কিরূপে বাহিরের লোক আসিয়া করিতে পারিবে? চাকরেরা বলিয়াছে যে, রাত্রিতে বাড়ীর সমস্ত দ্বার বন্ধ ছিল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা যে সকল দ্বার খুলিয়াছে। বাহিরের লোক একার্য্য করিলে দ্বার খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে যাইত।

জ্যোৎ। হয়ত উপর দিয়া কোন লোক আসিয়া এই কাজ করিয়া যাইতে পারে।

এই কথায় হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। যে দিন তন্ন তন্ন করিয়া বাটী অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, সে দিন দেখিয়াছিলাম যে, সিঁড়ির উপরের দ্বার বন্ধ ছিল না। চাকরকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিল যে, সে দ্বার কখন কেহ বন্ধ করে না। আমার একটু সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু নিকটবর্ত্তী কোন বাটীর ছাদের সহিত যখন এই বাটীর ছাদের মেশামেশি নাই, এ বাটীর ছাদের চারি পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর আছে—ইহা যখন দেখিয়াছিলাম, তখন সে সন্দেহ মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে জ্যোৎস্নার কথায় পুনর্ব্বার সেই সন্দেহের উদয় হইল। তখন আগ্রহ সহকারে জ্যোৎস্নাকে পুনর্ব্বার কহিলাম, "আমি আর একবার সেই ছাদ দেখিয়া আসিব।"

বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ আমি অভয়াচরণের বাটীতে যাইয়া উপরে উঠিয়া আর একবার ছাদের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম। কিন্তু উপর হইতে যে কোন লোক এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু মনে যখন একবার সন্দেহ

আসিয়াছে, তখন মনে হইল যে, কোন লোক পার্শ্বস্থ বাড়ীর ছাদ হইতে কোনরূপে ত এ বাটীতে আসিতে পারে? বিশেষতঃ সে বাটীর ছাদ অন্যান্য বাটী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। সেখান হইতে সহজে এ বাটীর ছাদের প্রাচীরে উঠিতে পারা যায়, এরূপ বোধ হইল। এখন এই সন্দেহের বশীভূত হইয়া অনুসন্ধানের একটী নূতন পথ পাইলাম।

জ্যোৎস্না আমার সঙ্গে ছিল। নীচে নামিয়া জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ বাটীর উত্তর পার্শ্বের বাটীতে কে থাকে? তাহার নাম কি?"

জ্যোৎস্না ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। আমি তখন হত অভয়াচরণের চাকরকে ডাকাইয়া তাহাকেও ঐ প্রশ্ন করিলাম।

চাকর বলিল, "কে উহাতে থাকে, জানি না। এতদিন উহাতে কেহ থাকিত না; সম্প্রতি উহাতে কাহারা আসিয়া বাস করিতেছে; কিন্তু কেহই তাহার কথা বলিতে পারে না। কখন কখন স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়কেই উহাতে যাইতে দেখি, আবার উহা হইতে বাহির হইতেও দেখি। তাহারা কাহারও সহিত আলাপ করে না।"

আমি। উহা কি ভাড়াটিয়া বাটী? যাহারা এখন উহাতে থাকে, তাহারা কতদিন হইল, উহা ভাড়া লইয়াছে?

চাকর। উহা ভাড়াটীয়া বাটী। আমাদের বাবুর পরিবার, যিনি বাবুকে মারিয়া ফেলিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তিনি এই বাটীতে আসিবার পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যে, ঐ বাড়ী একজন স্ত্রীলোক ভাড়া লইয়াছে। কিন্তু এতদিন ত কাহাকেও উহাতে

থাকিতে দেখি নাই। সম্প্রতি দুই দিন হইল, উহাতে ঐরূপ লোকের সমাগম দেখিতে পাইতেছি। অদ্য আবার দেখিলাম যে, আমাদের বাবুর একজন বন্ধু উহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি। তোমার বাবুর সে বন্ধুর নাম কি ?

চাকর। তাঁহার নাম উপেন্দ্র বাবু। বহুবাজার অঞ্চলে তিনি থাকেন। বাবু থাকিতে প্রায়ই তিনি বাবুর বাটীতে আসিতেন, আর বাবুর সহিত একত্র বসিয়া মদ খাইতেন।

আমি। বহুবাজারের কোথায় বলিতে পার ?

চাকর। তাহা জানি না।

আমি। আমাকে তাহাকে দেখাইয়া দিতে পার ?

চাকর। এখানে আসিলে দেখাইব।

আমি। পার্শ্বের ঐ ভাড়াটীয়া বাটীটি কাহার বলিতে পার ?

চাকর। উহা কাঁসাড়িপাড়ার বাবু অমরনাথ মুখুয্যের। তিনি ট্যাক্স অফিসে কাজ করেন।

চাকরকে আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। সে চলিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, একজন স্ত্রীলোক পার্শ্বের বাটী ভাড়া লইয়াছে শুনিলাম। সে স্ত্রীলোক কি বেশ্যা ? কৈ, এখানে ত সে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে না। তবে সে কে ? হয় ত তাহার বা তৎসংসৃষ্ট আর কাহারও কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে।

ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া জোড়াসাঁকোর অমরনাথ মুখুয্যের বাটীতে গমন করিলাম। সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আপনার দার্জ্জ-

পাড়ায় অমুক লেনের বাটী ভাড়া দিবেন? আমি লইতে ইচ্ছা করি।"

অমর। সে বাটী ত ভাড়া হইয়া গিয়াছে।

আমি। আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন না, আমি কোন্ বাটীর কথা কহিতেছি। ৪।৫ দিন পূর্ব্বে তাহা তালাবদ্ধ দেখিয়াছি, এবং সেই বাটীর সম্মুখে দেওয়ালে একখণ্ড কাগজে লেখা রহিয়াছে, "এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে।"

অমর। দরজীপাড়ায় আমার ঐ একমাত্র বাটী আছে। প্রায় মাসাধিক কাল হইল, সে বাটী একজন স্ত্রীলোক ভাড়া লইয়াছেন। আমি যে কাগজখণ্ডে ভাড়ার নোটিশ দিয়াছিলাম, তাহা ত উঠাইয়া লইয়াছি। সে স্ত্রীলোকও এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া গিয়াছে।

আমি। সে স্ত্রীলোক কি কোন বেশ্যা?

অমর। না, বোধ হয় কোন সম্ভ্রান্ত-কুলমহিলা। বহুবাজারে তাঁহারা থাকিতেন। তাঁহার পিতা কার্য্যোপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, তাঁহার মাতা বা ভ্রাতা কেহই নাই। তাই বহুবাজারের বড় বাড়ী ত্যাগ করিয়া আমার ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন।

আমার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিয়া আমি বলিলাম, "তবে আমি চলিলাম। অন্যত্র চেষ্টা করি।"

পথে আসিয়া চিন্তা করিলাম, বহুবাজারের জগজ্জ্যোতিবাবুর কন্যা শুনিয়াছি অভয়াচরণের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ছিল। মনে করিলাম, সে ত এই বাড়ী ভাড়া লয় নাই? আশা বৈতরণী নদী! আশার অনুকূল ঘটনাগুলি যেন চক্ষুর সম্মুখেই আসিয়া পড়ে। যাহা হউক, দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।

আমার এ অনুসন্ধানের প্রধান সহায় জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না ব্যতীত আর কেহই আমাকে এ অন্ধকার পথে সামান্যমাত্র আলোকও দেখাইতে পারে নাই। সেই জন্য বিমলশশী বাবুর অনুমতি লইয়া আমাকে ঘন ঘন জ্যোৎস্নার সহিত দেখা করিতে হইল। পুনর্ব্বার জ্যোৎস্নার নিকট উপস্থিত হইলাম।

জ্যোৎস্নাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিয়াছি, বহু-বাজারের জগজ্জ্যোতি সরকারের কন্যার সহিত অভয়াচরণের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সেই কন্যাকে কি তুমি দেখিয়াছ?

জ্যোৎ। একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছিলাম। বিবাহের দুই তিন দিন পূর্ব্বে সে একবার ঐ নূতন বাটীতে আসিয়া সারদার সহিত দেখা করিয়াছিল। সেই সময় হঠাৎ তাহাকে দেখিয়াছিলাম।

আমি। সে কেন এখানে আসিয়াছিল?

জ্যোৎ। কেন আসিয়াছিল, জানি না। তখন আমি নীচের ঘরে কোন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম। সে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "এ বাড়ীতে সারদাসুন্দরী আছে কি?" আমি তাহাকে বলি, "সারদা উপরে আছে। আপনার কি প্রয়োজন?" তাহাতে সে বলে যে, সারদা তাহার আত্মীয়, তাহার সহিত কোন গোপনীয় কথা আছে। আমি তাহা শুনিয়া তাহাকে সারদার গৃহ দেখাইয়া নীচে আসি। সে চলিয়া গেলে, আমি সারদাকে জিজ্ঞাসা করাতে বুঝিলাম যে, সে বহু-বাজারের জগজ্জ্যোতি সরকারের কন্যা। সারদা তাহার সম্বন্ধে আর কোন্ কথা আমার নিকট প্রকাশ করে নাই। বিবা-হের দিন সে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; মনে করিয়াছিলাম, সে আসিবে, পুনর্ব্বার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিব। কিন্তু শরীর

অসুস্থ হওয়াতে সে দিন আসিতে পারে নাই; সুতরাং আর আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

আমি। তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিলে চিনিতে পারিবে?

জ্যোৎ। বোধ হয় পারিব।

আমি। সে কখন সারদাকে কোন পত্র লিখিয়াছিল, বলিতে পার?

জ্যোৎ। কৈ, তাহা আমি দেখি নাই, বা সারদাও আমাকে সে কথা বলে নাই।

আমি। সারদার অন্য কোন পত্র কিছু আছে, জান কি?

জ্যোৎ। সারদার একটী বাক্স ছিল। বোধ হয়, সেই বাক্সে তাহার পত্রাদি আছে।

আমি। সে বাক্স কোথায়?

জ্যোৎ। সে বাক্স নূতন বাটীতে লইয়া গিয়াছিল। এখনও তাহা সেইখানে আছে।

আমি পুনর্ব্বার সে বাটীতে আসিয়া সারদার বাক্স খুলিলাম। দেখিলাম, উপরেই জ্যোৎস্নার শিরোনামাঙ্কিত একখানি পত্র রহিয়াছে। তৎপরে সে বাক্সের ভিতর আরও অনেকগুলি পত্র পাইলাম। তাহার অনেকগুলি সারদার হুগলীস্থ আত্মীয়ের নিকট হইতে আসিয়াছিল। সকল পত্রই আমি একে একে পড়িলাম। আমাদের উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধের কোন পত্র দেখিলাম না। কেবল একখানি পত্র দেখিলাম, তাহাতে নাম-স্বাক্ষর নাই, স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বোধ হইল। সেইখানি সন্দেহাত্মক বলিয়া তাহা লইলাম। সেখানিতে লেখা ছিল,—"সে দিন তোমার সহিত দেখা করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। অত-

এব তুমি জানিও, তোমাকে তোমার সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। তোমার সুখের একমাত্র আশ্রয় একবারে ধরাশায়ী হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।”

পত্রগুলি লইয়া আমি পুনরায় জ্যোৎস্নার নিকট আসিলাম। তাহাকে তাহার শিরোনামাঙ্কিত পত্র দিলাম। জ্যোৎস্না তাহা পাঠ করিয়া বলিল, “মহাশয়! এই দেখুন, ইহাতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে যে সারদা নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ আছে।” এই বলিয়া সারদা-লিখিত সেই পত্রখানি জ্যোৎস্না আমাকে পড়িতে দিল।

পত্রে লেখা ছিল ঃ—

“জ্যোৎস্না!

“তুমি আমার বাল্যসখী। বয়সে তুমি ছোট হইলেও, আমি তোমাকে সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় দেখি। এ সংসারে তুমি ভিন্ন বাস্তবিক আর কেহ আমার আত্মীয় বান্ধব নাই। তুমি আমার হৃদয় ভালরূপ জান। আমি কাহাকেও কখন কষ্ট দিই নাই; কিন্তু আমার মনে যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহ কখন যেন ভোগ না করে। ইদানীং আমার মন অত্যন্ত খারাপ হওয়াতে আজ তোমার সহিত পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কথা কহিলাম না; তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিও। আমি তোমাদের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। বাবাকে বলিও, এ জন্মে তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না। আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কষ্টে আমার জন্ম হইয়াছিল; কিন্তু তোমাদের আশ্রয়ে আমি সুখ পাইয়াছিলাম। এইবার একেবারে জন্মের মত সুখের পথে কণ্টক পড়িয়াছে, আমার ইহজীবন একবারে নষ্ট হইয়া গেল। তুমি সকলই জান, আর অধিক কি বলিব? আমার সম্পূর্ণ

আন্তরিক অমতে এই বিবাহ হইতে চলিল। কিন্তু ইহা ভবিতব্য; ইহাতে আমার আর কোন হাত নাই। আমার এ ঘৃণিত জীবন এ লোকালয়ে দেখাইবার আবশ্যকতা নাই, এ পোড়ামুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। কিন্তু আত্মহত্যাও মহাপাপ, তাহা করিতেও সাহস নাই। যাহা হউক, পরদিবস আর আমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না। দেখিবার জন্য কেহ চেষ্টাও করিও না, ইহা আমার দিব্য। তোমরা সুখে থাক, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। আমার কথা পুনর্ব্বার ভাবিলে, আমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইহা নিশ্চয় জানিও, তাহাতে আমারই অনিষ্টসাধন করা হইবে। অতএব সে বিষয়ে নিজেও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে, আর অপরকেও উদাসীন করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা আমার শেষ সবিনয় অনুরোধ। মনের কথা তোমায় বলিলাম। আর কেহ যেন ইহা জানিতে না পারে। ইতি—"

তখন আমি সারদাসুন্দরীর হুগলীস্থ আত্মীয়ের বাটী উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম। সামান্য অনুসন্ধানেই রামতনু ঘোষের বাড়ী পাইলাম। রামতনু বাবুকে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলাম এবং কহিলাম, "সকলেই বিশ্বাস করিতেছে এবং ঘটনাচক্রেও প্রমাণিত হইতেছে যে, সারদা দ্বারাই অভয়াচরণ হত হইয়াছে। অতএব আমি সারদারই অনুসন্ধান করিতেছি। আমার বিশ্বাস, আপনি এ সমস্ত জানেন এবং এক্ষণে সারদা কোথায় আছে, তাহাও জানেন। এ বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র গোপন করিবেন না, কারণ গোপন করিলে আপনার ইষ্ট ত হইবে না, প্রত্যুত অনিষ্টই হইবে। আমি কলিকাতা ডিটেক্‌টিভ পুলিস হইতে আসিতেছি, আমার সহিত প্রতারণা করিবেন না।"

দেখিলাম, আমার কথায় রামতনুবাবু স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইলেন। শুষ্কমুখে বলিলেন, "আমি এ কথার বাষ্পও জানি না। দোহাই ধর্ম্মের, আমি আপনার সহিত মিথ্যা বলিব না। যে দিন ঐ ঘটনা হইয়াছে আপনি বলিতেছেন, তাহার দুই একদিন পূর্ব্বে আমি সারদার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে লেখা ছিল যে, তাহার অমতে বিমলশশী বাবু এক পাত্রের সহিত সারদার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, শীঘ্রই তাহার সহিত বিবাহ হইবে। কিন্তু সে সারদার শত্রুপক্ষীয় লোক, সারদাকে জোর জবরদস্তি করিয়া বিবাহ করিতেছে। সুতরাং তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সারদা আমাকে পত্রখানি লেখে এবং বলিয়া দেয় যে, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, এমন কি বিমলশশী বাবুকেও না জানাইয়া, একবারে হঠাৎ নির্দ্ধারিত দিবসে আমি যেন তথায় উপস্থিত হইয়া রাত্রিযোগে তাহাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করি; নতুবা সারদার প্রাণহানির সম্ভাবনা। এইজন্য আমি মনে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা না করিয়া সারদার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, সেই দিন রাত্রিযোগে আমি আমার অন্যতর আত্মীয় টালা-নিবাসী বাবু হরিহর ঘোষের বাটীতে তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছি। যদি আমি ঘুণাক্ষরে জানিতাম যে, সারদা খুন করিয়া এইরূপ উপায়ে পলায়ন করিবে, তাহা হইলে কি আমি তাহার সহায়তা করি? মহাশয়! মাপ করিবেন, আমার মনে এখনও সে বিশ্বাস হইতেছে না। সারদা আজন্ম-দুঃখিনী! তাহার কোন দুষ্ট নীচাশয় নরপিশাচ আত্মীয় সারদাকে নিপাতিত করিবার চেষ্টায় আজ বার তের বৎসর ঘুরিতেছে। আমি সেই ভয়ে বিমল বাবুর বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়াছিলাম, আর এখনও সেইজন্য হরিহর বাবুর

বাড়ীতে রাখিয়াছি। যাহা হউক, আমি অদ্যই সেখানে গিয়া আপনার হস্তে সারদাকে অর্পণ করিব। কিন্তু মহাশয়! আর অধিক কি বলিব, দেখিবেন, ন্যায় বিচার হইয়া যাহাতে সারদার শাস্তি বিধান হয়, তাহাই করিবেন। সারদার মাতা মৃত্যুকালে তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যারত্নকে আমার হাঁতে হাতে সঁপিয়া গিয়াছেন।"

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানি টেলিগ্রাম রামতনু বাবুর হস্তে দিয়া গেল। তিনি অন্যমনস্কভাবে সেখানি গ্রহণ করিয়া সম্মুখস্থ তক্তাপোষের উপর ফেলিয়া দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, "টেলিগ্রাফ কোথা হইতে আসিতেছে?"

রামতনু বাবু বলিলেন, "কি জানি? আমরা আগামী ট্রেণে কলিকাতায় যাই চলুন।"

আমি। ভাল কথা। ঐ টেলিগ্রাফখানি কোথা হইতে আসিতেছে? আপনি উহা খুলিয়া দেখুন।

রামতনু বাবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে অন্যমনস্কভাবে টেলিগ্রাফ-খানি লইয়া শূন্যনয়নে পাঠ করিতে লাগিলেন।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "টেলিগ্রাফপত্রখানি কোথা হইতে আসিল?"

রামতনু বাবু হঠাৎ শিহরিয়া নিতান্ত আকুলভাবে শশব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাফখানি আমার হস্তে ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, "আসুন! আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

আমি টেলিগ্রাফখানি হাতে লইয়া দেখিলাম, ওখানি কলি-কাতা হইতে আসিতেছে। আমরা যাহার অনুসন্ধান করিতেছি, উহা তাহারই সম্বন্ধীয়। উহার সংবাদ বড়ই গুরুতর! হরিহর

বাবু লিখিতেছেন, "সারদা নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সম্ভবতঃ হরিচরণ বাবু তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

রামতনু বাবু আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করিলেন না। আমি উঠি আর না উঠি, রামতনু বাবু একবারে রাস্তায় উপস্থিত হইয়া আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে ষ্টেসন অভিমুখে ধাবমান! আমি ডাকিয়া বলিলাম, "অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। ট্রেণ আসিতে বিলম্ব আছে।"

কিন্তু রামতনু বাবুর মন বুঝিল না। নিতান্ত উতলাভাবে বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র চলুন। বিলম্ব হইলে সারদাকে জীবিত দেখিতে পাইব না।"

যাহা হউক, যথাসময়ে আমরা টালার হরিহর বাবুর বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। হরিহর বাবুও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত মনে ঘর-বাহির করিতেছিলেন। আমরা উপস্থিত হইলে, তাঁহার উৎকণ্ঠাভাবের—ভীতিভাবের বৃদ্ধি হইল।

আমি বলিলাম,—"কিরূপ ঘটনা হইয়াছে?"

হরিহর বাবু বলিলেন,—"আপনি কি সারদার কোন আত্মীয়?"

আমি। আত্মীয় না হইলেও আমি তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আপনার কোন চিন্তা নাই। সমস্ত খুলিয়া বলিতে পারেন।

রামতনু বাবু বলিলেন,—"যাহা হইয়াছে, আপনি খুলিয়া বলুন। হয় ত সারদার কিনারা হইতে পারিবে। উনি একজন পুলিস-কর্ম্মচারী।"

তখন হরিহর বাবু বলিলেন, "কল্য সন্ধ্যার সময় সারদা আমার এই বাটীর পার্শ্বের বাগান হইতে কাষ্ঠ আনিবার জন্য ভিতর হইতে বাগানে যায়; কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেও সে যখন ভিতরে

ফিরিয়া না আসে, তথন আমার স্ত্রী তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল। কোন উত্তর না পাইয়া বাহিরে বাগানে আসিয়া দেখে, জন মানব নাই। তথন আমরা বাড়ী ছিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরেই বাটী আসিলে এই সর্ব্বনাশের কথা শুনি। আরও শুনি, হরিচরণ বসু দুই একদিন এই সম্মুখের রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিয়াছে। সুতরাং নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়াও যথন সারদাকে পাইলাম না, তথন ইহাই স্থির করিলাম যে, সে হরিচরণ কর্ত্তৃকই অপহৃত হইয়াছে। কাজেই সেইরূপভাবে আপনাদের টেলিগ্রাফ করিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ হরিচরণ বসু? যাহার একজন ধনী কুটুম্ব উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আছেন?"

রামতনু বাবু বলিলেন, "হাঁ মহাশয়! সেই হরিচরণ। আমি উহারই কথা আপনাকে বলিতেছিলাম। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে এতক্ষণ বোধ হয় সারদা আর জীবিত নাই!"

আমি কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। যদি ইহা সত্য হয়, এবং যে হরিচরণের কথা আমি বলিতেছি, সে যদি আপনাদের কথিত হরিচরণ হয়, তবে সে আমাদের হাতের ভিতর আছে।"

তথন আর আমি অপেক্ষা করিলাম না। রামতনু বাবুকে সঙ্গে লইয়া একেবারে আমাদের থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার একজন সহকারী কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। শুনিলাম, তিনি কার্য্যোপলক্ষে কালীঘাট অঞ্চলে গিয়াছেন। আমি তথন রামতনু বাবুকে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিতে বলিলাম এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিলাম, এইবার আমরা উভয়কেই এক-

সঙ্গে পাইব। এই বলিয়া রামতনু বাবুর জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, নিজেও কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লইলাম।

এমন সময় টেলিফোনযোগে সংবাদ আসিল, আমার সেই সহকারী কর্ম্মচারী আমাকে ভবানীপুর-থানায় যাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

তদনুসারে আমরা তৎক্ষণাৎ ভবানীপুর থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়াই দেখিলাম, হরিচরণ বন্দীকৃত। শুনিলাম, সারদাও থানায় আনীত হইয়াছে। রামতনু বাবুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। আমি তখন উপস্থিত ঘটনার সংবাদ লইতে লাগিলাম। ঘটনাটী এই—

অন্য কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে আমি আমার সহকারী কর্ম্মচারীকে হরিচরণের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে বলি। আরও বলি যে, যখনই হরিচরণ কখনও কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করে, তখনই তাহাকে এবং স্ত্রীলোকটীকে পর্য্যন্ত যেন গ্রেপ্তার করা হয়। এই উপদেশ অনুসারে কর্ম্মচারী হরিচরণকে চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন। হরিচরণ টালায় গিয়া কয়েক দিন যেন কাহার অনুসন্ধান করিয়া আসে। তাহাতে কর্ম্মচারীর সন্দেহ বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার সঙ্গ আর নিমেষমাত্রও ত্যাগ করে না, কেবল যাতায়াতের পথ হইলে আমাকে অন্বেষণ করিয়া থাকে। এইরূপে সে দিন সন্ধ্যার সময় হরিহর ঘোষের বাটী হইতে সারদার মুখ বাঁধিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া কালীঘাটের নিকট এক বাটীতে উপস্থিত হয়। সেখানে উহাদের পরস্পর খুব বচসা হয়। তৎপরে অদ্য তাহাকে ভবানীপুরের একখানি জনশূন্য বৃহৎ বাড়ীতে লইয়া আসে। এখানেও অনেক কথা

কাটাকাটির পর হরিচরণ সারদাকে ছোরা দেখাইয়া ভয় দেখায় এবং অনেকক্ষণ পরে যখন যথার্থই মারিবার জন্য ছোরা উত্তোলন পূর্ব্বক সারদার দিকে ধাবিত হয়, তখন আমার সহকারী হঠাৎ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াই, পিস্তলের আওয়াজ করে। তাহাতে হরিচরণ হঠাৎ স্তম্ভিত হয়, এবং তাহার হাতের ছোরা পড়িয়া যায়। সহকারীর সঙ্গী একজন পুলিস-কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ চকিত-মাত্র দৌড়িয়া গিয়া হরিচরণের হস্ত হইতে ছোরা গ্রহণ করে এবং অন্য কন্ষ্টেবলের সাহায্যে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে। কর্ম্মচারী আমার উপদেশ মত সারদাকেও সঙ্গে লইয়া থানায় উপস্থিত হয়, এবং আমাকে আহ্বান করিয়া টেলিফোন করে।

তখন আমরা উভয় আসামীকে লইয়া পৃথক পৃথক পীড়া-পীড়ি আরম্ভ করিলাম। বলা বাহুল্য, আমি নিজে সারদাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইলাম, তাহাতে তাহার দোষ-প্রমাণোপযোগী কোন কথা পাইলাম না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এখন আমার মনে নূতন সন্দেহের উদয় হইল। হরিচরণের যখন সারদার উপর এত জাতক্রোধ, যখন উহাকে বাগে পাইলে হত্যা করিতে পারে, তখন আমার মনে এইরূপ হইল যে, হয় ত সুবিধা খুঁজিতে খুঁজিতে পূর্ব্বোক্ত বিবাহের দিন গুপ্তভাবে আসিয়া সারদাকে খুন করিয়া যাইবে,—গোলমালে অন্য কেহই ঠিক করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া হরিচরণ সেই রাত্রিতে

সারদাকে হত্যা করিবার জন্য কোন উপায়ে সে বাটিতে প্রবেশ করিয়া সারদাভ্রমে অভয়াচরণকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিতে পারে। পরে যখন শুনিতে পাইল, সারদা হত্যা হয় নাই, তখন তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাতে সফলকাম হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে তাহাকে হত্যা করিতেছিল, বিধিচক্রে ধরা পড়িয়াছে।

এই নূতন সন্দেহের উদয় হওয়াতে তখন হরিচরণকে লইয়া নানারূপ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তাহার বাসায় গিয়া সেখানে তন্ন তন্ন করিয়া ঘরগুলি অনুসন্ধান করিলাম। হরিচরণকে নানা প্রশ্ন করিয়াও সুচতুর বদমায়েস হরিচরণের পেট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। আমার সন্দেহ কিন্তু দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এদিকে হরিচরণকে ছাড়িয়া দিতেও পারি না, অথচ তাহাকে রীতিমত কারাবদ্ধও করিতে পারি না। ওদিকে সারদার খুন করিবার চেষ্টারূপ মোকর্দ্দমাকে আপাততঃ স্থগিত রাখিবার চেষ্টা করিলাম, তজ্জন্য কালবিলম্ব করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোনরূপেই অভয়াচরণ-হত্যাব্যাপারের কোন কিনারা করিতে পারিলাম না।

যে পুলিস-কর্ম্মচারীর উপর হরিচরণের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার ভার দিয়াছিলাম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি হরিচরণকে কোথায় কোথায় যাইতে দেখিয়াছ? আর কাহার সহিত সে বেশী মেশামিশি করিত, বলিতে পার?"

কর্ম্ম। মহাশয়! এমন কোন বদমায়েসদের আড্ডা নাই, যেখানে হরিচরণ যাইত না। আর তাহার সহিত বিস্তর বদমায়েসদিগের এবং অন্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠতা আছে। বড়বাজারস্থ জুয়াখেলার আড্ডায়, মেছুয়াবাজারের গুণ্ডাদের আড্ডায়,

চোরেদের আড্ডায় সে যাইবেই যাইবে। সময় সময় স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়াও যাইত। বহুবাজারের জগজ্জ্যোতি বাবুর বাটিতে সে ঘন ঘন যাতায়াত করিত। আর সম্প্রতি সে দরজীপাড়ার এক খালি-বাটিতে বড়ই যাতায়াত করিত। এই খালি বাড়ীর সদর দরজা দিবসের মধ্যে অধিকাংশ সময় বাহিরের দিকে তালাবদ্ধ থাকিত; কিন্তু রাত্রিতে ভিতর হইতে বদ্ধ থাকিত। বহুবাজারের জগজ্জ্যোতি বাবুর বাটির স্ত্রীলোকও এই বাটিতে রাত্রিকালে আসিয়া থাকে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আবার——

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "দরজীপাড়ার সেই বাড়ী আমাকে দেখাইয়া দাও। আর জগজ্জ্যোতি বাবুর বাটির স্ত্রীলোককে সেখানে যাইতে দেখিয়াছ. ইহা ত ভ্রম নহে? জগজ্জ্যোতি বাবু ত নিরীহ ব্রাহ্ম-ধরণের বর্দ্ধিষ্ণু লোক!"

কর্ম্ম। না মহাশয়, তাহা ভ্রম নহে।

ইহার পর আমরা সেই দরজীপাড়ার বাড়ী দেখিলাম। দেখিলাম, আমাদের বর্ণিত হত্যাকাণ্ডঘটিত বাটীর ঠিক পার্শ্বের বাটীই ঐ বাটী। তখন আমার মনে আশার সঞ্চার হইল। এখন সেই বাটী পরীক্ষার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম।

উক্ত খালি বাটীর বাহিরে তালাবদ্ধ রহিয়াছে। আমি অভয়াচরণের নূতন বাটীর চাবি আনাইয়া তাহার মধ্যে অতি গুপ্তভাবে আমার সঙ্গীর সহিত প্রবেশ করিলাম। সিঁড়ি বাহিয়া একবারে উপরকার ছাদে উঠিলাম। তথা হইতে সিড়ি লাগাইয়া পার্শ্বের বাটীর প্রাচীরের উপর দিয়া তাহার ছাদে গিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, ঠিক সেই স্থানে প্রাচীরের গাত্রে বড় বড় পেরেক্ পোঁতা আছে। সেই পেরেকের একটীর মাথায় দেখিলাম,

একটুকরা বস্ত্রখণ্ড আছে। একটু জোর করিয়া টানিতেই সে নেকড়াটুকু খুলিয়া আমার হস্তে আসিল। ভাল করিয়া দেখিলাম, সেটুকু পাছাপেড়ে সাড়ীর মধ্যের এক সামান্য অংশ। সেখানি ময়লা বা পরিত্যক্ত বস্ত্রের অংশ বলিয়া বিশ্বাস হইল না, টুকরাটী বেশ শক্ত ও পরিষ্কার। টুকরা নেকড়ায় কোন কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা স্বপ্নের অগোচর হইলেও, আমি সেটুকু কি জানি কি ভাবিয়া যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিলাম। সেই বাটীর নীচের তালায় অবরোহণ মানসে সিঁড়ির দরজায় গিয়া দেখিলাম, তাহা ভিতর হইতে বন্ধ। ছাদের পার্শ্ব হইতে সে বাটীর নীচের ঘরগুলি দেখিতে চেষ্টা করিলাম, ভালরূপ দেখিতে পাইলাম না।

তখন আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অভয়ার বাটী দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। রাস্তায় গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। বৈকালে একখানি গাড়ী আসিয়া সেই বাটীর সম্মুখে লাগিল। একজন স্ত্রীলোক চাবি খুলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটী অবগুণ্ঠনবতী ছিল, চিনিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইটি বাবু আসিয়া সেই বাটীর দ্বারে আসিয়া মৃদু করাঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। উভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, উক্ত দুই জনের মধ্যে একজন ঘোর জালিয়াত, নাম উপেন্দ্রমোহন বসু। যে গাড়ী লইয়া স্ত্রীলোকটী আসিয়াছিল, সেখানি একটু অন্তরে গিয়া তখন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আর একটী পুরুষও তাড়াতাড়ি আসিয়া সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে আর একটী বলশালী হিন্দুস্থানী যুবক আসিয়া ঐ বাটীর দল বৃদ্ধি করিল। এই সময় ঐ বাটী হইতে একজন বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার

যাইবার পরই পূর্ব্বোক্ত গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দ্বারে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটী আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিল। আমি চকিতের ন্যায় সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া কতক চিনিলাম। ইতি-পূর্ব্বে আমার সঙ্গীকে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিতে বলিয়াছিলাম। সে এখনও ফিরে নাই। দেখিলাম, স্ত্রীলোক গাড়ীর ভিতর বসিলে গাড়ী সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি আর অপেক্ষা না করিয়া পদব্রজেই সেই গাড়ীর অনুসরণ করিলাম; কিন্তু দুই চারি পা যাইতে না যাইতে আমি দেখিলাম, আমার সঙ্গী আমার জন্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত। আমি গাড়ো-য়ানকে মৃদুস্বরে পূর্ব্বোক্ত গাড়ীর অনুসরণ করিতে কহিলাম। দেখিলাম, ক্রমে সেই গাড়ী বড়বাজারের জগজ্জ্যোতি বাবুর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন তাহাকে নিঃসন্দেহে চিনিলাম, জগৎ বাবুর কন্যার সহচরী।

এখানে বলিয়া রাখি, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত জগৎ বাবুর বিস্তর ধন-সম্পত্তি চুরি যায়। তাহার অনুসন্ধানের ভার আমার উপর পড়ে। আমি তাহার কিছু কিনারা করিতে পারি নাই। সেই সময় হইতে জগৎ বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে চিনি।

যাহা হউক, আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। জগৎ বাবুর কন্যাই ত অভয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, সুতরাং সারদার সপত্নী। আমার মনে নূতন সন্দেহ আসিল। সেই খালিবাড়ী হইতে পেরেকসংলগ্ন বস্ত্রখণ্ডের কথা স্মরণ হইল। মনে হইল, এই বস্ত্রখণ্ড ধরিয়া অনুসন্ধানের পথ বাহির হইবে।

রাত্রিযোগে আমার সঙ্গীর সাহায্যে সেই খালিবাড়ীর মধ্যে কোন সুযোগে সকলেরই অজ্ঞাতসারে চোরের ন্যায় প্রবেশ করি-

লাম। ইতিপূর্ব্বেই পার্শ্বস্থ অভয়াচরণের বাটীতে গুপ্তভাবে পুলিস রাখিয়া আসিয়াছিলাম। নিঃশব্দপদসঞ্চারে উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, কতকগুলি পুরুষ বসিয়া একটী ঘরে কি জাল লেখা-পড়া করিতেছে। একটী স্ত্রীলোক কিঞ্চিদ্দূরে উপবিষ্ট। সে ঘরের দরজা ভিড়ান ছিল, কিন্তু অর্গলবদ্ধ ছিল না। আমি চুপি চুপি তাহা বাহির হইতে শিকলবদ্ধ করিলাম। নিঃশব্দে অথচ দ্রুতভাবে নীচে নামিয়া পার্শ্ববাটীস্থিত কতকগুলি পুলিস প্রহরীকে বাড়ী ঘেরাও করিয়া থাকিতে কহিয়া অবশিষ্টাংশ সমভিব্যাহারে নিঃশব্দপদসঞ্চারে পুনরায় উপরে উঠিলাম। আমাদের সকলকার হস্তেই এক একটী পিস্তল। আমরা উপরে উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘরের শিকল খুলিয়া হঠাৎ সকলেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং আমি অগ্রসর হইয়া সেই গৃহস্থিত সমস্ত লোককেই বজ্রগম্ভীর-স্বরে ভয় দেখাইয়া বলিলাম, "যে যেখানে আছ সে সেইখানেই থাক। নড়িলেই পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারাইবে।"

হঠাৎ তাহারা স্তম্ভিত হইল। ক্ষণপরেই তাহাদের দুই এক জন আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিবার উপক্রম করিল। আমি বলিলাম, "আত্মরক্ষা-চেষ্টা বৃথা। এখানকার অপেক্ষা নীচে চতুর্গুণ পুলিস আছে।" তখন তাহারা হঠাৎ পশ্চাৎপদ হইয়া নিরস্ত হইল এবং আত্মসমর্পণ করিল। স্ত্রীলোকটী সকলের অজ্ঞাতে পার্শ্বস্থ ঘরে পলাইয়া অন্য ঘর দিয়া নীচে যাইতেছিল, অপর পুলিস-প্রহরী কর্তৃক ধৃত হইল। তখন সকলকে লইয়া থানায় পাঠাইয়া দিলাম ও আমি সেই বাড়ীর চারিদিক অনুসন্ধান করিলাম। সেখান হইতে ছোরা, পিস্তল, লাঠী, ছুরি, শলার মত অতি সূক্ষ্ম লম্বা শাণিত একখানি

নূতন ধরণের অস্ত্র, জাল করিবার ষ্ট্যাম্পকাগজ প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিলাম, সেগুলিও থানায় চালান দিলাম।

তখন নানা প্রকারে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সূত্র পাইলাম না দেখিয়া, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতির আশা দিয়া, অনেক কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম। আমার লক্ষ্য খুনী-মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত কথা বাহির করিব, কিন্তু তাহারা জানিল, জালমোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কথা বাহির করিবে। সুতরাং অজ্ঞাতসারে এই খুনের কতক আভাস পাইলাম।

এদিকে সেই স্ত্রীলোকের বাটী গিয়া তাহার ঘরদ্বার তোলপাড় করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। অনেকক্ষণের পর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; একখানি ছিন্ন পাছাপেড়ে কাপড় পাইলাম। পূর্ব্বোক্ত ছিন্নাংশ খণ্ড মিলাইয়া দেখিলাম, ঠিক মিলিয়া গেল। আর সন্দেহ রহিল না। তখন কয়েদীদিগকে একে একে সকলকে বলিলাম, "আর কেন, ঠিক কথা বল, সব প্রকাশ হইয়াছে।"

অনেক ভয়প্রদর্শন, অনুরোধ, অব্যাহতি-আশা প্রদানের পর সেই স্ত্রীলোকটী বলিল, "সারদা হরিচরণের একজন আত্মীয়, কিন্তু জ্ঞাতি-শত্রু। সারদাকে মারিবার জন্য হরিচরণ অনেকবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু হরিচরণকে সম্মুখে দেখিলেই সারদা পলাইয়া যায় সুতরাং ধরিতে পারে না। সেই জন্য আমাকে অনুরোধ করে যে, আমি কোন সুযোগে একটি নূতন অস্ত্র দ্বারা তাহাকে মারিয়া ফেলি। আমি প্রথমে সম্মত হই নাই; পরে সম্মত হইলাম। তারপর একদিন আমাকে হরিচরণ বলিল, "অমুক দিন সারদার বিবাহ হইবে। সেই দিন রাত্রিতে, যখন ঐ বাটীতে

বর কন্যা বাসর ঘরে শুইবে, সেই সময় ঐ বাটীতে কৌশলে প্রবেশ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে উঁহাকে মারিবার সুবিধা হইবে।” ইতিপূর্ব্বেই পার্শ্বের বাটী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। আমি সেই বিবাহ-রাত্রির পূর্ব্বে সন্ধান লইয়াছিলাম, বর কন্যা কোন্ ঘরে শয়ন করিবে। আমি উক্ত পার্শ্বের বাটী দিয়া পেরেকের সাহায্যে অভয়ার বাটীর ছাদের উপর উঠি; তারপর সেখান হইতে নীচে নামিয়া সারদার শয়নঘরে প্রবেশ করি। আমি অন্ধকারে যথাসাধ্য লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ব্যবহার করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় বোধ হইল যে, নীচে হইতে কে যেন উপরে আসিতেছে। আমি অন্য কিছু লক্ষ্য না করিয়া শয্যায় শায়িত ব্যক্তির রগে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াই দ্রুতপদে গৃহের বাহির হই এবং উপরকার ছাদ দিয়া পার্শ্বের বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হই। ফিরিবার সময় পেরেকে লাগিয়া আমার কোমরে জড়ান কাপড়ের একস্থান খোঁচা লাগিয়া ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু আমি সে সময় তাহা লক্ষ্য করি নাই। তাহাতেই ধরা পড়িয়াছি।”

পৃথক ভাবে পীড়াপীড়ি করিয়া হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে হরিচরণও সকল কথা স্বীকার করিল। রীতিমত মোকর্দ্দমা রুজু হইলে বিচারে অপরাধীগণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছিল।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO 163. দারোগার দপ্তর, ১৬৩ সংখ্যা।

জীবন বীমা।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [কার্ত্তিক।

জীবন বীমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় দশ বার বৎসর অতীত হইল, এক দিবস দিবা ২টার সময় আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী সাহেব আমাকে তাঁহার অফিসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি, সেই সময় আমাকে অধিক কিছু না বলিয়া, কেবলমাত্র একখানি পত্র আমার হস্তে প্রদান করিলেন, ও কহিলেন, "এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ইহার লেখকের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন।"

প্রধান কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া ঐ পত্রহস্তে তাঁহার অফিস হইতে বাহিরে আসিলাম। পত্রখানি খোলাই ছিল, উহা কোন বিমা আফিসের প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ইংরাজীতে লেখা। পত্রখানি ভাল করিয়া পাঠ করিলাম। উহাতে অধিক কথা লেখা ছিল না। যাহা লেখা ছিল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ ;—

"হরেকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তি আমাদিগের অফিসে দশ হাজার টাকায় তাহার জীবন বীমা করে ও কিছুকাল পরে তাহার জীবনের বীমা-সত্ব ব্রজবন্ধু নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। ইহার কিছু দিবস পরেই হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, সুতরাং তাহার জীবন বীমার দশ হাজার টাকা এখন ব্রজবন্ধুর প্রাপ্য।

ব্রজবন্ধু ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত আমাদিগের অফিসে আবেদন করিয়াছে ও সার্টিফিকেট প্রভৃতির যাহা কিছু আবশ্যক, তাহাও দিয়াছে; আমরাও তাহাকে ঐ টাকা প্রদান করিতে একরূপ সম্মতও হইয়াছিলাম; কিন্তু এখন এরূপ প্রকাশ যে, ব্রজবন্ধু জুয়াচুরি করিয়া ঐ টাকাগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে। আরও শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদিগের বীমা অফিসের ন্যায় আরও কয়েকটী বীমা অফিসেও ঐ হরেকৃষ্ণ তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল। ব্রজবন্ধু ঐ সকল অফিস হইতেও অনেক টাকা আদায় করিয়া লইবার চেষ্টায় ছিল। এই সকল কারণে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনি একজন উপযুক্ত ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর দ্বারা এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যে, ব্রজবন্ধু ঐ সকল টাকা প্রাপ্ত হইবার প্রকৃত পাত্র, কি সে প্রকৃতই জুয়াচুরি করিয়া ঐ সকল অর্থ হস্তগত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। আপনার কর্ম্মচারীর অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কার্য্য করিব, অর্থাৎ তাঁহার অনুসন্ধানে যদি সাব্যস্ত হয় যে, ব্রজবন্ধু অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে আমরা তাহার উপর ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইয়া যাহাতে ঐরূপ জুয়াচোর বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত হয়, সাধ্যমতে তাহার চেষ্টা করিব। আর অনুসন্ধানে যদি ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, ব্রজবন্ধু বিধান অনুসারে ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবার প্রকৃত অধিকারী, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমরা তাহাকে সমস্ত অর্থ এককালীন প্রদান করিব।”

পত্রখানি পাঠ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে ঐ পত্র-লেখকের সহিত

সাক্ষাৎ করিবার আমার প্রয়োজন হইল। কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বেই আমার মনে হইল যে, ব্রজবন্ধু যখন ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত যে সকল প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন, তাহার সমস্তই প্রদান করিয়াছে, এবং যখন বীমা অফিসও ঐ টাকা প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন বলিতেছেন, তখন ইহা যে জুয়াচুরি ঘটনা, তাহা এখন তাঁহারা কিরূপ জানিতে পারিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যখন বীমা অফিসকে একেবারে অনেক টাকা প্রদান করিতে হয়, সেই সময় কিছু না কিছু গোলযোগ বাহির করিয়া যাহাতে ঐ টাকা প্রদান করিতে না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে তাঁহারা ক্রটী করেন না। দশ হাজার টাকা নিতান্ত কম নহে। এ দেশের কয়জন ব্যক্তি তাঁহার সারা জীবন উপার্জ্জন করিয়া চরমে দশ হাজার টাকার সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন! সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তি পারেন কি না সন্দেহ। এতগুলি টাকা একজন দেশীয় লোক সহজে পাইতে বসিয়াছে বলিয়া ত, বিমা কোম্পানি তাহাকে ঐ অর্থ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য আমাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন না? মনে মনে এইরূপ ভাবেরও একবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু মনের সে ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া, আপন মনে রাখিয়াই ঐ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম, ও পরিশেষে দেখিলাম, আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। পাঠকগণও তাহার প্রমাণ ক্রমে প্রাপ্ত হইবেন।

আমি পূর্ব্বকথিত বিমা অফিসের প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, ও তাঁহাকে তাঁহার লিখিত পত্রখানিও দেখাইলাম। তিনি পত্র দেখিয়া ও আমার কথা শুনিয়া বুঝিতে

পারিলেন যে, তাঁহার প্রার্থনামত পুলিসের প্রধান সাহেব আমাকেই তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। তখন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার অফিসের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, ও ঐ বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু তাঁহার ব্যক্তব্য ছিল, তাহার সমস্তই আমাকে কহিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইয়া, পরিশেষে ঐ সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র ছিল, তাহা তাঁহার নিকট হইতে চাহিলাম। সাহেবও সমস্ত কাগজ আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি সেই স্থানে বসিয়াই ঐ সমস্ত কাগজ এক একখানি করিয়া পড়িয়া দেখিলাম, ও উহার মর্ম্ম উত্তমরূপে অবগত হইলাম। ঐ সমস্ত কাগজ বা তাহার মর্ম্ম কি, তাহারও পরিচয় আমি পাঠকগণকে বিস্তারিত-রূপে পরে প্রদান করিব।

ঐ সমস্ত কাগজ-পত্র দেখিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম সত্য, কিন্তু ব্রজবন্ধু জুয়াচুরি করিয়া ঐ টাকা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার কোনরূপ নিদর্শন ঐ সকল কাগজ-পত্র হইতে কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইলাম না।

তখন আমি সাহেবকে কহিলাম, "আপনি আমাকে যে সকল কাগজপত্র প্রদান করিলেন, তাহা দেখিয়া বেশ অনুমান হইতেছে যে, ইহার ভিতর কোনরূপ জুয়াচুরি কাণ্ড নাই। কিন্তু ইহা জুয়াচুরি বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইল কি প্রকারে?"

আমার কথা শুনিয়া, সেই বীমা অফিসের বড় সাহেব আমার হস্তে আর একখানি পত্র প্রদান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাহেব আমাকে যে পত্রখানি প্রদান করিলেন, তাহার মোড়ক দেখিয়া বুঝিলাম, উহা ডাকে আসিয়াছে; কারণ উহার উপর ডাকের মোহর বর্ত্তমান। পত্রখানি পাড়িলাম, উহাতে লেখকের নাম নাই। পত্রখানি ইংরাজিতে লেখা; উহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—

"আমি জানি, আপনাদিগের অফিসে একটী ভয়ানক জুয়াচুরি হইয়াছে। কেবল আপনাদিগের অফিসই বা বলি কেন, কলিকাতায় যে কয়টী প্রধান প্রধান বীমা অফিস আছে, তাহার মধ্যে প্রায় সমস্ত অফিসেই ঐরূপ জুয়াচুরি হইয়াছে। কোন এক অজানিত ব্যক্তির জীবন, ঐ সকল বীমা অফিসে, ব্রজবন্ধু নামক এক ব্যক্তির দ্বারা বীমা করান হয়, ও ঐ বীমাকারী ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে বলিয়া, যত টাকায় তাহার জীবন বীমা করান হইয়াছিল, তাহার সমস্ত এখন ঐ ব্রজবন্ধু লইবার চেষ্টা করিতেছে, ও শুনিলাম, প্রায় কৃতকার্য্যও হইয়াছে। কোন এক বিশ্বাসী কর্ম্মচারী দ্বারা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমার কথা সত্য কি না? ব্রজবন্ধু টাকাগুলি প্রাপ্ত হউক বা না হউক, তাহাতে আমার লাভ বা লোকসান কিছুই নাই, তবে একজন জুয়াচুরি করিয়া নিরর্থক অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে বসিয়াছে দেখিয়া, ভাবিলাম, এই সংবাদ আপনাদিগকে প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; এই নিমিত্তই আমি আপনাকে এই সংবাদ প্রদান করিতেছি, এখন যেরূপ সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপ করিবেন।

আমি ব্রজবন্ধুর নিকট পরিচিত বলিয়া আমার নাম এই পত্রে প্রকাশ করিলাম না, একটু বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন, আমার কথা কতদূর সত্য।"

আমি ঐ পত্রখানি পাঠ করিয়া সাহেবকে কহিলাম, "এই পত্র পাইয়াই কি আপনার সন্দেহ হইয়াছে যে, ব্রজবন্ধু জুয়াচুরি করিয়া এতগুলি টাকা আপনাদিগের অফিস হইতে বাহির করিয়া লইতে বসিয়াছে?"

সাহেব। হাঁ।

আমি। এই পত্র ব্যতীত বোধ হয় আর কোন কারণ নাই, যাহাতে আপনি মনে করিতে পারেন, এ সমস্তই জুয়াচুরি কাণ্ড?

সাহেব। না।

আমি। পত্রের লিখিত সমস্ত বিষয়গুলি বোধ হয় সত্য হইলেও হইতে পারে।

সাহেব। সত্য বলিয়াই আমার অনুমান হয়।

আমি। মিথ্যা হইলেও হইতে পারে।

সাহেব। মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার কারণ?

আমি। শত্রুতা।

সাহেব। চিঠির ভাবে ত বোধ হয় না যে, লেখকের সহিত ব্রজবন্ধুর কোনরূপ শত্রুতা আছে।

আমি। শত্রুতা দেখাইয়া পত্র লিখিলে আপনি সে পত্র বিশ্বাস করিবেন কেন? আমাদিগের দেশে এরূপ ঘটনা হইয়াই থাকে। কাহারও সহিত কাহারও যদি কোনরূপ শত্রুতা থাকে, তাহা হইলে সুযোগ পাইলেই পরস্পর শত্রুতা করিতে কেহই ত্রুটী করে না। তৎব্যতীত আর এক প্রকৃতির লোক সচরাচর

এই দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোন ব্যক্তিকে কোনরূপে উপার্জ্জন করিয়া নিজের অন্নকষ্ট দূর করিতে সমর্থ দেখিলেই, তাহাদের চক্ষুশূল হইয়া উঠে ও যাহাতে তাহার সেই উপার্জ্জিত অর্থ কোন না কোনরূপে ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহার নিমিত্ত স্বতপরতঃ নানারূপ চেষ্টা করিয়া থাকে ও তাহাকে নিরর্থক বিপদে নিক্ষিপ্ত করিতে কোনরূপে পরাঙ্মুখ হয় না। এই নিমিত্তই আমি বলিতেছি যে, এই পত্রের লিখিত বিষয়-গুলি সম্পূর্ণরূপ সত্য হইলেও হইতে পারে অথবা মিথ্যা হইলেও হইতে পারে। সে যাহা হউক, ইহার অনুসন্ধানে যখন হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন ইহার প্রকৃত তথ্য নিশ্চয়ই বাহির হইয়া পড়িবে।

সাহেব। এই বিষয় উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া যদি দোষী ব্যক্তিকে আপনি দণ্ড প্রদান করাইতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন, আমি আপনাকে বিশেষরূপ পারিতোষিক প্রদান করিব।

আমি। পারিতোষিকের বিষয় আমাকে বলা আপনার কর্ত্তব্য নহে, সে সম্বন্ধে আপনার যদি কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে, আপনি আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নিকট বলিতে পারেন। এখন আমাকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে দিউন যে, বেনামা পত্রে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা সত্য—কি ব্রজবন্ধু বাবু প্রকৃতই টাকা পাইবার অধিকারী।

আমার কথা শুনিয়া সাহেব যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন, ও কহিলেন, "আমার নিকট আপনার আর কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে কি?"

আমি। আমি এখন সামান্য আর দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

সাহেব। কি?

আমি। ব্রজবন্ধু বাবুকে আপনার অফিসের কোন লোক চিনে কি?

সাহেব। চিনে।

আমি। কে চিনে?

সাহেব। আমি নিজে তাহাকে দুই তিনবার দেখিয়াছি, সুতরাং তাহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিব।

আমি। আর কেহ চিনে?

সাহেব। অফিসের আরও দুই চারিজন কর্ম্মচারী তাহাকে চিনে।

আমি। তাহারা কি সূত্রে ব্রজবন্ধুকে চিনে?

সাহেব। ব্রজবন্ধু নিজে দুইবার অফিসে আসিয়া প্রিমিয়মের টাকা জমা দিয়া গিয়াছিল, সুতরাং যে সকল কর্ম্মচারীর নিকট টাকা জমা দিতে হয়, তাহারা সকলেই উহাকে চিনে। হরেকৃষ্ণ মরিয়া যাইবার পর, টাকা বাহির করিবার নিমিত্ত ব্রজবন্ধু অনেকবার অফিসে আসিয়াছে, সেই সময় প্রায় সকলেই তাহাকে দেখিয়াছে।

আমি। হরেকৃষ্ণকে কি কেহ চিনিত?

সাহেব। উহার জীবনবীমা যে দালালের মারফৎ হয়, সে উহাকে চিনিত। যে ডাক্তার উহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছিল, সে উহাকে চিনিত, জীবন বীমা করিবার সময় সে অফিসেও দুই চারিবার আসিয়াছিল, সেই সময় যে যে কর্ম্মচারী তাহাকে

দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই তাহাকে চিনিত; এবং ঐ জীবন-বীমা ব্রজবন্ধুকে বিক্রয় করিবার সময় উহারা উভয়েই অফিসে আসিয়াছিল, সেই সময়ও যে যে কর্ম্মচারী উহাদিগকে দেখিয়াছিল, তাহারাও অনায়াসে চিনিতে পারে।

সাহেবের নিকট কেবল মাত্র এই কয়েকটী বিষয় অবগত হইয়া আমি সে দিবস বিদায় গ্রহণ করিলাম। যাইবার সময় বলিয়া গেলাম, আবশ্যকমত আসিয়া তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবন বীমা কি, তাহা কলিকাতার পাঠকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত আছেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই জীবন যে বীমা করা আছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মফস্বলের পাঠকগণের মধ্যে অনেকে ইহা অবগত নহেন বলিয়া, জীবনবীমার ব্যাপার যে কি, তাহা এই স্থানে সঙ্ক্ষেপে একটু বলিতে হইল। এই কলিকাতা সহর ও প্রধান প্রধান নগরীতে জীবন বীমার অনেক অফিস আছে, ইহাদিগের নাম ইংরাজিতে Life Insureance office কহিয়া থাকে। ইহা আজ-কাল একটী প্রধান ব্যবসা কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই ব্যবসা পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে ছিল না, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে ক্রমে এদেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছে,

ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক ঐ কার্য্যে দালালরূপে নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ কার্য্যের যতগুলি অফিস আছে, প্রত্যেক অফিসের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিস্তর দালাল আছে। তাহারা প্রত্যেকের বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেককে তাহার জীবন বীমা করাইবার প্রবৃত্তি দিয়া থাকে, ও যাঁহারা তাহাদিগের কথায় সম্মত হইয়া আপনাপন জীবন বীমা করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে তাহারা তাহাদিগের অফিসে জীবন বীমা করাইয়া দেয়। মনে করুন, আপনি হাজার টাকায় আপনার জীবন বীমা করিতে ইচ্ছা করিয়া দালালকে কহিলেন। দালাল তাহার অফিস হইতে অমনি কয়েক-খানি ফরম আনিয়া উপস্থিত করিল, আপনি ঐ ফরমে যে কথা লিখিবার প্রয়োজন তাহা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পরেই সেই অফিসের নিয়োজিত ডাক্তারের দ্বারা আপনাকে পরীক্ষা করা হইল। ঐ ডাক্তার আপনাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া আপনার বয়ঃক্রম ও আপনার স্বাস্থ্য প্রভৃতি কিরূপ, তাহা লিখিয়া দিলেন। ঐ ডাক্তারের মতের উপর নির্ভর করিয়া অফিস উহা সাব্যস্ত করিলে, আপনাকে মাসে মাসে বা প্রত্যেক তিন মাস অন্তর কিছু কিছু টাকা জমা দিতে হইবে। আপনি উহাতে সম্মত হইয়া ঐরূপ স্থিরীকৃত টাকা নিয়মমত জমা দিতে লাগিলেন। আপনি যে সহস্র মুদ্রা পাইবার নিমিত্ত টাকা জমা দিতে লাগিলেন, ঐ সহস্র মুদ্রা পাইবার জন্য দুইটী নিয়ম আছে;—অর্থাৎ আপনি আপনার যে বয়ঃক্রমে উপনীত হইলে ঐ টাকা পাইতে ইচ্ছা করেন, আপনি আপনার সেই বয়সে সেই টাকা পাইতে পারেন, অথবা আপনি আপনার জীবিত অবস্থায় ঐ টাকা গ্রহণ না করিয়া উহা আপনার উত্তরাধিকারীর নিমিত্ত রাখিয়া যাইতে পারেন। আপনি

যদি প্রথম নিয়মের বশীভূত হইয়া টাকা জমা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, আপনি আপনার সেই নির্দ্দিষ্ট বয়সে উপনীত হইলেই ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবেন, আর যদি উহার মধ্যেই, এমন কি, এক মাস টাকা জমা দেওয়ার পরেই আপনার পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর পরই আপনার উত্তরাধিকারী ঐ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ নিয়মে ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত যে টাকা জমা দিতে হয়, হিসাব করিয়া দেখিলে, যে সহস্র টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহার সংখ্যা কোনক্রমেই অতিক্রম করে না, অধিকন্তু টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিবার পরেই মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারীর বিশেষরূপ লাভ হইয়া থাকে। আর যদি আপনি দ্বিতীয় নিয়মের বশীভূত হইয়া, মাসে মাসে সামান্য অর্থ জমা দেন, তাহা হইলে আপনার লাভ লোকসান আপনার পরমায়ুর উপর নির্ভর করিবে; অর্থাৎ একমাস বা দুইমাস অথবা কিছুদিবস পর্য্যন্ত টাকা জমা দেওয়ার পর যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর পরেই আপনার উত্তরাধিকারী ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবেন। মাসিক চাঁদা অল্পদিন দিবার পরেই যাহার মৃত্যু হয়, তাহার উত্তরাধিকারীর পক্ষে বিশেষরূপ লাভ হইয়া থাকে। আর যিনি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া মাসে মাসে বা নিয়মিতরূপে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি যে টাকা জমা দেন, সময় সময় তাঁহার প্রাপ্ত টাকা অপেক্ষা চাঁদা জমা দিবার টাকার সংখ্যা অধিক হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় তাঁহার ওয়ারিশনগণ তাঁহার জমা দেওয়া টাকা অপেক্ষা কম পাইলেও, অর্থটী একেবারে প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া বিশেষ লাভ মনে করিয়া থাকেন। কারণ সেই সময় যতগুলি টাকা

একেবারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতগুলি টাকা একস্থানে জমা করা অনেকের পক্ষে সহজ হয় না।

আমি হাজার টাকায় জীবন বীমা রাখার উদাহরণ প্রদান করিলাম। কিন্তু পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, হাজার টাকার অধিক জীবন বীমা হয় না, বা এক অফিসে একজনের জীবন বিমা থাকিলে অপর অফিসে তাঁহার জীবন পুনরায় বীমা হয় না। যে কোন ব্যক্তি যত টাকায় ও যত অফিসে আপনার জীবন বীমা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তত টাকায় ও তত অফিসে ইচ্ছামত আপনার জীবন যে কোন নিয়মে বীমা করিতে পারেন। দেখা গিয়াছে, এই কলিকাতা সহরের মধ্যে অনেকের জীবন হাজার, অনেকের দুই হাজার, অনেকের পাঁচ হাজার, অনেকের দশ হাজার, অনেকের পঁচিশ হাজার, অনেকের পঞ্চাশ হাজার ও অনেকের লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত যে কয় অফিসে ইচ্ছা, সেই কয় অফিসে পৃথক পৃথকরূপে বীমা করা আছে ও তাঁহারা সেইরূপ পরিমাণে চাঁদার টাকা কেহ মাসিক, কেহ ত্রৈমাসিক, কেহ ছয় মাস অন্তর ও কেহ বা বৎসর বৎসর জমা দিয়া আসিতেছেন।

এইরূপ জীবন বীমার কেনা-বেচা ও বন্দক দেওয়ার কারবারও বাজারে চলিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তির হঠাৎ কিছু টাকার প্রয়োজন হয়, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সেই জীবন বীমা সেই অফিসে বন্দক রাখিয়া অনায়াসেই কিছু টাকা পাইতে পারেন, কিন্তু ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবার একটী নিয়ম আছে অর্থাৎ যে জীবন বীমা তিনি বন্ধক দিতেছেন, তাহার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত তিনি যত টাকা ঐ অফিসে জমা দিয়াছেন, তাহারই একটী অংশ তিনি কর্জ্জ স্বরূপ পাইতে পারেন, ইহা ব্যতীত ঐ জীবন বীমা বিক্রয়ও হইয়া

থাকে। যে ব্যক্তি উহা খরিদ করেন, তাঁহাকে ঐ বীমার নিয়মিত চাঁদা যত দিবস পর্য্যন্ত যাঁহার জীবন বীমা আছে, বা যত দিবস তিনি জীবিত থাকেন, তত দিবস তাঁহাকে অর্থাৎ জীবন-বীমা-খরিদকারীকে জমা দিয়া আসিতে হয়। বীমার সময় উত্তীর্ণ হইলে অথবা বিমাকারীর মৃত্যু হইলে ঐ বীমা অনুযায়ী সমস্ত টাকা যিনি উহা খরিদ করিয়াছেন, তিনি উহা প্রাপ্ত হন।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অং রের জীবন বীমা খরিদ করিয়া লাভ কি? উত্তরে ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, এরূপ খরিদ বিক্রয় একটী ব্যবসা। ইহাতে সময় সময় লাভালাভও অনেক হইয়া থাকে। মনে করুন, দশ হাজার টাকায় একজনের জীবন বীমা আমি খরিদ করিলাম। খরিদ করিবার অল্প দিন পরেই বীমাকারীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর ঐ দশ হাজার টাকা আমি অনায়াসে প্রাপ্ত হইলাম। মনুষ্যের মৃত্যু অনিবার্য্য; তবে সময়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। সুতরাং ইহাও একটী প্রধান ব্যবসায়। সকল ব্যবসাতেই লাভ ও লোকসান আছে। লাভ ও লোকসান আছে বলিয়াই, ব্যবসা কার্য্য চলিয়া থাকে, ইহাও তাহাই। যাঁহাদিগের জীবন বীমা খরিদ করাই ব্যবসা, তাঁহারা সময় সময় (যেখানে বীমাকারীর অল্প পরমায়ু), বিস্তর লাভ করিয়া থাকেন। আর যে সকল বীমাকারী দীর্ঘায়ু, তাহাদিগের জীবন বীমা খরিদ করিয়াও যে তিনি একেবারে লোকসান দিয়া থাকেন, তাহা নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্য-জীবন চিরস্থায়ী নহে; এক দিবস তাহাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার জীবনবীমার টাকা আদায় হইয়া আসিবে। যিনি জীবনবীমা খরিদ করিলেন, তিনি সেই সময়

জীবিত থাকেন ভালই, নচেৎ তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ যদি ঐ ব্যবসা চালান, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং এ ব্যবসায় লোকসান প্রায়ই হয় না।

জীবন বীমা করিলে বা ঐ জীবনবীমা খরিদ করিলে যে একেবারে কখনও লোকসান হয় না তাহাও নহে। যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও উত্তম অফিসে জীবন বীমা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কোনরূপে বঞ্চিত হইতে হয় না। কিন্তু এরূপ বীমা অফিসও দেখিতে পাওয়া যায় যে, টাকা প্রদান করিবার সময় উপস্থিত হইলে, কোন না কোন আপত্য উত্থাপন করিয়া যাহাতে ঐ টাকা প্রদান করিতে না হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেও ক্রুটী করেন না।

যে সকল ব্যবসায়ে লাভালাভ আছে, সেই সকল কার্য্যে জুয়াচুরিও অনেক সময় হইয়া থাকে। বীমা অফিস খুলিয়া যাঁহারা বিস্তর লাভ করিয়া থাকেন, সময় সময় জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়াও তাঁহাদিগকে বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অফিসের কাগজ পত্র দেখিয়া জানিতে পারিলাম, হরেকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বীমা অফিসে এক মাসের মধ্যে তাহার জীবন ত্রিশ সহস্র মুদ্রায় বীমা করিয়াছে। বীমা করিবার পর নিয়মিত চাঁদার টাকা এক মাস প্রদান করিয়াছে, উহার পরেই

তাহার সমস্ত বীমা ব্রজবন্ধু নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়াছে। ব্রজবন্ধু হরেকৃষ্ণের তরফ হইতে দুইবারের চাঁদার টাকা সেই সমস্ত অফিসে জমা দিয়াছে। ইহার পরেই হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়। মরিবার পর ব্রজবন্ধু ঐ ত্রিশ সহস্র টাকা পাই-বার নিমিত্ত বীমা অফিসে আবেদন করিয়াছে। ঐ আবেদনের সঙ্গে হরেকৃষ্ণের পীড়ার সময় যে ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিয়া-ছিল, তাহার সার্টিফিকেট আছে। সজ্ঞানে তীরস্থ হইবার পর গঙ্গার ঘাটে যে ডাক্তার তাহাকে দেখিয়াছিল ও যাহার সম্মুখে হরেকৃষ্ণ মরিয়া গিয়াছে, তাহারও সার্টিফিকেট আছে। তৎব্যতীত যাহাদিগের সম্মুখে হরেকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজবন্ধু জীবন বীমা খরিদ করিয়াছিল, তাহাদিগের নামস্বাক্ষরিত ও বীমা অফিসের অনুমোদিত বিক্রয়-পত্র তাহার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত অবস্থা ও কাগজ পত্র দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারেন না যে, ইহার ভিতর কোনরূপ জুয়াচুরি আছে। যে পর্য্যন্ত বেনামা পত্র প্রাপ্ত হওয়া না গিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত কাহারও মনে উদয় হয় নাই যে, ইহার ভিতর কোনরূপ জুয়াচুরি আছে।

অনুসন্ধানের ভার আমার উপর প্রদত্ত হইলে ও সমস্ত কাগজ পত্র আমার হস্তগত হইলে, আমারও মনে উদয় হইয়াছিল যে, ইহার ভিতর কোনরূপ জুয়াচুরি নাই। ইহার পরেই আমি ব্রজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একটী জমিদার, সহরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তাঁহার বাসস্থান। তিনি একজন বড় জমিদার না হইলেও তাঁহার বাৎসরিক পাঁচ, ছয় হাজার টাকা আয় আছে। তৎব্যতীত সময় সময় ব্যবসা বাণিজ্যও করিয়া থাকেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী। কোন ব্যক্তি কোনরূপে

বিপদাপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলে, যেরূপে হউক, তিনি তাঁহার ক্ষমতামত তাহার সাহায্য করিতে ক্রটী করেন না। ঐ স্থানের অধিকাংশ লোকই তাঁহার বশীভূত ও অনুগত। যে গ্রামে তাঁহার বাড়ী, সেই গ্রামে তাঁহারই সমতুল্য আরও একজন জমিদার আছেন। তিনিও তাঁহার মত ব্যবসা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার সহিত ব্রজবন্ধু বাবুর বনিবনা নাই। উভয়ে উভয়ের শত্রু। পরস্পর পরস্পরকে বিপদে ফেলিতে কোনরূপ ক্রটী করেন না। উভয়ের মধ্যে কেন যে এরূপ মনোমালিন্য, তাহার কারণ গ্রামের কেহই বলিতে প্যারে না, কিন্তু সকলেই জানে—উভয়ে উভয়ের পরম শত্রু!

ব্রজবন্ধু বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যে নিমিত্ত আমি সেই স্থানে গিয়াছি, তাহা তাঁহাকে কহিলাম ও ঐ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তাও হইল; কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যে, এই কার্য্যের ভিতর কোনরূপ জুয়াচুরি আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, ব্রজ বন্ধু বাবুর মনে যদি কোনরূপ পাপ থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত ঐ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইবার সময় তাঁহার ভাব-ভঙ্গি অবলোকন করিয়া, তাঁহার মুখশ্রী পর্য্যালোচনা করিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারিব যে, ব্রজবন্ধু বাবুর অন্তর পাপে পূর্ণ কি না। কিন্তু তাঁহার সহিত ঐ সম্বন্ধে যতই আমার কথা হইল, ততই তাঁহাকে নিষ্পাপী বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল। তাঁহার কথায় কোনরূপ সন্দেহ বা মুখশ্রীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল না। অধিকন্তু কাগজ-পত্র [illegible] যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত কথাই যে তিনি এক এক করিয়া প্রমাণ করাইতে

পারিবেন, তাহা তিনি অকুতোভয়ে কহিতে লাগিলেন। তিনি আরও কহিলেন, হরেকৃষ্ণ যে তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল ও সেই জীবনবীমা যে তাঁহার নিকট বিক্রয় করিয়াছে, এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি অপর প্রমাণ থাকিলেও সেই সকল প্রমাণ বোধ হয় উপস্থিত করিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ যে যে অফিসে হরেকৃষ্ণ তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল, সেই সেই অফিসের কর্ম্মচারীগণ ও কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব সকল তাহার প্রমাণ দিতে পারিবেন। আবার যখন তাহার জীবন বীমা হয়, ও যখন সে জীবনবীমা বিক্রয় করে,—তখন সেই সকল অফিসের ভিতরেই তাঁহাদিগের সম্মুখে ও তাঁহাদিগের স্বাক্ষর অনুযায়ী হইয়াছিল, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহই হইতে পারে না। আর হরেকৃষ্ণ যে মরিয়া গিয়াছে, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে বাড়ীতে সে বাস করিত, পীড়িত অবস্থায় যে চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিয়াছিল, যে চিকিৎসকের সম্মুখে সে মানবলীলা সম্বরণ করে, তাঁহারা সকলেই এখনও বিদ্যমান। তাঁহারা দেশের মধ্যে গণ্য মান্য ও প্রসিদ্ধ লোক। তাঁহাদিগের খ্যাতি সহর-বিদিত। তাঁহারা কোনরূপ মিথ্যা কহিবার লোক নহেন। তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই আপনার মনে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকিবে না।

ব্রজবন্ধুর কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহাদিগের সহিত কোথায় ও কখন দেখা হইতে পারে?"

ব্রজ। তাঁহারা সর্ব্ব পরিচিত লোক, ইচ্ছা করেন তো তাঁহাদিগের ঠিকানা আমার নিকট হইতে [illegible] হইতে পারেন, ও আপনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারেন।

আর বলেন ত আমি আপনার সহিত যাইয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিই। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, এ কার্য্যের ভিতর কোনরূপ প্রতারণা নাই, আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, আপনার হস্তে ইহার তদন্তের ভার অর্পিত হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধানে আপনি জানিতে পারিবেন, ইহা প্রতারণাশূন্য কারবার, সুতরাং আমার টাকা পাইতে আর অধিক বিলম্ব হইবেক না।

আমি। ইহার ভিতর যদি কোনরূপ প্রতারণা না থাকে, তাহা হইলে বীমা অফিস আপনাকে টাকা দিতে গোলযোগ করিতেছে কেন?

ব্রজ। অনেক বীমা অফিস ন্যায্য টাকা দিবার সময় নানারূপ গোলযোগ উত্থাপিত করিয়া যাহাতে ঐ টাকা প্রদান না করিতে হয়, তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটী করে না। যাঁহার টাকা এইরূপে ঐ সকল অফিসে প্রাপ্য হয়, তিনি যদি দুর্ব্বল হয়েন, বা তাঁহার যদি সেরূপ অভিভাবক না থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রায় ঐ অর্থে বঞ্চিত হন। এই জন্যই অর্থ প্রদান করিবার সময় উহারা নানারূপ গোলযোগ উঠাইয়া থাকে।

আমি। যদি আপনার টাকা ন্যায্য প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ গোলযোগ উঠাইয়া উহারা আপনার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না, ইহা আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন; কিন্তু ইহার ভিতর যদি কোনরূপ জুয়াচুরি থাকে, তাহা হইলে ইহাও আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ঐ জুয়াচুরিকার্য্যের নিমিত্ত আপনাকে শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে।

ব্রজ। আমার এই কার্য্যে যদি কোনরূপ জুয়াচুরি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, জেলে

যাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। একটু অনুসন্ধান করিলেই আপনি অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, বীমা অফিস মিথ্যা গোল-যোগ বাধাইয়া আমার প্রাপ্য অর্থ হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সাধ্যমত আমি নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিতে ত্রুটী করিব না। আমার অনুসন্ধানে আপনার প্রাপ্য অর্থ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই উহা প্রাপ্ত হইবেন। এখন আমি আপনাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন কি না?

ব্রজ। কেন উত্তর দিব না, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার উত্তর অবশ্যই আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

আমি। আপনি কহিয়াছেন যে, হরেকৃষ্ণনামক একব্যক্তি তাহার জীবন বীমা করে ও আপনি তাহার জীবন বীমা খরিদ করিয়া লয়েন।

ব্রজ। হাঁ, এ কথা আমি বলিয়াছি।

আমি। হরেকৃষ্ণ কে?

ব্রজ। হরেকৃষ্ণ যে কে, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। বাল্যকালে তাঁহার সহিত একত্রে ও এক স্কুলে আমি অধ্যয়ন করিতাম, তখন তিনি একটী বাসায় অপর ছাত্রগণের সহিত বাস করিতেন। স্কুল পরিত্যাগ করিবার পর তিনি যে কি কার্য্য করিতেন, তাহা আমি অবগত নহি; কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। তিনি সর্ব্বদাই নিজের গাড়ী

চড়িয়া বেড়াইতেন। তাঁহাকে দুই একবার আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, তিনি কি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার কথার উত্তরে এই মাত্র বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার স্থাবর বিষয় হইতে যে আয় হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট,—অপর কোন কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় না। আমি আরও জানিতাম যে, তাঁহার জন্মভূমি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কোন একটী পল্লিতে। গ্রামটীর নামও আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমার সে নাম মনে হয় না। আমি তাঁহার জন্মভূমিতে কখনও যাই নাই, তিনিও তাঁহার দেশে খুব কমই যাইতেন। তাঁহার থাকিবার প্রধান স্থান—এই কলিকাতা সহরই ছিল। সময় সময় স্থানে স্থানে বাড়ী ভাড়াও করিয়া তিনি বাস করিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার বাসাবাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে কখনও যাই নাই। যে সময় তিনি তাঁহার জীবন বীমা আমার নিকট বিক্রয় করেন, সেই সময় তিনি জানবাজারের একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। ঐ বাড়ীতে আমি গিয়াছিলাম ও আপনি ইচ্ছা করেন তো আপনাকে সেই বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারি।

আমি। আপনি যাহাকে উত্তমরূপে চিনেন না, তাহার জীবন বীমা আপনি খরিদ করিলেন কেন?

ব্রজ। আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, ব্যবসা কার্য্যে আমি বিশেষরূপে নিযুক্ত। যাহা কিছু আমি বিষয় সম্পত্তি করিয়াছি, তাহার সমস্তই আমার ব্যবসা হইতে; সুতরাং ব্যবসার খাতিরে আমি হরেকৃষ্ণের জীবন বীমা খরিদ করিয়াছিলাম।

আমি। হরেকৃষ্ণ যে সময় তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল, সেই সময় সে কোথায় থাকিত?

ব্রজ। শুনিয়াছি, জানবাজারের বাড়ীতেই তখন তিনি বাস করিতেন।

আমি। যে সময় সে তাহার জীবন বীমা করে, সে সময় আপনি উহা জানিতেন কি?

ব্রজ। না—আমি জানিতাম না। ঐ জীবন বীমা যখন তিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হন, তখনি আমি প্রথম জানিতে পারি যে, তাঁহার জীবন বীমা করা আছে।

আমি। আপনার নিজের জীবন বীমা করা আছে কি?

ব্রজ। আছে, কিন্তু অতি অল্প টাকায়।

আমি। কত টাকায়?

ব্রজ। পাঁচ শত টাকায়।

আমি। হরেকৃষ্ণের জীবন বীমা খরিদ করিবার পর হইতে যখন আপনাকে চাঁদার দেয় টাকা প্রদান করিতে হইতেছে, তখন আরও অধিক অর্থে নিজের জীবন বীমা করিতে অনায়াসেই পারিতেন, তাহা না করিয়া পরের জীবন বীমা খরিদ করিলেন কেন?

ব্রজ। আমি সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কারণ এখন আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন ডাক্তার আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে পারেন না। বিশেষ আমাদিগের দেশীয় লোকের যে বয়স পর্য্যন্ত জীবন বীমা হইয়া থাকে, আমার সে বয়ঃক্রম অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নিজের জীবন বীমা করিতে অসমর্থ হইয়া পরের জীবন বীমা খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমি। হরেকৃষ্ণের আর কে আছে?

ব্রজ। তাহা আমি বলিতে পারি না। জানবাজারের বাড়ীতে

আমি যতবার গিয়াছি, তাঁহাকে একাকীই দেখিয়াছি। পরিবার-বর্গের মধ্যে অপর আর কাহাকেও আমি সেই বাড়ীতে দেখি নাই, দেখিবার মধ্যে কেবল দুই একটী ভৃত্যকে ঐ বাড়ীতে দেখিতে পাইতাম।

আমি। মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনি তাহাকে ঐ বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন না?

ব্রজ। হাঁ, আমিই তাঁহাকে তীরস্থ করিয়াছিলাম।

আমি। তাহার যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা এখন কোথায়?

ব্রজ। তাহা আমি বলিতে পারি না, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

আমি। আপনি কহিলেন যে, তাহার আর কেহই ছিল না, তাহা হইলে যে সকল দ্রব্যাদি রাখিয়া হরেকৃষ্ণ ইহজীবন পরিত্যাগ করে, সে সমস্ত দ্রব্যাদি কে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও কি আপনি লইয়াছেন?

ব্রজ। না, তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যাঁহার বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, বাড়ী ভাড়ার নিমিত্ত তাঁহার কিছু অর্থ হরেকৃষ্ণের নিকট পাওনা ছিল, সেই অর্থের জন্য তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রজবন্ধুর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, আমি সে দিবসের মত তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। পরদিবস বীমা অফিসে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, হরেকৃষ্ণের জীবন বীমা করা ও পরিশেষে তাহা ব্রজবন্ধুর নিকট বিক্রয় করা সম্বন্ধে ব্রজবন্ধু আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিল, তৎসমস্তই প্রকৃত অর্থাৎ তাহার জীবন বীমা করিবার সময় অফিসের অনেকেই তাহাকে দেখিয়াছিল, অফিসের ডাক্তার তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছিল, ইহাদিগের অনেকের স্বাক্ষর ঐ বীমাপত্রে ও তাহার সংসৃষ্ট কাগজ পত্রে আছে। হরেকৃষ্ণ যে ব্রজবন্ধুর নিকট তাহার বীমা-পত্র বিক্রয় করে, তাহাও ঐ অফিসের কর্ম্মচারীগণের জ্ঞাতানুসারে হয় ও অফিসের প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারীও এই জীবন-বীমা বিক্রয়ের একজন সাক্ষী। অফিসের প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারী ও অপরাপর কর্ম্মচারিগণ শপথ করিয়া এখনও বলিতে প্রস্তুত যে, যে হরেকৃষ্ণ তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল, সেই হরেকৃষ্ণই ঐ জীবন-বীমা ব্রজবন্ধুর নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অনুসন্ধের বিষয়টী আমাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রথম যে হরেকৃষ্ণ তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল, সেই হরেকৃষ্ণ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ব্রজবন্ধুর নিকট জীবন-বীমা বিক্রয় করিয়াছিল কি না ?

অফিসে অনুসন্ধান করিয়া আমার অনুসন্ধানের প্রথম অংশ শেষ হইয়া গেল; বুঝিতে পারিলাম, ইহাতে কোনরূপ জুয়াচুরি নাই।

এখন আমি আমার অনুসন্ধানের দ্বিতীয় অংশে হস্তক্ষেপ করিলাম। উহা আর কিছুই নহে, হরেকৃষ্ণ নামে যে ব্যক্তি তাহার জীবন-বীমা করিয়া পরিশেষে ব্রজবন্ধুর নিকট ঐ জীবন-বীমা বিক্রয় করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মরিয়াছে কি না? আর যদি সে প্রকৃতই মরিয়া না থাকে—তাহা হইলে সে এখন কোথায় আছে?

আমার অনুসন্ধানের দ্বিতীয় অংশে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমেই জানবাজারের যে বাড়ীতে হরেকৃষ্ণ বাস করিত, সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ঐ বাড়ীতে তালা বন্ধ ও উহাতে লেখা আছে যে, এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, ঐ বাড়ীর সত্বাধিকারী একজন হাইকোর্টের উকিল, ঐ বাড়ীর সন্নিকটেই তাঁহার বাড়ী। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি নিজে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছুই বলিতে পারিলেন না। কহিলেন, তাঁহার সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি সমস্ত কথায় উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন। সে দিবস তাঁহার সরকারের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানিতে পারিলাম যে, হরেকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তি ছয় মাসের এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়া—ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, পরে ব্রজবন্ধু নামক এক ব্যক্তি কখন কখনও ঐ বাড়ীতে হরেকৃষ্ণের নিকট আসিত, ইহাও তিনি দেখিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, হরেকৃষ্ণ ঐ বাড়ীতে পীড়িত হন, ডাক্তার আসিয়া তাঁহার চিকিৎসা করেন ও পরিশেষে ব্রজবন্ধু তাঁহাকে ঐ বাড়ী হইতে

লইয়া যান, কিন্তু তিনি হরেকৃষ্ণের পীড়িত অবস্থায় তাহাকে দেখেন নাই, ডাক্তার আসিবার সময় বা স্থানান্তরিত করিবার সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। হরেকৃষ্ণ ঐ বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত হইবার তিন চারি দিবস পরে ব্রজবন্ধুর নিকট হইতে তিনি জানিতে পারেন যে, হরেকৃষ্ণ মরিয়া গিয়াছে। যে ঘরে হরেকৃষ্ণ বাস করিতেন, সেই ঘরে তাঁহার অতি সামান্যই জিনিস পত্র ছিল, ঐ সমস্ত জিনিস ঐ বাড়ী ভাড়ার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।

হরেকৃষ্ণের দুইজন ভৃত্য সদা সর্ব্বদা ঐ বাড়ীতে বাস করিত। হরেকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ঐ ব্যাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর উহাদিগকে আর তিনি দেখেন নাই।

সরকারের নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ঐ বাড়ী ভাড়া লইবার কালীন হরেকৃষ্ণ যে এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইলাম। দেখিলাম, উহাতে হরেকৃষ্ণের সহি আছে। তাহার জীবন-বীমা ব্রজবন্ধুর নিকট বিক্রয় করিবার কালীন তাহাতে তিনি যে সহি করিয়াছিলেন ও বীমা অফিসের অপরাপর কাগজ পত্রে তাহার যে সকল স্বাক্ষর ছিল, তাহার সহিত উহা মিলাইয়া দেখিলাম। দেখিলাম, উহা এক-জনেরই সহি সুতরাং বুঝিতে পারিলাম, যে হরেকৃষ্ণ আপন জীবন-বীমা করিয়া পরিশেষে ব্রজবন্ধুর নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, সেই হরেকৃষ্ণই জানবাজারের ঐ বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় কয়েক মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিল।

ইহার পর যে ডাক্তার জানবাজারের বাড়ীতে হরেকৃষ্ণের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ব্রজবন্ধুর একজন পরিচিত ডাক্তার, তাঁহার বাড়ীতে মধ্যে

মধ্যে তিনি চিকিৎসাও করিয়া থাকেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, ব্রজবন্ধু বাবুই তাঁহাকে ডাকিয়া জানবাজারের বাড়ীতে লইয়া যান, সেই স্থানে তিনি হরেকৃষ্ণকে দেখেন ও তাহার ঔষধের ব্যবস্থাও করিয়া দেন। তিনি তিনবার ঐ বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তিকে তিনি ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একবার ব্রজবন্ধুর বাড়ীতে দেখিয়াছেন। উহার নাম তিনি পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন না, জানবাজারের বাড়ীতেই তিনি প্রথম উহার নাম অবগত হন। হরেকৃষ্ণ তীরস্থ হইবার ঠিক পূর্ব্বে তিনি তাহাকে দেখেন নাই, উহার দুই এক দিবস পরে ব্রজবন্ধু তাঁহাকে ডাকিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যান, সেই স্থানে তিনি উপস্থিত হইয়া জানিতে পারেন যে, হরেকৃষ্ণ মরিয়া গিয়াছে, তিনি তাহার মৃতদেহ দর্শন করেন, ও পরিশেষে একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দেন।

ডাক্তার বাবুর নিকট এই সকল কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ করিয়া আরও দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ স্থানে গিয়া তাহার মৃতদেহ দর্শন করেন?

ডাক্তার। কাশীমিত্রের ঘাটে।

আমি। কাশীমিত্রের ঘাটের যে স্থানে মৃতদেহ দাহ হয়, সেই স্থানে গিয়া কি আপনি উহার মৃতদেহ দর্শন করিয়াছিলেন?

ডাক্তার। না।

আমি। তবে কোথায়?

ডাক্তার। কাশী মিত্রের ঘাটের একটু দূরে যে একটী ঘর আছে, সেই ঘরের ভিতর।

আমি। সেই স্থানে তো অনেক ঘর আছে। উহার কোন্ ঘরে ?

ডাক্তার। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে যদি তাহাকে তীরস্থ করা হয়, ও পরিশেষে দেখা যায় যে, তাহার মরিতে দুই এক দিবস বিলম্ব আছে. তাহা হইলে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই তাহাকে আর বাড়ীতে ফিরিয়া আনেন না। ঐ সকল ব্যক্তিগণের সেই স্থানে রাখিবার নিমিত্ত একটী ঘর আছে, আমি সেই ঘরের মধ্যেই হরেকৃষ্ণের মৃতদেহ দর্শন করিয়াছিলাম।

আমি। আপনি কোন্ সময় ঐ মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন ? রাত্রিকালে না দিনে ?

ডাক্তার। দিনে নহে, রাত্রিকালে।

আমি। তখন রাত্রি আন্দাজ কত হইবে ?

ডাক্তার। বোধ হয় ৯টার কম হইবে না।

আমি। আমি ঐ ঘরটী ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, উহা একটী অন্ধকারময় ঘর, না ?

ডাক্তার। সেইরূপ বলিয়াই বোধ হয়, আমি রাত্রিকালে সেই স্থানে গিয়াছিলাম।

আমি। আপনি যখন সেই স্থানে গমন করেন, সেই সময় ঐ মৃতদেহ কিরূপ অবস্থায় দেখিতে পান ?

ডাক্তার। উহা একখানি চারি পায়ার উপর রক্ষিত ও একখানি বস্ত্র দ্বারা আবৃত ছিল।

আমি। ঘরে কোন আলো ছিল কি ?

ডাক্তার। একটী মেটে প্রদীপ টিপি টিপি করিয়া জ্বলিতেছিল।

আমি। ঐরূপ অবস্থায় ও ঐরূপ আলোক সাহায্যে আপনি ঐ মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন?

ডাক্তার। হাঁ।

আমি। তাহা হইলে আপনি ঠিক বলিতে পারেন কি যে, ইতিপূর্ব্বে আপনি যে হরেকৃষ্ণের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, ঐ মৃতদেহ সেই হরেকৃষ্ণের?

ডাক্তার। তাহা ভিন্ন আর কাহার মৃতদেহ হইবে?

আমি। আপনি মনে করিয়া বলুন দেখি, কাহা কর্ত্তৃক ও কিরূপ ভাবে আপনাকে ঐ মৃতদেহ দেখান হয়?

ডাক্তার। ব্রজবন্ধু বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন ও তিনিই তাহার বস্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া আমাকে কহেন, দেখুন মহাশয়! এই হরেকৃষ্ণের মৃতদেহ।

আমি। আলোটী যে স্থানে জ্বলিতেছিল, সেই স্থান হইতে আনিয়া আপনি বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন কি?

ডাক্তার। না, কারণ আমার সন্দেহের কোন কারণ সেই সময় উপস্থিত হয় নাই। বিশেষ ব্রজবন্ধু বাবুর কথায় আমার কোনরূপ অবিশ্বাস করিবার কারণ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি হরেকৃষ্ণ বা ব্রজবন্ধুকে পূর্ব্বে হইতে জানিতেন না, হরেকৃষ্ণকে তীরস্থ করা হইলে পর, ব্রজবন্ধু তাঁহাকে গঙ্গাতীরে ডাকিয়া আনেন ও তাঁহারই অনুরোধক্রমে তিনি হরেকৃষ্ণকে তিন চারিবার দেখিয়া যান। যে ব্যক্তিকে তীরস্থ করা হইয়াছে, তাহার কোনরূপ বাঁচিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, কেবল ব্রজবন্ধুর অনুরোধক্রমে এবং ব্যবসার খাতিরে তিনি হরেকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় ও পরিশেষে তাহার মৃত অবস্থায় তাহাকে দর্শন করেন এবং মৃত্যুর পর ব্রজবন্ধুর অনুরোধে একখানা সার্টি-ফিকেট এই মর্ম্মে প্রদান করেন যে, তিনি হরেকৃষ্ণকে জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর দেখিয়াছেন এবং তিনি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত যে, যে হরেকৃষ্ণকে গঙ্গাতীরে তিনি জীবিত অবস্থায় দেখিয়া-ছেন, সেই হরেকৃষ্ণের মৃতদেহও তিনি তথায় দর্শন করিয়াছেন।

আমি এ সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান করিলাম, তাহাতে আরো বুঝিতে পারিলাম, যে হরেকৃষ্ণ তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল, সেই হরেকৃষ্ণই তাহার জীবন বীমা ব্রজবন্ধুর নিকট বিক্রয় করে, সেই হরেকৃষ্ণই জানবাজারের বাড়ীতে বাস করিত ও তিনিই সেই স্থানে পীড়িত হন। আরও বুঝিতে পারিলাম যে, হরেকৃষ্ণনামক যে ব্যক্তিকে তীরস্থ করা হইয়াছিল, সে মরিয়া গিয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে যে, জানবাজারের সেই হরেকৃষ্ণ ও গঙ্গা-তীরের হরেকৃষ্ণ এক ব্যক্তি কি ভিন্ন ব্যক্তি। এই বিষয়টুকু যে পর্য্যন্ত ঠিক জানিতে পারা না যাইবে, সেই পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান শেষ হইবে না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রজবন্ধু সহরতলির একজন ব্যবসায়ী ও জমিদার। আরও বলিয়াছি যে, যে স্থানে তাঁহার বাসস্থান, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে আর একজন ব্যবসায়ী ও জমিদার বাস করিতেন। তিনি ব্রজবন্ধুর একজন বিষম শত্রু। সেই জমিদারের সহিত আমি একবার দেখা করিতে বাসনা করিলাম। তাঁহার সহিত আমার দেখা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই কার্য্যে যদি ব্রজবন্ধুর কোনরূপ জুয়াচুরি থাকে ও সেই জুয়াচুরির কথা যদি এই জমিদার শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিবেন। আর যদি তিনি ইহার বিষয় কিছুমাত্র অবগত না থাকেন, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিতে ক্রুটী করিবেন না; কারণ এই সুযোগে তিনি তাঁহার চিরশত্রুর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিবেন।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, আমি সেই জমিদার মহাশয়ের সহিত সাহত সাক্ষাৎ করিলাম ও তাঁহাকে আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "আমি এ সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত কোন কথা শুনি নাই, কিন্তু ব্রজবন্ধুর অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আজকাল সে যেন কোন একটী গুরুতর বিষয় লইয়া ব্যস্ত আছে।"

আমি। আপনি উহার এমন কি অবস্থা দেখিয়াছেন যে, অনুমান করিতেছেন, উনি কোনরূপ গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত ?

জমিদার। সে কথা আমি আপনাকে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। যে স্থানে, যাহাদিগের সঙ্গে তিনি সদাসর্ব্বদা উপবেশন ও গল্প-গুজব করিতেন, সেই স্থানেও এখন প্রায়ই তাঁহাকে উপবেশন ও গল্প-গুজব করিতে দেখিতে পাই না। যে সকল লোক সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিত, এখন আর তাহাদিগকেও দেখিতে পাই না। ব্যবসা ও জমিদারিকার্য্য তিনি যেরূপ মনোযোগের সহিত করিতেন, এখন তাহারও শৈথিল্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আপনি দুই এক দিবস অপেক্ষা করুন, ইহার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমি আপনাকে বলিব। আরও এক কথা, এই মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ-পত্র আপনার নিকট আছে কি ?

আমি। আছে। কাগজ পত্র আপনি কি করিবেন ?

জমিদার। ঐ কাগজ-পত্রগুলি আপনি বেশ ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছেন কি ?

আমি। হাঁ, দেখিয়াছি।

জমিদার। যে হরেকৃষ্ণ জীবন বীমা করিয়াছিল, তাহার শরীরে কোনরূপ চিহ্নাদি ছিল কি ?

আমি। জীবন বীমা করিবার সময় যে ডাক্তার তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি উহার আকৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথাও লিখিয়া রাখিয়াছেন।

জমিদার। ডাক্তার যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আপনি পড়ুন দেখি ?

জমিদারের কথা শুনিয়া আমি কাগজ-পত্রগুলি বাহির করিলাম, ও হরেকৃষ্ণের আকৃতি সম্বন্ধে ডাক্তার যেটুকু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,

তাহা পাঠ করিলাম। উহাতে লেখা ছিল,—বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর, আকৃতি খর্ব্ব, বাম চক্ষুটি দক্ষিণ চক্ষু অপেক্ষা অতি সামান্য ছোট বলিয়া অনুমান হয়।

আমার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় আমাকে কহিলেন, "আপনি এখন নিজ স্থানে প্রস্থান করুন; আমার বোধ হইতেছে, আপনার কার্য্য সফল হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। কল্য প্রত্যূষেই আমি আপনার বাসায় গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও আমি যাহা জানিতে পারিব, তৎসমস্তই আপনাকে বলিয়া আসিব। ইহার মধ্যে আরও একটু কাজ করিয়া রাখিবেন। যে যে ব্যক্তি হরেকৃষ্ণকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছে, বীমা অফিসের লোকই হউন, ডাক্তারই হউন বা অপর কোন ব্যক্তিই হউন, তাহাদিগের নিকট হইতে উহার আকৃতি কিরূপ, তাহার বর্ণন যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন।"

জমিদারের কথা শুনিয়া আমি সেই স্থানে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিলাম না। সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া তিনি যে বিষয়টী আমাকে সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া, আমি আমার বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

জমিদার মহাশয় আমাকে যেটুকু আভাস প্রদান করিলেন, তাহাতে একবার আমার মনে হইল, ব্রজবন্ধুর এই কার্য্যে জুয়াচুরি আছে ও যাহা দ্বারা এই জুয়াচুরি হইয়াছে, তাহা জমিদার মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন। আবার ভাবিলাম, এ বিষয়ে ব্রজবন্ধু হয় তো সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী। জমিদার মহাশয় হয় তো, এই সুযোগে তাঁহার জমিদারি বুদ্ধি খাটাইয়া আমাদিগের সাহায্যে তাঁহার চির শত্রুকে ভয়ানকরূপে বিপদগ্রস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন

বলিয়াই আমাকে ঐরূপ কহিলেন। এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি বিনা নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জমিদার মহাশয় যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার অধীনস্থ অপর আর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত বসাইলাম।

জমিদার মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আপনি জানিয়াছেন কি?"

আমি। হাঁ, সমস্তই ঠিক করিয়া জানিয়া রাখিয়াছি।

জমিদার। উহার আকৃতির বিবরণ ডাক্তার যেরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন, অপরেও কি সেইরূপ বলে?

আমি। হাঁ, সকলেই ঐরূপ বলিয়াছে। কেবল যে ডাক্তার গঙ্গাতীরে মাত্র দেখিয়াছিলেন, তিনি ঠিক করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই, তবে ইহা তিনি নিশ্চয়ই বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তিকে তিনি গঙ্গাতীরে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই যে মরিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

জমি। তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। গঙ্গাতীরে তিনি যাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি যে মরিয়াছে, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

আমি। তাহা হইলে আপনি কি বিবেচনা করেন যে, যে ব্যক্তি মরিয়াছে—সেই ব্যক্তি, এবং যে ব্যক্তি তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল সেই ব্যক্তি—এক নহে?

জমি। এক নহে—ভিন্ন ব্যক্তি।

আমি। আপনি কিরূপে জানিলেন, উহারা ভিন্ন ব্যক্তি?

জমি। আমার বোধ হইতেছে যে, যে ব্যক্তি তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে—মরে নাই।

আমি। তাহা হইলে কি আপনি জানিতে পারিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল, সে ব্যক্তি কে?

জমি। আমি যাহা অনুমান করিতেছি, বোধ হয় আমার সেই অনুমান সত্য হইবে।

আমি। আপনি কি অনুমান করিয়াছেন?

জমি। আমার বোধ হয়, যে ব্যক্তি তাহার জীবন বীমা করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি ব্রজবন্ধু বাবুর একজন কর্ম্মচারী।

আমি। আপনি উহা কিরূপে জানিলেন?

জমি। যে সময় হরেকৃষ্ণ তাহার জীবন বীমা করে, সেই সময় ব্রজবন্ধুর এক কর্ম্মচারীকে আমি প্রায়ই ব্রজবন্ধুর বাড়ীতে দেখিতাম। কিন্তু এখন আর তাহাকে দেখিতে পাই না। হরেকৃষ্ণের অবয়বের বিবরণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার অবয়বও ঠিক সেইরূপ। সেও খর্ব্বাকৃতি, তাহার বাম চক্ষুটী দক্ষিণ চক্ষু অপেক্ষা কিছু ছোট এবং তাহারও বয়ঃক্রম প্রায় ৪০ বৎসর হইবে।

আমি। তিনি কি ব্রজবন্ধুর বাড়ীতেই কার্য্য করিতেন?

জমি। না। তিনি ব্রজবন্ধুর কর্ম্মচারী সত্য, কিন্তু তিনি এই স্থানে থাকেন না, মফস্বলের কোন জমিদারিতে তিনি কর্ম্ম করিয়া

থাকেন। বৎসরের মধ্যে দুই একবার জমিদারের বাড়ীতে আসেন, কিন্তু দুই এক দিবস থাকিয়াই চলিয়া যান। এবার কিন্তু তিনি আসিয়া অনেক দিন ছিলেন।

আমি। তাঁহার নাম কি?

জমি। তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম।

আমি। তিনি কোন্ দেশীয় লোক?

জমি। তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিয়াছি, তাঁহার পুত্রাদি নাই, কেবল একটী জামাই আছে, সেও ব্রজবন্ধুর কোন জমিদারিতে কার্য্য করিয়া থাকে।

আমি। তাঁহাকে আপনি কতদিন দেখেন নাই।

জমি। অনেক দিবস পরে তাঁহাকে এবার ব্রজবন্ধুর বাড়ীতে দেখিয়াছি।

আমি। সে কত দিবসের কথা?

জমি। বোধ হয় ১৫।১৬ দিবসের অধিক হইবে না।

জমিদার মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, যদি জমিদার মহাশয়ের কথাগুলি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রজবন্ধু কৃষ্ণরামের সাহায্যে যে ভয়ানক জুয়াচুরি করিয়াছে, সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখন এ বিষয় একটু বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইতেছে। যদি অনুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণরামকে বাহির করিতে পারি, ও সেই কৃষ্ণরামকে অফিসের সমস্ত ব্যক্তি ও ডাক্তারদ্বয় যদি হরেকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারে, তাহা হইলেই জানিতে পারিব যে, ইহা একটী ভয়ানক জুয়াচুরি কাণ্ড। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া জমিদার মহাশয়কে কহিলাম, "ব্রজবন্ধুর কোন্ জমিদারিতে কৃষ্ণরাম কর্ম্ম করে ও তাহার

জামতাই বা কোথায় থাকে, তাহার ঠিকানা আপনি কিছু বলিতে পারেন কি ?"

আমি। এখন বলিতে পারি না, কিন্তু উহার সবিশেষ সন্ধান লইয়া দুই এক দিবসের মধ্যে তাহার সংবাদ আপনাকে প্রদান করিব।

এই বলিয়া জমিদার মহাশয় সে দিবস আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দুই দিবস গত হইয়া গেল, জমিদার মহাশয় আমার নিকট না আসায় আমি পুনরায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া কহিলেন যে, এখনও পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদিগের ঠিক ঠিকানা জানিতে পারেন নাই, কিন্তু আশা করেন, আর দুই এক দিবসের মধ্যে তিনি সমস্তই জানিতে পারি-বেন ; তখন তিনি আপনাকে সংবাদ প্রদান করিবেন।

জমিদার মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি সে দিবস সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম সত্য, কিন্তু অপর অপর স্থান হইতে ঐ সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেও ভুলিলাম না। কিন্তু কৃষ্ণরাম যে এখন কোথায় আছে, তাহার কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র জানিতে পারিলাম যে, কৃষ্ণরাম নামক এক ব্যক্তি ব্রজবন্ধুর নিকট চাকরি করিয়া থাকে, ও জমিদার মহাশয় তাহার অবয়বের যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তিনি দেখিতে ঠিক সেইরূপ।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে জমিদার মহাশয় জানিতে পারিলেন যে, ব্রজবন্ধুর কোন্ জমিদারীতে কৃষ্ণরাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ও তাঁহার জামতাই বা কোথায় কর্ম্ম করেন।

ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত সুন্দর বনের মধ্যে ব্রজবন্ধুর কয়েকটী আবাদ ছিল। উহারই একটী আবাদে কৃষ্ণরাম থাকিতেন। জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইবামাত্র, কৃষ্ণরামকে চিনে এইরূপ একটী লোক, ঐ জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া, ও হরেকৃষ্ণকে দেখিলে চিনিতে পারে, এরূপ একটী লোক বীমা অফিস হইতে লইয়া, আমি সেই আবাদে গমন করিলাম, কিন্তু সহজে সেই আবাদের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। উহার সন্ধান করিতেও দুই এক দিবস অতীত হইয়া গেল। ঐ আবাদের সন্ধান পাইলে আমরা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, ও জানিতে পারিলাম, কৃষ্ণরাম এই আবাদের প্রধান কর্ম্মচারী, ও সেই স্থানেই তিনি বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ ১০।১৫ দিবস হইল তিনি তাঁহার মনিবের বাড়ীতে গিয়াছেন, আজও পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করেন নাই। তাঁহার বাসা ঘরখানি খালি পড়িয়া রহিয়াছে।

এই স্থান হইতে ঐ আবাদে গমন করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম তাহার মনিবের বাড়ীতে আসিয়াছে কি না, তাহার সন্ধান করিয়াছিলাম ও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি এখানে আসেন নাই। আবাদে গিয়া যাহা জানিতে পারিলাম, তাহাতে মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল; কারণ কৃষ্ণরামই যদি হরেকৃষ্ণ হন, তাহা হইলে তো ১৫ দিবস পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে যে, হরেকৃষ্ণ মরিয়াছে, সে তো এই হরেকৃষ্ণ বা কৃষ্ণরাম নহে। আরও মনে হইল, বোধ হয় কৃষ্ণরাম জানিতে পারিয়াছে যে, আমরা তাহার কার্য্য কলাপ জানিতে পারিয়াছি, তাই তিনি ঐস্থানে থাকিলে পাছে ধৃত হন, এই ভয়ে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া

চলিয়া গিয়াছেন। ঐ স্থানে ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে আমরা কৃষ্ণরামের বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহাকে কোথাও পাইলাম না।

তাহার জামাতা যে আবাদে কার্য্য করিত, পরিশেষে আমরা সেই স্থানে গমন করিলাম। ঐ স্থান পূর্ব্ব বর্ণিত আবাদ হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ ব্যবধান। ঐ স্থানে গিয়া তাহার জামাতাকেও পাইলাম না; তিনিও ঐ সময় হইতে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোথায় যে গিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। সুতরাং তথা হইতে আমরা ক্ষুণ্নমনে প্রত্যাগমন করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঐ স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেই জমিদার মহাশয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া কহিলেন, আপনি যে বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন, সে সম্বন্ধে আপনাকে আর কোনরূপ চিন্তা করিতে হইবেক না। ব্রজবন্ধু কৃষ্ণরামের সাহায্যে যে এই ভয়ানক জুয়াচুরি করিয়াছে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর আপনারা যে কৃষ্ণরামকে হরেকৃষ্ণ স্থির করিয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ব্রজবন্ধু জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণরামকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম একাকী কোন

স্থানে থাকিলে তাহার বিশেষরূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এই ভাবিয়া তাহার জামাতাকে তাহার সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। আপনি যে স্থানে কৃষ্ণরামকে পাইবেন, সেইস্থানেই তাহার জামাতাকেও পাওয়া যাইবে। আপনি সুন্দরবন হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কৃষ্ণরাম তাহার বাসা পরিত্যাগ করিয়া, ও তাহার জামাতাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু কোথায় যে গিয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা এক স্থানে থাকিবে না, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। আরও জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা প্রথমত কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইবে না, দূরবর্ত্তী কোন তীর্থ স্থানে কিছু দিবস গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিয়া, পরে অন্য স্থানে গমন করিবে। তিনি আরও বলিলেন, তাহাদের পশ্চিমে গমন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমার একজন পরিচিত লোকের সহিত কৃষ্ণরামের সাক্ষাৎ হয়। তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে সুন্দরবনে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন করিবার সময় এক রাত্রি তাহাকে কৃষ্ণরামের বাসায় অতিবাহিত করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে ইনি অনেক তীর্থ স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথায় কথায় কৃষ্ণরাম তাহাকে পুষ্কর তীর্থ, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ ও নৈমিষারণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আরও কথায় কথায়, তাহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছেন যে, ঐ সকল স্থানে গমন করিলে কিরূপে ও কোথায় থাকিবার সুযোগ হয়। এরূপ অবস্থায় আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, উপরি উক্ত তীর্থের কোন না কোন স্থানে তিনি গমন করিয়া সেই স্থানে লুক্কায়িত আছেন।

জমিদার মহাশয়ের নিকট এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সরকারি খরচে ঐ সকল তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে কি না, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, যদি ঐ সকল স্থানে কৃষ্ণরামের অনুসন্ধান করিতে আমি গমন করি, আপনি সরকারি খরচে আমার সহিত ঐ সকল স্থানে গমন করিতে প্রস্তুত আছেন কি? তাহা হইলে এক কার্য্যে দুই কার্য্য অনায়াসেই শেষ হইবে।

আমার কথার উত্তরে জমিদার মহাশয় কহিলেন, অন্য সময় হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার সহিত গমন করিতাম, কিন্তু এ সময় আমার এই স্থান পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। এই সময় আমি যদি এই স্থান হইতে অনুপস্থিত হই, জমিদারী ও ব্যবসা উভয় কার্য্যের আমার বিশেষরূপ ক্ষতি হইবে। আপনি নিজে গিয়া ঐ সকল স্থানে অনুসন্ধান করুন, আর আমি এই স্থানে থাকিয়া যতদূর সম্ভব উহাদিগের সংবাদ সংগ্রহ করিতে থাকি?

জমিদার মহাশয়ের সহিত এই সম্বন্ধে কথা কহিয়া আমার মনে বিশ্বাস হইল যে, তিনি কোনরূপ কপটতা করিয়া আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিতেছেন না। তিনি যাহা কিছু জানিতে পারিতেছেন, ব্রজবন্ধুকে জব্দ করিবার নিমিত্তই তাহাই আমাকে প্রদান করিতেছেন। কারণ তিনি বেশ অবগত আছেন যে, কৃষ্ণরাম ওরফে হরেকৃষ্ণকে ধরিতে না পারিলে, ব্রজবন্ধুকে বিশেষ-রূপে বিপদাপন্ন করা যাইতে পারে না। এই ভাবিয়াই তিনি কৃষ্ণরামের অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রাণপণে এতদূর চেষ্টা করিতে-ছেন। আমাদিগেরও এখন এই বিশ্বাস যে, তাঁহার চেষ্টাতেই আমরা আমাদিগের কার্য্য শেষ করিতে সমর্থ হইব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণরামের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমি পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিতে মনস্থ করিলাম। আমার সঙ্গে একটী বিশ্বাসী কনষ্টেবল, কৃষ্ণরাম বা হরেকৃষ্ণ ও তাহার জামতাকে দেখিলে চিনিতে পারে এইরূপ একটী লোকও সঙ্গে লইয়া সেই দিবস রাত্রির ট্রেনেই পশ্চিম যাত্রা করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমরা প্রথমতঃ বৈদ্যনাথে গমন করিলাম। সেই স্থানে দুই তিন দিবস এক পাণ্ডার বাটীতে যাত্রীভাবে অবস্থান করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণরাম ও তাহার জামাতার সন্ধান পাইলাম না। অগত্যা সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

বৈদ্যনাথ হইতে কাশীধামে যাত্রা করিলাম। কাশীধাম বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট যেরূপ পরিচিত, তাহাতে ঐ স্থানের বিস্তৃত বিবরণ এই স্থানে বর্ণনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি ঐ স্থানের জনৈক পাণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীটোলা প্রভৃতি যে যে স্থানে বাঙ্গালীগণ বাস করিয়া থাকে, সেই সেই স্থান উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম। দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, কেদারেশ্বর প্রভৃতি যে সকল ঘাটে সকলকেই স্নান করিবার জন্য আসিতে হয়, যে সকল স্থানে সন্ন্যাসী সাধুগণ অবস্থান করিয়া থাকেন, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব প্রভৃতি যে সকল দেবতা

স্থানে হিন্দুমাত্রেই গমন করিয়া থাকেন, সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তাহাদের সন্ধান পাইলাম না। ক্রমাগত চারি পাঁচ দিবস অনুসন্ধানের পর বুঝিতে পারিলাম, তাহারা ঐ স্থানে আসে নাই; সুতরাং ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলাম।

শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি পুণ্যময় অযোধ্যাধামে উপস্থিত হইয়া, যে যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি-কলাপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে যে স্থানে তীর্থযাত্রী-হিন্দুগণ গমন না করিয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন না,—যে যে স্থানে অপরদেশবাসীগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই সকল স্থান তত্রত্য পাণ্ডাগণের সাহায্যে তিন দিবস কাল উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাদের সন্ধান পাইলাম না। অগত্যা সেই স্থান হইতে প্রয়াগতীর্থে গমন করিলাম।

প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া, যেখানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল সেই স্থানে ও তাহার কিয়ৎ দূরবর্ত্তী এলাহাবাদ সহরের যে যে স্থানে বাঙ্গালীগণের বাস করিবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তাহাদের সন্ধান পাইলাম না।

প্রয়াগ হইতে পুষ্কর তীর্থে গমন করিতে মনস্থ করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। ঐ স্থানে গমন করিতে হইলে আগরা হইয়া যাইতে হয়। ঐ আগরায় মুসলমান রাজত্বের চিহ্ন প্রস্তর-নির্ম্মিত কেল্লা, জুম্মা মসজিদ ও দুগ্ধ-ফেণনিব শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত তাজমহল এখনও বর্ত্তমান। ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া ক্রমে আজমির সহরে উপনীত হইলাম। আজমির হইতে পুষ্কর পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান মাত্র—পাহাড়ের উপর দিয়া গমন করিতে

হয়। ঐ স্থানে গমন করিবার পথ পূর্ব্বে যেরূপ দুষ্কর ছিল, এখন সেরূপ নাই। ইংরাজ রাজের অনুকম্পায় ঐ পাহাড়ের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া—নামিয়া উঠিয়া এক রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়া একা টাঙ্গা ও ঘোড়ার গাড়ী গমনাগমনের বেশ সুবিধাও হইয়াছে। আজমিরের যে স্থানে একা ও ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি পুষ্করে যাইবার নিমিত্ত পাওয়া যায়, সেই স্থানে গমন করিয়া একটু অনুসন্ধান করিলাম ও একজন একা-চালকের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, কৃষ্ণরামের আকৃতির ন্যায় একটী লোক অপর আর একজনের সহিত তাহার একায় উঠিয়া কিছু দিবস হইল পুষ্করে গমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে আর সে দেখে নাই। যে স্থানে তাহারা তাহার একা হইতে অবতরণ করে, সে তাহাও দেখাইয়া দিতে পারে।

ঐ একা-চালকের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া, তাহারই একা ভাড়া করিয়া উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক আমরা পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে ঐ একা-চালক পূর্ব্বকথিত লোকদিগকে নামাইয়া দিয়াছিল, আমাদিগকেও সেই স্থানে নামাইয়া দিল। একা হইতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, তীর্থ স্থানের নিয়মানুযায়ী অনেক পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল ও সকলেই আমাদিগের পরিচয় লইতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাদিগকে কহিলাম, কিছু দিবস পূর্ব্বে আমার পরিচিত দুই ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন এই স্থানে আছেন, কি এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া যে পাণ্ডার বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, আমরাও সেই পাণ্ডার বাড়ীতে অবস্থিতি করিব। এই

বলিয়া, কৃষ্ণরাম ও তাহার জামাতার যেরূপ আকৃতি তাহা তাহাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম, কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তি ঐ স্থানে আসিয়া যে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদিগের মধ্যে কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারিল না।

যখন দেখিলাম, ঐ সকল পাণ্ডাগণের নিকট হইতে তাহাদিগের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন আমার পূর্ব্ব পরিচিত এক পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, সরকারী কার্য্য উপলক্ষে ঐ স্থানে আমি ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একবার আসিয়াছিলাম ও ঐ পাণ্ডার বাটীতেই অবস্থিতি করিয়াছিলাম। যে বাড়ীতে আমাদিগের বাসা ঠিক হইল, তাহা পুষ্কর কুণ্ডের পার্শ্বেই অবস্থিত।

যে গ্রামখানি পুষ্কর গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত, তাহার মধ্যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী অথবা ক্ষুদ্র সরোবর আছে। উহাকেই পুষ্করকুণ্ড কহিয়া থাকে। কথিত আছে, ব্রহ্মার যজ্ঞকালীন এই কুণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ও এই স্থানে বসিয়াই ব্রহ্মা তাঁহার মহা যজ্ঞ সমাপন করেন—এখন ইহাই একটী হিন্দুদিগের মহৎ তীর্থরূপে পরিগণিত। এই কুণ্ডে অবগাহন করিয়া স্নান তর্পণাদি করাই হিন্দুদিগের প্রধান কার্য্য। কিন্তু আজকাল ঐ কুণ্ডের মধ্যে যেরূপ শত সহস্র কুম্ভিরের বাসস্থান হইয়াছে, তাহাতে নির্ভিক চিত্তে ঐ কুণ্ডে অবগাহন করা বড়ই দুঃসাধ্য। যাহা হউক, ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমার পুরাতন পাণ্ডার সাহায্যে কৃষ্ণরাম ও তাহার জামাতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দুই তিন দিবস অনুসন্ধান করিবার পর জানিতে পারিলাম, তাহারা ঐ স্থানে একটী পাণ্ডার গৃহে কয়েক দিবস বাস করিয়াছিল, ও সেই

পাণ্ডার নিকট হইতে মথুরা, বৃন্দাবন, ও নৈমিষারণ্যের অবস্থা জানিয়া লয়, কিন্তু তাহারা যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না; এমন কি, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় তাহারা পাণ্ডাকেও কোন কথা বলিয়া যায় নাই। হঠাৎ এক রাত্রে সেই স্থান হইতে নিরুদ্দেশ হয়। অনুসন্ধান করিয়া ইহাও জানিতে পারা যায় না যে, তাহারা পুষ্কর হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় আজমীরের দিকে গমন করিয়াছে কি না? কারণ, যে সকল ব্যক্তি তীর্থ বা অপর কোন উপলক্ষে দূরদেশ হইতে পুষ্করে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আজমীর হইয়া যাইতে হয় ও পুনরায় সেই রাস্তা দিয়া প্রত্যাগমন করিতে হয়। কারণ ঐ রাস্তা ভিন্ন সুবিধাজনক আর রাস্তা নাই। পুষ্কর হইতে তাহাদিগের প্রস্থানের কোনও সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া, উহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদয় অর্থাৎ যে যে স্থানে সন্ন্যাসী প্রভৃতি মহাত্মাগণ অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সকল স্থানে একবার উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম; কোনও ফল হইল না।

নিকটেই সাবিত্রী পাহাড়। ঐ পাহাড়ের উপর মন্দির মধ্যে সাবিত্রী দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ পর্ব্বতারোহণ করিয়া সেই স্থানে উহাদিগের অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোনরূপ সন্ধান পাইলাম না।

ঐ সাবিত্রী পর্ব্বতের সন্নিকটে গৌতম আশ্রম ও তাহার নিকট-বর্ত্তী গঙ্গাকুণ্ড, নাগকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি স্থান সকলে তাহাদিগের অনুসন্ধান করিলাম, সমস্তই বৃথা হইল। ঐ সমস্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া জমদগ্নি আশ্রম, বামদেব আশ্রম, অগস্ত্য আশ্রম, দধিচি আশ্রম, লোমশ আশ্রম, প্রভৃতি স্থান সকল দেখিলাম।

ঐ সকল পুরাতন আশ্রম গিরিগুহার মধ্যে স্থাপিত। ঐ সকল স্থান দেখিলে বোধ হয়, অতি অল্প দিবস পূর্ব্বে ঐ সকল গুহা মহাত্মাদিগের আশ্রমরূপে পরিগণিত ছিল।

সাবিত্রী পাহাড়ের কিয়দ্দূর দক্ষিণে অজগধেশ্বর মহাদেবের মন্দির। উত্তরে বৈজনাথ মহাদেব। পশ্চিমে নন্দকেশর্ মহাদেব। এই সকল স্থানও উত্তমরূপে দেখিলাম, নিকটবর্ত্তী নন্দিগ্রাম গকুল প্রভৃতি স্থানেও অনুসন্ধান করিলাম। পাপমোচিনি পাহাড়ের উপর উঠিয়াও তাহাদিগের অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাদিগের কোনরূপ সন্ধান পাইলাম না।

পুষ্কর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী বাদ্শা আরঙ্গজেবের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নিকটবর্ত্তী স্থান সকল, গোয়ালিয়র রাজের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মা মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থান সকল, বরাহমূর্ত্তি মন্দির ও বদরিনারায়ণ মন্দির প্রভৃতি অপরাপর দেবালয় সকলের সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকলও তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন স্থানে তাহাদিগের সন্ধান না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ঐ স্থানে আর অধিক কাল বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলাম ও ক্রমে মথুরা ও বৃন্দাবনে গমন করিলাম। ঐ সকল স্থানে আমরা সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলাম সত্য, কিন্তু কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম না। ইহার পর গমন করিলাম নৈমিষারণ্যে। শাণ্ডিলা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া, শকটজানে দুর্গম রাস্তা অতিবাহিত করিয়া, সেইস্থানে গমন করিতে হয়। এইস্থানে চক্রপাণী তীর্থ স্থাপিত আছে। কথিত আছে, জগতের সমস্ত ঋষির একত্র সমাগম হইয়া যে সমস্ত এব

মহা সভা হইয়াছিল, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের পানীয় জলের সংস্থানের নিমিত্ত পৃথিবী ভেদ করিয়া এই চক্রপাণী জলাশয় প্রস্তুত করিয়া দেন; ঐ স্থান হইতে এখনও প্রস্রবণের ন্যায় শীতল জল বহির্গত হইয়া, অনবরত প্রবাহিত হইতেছে ও উহা হইতে একটী নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ স্থানের পাণ্ডাগণের নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, কৃষ্ণরাম ও তাহার জামাতার আকৃতি অনুযায়ী দুই ব্যক্তি সেইস্থানে আসিয়া পাঁচ, সাত দিবস অতিবাহিত করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। ঐ স্থান হইতে যে তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত না হইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলাম ও পথিমধ্যে নানাস্থানে উহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমি কলিকাতায় আসিয়া জমিদার মহাশয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলাম। কৃষ্ণরামকে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত হই নাই শুনিয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, ও কহিলেন, তিনিও উহাদিগের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়াও উহারা যে এখন কোথায়

আছে, তাহার ঠিক সংবাদ জানিতে পারেন নাই; তবে উহারা যে পশ্চিমের কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি আরও কহিলেন, উহারা যেখানেই থাকুক, দুই দিনে হউক, দশ দিনে হউক, তাহার সন্ধান তিনি পাইবেনই ও যখন যেরূপ সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হইবেন, তখনই সেই সংবাদ তিনি আমাকে প্রদান করিবেন। এই বলিয়া জমিদার মহাশয় সেই দিবস আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চারি পাঁচ দিবস মধ্যেই তিনি পুনরায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ও কহিলেন, কৃষ্ণরাম যে এখন কোথায় আছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার জামাতা যাহাকে তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি গত কল্য একাকী ফিরিয়া আসিয়াছেন। অপর লোক দ্বারা তিনি তাহার নিকট হইতে কৃষ্ণরামের সংবাদ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহার জামাতা এখন যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা তিনি অবগত আছেন।

জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমার মনে অনেক আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, তাহার জামাতাকে এখন কোনরূপে হস্তগত করিতে পারিলেই আমা-দিগের কার্য্য অনায়াসেই সিদ্ধ হইবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, আমি তখনই সেই জমিদার মহাশয়ের সঙ্গে তাহার উদ্দেশে গমন করিলাম। ব্রজবন্ধুর বাড়ীর নিকটেই কৃষ্ণরামের জামাতা অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইস্থানে গমন করিয়া তাহাকে

প্রাপ্ত হইলাম; ও তাহাকে কৃষ্ণরামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে প্রথমত, কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে সমস্ত কথাই অস্বীকার করিল, পরে কহিল, তাহার শ্বশুর যে কোথায় আছেন, তাহা তিনি অবগত নহেন। অনেক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। যে স্থানে তিনি কর্ম্ম করেন, সম্ভবতঃ সেই স্থানেই তিনি আছেন। কারণ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার মনিবের বাড়ী ভিন্ন অপর কোনও স্থানে প্রায়ই তিনি গমন করেন না।

জামাতার কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, তিনি আগাগোড়া সমস্তই মিথ্যা কথা কহিতেছেন। সুতরাং ঐ স্থানে তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, তাহাকে আমার সঙ্গে থানায় আসিতে কহিলাম। বলা বাহুল্য, প্রথমতঃ তিনি আমার সহিত আসিতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যদি সহজে তিনি আমার সহিত আগমন না করেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধৃত করিয়া অনায়াসেই লইয়া যাইব, তখন তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, আমার সহিত থানায় আগমন করিলেন।

থানায় আসিয়া আমি তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি আমার কোন কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন না। পরিশেষে পুষ্কর ও নৈমিষারণ্যের যে যে স্থানে তাহারা অবস্থান করিয়াছিলেন, কহিলাম। আরও কহিলাম, ইহাতেও যদি তিনি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় সেই সেই স্থানে লইয়া যাইব। এই

কথা শুনিয়াও তিনি স্পষ্ট কোন কথা কহিলেন না, কখন একেবারে অস্বীকার করিলেন, কখন বা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত দিবসের মধ্যে তাহার নিকট হইতে স্পষ্ট কোন কথা প্রাপ্ত হইলাম না।

যে সময় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল যে, কৃষ্ণরাম এই জুয়াচুরির প্রধান অভিনেতা ও তিনি পলায়ন করিয়া কোন স্থানে লুকাইয়া আছে, সেই সময় তাহাকে ধরাইয়া দিবার নিমিত্ত বীমা অফিস এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিতে সম্মত হইয়া আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীকে পত্র লিখিয়াছিলেন; তিনি ঐ মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া দেন।

যখন দেখিলাম, জামাতাকে কোনরূপেই হস্তগত করিতে পারিলাম না, তখন তাহাকে ঐ সহস্র মুদ্রার লোভ প্রদর্শন করিলাম ও কহিলাম, কৃষ্ণরাম পলায়ন করিয়া যে স্থানেই থাকুক না কেন, তিনি নিশ্চয়ই ধৃত হইবেন ও উপযুক্ত দণ্ডও প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু লাভের মধ্যে এই হইবে যে, কৃষ্ণরামকে পলায়ন করিবার সহায়তা করা অপরাধে তোমার উপরও এই মোকদ্দমা রুজু হইবে, ও যে যে স্থানে তুমি তাহার সহিত অবস্থিতি করিয়াছিলে, সেই সেই স্থানের সাক্ষ্য দ্বারা অনায়াসেই প্রমাণ করিতে পারিব যে, তুমি তাহার সহিত স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে বাস করিয়াছ ও তাঁহাকে গুপ্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছ; সুতরাং তুমিও নিষ্কৃতি পাইবে না। কিন্তু তুমি অবগত আছ যে, যে ব্যক্তি কৃষ্ণরামকে ধরাইয়া দিবে, সেই ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। যখন তুমি জানিতে পারিতেছ যে, কৃষ্ণরাম ধৃত হইতে বাকী থাকিবে না, তখন হেলায় ঐ সহস্র মুদ্রা পরিত্যাগ করা তোমার

কর্ত্তব্য নহে। তোমার অবস্থা আমি বিশেষ অবগত আছি। কাল কি খাইবে তাহার সংস্থান তোমার নাই। এরূপ অবস্থায়, আমার বিবেচনায়, তোমার এই সহস্র মুদ্রা পরিত্যাগ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। তদ্ব্যতীত আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর, তাহা হইলে আমরাও তোমার নামে কোন মোকদ্দমা রুজু করিব না। তোমার জেল হইবে না, অথচ এককালীন সহস্র মুদ্রা পাইলে তোমার কত উপকার হইবে।

আমি উহাকে উপরোক্ত রূপ বুঝাইলে পর, সেই গুণধর জামাতা সহস্র মুদ্রার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, সমস্ত কথা আমার নিকট স্বীকার করিল, ও যে যে স্থানে উহারা গমন করিয়াছিল, তাহা সমস্তই আমাকে বলিল। আমি দেখিলাম, যে যে স্থানে আমি উহাদিগের সন্ধান পাইয়াছিলাম, উহারা প্রকৃতই সেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিল। উহাদিগের যাতায়াতের সমস্ত খরচ ব্রজবন্ধু অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই খরচ ফুরাইয়া যাওয়ায়, কৃষ্ণরামকে এক স্থানে রাখিয়া টাকার নিমিত্ত তিনি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। ব্রজবন্ধুর নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ লইয়া, তাহারা আরও দূরদেশে গমন করিয়া, সেই স্থানে কিছু দিবস লুক্কাইতভাবে বাস করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

জামাতার নিকট এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই আমরা পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলাম। গুণধর জামাতা আমাদিগের সহিত আর কোনরূপ কপটতা না করিয়া, অর্থলোভে আমাদিগকে যথাস্থানে লইয়া গিয়া, কৃষ্ণরামকে দেখাইয়া দিল। এটোয়া নামক স্থানের এক প্রান্তে একখানি ঘরভাড়া লইয়া, সেই স্থানে তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বলা বাহুল্য, কৃষ্ণরামকে দেখিবামাত্রই তাহাকে ধৃত করিলাম ও আমার সহিত, অফিসের যে লোক গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে হরেকৃষ্ণ বলিয়া সনাক্ত করিলেন ও সেই স্থান হইতে আমাদিগের প্রধান কর্ম্মচারীর নামে তার প্রেরণ করিলে অপর কর্ম্মচারীর দ্বারা তিনিও ব্রজবন্ধুকে ধৃত করাইলেন।

সময় মত আমিও হরেকৃষ্ণ ওরফে কৃষ্ণরামকে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। অফিসের সকলেই, ও যে ডাক্তার তাহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন ও জানবাজারের যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন সেই বাড়ীর সরকার প্রভৃতি সকলেই তাহাকে হরেকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারিলেন ও অফিসের সকলেই মৃত হরেকৃষ্ণকে জীবিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, ব্রজবন্ধু ও কৃষ্ণরাম এই ভয়ানক জুয়াচুরি মোকদ্দমায় আসামী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইলেন, তিনিও উঁহাদিগকে দায়রায় পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থান হইতে জুরির বিচারে তাহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। গুণধর জামাতা এই মোকদ্দমায় শ্বশুরের বিপক্ষে অর্থলোভে সাক্ষ্য প্রদান করিতে ক্রটী করিলেন না। বলা বাহুল্য, মোকদ্দমা শেষ হইলে, তিনি প্রস্তাবিত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধন্য অর্থ!!

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO 164. দারোগার দপ্তর, ১৬৪ সংখ্যা।

ছবি।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [অগ্রহায়ণ।

ছবি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাস। দারুণ শীত। তাহার উপর সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। উত্তরে বাতাস হু হু করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পথ জনতাশূন্য; নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ রাস্তায় বাহির হইতেছে না।

আমার হাতে সেদিন বিশেষ কোন কাজ না থাকায়, বহু-বাজারে আমার অফিসের একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া আমার হস্তে দিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, গৃহে গৃহে আলোক প্রজ্জলিত হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এই দারুণ শীতে আর কোন কার্য্য করিব না; শীঘ্র বাড়ী গিয়া, আহারাদি সমাপন করিয়া, নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিব। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না। মানুষ মনে মনে অনেক আশা করে, কিন্তু সকল সময়েই তাহার আশা ফলবতী হয় না।

সে যাহা হউক, আশাভঙ্গ হওয়ায় মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল। চিঠিখানি খুলিলাম এবং দুই-তিনবার পাঠ করিলাম।

পত্রখানি কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ উহাতে পত্র-লেখকের স্বাক্ষর ছিল না। তিনি লিখিতেছেন:—

"আজ রাত্রি আট্টার সময় আপনার অফিসে থাকিবেন। কোন জমীদার-পুত্র ঐ সময়ে আপনার নিকট গমন করিয়া এক গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি কোন জমীদার-বাড়ীতে আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনিই জমীদার-পুত্রকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। জমীদার-পুত্র স্বয়ং আপনার নিকটে না যাইতে পারেন। হয় ত তাঁহার কোন বন্ধুর উপরেই এই কার্য্যের ভার পড়িবে। কিন্তু আপনার নিকট আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনি তাঁহাকে কোনরূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না। যদি ঈশ্বর দিন দেন, যদি আপনি জমীদার-পুত্রকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে পরে সমস্তই জানিতে পারিবেন। আপনি চেষ্টা করিলে সকলই জানিতে পারিবেন বটে, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ যে, আপাততঃ সেরূপ কোন চেষ্টা করিবেন না।"

পত্রখানি তৃতীয়বার পাঠ করিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। চিঠির কাগজখানি সাধারণ বাজারে কাগজ নহে, সাধারণ লোকে সে কাগজ ব্যবহার করা দূরে থাকুক, কখনও দেখিয়াছে কি না বলা যায় না। কাগজখানি আলোকের দিকে ধরিলাম; দেখিলাম, জলের অক্ষরে কি একটা কোম্পানীর নাম লেখা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ সেই কোম্পানিই ঐ প্রকারের চিঠির কাগজ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কাগজখানি

গোলাপের গন্ধে ভরভর করিতেছে। বুঝিলাম, পত্র-লেখক সামান্য ব্যক্তি ন'ন। খুব সম্ভব, তিনি স্বয়ংই জমীদার-পুত্র।

শীতকালের রাত্রি সহজে যায় না। বেলা পাঁচটার পরই সন্ধ্যার আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তাহার কিছু পরেই আমি পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি এতবার পাঠ করিয়াছি, এতক্ষণ ধরিয়া পত্র-লেখকের নাম জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তখনও সাতটা বাজিল না।

পত্রখানি সম্মুখে রাখিয়া, একখানি আরাম চৌকিতে উপবেশন করিয়া, নানাপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন আছি, এমন সময়ে আমার গৃহ-দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলাম।

হাতের শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম, আমার বন্ধু বলাই ডাক্তার আসিয়াছেন। দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু হুড়কো দেওয়া ছিল না। আমি চৌকী হইতে না উঠিয়াই বলিলাম, "ভিতরে এস ডাক্তার! আমার এখানে ত মেয়ে-ছেলে নাই যে, তোমার আসিতে ভয় হইবে?"

ডাক্তারকে আর কিছু বলিতে হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আমার নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছ ডাক্তার? এদিকে আর এস না কেন?"

ডা। তুমিই যত নষ্টের মূল।

আ। সে কি! আমার অপরাধ কি?

ডা। তোমার কথাতেই বিবাহ করি। এখন আমায় ঘোর সংসারী হতে হয়েছে।

আ। ভালই ত ডাক্তার! সকলেই যদি বিবাহ না করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি লোপ হবে যে!

ডা। তাই বুঝি আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিলে?

আ। কেন ভাই, তোমার অসুখ কিসে? অমন স্ত্রী কার ভাগ্যে আছে?

ডা। সে কথা আমি স্বীকার করি। সে সকল কষ্ট নাই, তবে অর্থের অভাব।

আ। কেন? এখন তোমার কাজ কর্ম্ম ত বেশ চলিতেছে।

ডা। সে কথা তোমায় কে বলিল?

আ। কেহই নয়। যদি তোমার অবসর থাকিত, তাহা হইলে কি এতদিনের মধ্যে একটীবারও দেখা করিতে পারিতে না? আর এককথা, সম্প্রতি তুমি একদিন ভয়ানক বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলে, কেমন? আমার অনুমান সত্য কি না?

ডা। সত্য। গত মঙ্গলবার রোগী দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় পথে ভয়ানক বৃষ্টি আসে. বাড়ীর নিকটে ছিলাম বলিয়া, কোথাও না দাঁড়াইয়া, ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী যাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার পর প্রায় চারিদিন কাটিয়া গিয়াছে অথচ তুমি সে কথা বলিলে কিরূপে?

আ। আরও একটী কথা আছে, তোমার চাকর বড় দুষ্ট, সকল সময়ে সে তোমার কথানুযায়ী কাজ করে না।

ডা। যথার্থ বলিয়াছ। বেটাকে লইয়া আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু সে কথা যাউক, তুমি এ সকল কথা জানিলে কিরূপে?

আ। ডাক্তার! তোমার জুতার অবস্থা ভাল করিয়া দেখ দেখি, তুমি নিজেই বলিতে পারিবে। জুতার উপরের কাদা দেখিয়া ঐ দুইটী মীমাংসা করিয়াছি। যদি তোমার চাকর ভাল করিয়া জুতা পরিষ্কার করিত, তাহা হইলে আমি এই দুইটী কথা বলিতে পারিতাম না। এখন বুঝিলে? বৃষ্টি আরম্ভের পর ভিজিয়া রাস্তায় চলিলে জুতায় ঐরূপ কাদা ও ময়লা জমে।

ডা। বেশ বুঝিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যদিও তোমার সহিত এতকাল বাস করিতেছি, তথাপি তুমি না বুঝাইয়া দিলে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুকাল এইরূপ আমোদে অতিবাহিত হইলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খবর কি? এর মধ্যে কতগুলো চোর ধরিলে বল?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে কথা এখন নয়। আপাততঃ আজ আমি একটা গোলযোগে পড়িয়াছি। একখানা উড়ো চিঠি আসিয়াছে।"

ডা। চিঠিখানা কোথায়?

আ। এই নাও। পড়ে দেখ দেখি, তুমি কিছু করিতে পার কি না?

ডা। যখন তুমি কিছু পার নাই, তখন আমি কোন্ ছার।

আ। সে কথা বলা যায় না।

ডাক্তার চিঠিখানি অনেকবার পড়িলেন। কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার, তোমার বিশেষ কিছু কাজ আছে?"

ডা। কই না।

আ। খানিকক্ষণ এখানে থাকিতে পারিবে?

ডা। নিশ্চয়ই পারিব।

আ। স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না ত?

ডা। বোধ হয়, না।

আ। কেন?

ডা। তুমি যখন মাঝে আছ, তখন আমি সে ভয় করি না। তোমার উপর আমার স্ত্রীর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

আ। তবে ভালই হইয়াছে, রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। ঠিক আটটার সময় তিনি আসিবেন লিখিয়াছেন।

ডা। বেশ কথা। আমি অনেক দিন তোমার কাজ দেখি নাই। বড় সৌভাগ্যবশতই আজ এখানে আসিয়াছি।

আ। তবে এই আধ ঘণ্টা কোন সংবাদ-পত্র পাঠ কর। তিনি এখনই আসিবেন।

আটটা বাজিবার অব্যবহিত পরেই আমার ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "একটা বাবু আপনার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিতে চান।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "বাবুকে এখানে আন।"

ভৃ। তিনি এখানে আসিতে চান না।

আ। কেন?

ভৃ। আমি ডাক্তার বাবুর কথা তাঁহাকে বলিয়াছি।

আ। কেন বলিলে?

ভৃ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট কেহ আছে কি না? আমি তাঁহাকে সত্য কথাই বলিয়াছি।

আ। বেশ করিয়াছ। এখন আমার নাম করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে একজন সুপরিচ্ছদধারী সম্ভ্রান্ত যুবককে সঙ্গে করিয়া আনিল।

যুবককে দেখিতে অতি সুপুরুষ। বয়স পঁচিশের অধিক নহে। তিনি নাতিশীর্ণ, নাতিস্থূল; তাঁহার চক্ষুদ্বয় আয়ত, বর্ণ গৌর; তাঁহার পরিধানে একখানি সুন্দর ঢাকাই কাপড়, গায়ে ভাল বনাতের কোট, তাহার উপর একখানি বহুমূল্য শাল। পায়ে পম্-সু। হাতে স্বর্ণমণ্ডিত একগাছি ফ্যান্সি লাঠী। চক্ষে স্বর্ণের চশমা।

গৃহে প্রবেশ করিয়া যুবক আমার বন্ধু ডাক্তারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলাম এবং নিকটস্থ একখানি আরাম-চৌকিতে বসিতে বলিলাম। যুবক আমার কথামত চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

আমি তখন যুবককে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইল না। যুবক কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা তিনি ডাক্তারের দিকে ওরূপ ভাবে চাহিবেন কেন?

ক্ষণকাল পরে যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার পত্র পাইয়াছেন?"

আমি সহাস্যমুখে উত্তর করিলাম, "আপনার পত্র না পাইলে এতক্ষণ বাসায় ফিরিয়া যাইতাম। এই দারুণ শীতে আজ আমার কোন কাজ করিবার ইচ্ছা ছিল না।

যুবক। তবে ত আমি বড় অন্যায় করিয়াছি।

আ। কিছু না। কাজ ছিল না বলিয়াই বাড়ী যাইতাম। আমি কাজ ফেলিয়া আমোদ করিতে ইচ্ছা করি না। আর এক কথা, ইনি আমার প্রিয় বন্ধু বলাই বাবু, একজন বিখ্যাত ডাক্তার। সময়ে সময়ে আমি ইঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকি। আমায় যে কথা বলিবেন, ইনিও সেই কথা জানিতে পারিবেন। সুতরাং ইহার সমক্ষে আপনি সকল কথাই বলিতে পারেন; তাহাতে আপনার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না।

যু। যে বিষয় বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহা বড়ই ভয়ানক। লোকে ঘুণাক্ষরে সে কথা জানিতে পারিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

আ। আপনার কোন চিন্তা নাই। আমাদের নিকট যাহা বলিবেন, তাহা তৃতীয় ব্যক্তি জানিতে পারিবে না। কিন্তু আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব?

যু। আপনার নিকট মিথ্যা বলিতে পারিব না। আপনি পত্রের কথামত এখন আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না।

এই বলিয়া যুবক ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। পরে যেন হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না মহাশয়! আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। আপনাকে বিশ্বাস না করিলে আমি কোনরূপে কৃত-

কার্য্য হইতে পারিব না। আমি—রাজবাটীর একমাত্র বংশধর, নাম বিদ্যুৎপ্রকাশ।

আমিও সেইরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, সম্প্রতি এক সংবাদ-পত্রে তাঁহার বিবাহের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাও জানিতাম, সেই জন্য বলিলাম, "তবে আপনারই বিবাহের কথা সেদিন সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া ছ ?"

যুবক বিবাহের নাম শুনিয়া যেন বিমর্ষ হইলেন ? বলিলেন, "এখন আর সে কথায় কাজ নাই। আপনি আমার বক্তব্য শুনুন; তাহার পর যেমন বুঝিবেন, সেইরূপ কার্য্য করিবেন।"

আমি আগ্রহসহকারে বলিলাম, "ভাল, তাহাই হউক।"

যু। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, আমি কিছুদিন কলিকাতায় বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতাম। সেই সময়ে এক প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়।

আমি সমস্ত কথা না শুনিয়াই ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। পরে বলিলাম, "সেই অভিনেত্রী এখন আপনাকে কোন ফাঁদে ফেলিবার পরামর্শ করিতেছে, কেমন ?"

যু। আজ্ঞা হাঁ।

আ। সে বলে কি ?

যু। আমার বিবাহের সংবাদ পাইয়া সে আমার ভাবী শ্বশুরকে আমাদের সকল কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি আমার শ্বশুর মহাশয় আমার পূর্ব্ব চরিত্রের কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি কখনও আমাকে তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিবেন না। ক্রমে আমার পিতাও আমার গুণ জানিতে পারিবেন, তাহা হইলে আমার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

আমি তাঁহার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"আপনি বড় মানুষের ছেলে হইয়া এমন কি পাপ করিয়াছেন, যাহার জন্য এত ভাবিত হইতেছেন? সেই অভিনেত্রীকে কি আপনি বিবাহ করিয়াছিলেন?"

বিদ্যুৎপ্রকাশ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "না, বিবাহ করি নাই।"

আ। রেজেষ্ট্রী করা কোন দলিল আছে?

বি। কি সম্বন্ধে?

আ। আপনাদিগের উভয় নামে কোন দলিলাদি রেজেষ্ট্রির জন্য পাঠান হইয়াছিল কি?

বি। না, সে ভয়ও নাই।

আ। তবে কেবল ফাঁকা চিঠিতে সে আপনার কি করিবে? যদি কখনও সেরূপ চিঠি আপনার ভাবি শ্বশুর কিম্বা পিতার নিকট আনীত হয়, আপনি অনায়াসে উহা জাল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন।

বি। চিঠিতে আমার মোহর আছে।

আ। মোহর চুরি যাইতে পারে, জাল হইতে পারে।

বি। আমার মোহরাঙ্কিত চিঠির কাগজ আর কাহারও নাই।

আ। আপনার বাক্স হইতে কাগজখানি চুরি গিয়াছিল, এ কথা অক্লেশে বলিতে পারিবেন।

বি। কেবল চিঠি নহে, আমার ফটো তাহার কাছে আছে।

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আপনি যেখানে ফটোগ্রাফ উঠাইয়া ছিলেন, সেইখানে উহার "নেগেটিভ" আছে, কেহ

ইচ্ছা করিলে তথা হইতে যত ইচ্ছা আপনার ফটোগ্রাফ পাইতে পারে।

বি। আজ্ঞা না, তদপেক্ষাও গুরুতর। সে ফটোতে আমাদের দুজনের আকৃতি আছে।

আমি হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "কি ভয়ানক! এ যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন?"

বিদ্যুৎপ্রকাশ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তখন আমার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। অভিনেত্রী আমায় যাদু করিয়াছিল জানি না, কোন্ গুণে আমি তাহার এত বশীভূত। কিন্তু এখন উপায় কি? ছবিখানি আদায় করিতে হইবে।"

আ। আপনি মিষ্ট কথায় আদায় করিতে পারিবেন না?

বি। না, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি।

আ। অর্থলোভে সে উহা বিক্রয় করিতে পারে।

বি। অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম, সে কিছুতেই ছবি দিতে চায় না।

আ। তবে চুরি করিবার চেষ্টা করুন।

বি। সে চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচবার সেই অভিনেত্রী চোরের হস্তে পতিত হয়। দুইবার তাহার বাড়ীতে, একবার রেলে, আর দুইবার পথে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহই সেই ছবিখানি বাহির করিতে পারে নাই।

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "এ বড় বিষম সমস্যা! এতবার চুরি হইয়া গেল, কিন্তু ছবি বাহির হইল না! সে অভিনেত্রী যে সে রমণী নহে,—একজন পাকা চোর।

বি। এখন উপায়?

আ। সে অভিনেত্রী ছবিখানি রাখিয়া কি করিতে চায়? |পনি তাহার কোন পত্র পাইয়াছেন? কিম্বা তাহার মুখে কোন থা শুনিয়াছেন?

বি। আজ্ঞা হাঁ! সেই ছবি আমার গুরুজনের নিকট পাঠা-য়া দিবে। যদি আমার ভাবী-পত্নী এ বিষয় জানিতে পারে, |হা হইলে সে আমায় কি মনে করিবে, একবার ভাবিয়া দেখুন। হা অপেক্ষা আমার মৃত্যু শ্রেয়ঃ। সে অভিনেত্রীকে আমার বেশ |না আছে। সে কথায় যাহা বলে, কাজেও ঠিক সেইরূপ করিয়া |কে। সে যখন বলিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই ঐ ছবিখানি |মার গুরুজনের নিকট পাঠাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে।

আ। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, সে এখনও উহা পাঠায় |াই?

বি। আজ্ঞা হাঁ, ছবিখানি এখনও পাঠান হয় নাই।

আ। কেমন করিয়া জানিলেন?

বি। বিবাহের দিন স্থির হইলেই সে ছবিখানি পাঠাইবে, এরূপ বলিয়াছে।

আ। কবে দিন স্থির হইবে?

বি। এই সোমবারে।

আ। আজ বৃহস্পতিবার। এখন তবে তিন দিন সময় আছে?

বি। আজ্ঞা হাঁ, সময় আছে বটে, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। যদি এই সময়ের মধ্যে কিছু না করা যায়, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

আ। আপনি কি এখন কলিকাতায় বাস করিতেছেন?

বি। আজ্ঞে হাঁ। বৌ-বাজার ষ্ট্রীটে, নগেন্দ্রনাথ নাম ধারণ করিয়া, আপাততঃ বাস করিতেছি।

আ। তবে ভালই হইয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কোন চিন্তা নাই। কাল আমার হাতে এক গুরুতর কাজ আছে। সুতরাং কাল আপনার কিছু করিতে পারিব না। পরশ্ব আপনি আমার পত্র পাইবেন।

বি। যত শীঘ্র পারেন, আমায় সকল ব্যাপার জানাইবেন। আমি যে কিরূপ উদ্বিগ্ন অবস্থায় কাল কাটাইব, তাহা আপনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

আ। আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আমার কথায় আশ্বাসিত হইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্যুৎপ্রকাশ প্রস্থান করিলে পর, আমি বলাই বাবুকে বলিলাম, "ডাক্তার! আর তোমায় কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। হয় ত এই বিলম্বের জন্য তোমায় বাড়ী গিয়া অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পরশ্ব বেলা তিনটার সময় আমার এখানে আসিও।"

ডাক্তার প্রস্থান করিলেন। আমিও অফিস ঘর বন্ধ করিতে আদেশ করিয়া বাসায় প্রস্থান করিলাম।

পরদিন জমীদার-পুত্রের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। যে কার্য্যের ভার সেদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাই যথাসম্ভব শেষ করিলাম।

পরদিন বেলা আটটার সময় এক কোচম্যানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সেই অভিনেত্রীর বাড়ীর নিকট ঘুরিতে লাগিলাম। অভিনেত্রীর প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীর পার্শ্বেই তাহার আস্তাবল। আস্তাবলে একজন সহিস ঘোড়ার গাত্র মলিতেছিল। আমি কথায় কথায় তাহার নিকট গমন করিলাম এবং তাহার কার্য্যে সাহায্য করিলাম। সহিস আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইল। আমি তখন তাহার নিকট একটী কর্ম্মের প্রার্থনা করিলাম, সে সম্মত হইয়া বলিল যে, সুবিধা হইলেই সে আমার জন্য তাহার প্রভুকে বলিবে।

আমি বাস্তবিক চাকরীর চেষ্টায় যাই নাই, সুতরাং সহিসকে অভিনেত্রী-সংক্রান্ত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সহিস যে উত্তর করিল, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই সহিস! তোমার প্রভু কেমন?"

সহিস উত্তর করিল, "অমন মনিব পাওয়া যায় না। তাঁহাকে দেখিতে যেমন সুন্দরী, তাঁহার গুণও ততোধিক। এখন অনেকেই তাঁহার জন্য পাগল।"

আ। বটে! এমন সুন্দরী! আচ্ছা, তিনি কেন বিবাহ করেন না?

আমার কথায় সহিস হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এ কি মুসলমান

যে, নিকা করিবে? হিন্দুরমণী বিধবা হইলে কি আর বিবাহ করে?"

আমিও হাসিয়া বলিলাম, "আজকাল ব্রাহ্মমতে অনেকের বিবাহ হইয়া থাকে।

স। তা ত জানি না।

আ। এখন ইহাঁর প্রিয়পাত্র কে?

স। আগে একজন বড় জমীদারই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু আজকাল আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। গণপত নামে এক মাড়োয়ারী ইহাঁর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। বোধ হয়, ইনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন।

এই সংবাদ পাইয়া গণপতের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহার ঠিকানা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইব, এমন সময়ে একখানি প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো অট্টালিকা দ্বারে লাগিল। সহিস সেই গাড়ী দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "ঐ যে গণপত বাবু স্বয়ং উপস্থিত!"

গাড়ীখানি স্থির হইলে উহার মধ্য হইতে একজন সু-পরিচ্ছদধারী মাড়োয়ারী অবতরণ করিলেন এবং অবিলম্বে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি সহাস্যবদনে পুনরায় দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্ম সমাজ। যত শীঘ্র পার যাও।"

গণপতের মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতে কোচমান অশ্বে কশাঘাত করিল। গাড়ী সবেগে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আসিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট অতীত হইতে না হইতে সেই অভিনেত্রীও অট্টালিকা হইতে বহির্গত হইল। এক ভৃত্য ঠিক সেই সময়ে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী ডাকিয়া আনিল। অভিনেত্রী সেই গাড়ীতে উঠিয়া বলিল, "ব্রাহ্ম সমাজ। যদি দশ মিনিটের মধ্যে ঐ স্থানে লইয়া যাও, তাহা হইলে পাঁচ টাকা বক্‌সিস দিব।"

গাড়োয়ান বেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। আমি কি করিব, স্থির করিতে পারিলাম না। ঠিক সেই সময়ে আর একখানি খালি গাড়ী যাইতেছিল। আমি গাড়োয়ানের নিকট যাইয়া বলিলাম, "যদি আমায় ব্রাহ্ম সমাজে দশ মিনিটের মধ্যে পঁহুছাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে দশ টাকা পুরস্কার দিব।"

পুরস্কারের লোভে সে প্রাণপণে অশ্বচালনা করিল। আমি অনেক গাড়ী চড়িয়াছি, কিন্তু এই কোচম্যান যেমন দ্রুত গাড়ী চালাইয়াছিল, তত দ্রুত আমি এ পর্য্যন্ত আর কখনও গমন করি নাই। কিন্তু আমি যতই তাড়াতাড়ি করি না কেন, আমার গাড়ী যখন ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারে আসিয়া লাগিল, তাহার পূর্ব্বে অপর দুইখানি গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে।

গাড়োয়ানকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহারা সমাজ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখন সমাজের ভিতর গিয়া সন্ধান লইলাম।

আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। গণপত অভিনেত্রীকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়াছেন। এই সংবাদে আমি কিছু চিন্তিত হইলাম। ভাবিলাম, যদি আজই উভয়ে পলায়ন করে, তবে বিদ্যুৎ প্রকাশের ফটো আদায় হইল না।

এই চিন্তা করিতে করিতে আমি আমার অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, আমি তখনও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করি নাই।

অফিসে আসিয়া দেখি, ডাক্তার আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনিও প্রথমে আমায় চিনিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ আমার দিকে নির্নিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "এ আবার কি! সহিসের চাকরী কবে হইতে করিতেছ?"

আমি হাসিয়া একটী প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম এবং তথায় ছদ্মবেশ ত্যাগ করতঃ পুনরায় ডাক্তারের নিকট আগমন করিলাম। বলিলাম, "ডাক্তার! বড় বিপদ। এখন তোমার সাহায্য চাই"

ব। আমিও সেইজন্য এখানে আসিয়াছি।

আ। কিন্তু কোম্পানীর আইন ভঙ্গ করিতে পারিবে?

ব। নিশ্চয় পারিব।

আ। যদি পুলিসের হাতে পড়?

ব। সৎকার্য্য হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই।

আ। আমি অসৎ কার্য্যে নাই, তুমি জান বোধ হয়?

ব। নিশ্চয়ই জানি।

আ। তবে আমায় সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলে?

ব। হাঁ; অঙ্গীকার করিলাম। এখন আমায় কি করিতে হইবে বল?

আ। সেই অভিনেত্রী আজ সন্ধ্যা সাতটার পূর্ব্বে বাড়ী আসিবে জানি। সেই সময় আমরা উভয়েই তথায় হাজির থাকিব।

ব। বেশ কথা। কিন্তু আমায় কি করিতে হইবে?

আ। আমার যতই বিপদ হউক না কেন, তুমি কোনমতে ব্যস্ত হইবে না।

ব। ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু তুমি কি করিতে বল?

আ। সম্ভবতঃ আমাকে সেই অভিনেত্রীর বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইবে। একতলায় বাহিরের ঘরেই লোকজন যাতায়াত করে। খুব সম্ভব আমাকেও সেই ঘরে লইয়া যাইবে। তুমি বাহির হইতে আমায় লক্ষ্য করিবে এবং যখন দেখিবে যে, দুই হস্ত উত্তোলন করিয়াছি, তুমিও তখন এই দুই গোলা সেই ঘরের দেওয়ালে নিক্ষেপ করিবে এবং আগুন লাগিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিবে। যখন দেখিবে, লোকজন সকলেই সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিবে, তখনই তুমি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গোলদীঘিতে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি তোমার সহিত যোগ দিব। এখন বুঝিলে, তোমায় কি করিতে হইবে।

ব। হাঁ, বেশ বুঝিয়াছি।

আ। তবে তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি ছদ্মবেশ পরিয়া আসি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ছদ্মবেশ পরিয়া আসিলাম। এবার আমায় দেখিয়া ডাক্তার হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছিলাম, কেবল বেশ পরিবর্ত্তনেই ছদ্মবেশ হয় না, পরিচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব, গতিবিধি, অঙ্গ সঞ্চালন এই সমস্তও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমার বন্ধু আমার এই নূতন সাজে বড়ই আনন্দিত হইলেন। আমরা যথাসময়ে সেই অভিনেত্রীর বাড়ীর নিকটে গমন করিলাম।

অভিনেত্রী সাতটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিবে না, এ সংবাদ জানিতাম। আমরা যখন তাহার বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা ছয়টা মাত্র। তখনও এক ঘণ্টা সময় ছিল জানিয়া, আমরা উভয়ে নিকটস্থ এক পানের দোকানে আড্ডা করিলাম। কথায় কথায় আমি ডাক্তারকে বলিলাম, "যখন অভিনেত্রী গণপতকে বিবাহ করিয়াছে, তখন ছবিখানি বোধ হয় আর তাহার প্রয়োজন হইবে না। কারণ গণপত যদি কখনও সে ছবি দেখিতে পায়, তাহা হইলে অভিনেত্রীর প্রতি তাহার স্নেহের হ্রাস হইবে।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু ছবিখানি সে কোথায় রাখিয়াছে? ছবিখানি কত বড়, জানিয়াছ?"

আ। ক্যাবিনেট আকার। নিতান্ত ছোট নয়। সুতরাং অভিনেত্রী যে উহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিবে, তাহা বোধ হয় না।

ডা। না। সেটা অসম্ভব কিন্তু সে কোথায় রাখিয়াছে ?

আ। নিশ্চয়ই তার বাড়ীতে আছে। যেখানে রাখিলে সে ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারিবে, সকল সময়ে দেখিতে পাইবে, এইরূপ স্থানে রাখাই সম্ভব।

ডা। কিন্তু তাহার বাড়ীতে দুইবার চুরি হইয়া গিয়াছে। যদি তাহার বাড়ীতেই ছবিখানি থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত।

আ। পেশাদার চোরের দ্বারা এ কার্য্য সম্ভবে না। তাহারা কি খুঁজিতে জানে ?

ডা। তুমি কোথায় দেখিবে ?

আ। আমি দেখিব না। নিজে কোথাও সন্ধান করিতে চেষ্টা করিব না।

ডা। তবে ?

আ। অভিনেত্রী আমায় দেখাইয়া দিবে ?

ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তোমার কথা মন্দ নয়। সে ছবিখানি প্রাণপণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর তুমি বলিতেছ যে, সে তোমায় ছবির সন্ধান বলিয়া দিবে।"

আ। সে কি সহজে দেখাইবে ? আমি তাহাকে দেখাইতে বাধ্য করিব।

ডা। কিসে ?

আ। কৃতকার্য্য হইলে সে কথা বলিব। এখন সাবধান, ঐ শোন, গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয়, অভিনেত্রী গৃহে ফিরিতেছে। সাবধান ডাক্তার, যেমন যেমন বলিয়াছি, ঠিক সেই মত কার্য্য করিও। নতুবা নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে।

ডা। সে ভয় নাই গোয়েন্দা মহাশয়! আজ নূতন তোমার কাজ করিতেছি না।

ডাক্তারের কথা শেষ হইবার ঠিক পরেই দেখিলাম, দূরে একখানি বড় ল্যাণ্ডো দুইটা প্রকাণ্ড তেজীয়ান ওয়েলার ঘোড়ায় অতিবেগে অভিনেত্রীর বাড়ীর দিকে টানিয়া আনিতেছে। আমি বুঝিলাম, কার্য্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে। দেখিলাম, আমি যেমন যেমন বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম. সমস্তই ঠিক আছে।

কিছু পরেই গাড়ীখানি অভিনেত্রীর বাড়ীর দ্বারে থামিল। অভিনেত্রী গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র একজন ভিখারী তাহার নিকট একটী পয়সা চাহিল। তাহার দেখাদেখি, আরও দশ বার জন অভিনেত্রীর চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। ক্রমে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। পরে অভিনেত্রীর সম্মুখেই এক ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত হইল। অনেকেই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া মহা কোলাহল ও মারামারি করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আমি বেগে সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দুই একটা লোকের সহিত সামান্য দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া অভি-নেত্রীর অতি নিকটে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে পড়িয়া গেলাম। তখন দাঙ্গা কমিয়া গেল, অনেকেই আমার চারিদিকে বেষ্টন করিল।

আমার হাতে উৎকৃষ্ট আলতা ছিল। সেই আলতা মুখে চবাইয়া হাতে মুখে মাখিয়া আবার হাত দুটী মুখে ঢাকা দিলাম। যখন মুখ হইতে হাত নামাইল; আমার মুখে রক্ত ও আমাকে অজ্ঞানবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সকলেই বলিল, বেচারা মারা গিয়াছে।"

অভিনেত্রী চমকিত হইল। তাহার সম্মুখে একটী নরহত্যা হইল দেখিয়া মনে ভয়ও হইল। সে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোকটী কি বাস্তবিক মরিয়া গিয়াছেন ?"

দুই একজন বলিল, "না, মরেন নাই। কিন্তু আর বড় বেশী দেরীও নাই।"

অভিনেত্রী পুনরায় চমকিতা হইল। সে বলিল, "উহাঁকে আমার বৈঠকখানায় আনিতে পার ?"

তখন অনেকেই সে কার্য্যে সাহায্য করিল। আমি অনায়াসে অভিনেত্রীর বৈঠকখানায় আনীত হইলাম। আমাকে রাখিয়া সকলে চলিয়া গেল, তখন আমি এরূপে হাত বাড়াইলাম, যাহাতে অভিনেত্রী বুঝিল, আমার বড় গরম হইতেছে। সে ঘরের জানালা খুলিয়া দিল।

আমি যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে বাহিরের অনেকটা দেখা যায়। আমি কৌশলে ঘাড় ফিরাইয়া ডাক্তারকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, ডাক্তারও আমার দিকে চাহিয়া আছে।

যখন দেখিলাম, সমস্ত ঠিক হইয়াছে, তখন ডাক্তারকে সঙ্কেত করিলাম। ডাক্তার প্রস্তুত ছিল। সেও সেই দুইটী গোলা বাহির হইতে অতি বেগে গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করিল। দুইটী সামান্য শব্দ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, চারিদিক ধূমে আচ্ছন্ন হইল। বাহির হইতে লোক সকল "আগুন লাগিয়াছে" "আগুন লাগিয়াছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

অভিনেত্রীও, ভয়ে, যেখানে ছবিখানি, তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু, লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেইখানে তাড়াতাড়ি গমন করিল। গৃহে আগুন লাগিয়াছে শুনিয়া, তাহার চিত্তের স্থিরতা

ছিল না। আমি যে সেই ঘরে শুইয়া রহিয়াছি, তাহা সে ভুলিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি সেই ছবিখানি বাহির করিতে উদ্যত হইল। প্রায় অর্দ্ধেক তুলিলে পর আমি সাড়া দিলাম, যেন আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল। অভিনেত্রী সেই শব্দে চমকিত হইয়া ছবিখানি যথাস্থানে রাখিতে বাধ্য হইল এবং আমার নিকটে আগমন করিল।

আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আনন্দিত হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি পলায়নের চেষ্টা করিল; বলিল, "ঘরে আগুন লাগিয়াছে।"

আমি তখন অভিনেত্রীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, বাস্তবিক তাহার গৃহে আগুন লাগে নাই; কোন শত্রু বাহির হইতে কোনরূপ আতস বাজী নিক্ষেপ করিয়া থাকিবে; সেই জন্যই এত ধুম নির্গত হইতেছে।

আমার কথায় অভিনেত্রী আমার মুখের দিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। পরে আমার কথার সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার জন্য বাহিরে গমন করিল। আমিও সেই সুযোগে সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

অনেক কষ্টে গোলদীঘিতে আসিয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিলাম। ডাক্তার ইতিপূর্ব্বেই একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল; আমি আসিলে উভয়ে গাড়ীতে উঠিলাম এবং শীঘ্রই ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল। ডাক্তারের বাড়ী ফিরিতে যে এত বিলম্ব হইবে, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। তাঁহার স্ত্রীকে সেইজন্য কোন কথা বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই ডাক্তার আমাকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া অন্দরে গমন করিলেন। প্রায় এক কোয়াটারের মধ্যেই তিনি হাস্যমুখে ফিরিয়া আসিলেন।

আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ডাক্তার, শাস্তি কি গুরুতর হইয়াছে?"

ডাক্তার বলিলেন, "কিসের শাস্তি?"

আ। কেন, বাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায়।

ডা। শাস্তি দিবে কে?

আ। তোমার মনিব।

ডা। আমার মনিবের মেজাজ তোমার অজ্ঞাত নাই। সে তেমন নয়।

আ। তা জানি, তবু বেচারাকে এত রাত্রি পর্য্যন্ত একা রেখে আমার সঙ্গে তোমার ঘোরা উচিত হয় নাই।

ডা। সে এখন আর একা নয়। আমি লোক রাখিয়া গিয়াছি।

আ। কে সে? তোমার নবজাত পুত্র?

ডা। নিশ্চয়ই, আত্মবৈ জায়তে পুত্রঃ। এখন সে কথা যাক, আগে কিছু জলযোগ করিয়া লও, তাহার পর সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে প্রকাশ কর। ছবিখানি পাইয়াছ ত?

আ। পাই নাই বটে, কিন্তু দেখিয়া আসিয়াছি? সেই অভিনেত্রী ছবিখানি যেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।

ডা। তবে সঙ্গে করিয়া আনিলে না কেন?

আ। কোন কাজ তাড়াতাড়ি করা ভাল নয়। যদি তখনই গ্রহণ করিতাম, তা হইলে নিশ্চয়ই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতাম না। যখন গোপনীয় স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, তখন আর যায় কোথা?

ডা। অভিনেত্রী সেখান হইতে সরাইয়া আর কোথাও রাখিতে পারে।

আ। যদি সে আমার উপর সন্দেহ করিত, তাহা হইলে সেইরূপই করিত। কিন্তু তাহার কথায় বোধ হইল যে, সে আমাকে কোনরূপ অবিশ্বাস করে নাই।

ডা। কবে আনিতে যাইবে?

আ। আজই।

ডা। কখন?

আ। রাত্রি তিন প্রহরের পর।

ডা। একাই যাইবে?

আ। ইচ্ছা সেইরূপ। তবে যদি জমীদার পুত্র আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও লইয়া যাইব।

ডা। অত লোক কোথা হইতে আসিল?

অ। পয়সা দিলে কিসের অভাব হয়?

ডা। তবে কি ঝগড়া মারামারি সমস্তই মিথ্যা?

আ। তা নয় ত কি? তুমি কি মনে কর, আমি সত্য সত্যই আহত হইয়াছিলাম?

ডা। আমিত সেই রকমই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু যদি উহা মিথ্যাই হয়, তবে তোমার মুখ হইতে অত রক্ত বাহির হইল কিসে?

আ। উহা রক্ত নহে—আল্‌তা। মুখে চিবাইলেই রক্তের মত দেখায়।

ডা তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এখন সেই অভিনেত্রী তোমায় বাড়ী লইয়া গিয়া কি করিল বল? আমি ত বাড়ীর ভিতর যাই নাই, সুতরাং সে সকল বিষয় আমার কিছুই জানা নাই।

আ। যেমন অনুমান করিয়াছিলাম, অভিনেত্রী আমায় তাহার বৈঠকখানায় লইয়া গেল। সকলে প্রস্থান করিলে আমি দেখিলাম, ঘরের জানালাগুলি সমস্ত বন্ধ। সুতরাং তুমি আমার সঙ্কেত দেখিতে পাইবে না বুঝিতে পারিয়া, এরূপভাবে হাত বাড়াইয়া দিলাম, যাহাতে অভিনেত্রী বুঝিল, আমার বড় গরম বোধ হইতেছে। সে সমস্ত জানালা খুলিয়া দিল। আমিও তোমায় দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তুমিও আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ। এইরূপে যখন দেখিলাম সমস্ত ঠিক হইয়াছে, তখন তোমায় ইঙ্গিত করিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে সামান্য মাত্র শব্দ করিয়া ঘরখানি ধূমে পরিপূর্ণ হইল। চারিদিকে আগুন লাগিয়াছে, বলিয়া চীৎকারধ্বনি হইতে লাগিল। অভিনেত্রী ভয়ে

যেখানে ছবিখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তথায় গমন করিল এবং আমার কথা ভুলিয়া গিয়াই হউক কিম্বা আমাকে অজ্ঞান মনে করিয়াই হউক, ছবিখানি বাহির করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, শীকার হাতছাড়া হয়। কারণ অভিনেত্রী যদি ছবিখানি তথা হইতে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে সে যে উহাকে আর কোথাও লুকাইয়া রাখিবে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। অগত্যা ঠিক সেই সময়ে সাড়া দিলাম। অভিনেত্রী আমায় সচেতন দেখিয়া চমকিত হইল এবং ছবিখানি যথাস্থানে রাখিয়া আমার নিকট দৌড়িয়া আসিল। আমি তখন উঠিয়া বসিয়াছিলাম। অভিনেত্রীর অন্তরে যাহাই থাকুক, আমায় সুস্থ দেখিয়া মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিল। আমি তখন তাহাকে গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাকে ঘরে আগুন লাগিবার কথা বলিলে আমি হাস্য করিয়া তাহার ভুল দেখাইয়া দিলাম। বলিলাম, ঘরে আগুন লাগে নাই। কোন শত্রু বাহির হইতে কোনরূপ আতস বাজী নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতেই গৃহমধ্যে এত ধূম হইয়াছে। অভিনেত্রী বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করিল না। সে একবার আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া আমার নিকট হইতে বেগে প্রস্থান করিল। আমি সেই সময় ছবিখানি গ্রহণ করিতে পারিতাম, কিন্তু একটা সহিস সে সময় আমার নিকটে ছিল বলিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলাম না। ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম এবং জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলাম। তাহার পর তোমার সহিত গোলদীঘিতে সাক্ষাৎ করিলাম। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে। এখন আমায় বিদায় দাও। তোমার চাকরকে একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বল।

ডাক্তার সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "তিনি বলিতেছিলেন, যে প্রিয়বাবু যখন আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, তখন আহার না করিয়া তিনি যেন না যান।"

আমিও হাসিয়া বলিলাম, "তোমার স্ত্রীর হাতের রন্ধন আমারও খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। অনেক দিন ও কাজ হয় নাই। কি করিব, আজ আমায় মাপ কর। কাল তাঁহার অতিথি হইব। তিনি যে আমায় এখনও মনে রাখিয়াছেন, সেই আমার পরম সৌভাগ্য।"

ডাক্তার আমার কথায় কিছু বিমর্ষ হইলেন। তিনি ভৃত্যকে আমার জন্য একখানা গাড়ী আনিতে বলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন আমি বাসার দ্বারে উপনীত হইলাম, তখন ঘড়ীতে দশটা বাজিল। গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইব, এমন সময়ে কে যেন আমার পশ্চাতে আসিয়া বলিল, "মহাশয়! আচ্ছা খেলা খেলেছেন। কিন্তু আমায় ঠকাইতে পারিলেন না। ইচ্ছা করিলে যাহার জন্য আপনি এত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা লইয়াই পলায়ন করিতে পারিতাম।"

কণ্ঠস্বর ও কথাগুলি শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম। ফিরিয়া দেখি, একখানি গাড়ী আমার পার্শ্ব দিয়া বেগে চলিয়া গেল।

আমি আর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম না। যে গাড়ী করিয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম, সেই গাড়ীর কোচমান তখনও যায় নাই। আমি তাহাকে অগ্রগামী গাড়ীখানি দেখাইয়া বলিলাম, "ঐ গাড়ীখানি ধরিতে পারিলে তোমায় পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।"

পুরস্কার লোভে সে অতি বেগে অশ্ব চালন করিল এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই গাড়ীখানির নিকটবর্ত্তী হইল। আমি গাড়ীর ভিতর হইতে অতি গম্ভীর ভাবে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "গাড়ী থামাও।"

আমার কথায় দুইখানি গাড়ীই স্থির হইল। আমি অভিনেত্রীকে দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, "সুন্দরি! তোমায় বাধা দিয়া অন্যায় করিয়াছি। কিন্তু কি করিব, তোমায় আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

অভিনেত্রী হাস্য করিল; বলিল, "যাহার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা রাখিয়া আসিয়াছি। ইচ্ছা করিলে লইয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু আপনার ন্যায় বিখ্যাত গোয়েন্দাকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা নাই।"

আ। আজ তুমি যে কার্য্য করিলে, এরূপ আর কখনও কোন লোকে করিতে পারে নাই। আমাকে পরাস্ত করে এমন লোক এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। আমার বড় অহঙ্কার ছিল যে, আমায় কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না। কিন্তু আজ আমার সে অহঙ্কার দূর হইল। যদি কখন আমার মনে আবার অহঙ্কার উদয় হয়, তোমার নাম স্মরণ করিব, তাহা হইলে আমি নিজের গুণ বুঝিতে পারিব। কিন্তু আমায় চিনিলে কিরূপে?

অ। আমি ছবিখানি লইতে উদ্যত হইলে আপনি যখন

সাড়া দিলেন, তখন আমার মনে কেমন এক প্রকার সন্দেহ হইল। আমার বোধ হইল, আপনি সেই ছবির জন্যই সেখানে গিয়াছেন। আপনার সাড়া পাইয়া আমিও আপনার নিকট যাইলাম। তখন আমি ভাল করিয়া আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, আপনার মুখে বাস্তবিক রক্তের চিহ্ন নাই। লাল দাগগুলি আলতা বা অন্য কোন পদার্থ সংযোগে হইয়াছে। তখন আর আপনার নিকট থাকিবার প্রয়োজন বুঝিলাম না এবং আপনাকে কোন কথা না বলিয়া তখনই পলায়নের বন্দোবস্ত করিলাম।

আ। তোমার ন্যায় চতুরা রমণী আমি এ জীবনে আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু তুমি একা কোথায় যাইতেছ?

অ। আমি এখন একা নয়। আমার স্বামীও আমার সহিত যাইতেছেন।

আ। তোমার স্বামী! তুমি ত একজন অভিনেত্রী?

অ। হাঁ আমার স্বামী। তিনি আমায় ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়াছেন।

আ। তিনি কোথায়?

অ। এতক্ষণ বোধ হয় হাওড়া ষ্টেশনে।

আ। কোথায় যাইবে?

অ। তাঁহার দেশে।

আ। আপাততঃ কোথায় নামিবে?

অ। বৈদ্যনাথে।

আ। সেই ছবিখানির কি করিলে?

অ। সেইখানেই আছে। আপনি যাইলেই পাইবেন।

আ। বাড়ীখানির কি বন্দোবস্ত করিলে?

অ। বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে।

আ। এত শীঘ্র অত বড় বাড়ী কে ভাড়া লইলেন?

অ। বাড়ী পূর্ব্বেই ভাড়া হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এবার হইতে যখন কোন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবেন, তখন কিছু সাবধান হইয়া করিবেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অনেক বিষয়ে ভাল।

আ। তোমার কথায় সম্মত হইলাম। কিন্তু যদি ছবিখানি দিতেই তোমার ইচ্ছা, তবে তুমি পলায়ন করিতেছ কেন?

অ। আজ না হয় আপনাকে পরাস্ত করিয়াছি, কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে, যখন আমি স্বয়ং পরাজিত হইব। আপনার নামে দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ পর্য্যন্ত যখন ভয়ে শশঙ্কিত, তখন আমি কোন্ সাহসে কলিকাতার বিখ্যাত গোয়েন্দার বিপক্ষে কার্য্য করিব। আমার সে সাহস নাই বলিয়াই এখান হইতে পলায়ন করিতেছি। আর এক কথা, এখন আমি আমার স্বামীর বশীভূতা। তিনি আমায় যেমন বলিবেন, আমি নির্ব্বিবাদে তাহাই করিব। আর নয় মহাশয়! রাত্রি অধিক হইল; সাড়ে এগারটার ট্রেনে আমরা যাইব মনে করিয়াছি; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অভিনেত্রী প্রস্থান করিলে আমিও বাসায় আগমন করিলাম। গাড়োয়ানকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া আমি আমার বৈঠকখানায় অসিলাম। দেখিলাম, বিদ্যুৎপ্রকাশ আমার অপেক্ষায় বসিয়া

আছেন? আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর মহাশয়! বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে ত?"

আ। হাঁ, এক প্রকার সেইরূপই বটে।

বি। তবে দি'ন, ছবিখানির জন্ত রাত্রে আমার ঘুম নাই, দিনে ক্ষুধা নাই, উহা না পাইলে আমায় পাগল হইতে হইবে।

আ। ছবিখানি আনা হয় নাই।

বি। কোথায় আছে?

আ। সেই অভিনেত্রীর বাড়ীতেই।

বি। কোথায় আছে দেখিয়াছেন?

আ। আজ্ঞা হাঁ।

বি। তবে সঙ্গে আনিলেন না কেন?

আ। তখন সুবিধা পাই নাই।

বি। কখন আনিবেন?

আ। বলেন ত আজই যাওয়া যায়।

বি। তবে তাই যান, আমি এখানে অপেক্ষা করিব।

আ। আপনাকেও যাইতে হইবে।

বি। সে কি! আমায় দেখিলে অভিনেত্রী কখনই ছবি দিবে না।

আ। সে আপনাকে দেখিতে পাইবে না।

বি। কেন? সে কোথায়?

আ। সে আর সেখানে নাই।

বি। কোথায় গিয়াছে?

আ। বৈদ্যনাথ।

বি। কবে?

আ। আজ—এই মাত্র।

বি। কেন? তাহার এরূপ মতি কেন হইল?

আ। তাহার স্বামীর কথায়।

বিদ্যুৎপ্রকাশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার স্বামী!"

আ। আজ্ঞা হাঁ। সে অপরের পরিণীতা।

বি। সে কি! বিশ্বাস হয় না।

আ। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বি। কোথায়, কবে বিবাহ হইল?

আ। ব্রাহ্ম সমাজে—আজই বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বি। বিবাহ তবে ব্রাহ্মমতে হইয়াছে?

আ। নতুবা আর কিসে হইতে পারে?

বি। সে আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা ছিল। সে অপরকে কিরূপে ভালবাসিবে বলিতে পারি না।

আ। তাহার কথায় বোধ হইল, সে আপনাকে গ্রাহ্য করে না। যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সে তাহাকেই ভালবাসে।

বি। যদি তাহাই হয়, তবে সে ছবিখানি লইয়াই পলায়ন করিয়াছে।

আ। না, সে সেরূপ নির্ব্বোধ নয়।

বি। কেন?

আ। যদি কখনও সেই ছবি তাহার স্বামীর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে তাহারই অনিষ্ট হইবে।

বি। সত্য বলিয়াছেন। ছবিখানি তবে সে রাখিয়া গিয়াছে?

আ। আজ্ঞা হাঁ।

বি। আপনি জানিলেন কিসে?

আ। তাহার মুখে শুনিয়াছি।

বি। তাহার সহিত আবার কোথায় দেখা হইল? সকল কথা আমায় বুঝাইয়া বলুন, আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে।

আমি বিদ্যুতের কথায় হাস্য করিয়া সমস্ত আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত কথা শুনিয়া বিদ্যুৎপ্রকাশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "মহাশয়! কি বলিব, সেই অভিনেত্রীকে বিবাহ করিতে পারিলাম না, যদি সে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিত, যদি তাহাকে বিবাহ করিলে আমার মর্য্যাদার হানি না হইত, তাহা হইলে সে কি আজ অপরের হইতে পারে? এমন রমণী আমি ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। আপনি স্বয়ং তাহাকে দেখিয়াছেন, সুতরাং সে যে অতি রূপসী, তাহা আমাকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। আপনি যখন তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন, যখন তাহার বুদ্ধিতে আশ্চর্য্য হইয়াছেন, তখন সে যে কিরূপ বুদ্ধিমতী, তাহাও আপনাকে বলিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। বলুন দেখি, সে যদি আজ আমার স্ত্রী হইত এবং ভবি-

যাতে রাণী পদবাচ্য হইত, তাহা হইলে তাহা দ্বারা আমার কত উপকার হইত ?”

আমি বিদ্যুতের কথা স্বীকার করিলাম। বলিলাম, “আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। যে রমণী বুদ্ধিতে আমাকে পরাস্ত করিতে পারে, সে সামান্যা রমণী নহে। এ পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকেই আমাকে পরাজিত করিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কেহ রমণী ছিল না। সেই অভিনেত্রী যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী, ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।”

বিদ্যুৎপ্রকাশ আমার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন; বলিলেন, “তবে আর আমাদের বিলম্বের প্রয়োজন কি ?”

আ। কিছুই নয়। আমি প্রস্তুত।

বি। তবে আপনার ভৃত্যকে আমার গাড়ী আনিতে বলুন।

আ। আপনার গাড়ী কোথায় ? আমি যখন বাড়ীতে প্রবেশ করি, তখন দরজায় কোন গাড়ী দেখি নাই।

বি। আপনার ভৃত্য জানে।

আ। সে কি !

বি। আমিই তাহাকে গাড়ীখানি গোপনে রাখিতে বলিয়া ছিলাম।

আ। কেন ?

বি। শুনিতেছি, দেশ হইতে আমার সন্ধানে লোক আসিয়াছে। যদি তাহারা আমার গাড়ী দেখিতে পায়, এই জন্যই গোপনে রাখিতে বলিয়াছিলাম।

আমি সহাস্যমুখে বলিলাম, “তবে চলুন,’ আপনি কাল প্রাতেই যাহাতে দেশে যাইতে পারেন, তাহার উপায় করা

যাউক। বুঝিয়াছি, আপনার বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে।"

এই বলিয়া ভৃত্যকে গাড়ী আনিতে বলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ভৃত্য গাড়ী লইয়া আসিল। আমরা উভয়ে উহাতে আরোহণ করিলাম এবং সত্বর সেই অভিনেত্রীর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম।

বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারবান হাস্য করিয়া সুদীর্ঘ সেলাম করিল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের প্রভু কোথায়? হাসিতেছ কেন? ব্যাপার কি?"

সে বলিল, "তিনি এখানে নাই। বোধ হয় আর আসিবেন না। যখন তিনি এ বাটী ত্যাগ করেন, তখন বলিয়া যান যে, আপনি এখানে আসিবেন। তাঁহার কথা এখন সত্য হইল দেখিয়া, হাসিয়াছিলাম।"

"তিনি কেন বলিয়াছিলেন, বলিতে পার?" আমিও হাসিয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল, "পারি। শুনিয়াছি, আপনার কি একখানি ছবি দরকার। সেই ছবির জন্য আপনাকে এখানে আসিতেই হইবে আপনি সহরের একজন নামজাদা লোক, আমার পরম সৌভা যে, আপনার ন্যায় লোকের চরণ দর্শন করিতে পাইলাম।"

আমি বলিলাম, "না হে বাপু, অতটা ভাল নয়। 'অতি ভা চোরের লক্ষণ' হইয়া পড়িবে। এখন আমরা তোমার প্রভুর ঘরও পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। তোমার কোন আপত্তি নাই ত?"

দ্বা। আজ্ঞা না।

আ। তবে তুমি আমাদের সঙ্গে চল।

দ্বা। আমাকে আর কেন জড়ান মহাশয়! গরিবকে মাপ করুন। আপনি ত সকলই জানেন।

আমি দ্বারবানের কথায় হাস্য করিলাম। পরে বিদ্যুৎপ্রকাশকে সঙ্গে লইয়া অভিনেত্রীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম; যেখানে ছবিখানি লুকায়িত ছিল, সেই আলমারির ভিতর একখানি সামান্য আয়নার কাচ ও কাষ্ঠের মধ্যস্থল হইতে তাহা বাহির করিয়া ফেলিলাম।

আয়নাখানি এরূপে নির্ম্মিত যে, উহার কাচ ও কাষ্ঠের মধ্যে সামান্য পরিমাণ স্থান ব্যবধান ছিল। অথচ এরূপভাবে গঠিত যে, সহজে কেহ তাহা জানিতে পারিবে না। ঐ ব্যবধানের মধ্যেই ছবিখানি লুক্কায়িত ছিল। আমি অভিনেত্রীকে ঐ স্থান হইতেই ছবিখানিকে অর্দ্ধেক বাহির করিতে দেখিয়াছিলাম।

যাহা বাহির করিলাম, তাহা প্রথমতঃ দেখিলে ছবি বলিয়া বোধ হইল না। দেখিলাম, একটী কাগজের মোড়ক। শশব্যস্তে মোড়কটী খুলিয়া ফেলিলাম। দুইখানি ছবি ও একখানি পত্র বাহির হইল। পত্রখানি আমারই উদ্দেশে লেখা, পত্রের উপরে আমার নাম পরিষ্কাররূপে লিখিত ছিল।

ছবি দুইখানির মধ্যে একখানিতে বিদ্যুৎপ্রকাশ ও অভিনেত্রী একত্রে, অপরখানিতে অভিনেত্রী স্বয়ং একাকিনী বিরাজমানা। প্রথমখানি দেখিবামাত্র বিদ্যুৎপ্রকাশ চকিতের মত তুলিয়া লইলেন। দ্বিতীয়খানি পড়িয়া রহিল। বিদ্যুৎপ্রকাশ মনে করিয়াছিলেন, সেখানি পত্রের মর্ম্ম জানিয়া পরে লইবেন।

পত্র পাঠ করিবার জন্য আমারও কৌতূহল জন্মিল। আমি পাঠ করিলাম,—

"মহাশয়!

"আমি ভাল লেখাপড়া জানি না। ভুলভ্রান্তি মাপ কর্‌বেন। কি খেলাই আজ খেলেছেন। প্রথমে আমি সত্যই মনে করে-ছিলাম, শেষে আপনার মুখ ভাল করে দেখে আমার সন্দেহ হয়।

"আপনি যখন চলে যান, আপনার পশ্চাতে দরোয়ান পাঠাই। সে, আমায় আপনার সন্ধান এনে দেয়। আমি আপনার মৎলব বুঝ্‌তে পারি। ঐ দিনেই আমার স্বামীর দেশে যাবার কথা ছিল। কিন্তু ইচ্ছা আছে, আপনার সঙ্গে শেষ দেখা না ক'রে যাব না।

"ইচ্ছা ছিল, ছবিখানি নিয়ে যাই। কিন্তু, শেষে মনে কর্‌-লাম—না। যার জন্য কলিকাতার বিখ্যাত গোয়েন্দা আমার পাছু নিয়েছে, সেটা রেখে যাওয়াই উচিত। কিন্তু মনে কর্‌লে আপনাকে হতাশ কর্‌তে পার্‌তাম।

"আর এককথা। ঐ ছবিতে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। ও পাপ আমার গৃহে না থাকাই ভাল। যে আমায় ভাল-বাসে, আমি যাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, এখন তার রূপ চিন্তা কর্‌তেই সময় কুলাইবে না;—অন্য ছবি লইয়া কি করিব? আমার নিজের একখানি ছবি রাখিয়া যাইতেছি। যদি কুমার বিদ্যুৎপ্রকাশ ইচ্ছা করেন, গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আগুনে পুড়াইয়া ফেলিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদাকা

শ্রীমতী—

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া কুমার বিদ্যুৎপ্রকাশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যাহাই হউক, আপনারই জিত মহাশয়! আপনিই আজ আমায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।"

আ। আমার একটা অনুরোধ আছে।

শশব্যস্তে বিদ্যুৎপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলুন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঐ ছবিখানি।"

বি। আপনার চাই?

আ। আজ্ঞা হাঁ।

বি। কেন?

আ। যে রমণী বুদ্ধিতে আমায় পরাজিত করিয়াছে, তাহার চিত্র আমার নিকট রাখিতে চাই।

"বেশ কথা, এই নিন।" এই বলিয়া বিদ্যুৎপ্রকাশ উহা আমার হস্তে প্রদান করিলেন। পরে গাড়ী করিয়া আমায় বাসায় পৌছাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বাসায় আসিয়া বিশ্রামের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার মন তখন এত অস্থির ছিল যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুম আসিল না। পরদিন প্রাতে ডাক্তারের বাড়ী গেলাম। ডাক্তার তখন গৃহাগত রোগীর ব্যবস্থা দিতে ছিলেন; আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার নিকট একখানি চেয়ারে বসিলাম।

রোগী দেখা শেষ হইলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছবিখানি আদায় হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "তা না হইলে আর নিশ্চিন্তভাবে তোমার নিকট বসিয়া আছি।"

এই বলিয়া ডাক্তারকে সমস্ত কথা বলিলাম। সকল কথা

শুনিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ ছবি লইয়া তুমি কি করিবে?”

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, “ইনি আমার শিক্ষাদাত্রী। ইহাঁর নিকট হইতে আমার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়াছে। ছবিখানি এক একবার দেখিলে ষড়রিপুর মধ্যে একটীর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।”

বলা বাহুল্য, এই ছবিখানি উদ্ধার করিতে যাহা কিছু খরচ হইয়াছিল, তাহার সমস্তই ও উপযুক্তরূপ পারিতোষিক বিদ্যুৎ-প্রকাশ পরিশেষে প্রদান করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO 165. দারোগার দপ্তর, ১৬৫ সংখ্যা।

খুনী কে।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [পৌষ।

খুনী কে?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল। বেলা প্রায় ছয়টা বাজিতে চলিল, তবুও রৌদ্রের উত্তাপ কমিল না। গরমের ভয়ে এতক্ষণ অফিস-ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, বেলা শেষ হইতেছে দেখিয়া, একে একে সকলগুলিই খুলিয়া দিয়া যেমন বসিতে যাইব, অমনি টুং টুং করিয়া টেলিফোঁর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

ঘণ্টার শব্দ শুনিয়াই মনে করিলাম, সাহেবের ডাক পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি যন্ত্রের নিকট যাইলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার ধারণাই সত্য হইল।

সাহেব ডাকিয়াছেন, নিশ্চয়ই কোন হুকুম আছে। মনিবের হুকুম, আর দেরি করিতে পারিলাম না। তখনই সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম।

সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি একখানি কাগজ আমার হাতে দিয়া কহিলেন, "এইটী পড়িয়া দেখ।" আমি উহার আগাগোড়া পড়িলে পর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঘটনা কি তুমি পূর্ব্বে শুনিয়াছ?"

আমি সসম্ভ্রমে উত্তর করিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, শুনিয়াছি।"

সা। আমি এখন তোমার হাতে ইহার অনুসন্ধানের ভার দিতেছি, ইহার প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বাহির করিতে হইবে।

আমার হাতে একটী কাজ ছিল। আবার সাহেবের হুকুম একেবারে অমান্য করিতেও সাহস করিলাম না। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম, "আমার হাতে——"

আমার কথায় বাধা দিয়া সাহেব সহাস্যবদনে বলিলেন, "তোমার হাতে যে কাজ আছে, তাহাতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইলেও ক্ষতি হইবে না। তুমি অগ্রে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও এবং যত শীঘ্র পার, এই কাজ শেষ করিতে চেষ্টা কর।"

সাহেবের কথায় মনে বড় দুঃখ হইল। ভাবিলাম, লোকে যে বলে, চাকরে আর কুকুরে কোন প্রভেদ নাই, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যখন চাকরের কার্য্য স্বীকার করিয়াছি, তখন আর দুঃখ করিলে চলিবে কেন। সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া, এই নূতন কার্য্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রস্থান করিলাম।

সাহেব-প্রদত্ত কাগজখানি পাঠ করিয়া যাহা আমি অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহার একটু আভাষ এইস্থানে প্রদান করিতেছি।

সহরতলীর এক স্থানের একজন আধুনিক জমিদারের নাম কেশবচন্দ্র দত্ত। এই কেশব বাবুর এক প্রজা সেদিন খুন হইয়াছে। প্রজার নাম দামোদর ঘোষ। দামোদরের একমাত্র পুত্র এখনও বার্ত্তমান, তাঁহার নাম যতীন্দ্র। স্থানীয় পুলিসের বিশ্বাস, যতীন্দ্রই পিতৃহত্যা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ধৃত হইয়াছেন। জমিদার মহাশয়ের সহিত দামোদরের বন্ধুত্ব থাকায়

তিনি দামোদরকে কয়েক বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। কেশব বাবু তাহার জন্য কোনরূপ খাজনা লইতেন না। কেশব বাবুর একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান, নাম অমলা। উভয়েরই স্ত্রী নাই। তাঁহার বাড়ী হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটা বিস্তৃত জলা আছে। দামোদর মধ্যে মধ্যে সেখানে পক্ষী শীকার করিতে যাইতেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের তেসরা তারিখে বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময়, দামোদর শীকার করিবার অভিপ্রায়ে সেই জলাতীরে উপস্থিত হন। সেই অবধি তিনি আর বাড়ীতে ফিরিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার মৃতদেহ সেই জলার ধারেই পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে দুইজন সাক্ষী স্থানীয় পুলিস পাইয়াছেন। তাহাদিগের একজন জমীদার মহাশয়ের ভৃত্য, অপর—একজন প্রজা।

ভৃত্য বলে যে, সে দামোদরকে মাঠ দিয়া বেলা তিনটার কিছু পূর্ব্বে যাইতে দেখিয়াছিল। দামোদরের যাইবার পরেই তাঁহার পুত্র যতীন্দ্র তাঁহার অনুসরণ করেন। কিন্তু ভৃত্যের মনে কোন সন্দেহ না হওয়ায়, সে তাঁহাদিগকে আর লক্ষ্য করে নাই।

প্রজা কহে, যখন সে সেই জলার ধার দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, সে পিতাকে পুত্রের সহিত বিবাদ করিতে দেখিতে পায়। কিন্তু সেও আর অধিক কোন কথা বলিতে পারে না।

পুলিশ যখন যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে, তখন তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি পুলিসের কার্য্যে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হন নাই। পুলিস যে তাঁহাকেই হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করিবে, ইহা তিনি জানিতেন।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গম্ভীরভাবে একবার উপর

দিকে চাহিয়া, মস্তক অবনত করিলেন ও পরে বলিলেন, "যিনি খুন হইয়াছেন, আমি তাঁহারই একমাত্র পুত্র। বাবা যে দিন খুন হন, আমি তাহার পূর্ব্বের তিন দিন বাড়ীতে ছিলাম না। বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য আমায় কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল। সোমবার রাতে আমি কলিকাতা ত্যাগ করি। যখন আমি বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বাবা বাড়ীতে ছিলেন না। শুনিলাম, তিনি তখনই পাখী শীকারে গিয়াছেন। বাবা শীকার করিতে বড় ভালবাসিতেন। আমি জানিতাম যে, তিনি জলার ধারেই শীকার করেন। সুতরাং আমিও বাড়ীর বাহির হইলাম, পথে আমাদের এক চাকরের সহিত দেখা হইল। সে আমায় নমস্কার করিল। কিন্তু সে যে বাবাকে আমার খানিক আগেই যাইতে দেখিয়াছে, সে কথা কিছু বলিল না। জলার নিকটে পৌছিয়া আমি বাবাকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার নিকটে যাইলাম। আমাকে হঠাৎ সেখানে দেখিয়া বাবার রাগ হইল। তিনি বিনা কারণে আমায় কতকগুলি তিরস্কার করিলেন। আমারও রাগ হইল। আমিও তাঁহাকে দুই চারিটী কথা বলিলাম। ইহাতে তিনি আরও ক্রোধান্ধ হইয়া, আমাকে মারিবার নিমিত্ত বন্দুক তুলিলেন। আমি পলায়ন করিলাম। জলা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আমাদের এক প্রজা আছে। আমি তাহারই বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে পশ্চাতে এক ভয়ানক চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। কণ্ঠস্বর বাবার বলিয়া বোধ হইল। আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না; দৌড়িয়া পুনরায় জলার ধারে উপস্থিত

হইলাম। দেখিলাম, বাবার মাথার খুলি ফাটিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। মাথা হইতে তখনও ভয়ানক রক্ত ঝরিতেছে। আমি পিতার নিকট যাইলাম। তাঁহাকে আস্তে আস্তে তুলিয়া কোলে লইলাম। যত পারিলাম, রক্ত মুছাইলাম। তিনি তখনও জীবিত। কিন্তু মৃত্যুর আর বেশী বিলম্ব ছিল না। দুই একটী অস্পষ্ট কথা কহিয়া. তিনি একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল।

মরিবার পূর্ব্বে তিনি অনেক কথা বলিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি তাঁহার কোন কথা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি সর্ব্বশেষে "আম্ সদ্দা" এইরূপ একটী কথা বলিয়া মরিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে আর যে দুই একবার কথা কহিয়াছিলেন, তাহা এত অস্পষ্ট ও এত মৃদু যে, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। "আম্ সদ্দা" এই কথাটার কোন অর্থ নাই। আমিও উহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, তিনি ভুল বকিতেছেন। যে বিষয় লইয়া আমাদিগের পিতা-পুত্রের বিবাদ হয়, সে কথা বলিতে আমি ইচ্ছা করি না। তবে ঐ কথার সহিত এই খুনের কোন সম্বন্ধ নাই, এ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে থানার এলাকায় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি সেই থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়াই দারোগা লাল-মোহন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আপনি যে এই অনুসন্ধানে আসিবেন, তাহা আমি জানিতাম। লালমোহন বাবু আমার পরিচিত। তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু এই বয়সেই তিনি একজন বিখ্যাত দারোগা হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে শ্যামবর্ণ হইলেও সুপুরুষ বলিতে হইবে। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম।

লালমোহন বাবুর নিকট লইতে এই খুনি মকর্দ্দমার সমস্ত অবস্থা যাহা তিনি এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম ও সেই ঘটনার স্থল পরীক্ষার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে, থানার দ্বারে একখানি গাড়ী আসিল।

একটী ভদ্র যুবক সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং থানার ভিতর প্রবেশ করিয়া লালমোহনের নিকট আগমন করি-লেন। লালমোহন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আপনিও আসিয়াছেন! ভালই হইয়াছে।"

যুবকের বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক হইবে না। তাঁহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ, পুষ্টকায়, বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম। যৌবন-সুলভ-

চপলতা তাঁহাতে দেখিতে পাই নাই। এ বয়সে তাঁহার ধীর ও প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। চারি চক্ষুর মিলন হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন? আপনার নাম?"

যুবক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ, আমি আপনারই নিকট আসিয়াছি। শুনিলাম, আপনি এখানে আসিয়াছেন। সেই জন্য একেবারে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার নাম ভবানীপ্রসাদ, পিতৃহত্যাপরাধে যিনি অন্যায়রূপে বন্দী হইয়াছেন, আমি তাঁহারই এক বন্ধু। আপনার সহিত গোপনে আমার অনেক কথা আছে। শুনিয়াছি, আপনি একজন প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা। লোকমুখে আপনার যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনিই আমার বন্ধুকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

ভবানীপ্রসাদের মুখে সকল কথা শুনিবার ইচ্ছা হইল। আমি ভবানীপ্রসাদকে অফিস-ঘরে ডাকিয়া আনিলাম। লালমোহনও আমাদের সহিত আসিলেন।

সকলে অফিসের টেবিলের চারিদিকে চেয়ারে ও বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলে ভবানীপ্রসাদ আমাকে বলিলেন, "মহাশয়! যে লোক একদিন একটী পায়রার ছানা মরিয়া যাওয়ায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে কি আপনি পিতৃঘাতী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন? আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি স্বচক্ষে তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। এখন আপনি একমাত্র ভরসা। আপনি কি আমার বন্ধুকে মুক্ত করিতে পারিবেন না?"

আমি ভবানীপ্রসাদের কথায় মুগ্ধ হইলাম। বন্ধুর জন্য

লোকে আজকাল যে এতটা করে, আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি বলিলাম, "যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, ফল ভগবানের হাতে। তবে আপনার বন্ধু যদি নিষ্পাপ হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবেন।"

ভ। আপনি অবশ্যই এই বিষয় সমস্ত শুনিয়াছেন। আপনার কি বোধ হয়? আমার বন্ধুর মুক্তির কি কোন উপায় আছে? আপনি নিজে তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া মনে করেন না কি?

আ। সম্ভব?

আমার কথা শুনিবামাত্র ভবানীপ্রসাদ লালমোহনের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখিলেন মহাশয়, আপনি ত আমায় একেবারেই হতাশ করিয়াছিলেন।"

লালমোহন আশ্চর্য্য হইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, উনি কিছু তাড়াতাড়ি নিজের মত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। ভবানীপ্রসাদ বলিয়া উঠিলেন, "উনিই সত্য বলিয়াছেন। আমি জানি, সে নির্দ্দোষী।"

আমি সে কথা চাপা দিয়া ভবানীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সহিত যতীন্দ্রনাথের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

ভ। আজ্ঞা আছে;—যতীন আমার জ্ঞাতি ভাই।

আ। কি রকম জ্ঞাতি ভাই?

ভ। যতীনের পিতা ও আমার পিতা পরস্পর খুড়তত ভাই।

আ। আপনার এখন নিবাস কোথায়?

ভ। যতীনের বাড়ীর পার্শ্বেই।

আ। শুনিলাম, যতীন্দ্রনাথ একটী প্রশ্নের উত্তর করিতে

অস্বীকার করিয়াছিলেন। আপনি সেই বিষয়ের কি কোন সংবাদ রাখেন? যতীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পিতার কোন্ বিষয় লইয়া বিবাদ হইয়াছিল জানেন? যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ প্রশ্নের উত্তরই বা কেন করেন নাই, বলিতে পারেন?

ভ। আজ্ঞা হাঁ—পারি; কিন্তু যে কথা যতীন স্বয়ং প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে নাই, সেই কথা আমি জানিলেও সকলের সমক্ষে বলিতে পারিব না।

আমি দারোগা বাবুকে দেখাইয়া বলিলাম, "লালমোহন বাবু ত এখানকার দারোগা। যাহা কিছু বলিবেন, উঁহার সমক্ষে বলিতেই হইবে। এখানে আর কেহ নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন।"

আমার কথা শুনিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "যতীনের পিতার আন্তরিক ইচ্ছা এই ছিল যে, তিনি জমীদারের একমাত্র কন্যাকে যতীনের সহিত বিবাহ দেন, যতীন তাহাতে সম্মত ছিল না। এই মতভেদই বিবাদের একমাত্র কারণ। পাছে অমলার নাম পুলিসে প্রকাশ করিতে হয়, এই ভয়ে যতীন সে কথা বলে নাই।"

আমি কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "অমলার পিতা কি এই বিবাহে সম্মত ছিলেন?"

ভ। আজ্ঞা না।

আ। তবে যতীন্দ্রনাথের পিতা ঐ স্থানে পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে কি হইবে? তাঁহার এরূপ অন্যায় প্রস্তাবের কারণ কি জানেন?

ভ। কারণ কি জানি না, তবে, তিনি জমীদারকে যাহা বলিতেন, তিনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

আ। ইহার কারণ কি ?

ভ। সে কথা বলিতে পারিলাম না। দামোদর বাবুকে জমীদার মহাশয় যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন।

আ। অনুগ্রহ করিতেন বলিয়া নিজের কন্যা দান করিবেন, এ বড় আশ্চর্য্য কথা !

ভবানীপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "জানি না,—কেন তিনি জমীদার মহাশয়কে যাহা বলিতেন, জমীদার মহাশয় তাহা করিতে বাধ্য হইতেন।"

আ। কেশব বাবু বাড়ীতেই আছেন ত ?

ভ। আজ্ঞা হাঁ। তিনি নড়িতে পারেন না। তাঁহার শরীর পূর্ব্ব হইতেই ভাঙ্গিয়া ছিল, সম্প্রতি বোধ হয় প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে একেবারে শয্যাগত হইয়াছেন। ডাক্তারেরা কাহাকেও নিকটে যাইতে দিতেছেন না।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "বটে! বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছে ? ভাল, যতীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে বোধ হয় বাধা নাই।"

লালমোহন আমার কথায় হাসিয়া উত্তর করিলেন, "না—যখনই বলিবেন, তখনই আমি আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব।"

ভবানীপ্রসাদ তখন তাঁহার বন্ধুর মুক্তির জন্য আমায় বারম্বার অনুরোধ করিয়া থানা হইতে বাহির হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভবানীপ্রসাদ প্রস্থান করিলে পর, লালমোহন আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলিলেন, "এমন করিয়া লোককে বৃথা আশা দেওয়া আপনার ন্যায় জ্ঞানবান্ ব্যক্তির উচিত হয় নাই। আপনি যখন স্পষ্টই দেখিতেছেন যে, যতীন্দ্রনাথই দোষী, এবং তাঁহার আর অব্যাহতির উপায় নাই, তখন তাঁহার একজন প্রিয় বন্ধু ও আত্মীয়কে সান্ত্বনা দিবার জন্য মিথ্যা বলা ভাল হইয়াছে কি?"

লালমোহনের কথা শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে বলিল, আমি যতীন্দ্রনাথকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছি? যদি তাহাই করিব, তবে আর এতদূরে কি করিতে আসিয়াছি? আমি তাঁহার মুক্তির উপায় দেখিতে পাইয়াছি এবং আশা করি, শীঘ্রই তাঁহাকে মুক্ত করিব। এখন আমাকে একবার তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দিউন।"

যতীন্দ্রনাথ থানাতেই ছিলেন, তাঁহাকেও ঐ অফিসের মধ্যে আনাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন লালমোহন বাবু অফিসঘরে ছিলেন না। তাঁহার অসাক্ষাতে যদি কোন নূতন কথা আমাকে বলে, এই বিবেচনা করিয়া, লালমোহন বাবুকে সেই সময় একটু বাহিরে থাকিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আর অধিক কিছু শুনিতে পাই নাই। তিনি যেরূপ পূর্ব্বে

বলিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ বলিলেন। আমি এক-একবার মনে করিতাম, তিনি বোধহয় হত্যাকারীকে জানেন এবং তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইল। ইহার কিছুক্ষণ পরে লালমোহন বাবু আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যতীন্দ্রনাথ অমন সুন্দরী জমীদার-কন্যাকে বিবাহ করিতে অসম্মত কেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?"

আ। হাঁ—তাঁহার অস্বীকারের বিশেষ কারণ আছে।

লা। কি ?

আ। যতীন্দ্রনাথ কলিকাতার কোন দরিদ্রের রূপসী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

লা। অমলাও ত বেশ সুন্দরী শুনিয়াছি ?

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সুন্দরী সকলেই। যে যাহার চক্ষে যেমনটী দেখায়। তোমার চক্ষে তোমার স্ত্রী যেমন সুন্দরী, তেমনটী কি আর কেহ হইতে পারিবে ?"

লা। সে কথা যাউক, এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন ?

আ। ডাক্তারের পোষ্ট মরটমের রিপোর্ট পাইয়াছেন কি ?

লা। পাইয়াছি।

আ। সেখানি কোথায় ?

লা। আমার নিকটই আছে। এই বলিয়া কাগজখানি বাক্সের মধ্য হইতে বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। উহা পড়িয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, দামোদরের মাথার খুলির যে অংশ

কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কোন লোক পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দামোদরকে আঘাত করিয়াছিল।

লালমোহন বাবু পরিশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি বাস্তবিকই যতীন্দ্রনাথ কাহাকেও বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তবে তিনি সে কথা তাঁহার পিতাকে বলেন নাই কেন ?"

আ। সে কথা তাঁহার পিতা জানিতে পারিলে তাঁহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিতেন।

লা। এখন আপনি কি মনে করেন ? যতীন্দ্র দোষী কি না ?

আ। আমার বিশ্বাস—নির্দ্দোষী।

লা। তবে দামোদরকে কে হত্যা করিল ? খুনী কে ?

আ। সেইটীই ত বিষম সমস্যা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা আটটার পর লালমোহনকে লইয়া জলার ধারে যাইতে মনস্থ করিলাম। থানা হইতে সেই জলা অধিক দূর নহে। আকাশ মেঘশূন্য, ঝড়বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং আমরা পদব্রজেই যাইতে লাগিলাম।

অতি সঙ্কীর্ণ পথ। পথের দুই ধারে বিস্তৃত মাঠ। কৃষকগণ কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ লাঙ্গল দিতেছে, কেহ বা বৃক্ষ রোপণ করি-

তেছে; কেহ আবার গরুর পাল লইয়া কোন প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইতেছে। এখন প্রায়ই সহরে থাকা যায়; ঘর বাড়ী, কাষ্ঠই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং প্রভাতের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া, আমার মনে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল—বাল্যকালের কথা মনে পড়িল।

কিছুদূর যাইলে পর, লালমোহন বলিয়া উঠিলেন, "আজ প্রাতে এক নূতন খবর পাইলাম।"

আমার কৌতূহল জন্মিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি সংবাদ লালমোহন বাবু?"

লা। জমীদার মহাশয় বাঁচেন কি না?

আ। সে কি! কাল রাত্রে ত সেরূপ কোন সাংঘাতিক পীড়ার কথা শুনি নাই!

লা। না শুনিলেও তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই।

আ। তাঁহার বয়স কত?

লা। ষাট বৎসর হইবে।

আ। কতদিন তিনি এখানকার জমীদার হইয়াছেন?

লা। অধিক দিন নহে। এখানকার পূর্ব্ব জমীদারের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হওয়ায়, এবং তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, তিনি এই জমীদারী বিক্রয় করেন। কেশব বাবুই উহা ক্রয় করেন এবং সেই অবধি তিনি এখানকার জমীদার হইয়াছেন।

আ। সে কতদিনের কথা?

লা। ঠিক বলিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, প্রায় পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে কেশব বাবু এই জমীদারী ক্রয় করেন।

আ। কেশবচন্দ্র আগে কোথায় ছিলেন, বলিতে পারেন ?

লা। শুনিয়াছি—কলিকাতায়।

আ। তাঁহার আসিবার কত পরে দামোদর এখানে আসেন ?

লা। প্রায় এক বৎসর পরে।

আ। তিনিই বা পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতেন ?

লা। শুনিয়াছি, তিনিও কলিকাতায় থাকিতেন। কেশব বাবুর সহিত তাঁহার বহুদিনের আলাপ। যখন কলিকাতায় বাস করিতেন, তখন তিনি না কি কেশব বাবুর অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

আ। সত্য না কি ? সেই জন্যই বুঝি, কেশব বাবু দামোদরকে নিষ্কর ভূমি বাস করিতে দিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন ?

লা। আজ্ঞা হাঁ। কেশব বাবু এতদিন নানা প্রকারে দামোদরের উপকার করিয়া আসিতেছিলেন।

আ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দামোদর কেশব বাবুর নিকট হইতে এত উপকার পাইয়াও তাঁহার কন্যাকে আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। আরও আশ্চর্য্য, জমীদার মহাশয় স্বয়ং দামোদর-পুত্রকে আপনার কন্যাদান করিতে সম্মত নন। দামোদরের এমন কি ক্ষমতা যে, তিনি কেশব বাবুর অমতে তাঁহার কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দেন। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। আপনি কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন ?

লা। কই, বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই।

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "ব্যাপারটী নিতান্ত সহজ নহে। বাহ্যিক সহজ দেখিলেও এ রহস্য জটিল।"

লা। সহজই হউক আর জটিলই হউক, আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, ভবিষ্যতে তাহাই সত্য হইবে।

আ। আপনি কি অনুমান করিয়াছেন?

লা। যতীন্দ্রনাথই হত্যাকারী।

আ। আমার ত সেরূপ বোধ হয় না। এখন সে কথা যাউক; এই সম্মুখেই বোধ হয় সেই জলা, কেমন লালমোহন বাবু?

কথায় কথায় আমরা জলার ধারে উপস্থিত হইলাম। আমি তখন লালমোহনকে সকল স্থানগুলি দেখাইয়া দিতে বলিলাম। লালমোহন আমাকে সঙ্গে লইয়া যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, যেখানে পিতাপুত্রে বিবাদ হইয়াছিল, যেখানে পুত্র পিতাকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল, সেই সকল স্থান একে একে দেখাইয়া দিলেন।

আমি একে একে সমস্ত স্থানগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। জলার ধার দিয়া অনেক দূর গমন করিলাম। পরে সেখান হইতে ফিরিয়া যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম, জলার চারিধারই ভিজা, সেই ভিজামাটীতে অনেকগুলি পায়ের দাগ দেখিতে পাইলাম। আমি কখনও দাঁড়াইয়া কখনও বসিয়া, কখনও বা হামাগুড়ি দিয়া, সেই সকল পদচিহ্ন পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। লালমোহনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার অবসর পাই নাই।

কিছুকাল এইরূপ পরীক্ষা করিয়া, আমি লালমোহনকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে দিন আপনি জলার ভিতরে গিয়াছিলেন কি জন্য ?"

লালমোহন আমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "ভাবিয়াছিলাম, হয়ত হত্যাকারী জলার ভিতরেই কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকিবে।"

আ। কোন অস্ত্র পাইয়াছিলেন কি ?

লা। না—কিন্তু আপনি ত সেদিন উপস্থিত ছিলেন না ? আমিও আপনাকে এ বিষয়ে কোন কথা বলি নাই। তবে আপনি জানিতে পারিলেন কিরূপে ?

আ। সে কথা বলিবার এখন সময় নয়। আপনার পদচিহ্ন দেখিয়া আমি কেন, সকলেই এ কথা বলিতে পারেন। এই দেখুন, এইগুলি যতীন্দ্রনাথের পায়ের দাগ। তিনি এখান দিয়া যে যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাহা এই পায়ের দাগ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। আবার যে সময় আপনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন ও যে যে স্থান তিনি আপনাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাও পদচিহ্ন দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই দেখুন, এইখানে দামোদরের দেহ প্রথমে মাটিতে পড়ে। এইখানে দেখুন, দামোদর পদচারণা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, যখন পিতাপুত্রের বিবাদ হয়, তখন দামোদর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়াছিলেন। আর এইটী কি দেখুন দেখি, এই দাগটী কিসের বলিয়া বোধ হয় ?

লালমোহন অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি অপ্রতিভ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, "এই খানে বন্দুকের উপর ভর দিয়া

দামোদর দাঁড়াইয়া ছিলেন। বন্দুকের তলাটা মাটীতে কতখানি বসিয়া গিয়াছে দেখিয়াছেন ?"

এইরূপ দেখিতে দেখিতে সহসা আর কতকগুলি চিহ্ন আমার নয়নপথে পতিত হইল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "এগুলি কিসের দাগ ? নিশ্চয়ই কোন লোক ধীরে ধীরে এদিকে আসিয়াছিলেন। এই যে তিনি আবার প্রস্থান করিয়াছেন। এই দাগগুলি কতদূর আছে একবার দেখিতে হইল।"

এই বলিয়া আমি সেই দাগ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। অবশেষে নিকটস্থ মাঠে উপস্থিত হইলাম। সে মাঠজমি ভিজা ছিল না। সুতরাং আর কোন পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। আমি তখন জলার ধারে আসিলাম। লালমোহনকে কহিলাম, "মৃতদেহ পাইবার পর, এই স্থান আপনার দ্বারা মাড়ামাড়ি হইয়াছে, তাহা না হইলে এই স্থান হইতেই এই মকর্দ্দমার কিনারা হইয়া যাইত।"

লালমোহনকে পুনর্ব্বার কহিলাম, "এখন একবার সেই সাক্ষী প্রজার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি। আমায় তথা লইয়া চলুন ?"

লালমোহন হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কষ্ট করিয়া কি হইবে ? সে যাহা জানে তাহা ত আগেই বলিয়াছে।"

আমার বড় রাগ হইল। আমি বলিলাম, "কিজন্য দেখা করিতে চাহিতেছি তাহা আপনি জানিলেন কিরূপে ? আপনি দেখা করাইয়া দিউন, তাহার পর সমস্তই জানিতে পারিবেন।"

লা। আপনার কি এখনও বোধ হইতেছে যে, এই হত্যা যতীন্দ্রের দ্বারা হয় নাই ?

আ। আমার বোধ হয়, এই হত্যা যতীন্দ্রের দ্বারা হয় নাই।

লা। তবে হত্যাকারী কে ?

আ। হত্যাকারী কে, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তবে তাহার আকৃতি দীর্ঘ, ডানহাত অকর্ম্মণ্য, ডান পায়ের জোর নাই। তাহার পরিধানে মোটা তলাযুক্ত জুতা, আরও অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে।

লালমোহন আমার কথায় হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সমস্তই কল্পনা মাত্র।"

আমি বলিলাম, "আপনি আপনার মনের মত কার্য্য করিয়াছেন, আমি আমার নিয়ম মত কার্য্য করিতেছি। হয়ত আজ বৈকালে সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

লা। তবে কি এ রহস্য ভেদ করিয়াছেন ?

আ। নিশ্চয়ই।

লা। খুনী কে ?

আ। আমি ত তাহার আকৃতি বর্ণনা করিয়াছি। এই স্থানে অধিক লোকের বাস নয়। এখানে ঐ রকম লোক খুঁজিয়া বাহির করা তত কষ্টকর হইবে না।

লা। সে কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না।

আ। কেন ?

লা। লোকে আমাকে উপহাস করিবে।

আ। কি জন্য ?

লা। আপনি যেরূপ আকৃতি বর্ণনা করিলেন, সেই আকৃতির লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে আমায় লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে হয়।

আ। না পারেন আমিই দেখিতেছি। কিন্তু পরে আমার দোষ দিবেন না। আপনার সাহায্যের জন্যই আমি আসিয়াছি, আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, এ কার্য্যের সুখ্যাতি আমিই লাভ করি। চলুন, এখন থানায় যাওয়া যাউক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

থানায় ফিরিয়া আসিয়া আমি স্নানাহার সমাপন করিলাম। পরে বিশ্রামার্থ নির্দ্দিষ্ট গৃহে উপস্থিত হইলাম।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর আমি লালমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দামোদর মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিল, তাহার কোন অর্থ বুঝিয়াছেন?"

লালমোহন উত্তর করিলেন, "না—আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কথাটা বড় অস্পষ্ট।"

আ। অস্পষ্ট হইলেও তাহার অর্থ আছে।

লা। কি বলুন দেখি?

আ। দামোদর কি বলিয়াছিল, মনে আছে?

লা। "আম সদ্দা" না কি ঐ রকম একটা কথা বলিয়াছিল।

আ। ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু আপনি উহার কোন অর্থ বুঝিতে পারেন নাই?

লা। না।

আ। রাম সর্দ্দার।

লা। সে কে ?

আ। সেই খুনী। দামোদর বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, রাম সর্দ্দার আমায় খুন করিয়াছে, কিন্তু সকল কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারে নাই।

লা। রাম সর্দ্দার কে ? তাহার বাসই বা কোথায় ?

আ। সে কথা পরে হইবে। এখন আর একটী কথা, হত্যাকারী যে পথ দিয়া জলার ধারে গিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, সে এখানকার একজন পাকা লোক। অনেকদিন হইতে সে এখানে বসবাস করিয়া আসিতেছে।

লা। ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু আপনি হত্যাকারীর আকৃতি জানিলেন কিরূপে ? তাহার আকৃতি যে দীর্ঘ, তাহা কেমন করিয়া জানিলেন ?

আ। কেন ? দুইটী পদচিহ্নের মধ্যবর্ত্তী স্থান দেখিয়া। যে যত লম্বা হয়, সে তত লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া থাকে।

লা। সে যে খোঁড়া, কিরূপে জানিলেন ?

আ। পায়ের দাগ দেখিয়া। এক পায়ের দাগ যত স্পষ্ট অপর পায়ের দাগ তত নয়। সে একপায়ে বেশী জোর দিয়া চলে। কাজেই সে খোঁড়া।

লা। আর তাহার ডান হাতের জোর নাই, এ কথা কেমন করিয়া জানিলেন ?

আ। দামোদরের মাথায় যেখানে যেরূপ ভাবে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা ডানহাতে মারিলে ওরূপ ধরণের জখম হইত না। হত্যাকারী যে নিশ্চয়ই বামহস্তে পশ্চাৎ দিক হইতে

আঘাত করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এ কথা পরে দেখিবেন ডাক্তারের সাক্ষ্যতেই প্রমাণিত হইবে।

আমার কথা শুনিয়া, লালমোহনের মুখ প্রসন্ন হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমরা একই জায়গায় একই রকম জিনিষ ও দাগ দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু আমি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; দেখার মত দেখিতে পারিলাম না। আপনি যে একজন নিরীহ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন, ইহাই আপনার যথেষ্ট পুরস্কার। অন্য কোন পুরস্কার আপনার যোগ্য হইতে পারে না।"

আমি এখন লালমোহনের কথায় আন্তরিক আনন্দিত হইলাম। আত্মপ্রশংসায় নহে, তাঁহার একটী কথা আমার প্রাণে লাগিয়াছিল। আমি একজন নির্দ্দোষী লোকের জীবন রক্ষা করিয়া যে, পুরস্কার লাভ করিলাম, অন্য কোন পুরস্কার তাহার তুলনায় বাস্তবিকই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। খানিক পরে বলিলাম, "দারোগা বাবু! এখন একবার চলুন, শেষ কাজটা সারিয়া ফেলি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তখনই দারোগা মহাশয়কে কেশব বাবুর শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই বটে কিন্তু তিনি লোকজনের সহিত এখনও বেশ কথাবার্ত্তা

কহিতে পারেন,—তবে শয্যাগত। বিছানা হইতে নড়িবার শক্তি নাই। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল।

আমি কেশব বাবুর বাড়ী জানিতাম না। কেশব বাবু যে-সে লোক নন্; দেশের জমীদার, সুতরাং কাহারও সাহায্য ব্যতীত তাঁহার বাড়ী চিনিতে পারিলেও, গ্রাম বেড়াইবার ছলে থানা হইতে বহির্গত হইলাম। লালমোহন আমার সঙ্গে রহিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা ভাঙ্গিলাম না।

থানা হইতে জমীদার বাটী প্রায় একক্রোশ, আমরা গল্প করিতে করিতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, কেশব বাবু একটু ভাল আছেন।

বাড়ীর এক ভৃত্য আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেল। ঘরে প্রবেশ করিলে কেশব বাবু হাত নাড়িয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমরা বসিলাম।

আমরা বসিলে পর, তিনি অতি ক্ষীণস্বরে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার সঙ্গীটীই বা কে?"

আমি বলিলাম, "আমি একজন ডিটেকটিভ পুলিস কর্ম্মচারী ও আমার সঙ্গী আপনাদিগের থানার দারোগা।"

আমি এই কথা বলিবামাত্র কেশব বাবু চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সমস্ত শরীর যেন কাঁপিতে লাগিল। তিনি অতি বিমর্ষভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, আমি তাঁহার মনের ভাব

বুঝিতে পারিলাম। বলিলাম, "আমি দামোদরের খুনের বিষয় ও রাম সর্দ্দারের সমস্তই জানি।"

কেশব বাবু অতি মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!"

আমি কোন কথা কহিলাম না। তখন তিনি যেন আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। যে দিন হইতে যতীন্দ্র জেলে রহিয়াছে, সে দিন অবধি আমিও শয্যাগত হইয়াছি;—অনুতাপের জন্য নহে, কেবল আমার দোষে একজন নিরীহ প্রাণী শাস্তি পাইবে এই জন্য। শেষে এই সাব্যস্ত করিয়াছিলাম যে, যদি আমার জীবন থাকিতে থাকিতে যতীন্দ্রনাথের ফাঁসির হুকুম হয়, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া নিজেই শাস্তি লইব।"

কেশব বাবুর কথায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। বলিলাম, "আপনাকে এখনও সেইরূপই করিতে হইবে। যদি আমি আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাই, যদি রোগ হইতে আপনি মুক্ত হন, তাহা হইলে আপনার নিশ্চয়ই ফাঁসি হইবে। কিন্তু আপনার এখন যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, ও আপনার চিকিৎসকের নিকট হইতে আমি যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছি, এ যাত্রা আপনার কোনরূপেই রক্ষা নাই। আপনার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী, কিন্তু মরিবার সময় একজন নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ নাশ করাইয়া পরকালের পথ নষ্ট করেন কেন? ইহজন্মে যাহা করিবার করিয়াছেন, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন অকপট চিত্তে সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া, নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ দান করিয়া, নিশ্চিন্তমনে ইহধাম পরিত্যাগ করুন।"

আমার কথা শুনিয়া লালমোহন বাবু আমার কানে কানে

কহিলেন, "আপনার অনুমান সত্য, ইনি লম্বাকৃতি, একটু খোঁড়া ও ইহার দক্ষিণ হস্তে সম্পূর্ণরূপ বল নাই।"

আমার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় কহিলেন, "আপনার কথা সত্য, এ যাত্রা এ পীড়া হইতে আমার রক্ষা নাই, সুতরাং এখন সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া একজন নিরপরাধীকে বাঁচানই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার কন্যার জন্যই সেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

আ। কেন? আপনার কন্যার তাহাতে আপত্তি কি?

কে। তাহার আপত্তি নাই। সে এ পর্য্যন্ত আমার পাপের কথা জানে না। কিন্তু সে যদি আমায় খুনী বলিয়া জানিতে পারে, তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

আ। সে কি! আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

কে। অমলা যদি জানিতে পারে যে, আমিই দামোদরকে খুন করিয়াছি, তাহা হইলে সে আত্মঘাতিনী হইবে।

আ। আপনি সেরূপ মনে করিতে পারেন কিন্তু আত্মহত্যা করা বড় সহজ কথা নয়।

কে। আপনি আমায় কি করিতে বলেন?

আ। সমস্ত কথা একখানি কাগজে লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিন। প্রয়োজন মত আমি উহা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখাইয়া যতীন্দ্রের প্রাণরক্ষা করিব।

কে। অমলা জানিতে পারিবে?

আ। আপাততঃ যাহাতে আপনার কন্যা জানিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিব; কিন্তু পরে সমস্তই জানিতে পারিবে।

কে। কত দিন পরে?

আ। সে কথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

কে। আমি শীঘ্রই ইহলোক ত্যাগ করিব। ডাক্তার কবিরাজ আমায় জবাব দিয়া গিয়াছেন, আমি মরিবার পর যদি এ কথা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

আ। তাহাই হইবে।

এই সময় তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তিনিও সকল কথা শুনিলেন।

কেশব বাবু ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার এমন শক্তি নাই যে, আমি স্বয়ং লিখিতে পারি। আমার কথা কহিতেও কষ্ট বোধ হয়।"

আমি উত্তর করিলাম, "আপনাকে লিখিতে হইবে না। আপনার চিকিৎসক এই ডাক্তার বাবু সে কার্য্য করিবেন। আপনি কেবল স্বাক্ষর করিলেই হইবে।"

ডাক্তার বাবু আমার কথা শুনিয়া নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একখানি কাগজ লইলেন। পরে বলিলেন, "কি বলিবেন বলুন, আমিই লিখিয়া দিতেছি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কেশব বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

"দামোদর সামান্য লোক নহে। সে মানবাকারে একজন দস্যু। এই বিশ বৎসর সে আমায় জ্বালাতন করিয়া আসিতেছে।

আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সেই দুর্দ্দান্ত লোকের বশীভূত হইলেন কিরূপে?"

কে। শুনুন, আমি সমস্তই বলিতেছি। ডাক্তার বাবু আপনি লিখিয়া যান। আমার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলাম। আমার আর কেহ ছিল না। মাথার উপর বাবা ছিলেন, তিনিত মারা পড়িলেন। আমি সমস্ত বিষয় আশয় বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা করিলাম। একে আমার যৌবনকাল, তাহার উপর হাতে বেশ টাকাও ছিল, এ অবস্থায় সচরাচর যাহা হয়, তাহাই ঘটিল। আমার অনেক সঙ্গী জুটিল। আমি মদ খাইতে শিখিলাম; এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঘোর বেশ্যাশক্ত হইয়া উঠিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ আমার পাঁচ জন বন্ধু হইল। তাহারা আমার পয়সায় আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিল। দামোদর সেই পাঁচ জনের মধ্যে একজন। ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত অর্থ শেষ হইয়া গেল। আমার হাতে একটীও পয়সা রহিল না। তখন আমরা অর্থোপার্জ্জনের উপায় দেখিতে লাগিলাম।

আমরা সন্ধ্যার পর খিদিরপুর অঞ্চলে কোন নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং সুবিধা পাইলে লোকজনের নিকট হইতে টাকা-কড়ি কাড়িয়া লইতে লাগিলাম। সেই অবধি সঙ্গীরা আমার নাম রাম সর্দ্দার রাখিল। এইরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া, আমরা আমোদ করিতে লাগিলাম। লোকে আমাদিগের উপর কোনরূপ সন্দেহ করিত না। একদিন শুনিলাম, কোন জমীদারের অনেক টাকা যাইবে। আমরা সেই টাকা লুঠ করিবার

পরামর্শ করিলাম। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ছয় জন ছিলাম, কিন্তু পাছে সফল না হই, এই নিমিত্ত আরও জন কয়েক লোক সংগ্রহ করিলাম। রাত্রি নয়টার পর আমরা সেই অর্থ লাভ করিলাম। যাহাদিগকে আমাদের সাহায্যের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলাম এবং অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ আমাদের বাসায় লইয়া আসিলাম। অংশ লইয়া কথায় কথায় দামোদরের সহিত আমার বিবাদ হয়। আমার ভয়ানক রাগ হইয়াছিল, আমি দামোদরকে হত্যা করিতে এক লাঠি তুলিলাম। কিন্তু দামোদর আমার হাতে লাঠি দেখিয়া সম্পূর্ণ বশীভূত হইল এবং আমি যাহা দিলাম, তাহাতে বাহ্যিক সন্তুষ্ট হইয়া দল ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। আমার অবশিষ্ট সঙ্গিগণ যথেষ্ট টাকা পাইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমিও এই জমীদারী কিনিয়া এখানে বাস করিতে লাগিলাম। এই জমীদারীর আয় সামান্য নহে। বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা হইবে। এত টাকার মালিক হওয়ায় আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল। আমি বিবাহ করিলাম এবং তিন বৎসর একরূপ নির্ব্বিবাদে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলাম। বিবাহের তিন বৎসর পরে অমলার জন্ম হয়। অমলার বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। আমি অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছিলাম, সুতরাং আমার আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না; অমলাকে নিজেই মানুষ করিতে লাগিলাম। অমলার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমি একদিন হাট হইতে বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময়ে দামোদরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। দামোদরের পরিধানে একখানি ছেঁড়া কাপড়, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, একখানি ছেঁড়া

চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াছিল। দামোদরকে দেখিয়া আমার দয়া হইল। কিন্তু আমি প্রথমে তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিলাম না। দামোদর আমার মনের ভাব বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল। সে আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং বলিল, 'তার পর সর্দ্দার এখন তুমি বড় লোক—জমীদার। আর আমি ভিখারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এক সময়ে আমি তোমার কত উপকার করিয়াছি, আর এখন তুমি থাকিতে আমার এই দুর্দ্দশা! যদি ভাল চাও, আমার উপায় করিয়া দাও। নতুবা পূর্ব্ব কথা সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিব।' দামোদরের কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম এবং খানিকটা জমী নিষ্কর ভোগ দখল করিতে দিলাম। দামোদর তখন সন্তুষ্ট হইল এবং একরূপ আনন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। আমাকেই তাহার ও তাহার পুত্রের ভরণপোষণের অর্থ দিতে হইত। তা ছাড়া, যখনই দামোদরের টাকার দরকার হইত, তখনই সে আমার নিকট হাত পাতিত। আমিও ভয়ে তাহার আবশ্যক মত অর্থ দিতাম। ক্রমে তাহার সাহস বাড়িয়া উঠিল। তাহার পুত্র যতীন্দ্র বড় ভাল ছেলে। তাহার বয়স তখন বিশ বৎসর, আমার অমলা এগার বৎসরের। দামোদর কথায় কথায় একদিন তাহার পুত্র যতীন্দ্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল। আমি তাহার সাহসে আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম, 'তুমি যে দিন দিন বড় বাড়িয়া উঠিতেছ! তুমি কি মনে কর, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে? তোমার ন্যায় হতভাগ্যের পুত্রের সহিত জমীদার-কন্যার বিবাহ সম্ভবে না।' দামোদর আমার কথায় হাসিয়া বলিল, 'অত রাগ করিলে কি হইবে? তোমার

পূর্ব্ব অপরাধ কি ভুলিয়া গিয়াছ? লোকে জানিলে কি হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ?' আমি বলিলাম, 'বারম্বার একই কথায় আর আমার ভয় নাই। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার। কিন্তু ইহা স্থির জানিও যে, তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ অসম্ভব।' এইরূপ বিবাদ চলিতেছিল। দামোদরের সহিত দেখা হইলেই সে ঐ কথা উত্থাপন করে দেখিয়া, আমি আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না। গত জ্যৈষ্ঠ মাহার তেসরা দামোদর যখন শীকার করিতে যায়, আমি দেখিয়াছিলাম। দামোদরের উপর আমার বড় রাগ ছিল। তাহাকে একেবারে হত্যা করিতে না পারিলে আমার আর নিষ্কৃতি নাই দেখিয়া, আমি তাহাকে খুন করিতে মনস্থ করিলাম এবং সেই জন্য ঐ কার্য্যের উপযোগী এক-গাছি লাঠি লইয়া দামোদর যে জলার ধারে শীকার করিতে গিয়াছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। যখন আমি জলার ধারে যাই, দেখিলাম—পিতা পুত্রে বিবাদ হইতেছে। আমি গোপনে তাহা-দের বিবাদের কারণ জানিতে পারিলাম। পুত্রের বিবাহে আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পিতা অমলার সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য জেদ করিতেছিল। দামোদরের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার পুত্র অমলাকে বিবাহ করিলে সেই এক সময়ে আমার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে। দামোদরের পরামর্শ শুনিয়া, আমার ভয়ানক ক্রোধ হইল, রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। দেখিলাম, যতীন্দ্র দামোদরের নিকট হইতে চলিয়া গেল। আমি তখন পা টিপিয়া টিপিয়া দামোদরের পশ্চাতে যাইলাম এবং সেই লাঠির দ্বারা সজোরে তাহার মাথায় আঘাত করিলাম। দামোদর চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, আমিও পলায়ন করিলাম। বাড়ী

ফিরিয়া আসিয়া আমার চৈতন্য হইল। আমি যে ভয়ানক কার্য্য করিয়াছি তখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। মহাশয়! এই আমি সমস্ত সত্য বলিলাম; ইহার মধ্যে একটুও মিথ্যা নাই।

আ। আপনি জমিদার, টাকা পয়সা ও লোক-জনের অভাব নাই, তবে এ কার্য্য আপনি নিজ হস্তে সম্পন্ন করিলেন কেন ?

কে। একবার দামোদরের সাহায্যে এক কার্য্য করিয়া এত দিবস পর্য্যন্ত সেই যন্ত্রণায় জ্বলিতেছিলাম, আবার এই কার্য্যের জন্য যদি কোন লোকের সাহায্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে তাহার পরিণাম ফলও ঐরূপ দাঁড়াইবে; এই ভাবিয়া, কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, আমি নিজেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।

কেশব বাবুর কথা শেষ হইলে আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার বাবু! সব লিখিয়াছেন ত ?"

ডা। হাঁ, সকলই লিখিয়াছি, কেবল জমীদার মহাশয়ের স্বাক্ষর বাকি।

আ। কি লিখিয়াছেন একবার পড়ুন দেখি ?

ডাক্তার বাবু তখন সেই কাগজ পড়িলেন এবং পড়া শেষ হইলে কাগজখানি আমার হাতে দিলেন, আমি কেশববাবুকে উহা সহি করিতে দিলাম, কেশব বাবু সই করিলে পর, আমি ডাক্তারকেও সাক্ষীস্বরূপ সহি করিতে বলিলাম।

ডাক্তার স্বাক্ষর করিলেন এবং কাগজখানি আমার হস্তে দিলেন। আমি উহা লইয়া কেশব বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইলাম কিন্তু গোপনে কেশব বাবুর উপর পাহারা রাখিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কার্য্য শেষ হইল। আমরা থানায় ফিরিয়া আসিলাম; এবং সেই কাগজখানি একজন ম্যাজি-

ষ্ট্রেটকে দিলাম; ও তাঁহাকে কহিলাম, "পুলিস কর্ম্মচারীর অবর্ত্তমানে পুনরায় কেশব বাবুর নিকট গমন করিয়া, তাঁহার সমস্ত কথা পুনরায় লিখিয়া লইতে আজ্ঞা হয়, কারণ যদি তিনি আরোগ্যলাভই করেন, তাহা হইলে এই খুনি মকর্দ্দমা তাঁহার উপর চালাইতে হইবে।"

আমাদিগের প্রার্থনামত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একজন সাহেব ডাক্তার সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহা-দিগের সেই স্থানে উপস্থিত হইবার অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে জমিদার মহাশয়ের মৃত্যু হয়; সুতরাং তিনি মকর্দ্দমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

যতীন্দ্রনাথ যথাসময়ে নিষ্কৃতি লাভ করেন ও পরে শুনিয়াছিলাম, ঐ যতীন্দ্রনাথের সহিত অমলার বিবাহ হয়, ও তিনিই পরিশেষে কেশব বাবুর সমস্ত জমিদারীর অধিকারী হন। যে দরিদ্র কন্যাকে তিনি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, এই গোলোযোগের সময় সেই কন্যার অভিভাবকেরা অপরের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, No 166. দারোগার দপ্তর, ১৬৬ সংখ্যা।

বাঁশী।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [মাঘ।

বাঁশী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণ মাস। প্রাতঃকাল। গতরাত্রে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছে। এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছে। বাতাসের জোর ভয়ানক, যেন ঝড় বহিতেছে।

আমাকে প্রায়ই সকালে উঠিতে হয়। কিন্তু গতরাত্রে প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, এত ভোরে উঠিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মানুষের আর্‌জি আর ঈশ্বরের মর্‌জি। মানুষ ভাবে এক—হয় আর।

এত দুর্য্যোগেও কোন ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমার চাকর বলিল, "বাবুর বড় দরকার।"

আমি সে কথা আগেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দরকার না হইলে এই ভয়ানক দুর্য্যোগে—এত সকালে আমার নিকট আসিবেন কেন? কাজেই তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া বাবুর সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম, তিনি সুপুরুষ; তাঁহার দেহ উন্নত, বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তাঁহার মস্তকে সুচিক্কণ কুঞ্চিত কেশরাশি, হস্তে একগাছি লাঠী, পরিধানে একখানি পাৎলা কালাপেড়ে ধুতি, একটী পাঞ্জাবী জামা, একখানি কোঁচান উড়ানি। পায়ে বার্ণিস জুতা ও রেশমী মোজা।

দেখা হইবামাত্র আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আসা হইতেছে?"

তিনি অতি বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "আমি বালিগঞ্জ হইতে আসিতেছি। আমার নাম অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বড় বিপদে পড়িয়াই এই অসময়ে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

বিখ্যাত জমীদার অমরেন্দ্রকে চিনে না এমন লোক কলিকাতায় অতি কম। আমিও অনেকবার তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখা করিবার সুবিধা হয় নাই।

আমি কোন উত্তর না করিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া, তিনি বলিলেন, "আমার পরিচিত দুই একটী বড় লোকের বাড়ীতে আপনি যেরূপ সুখ্যাতির কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনার দ্বারাই আমার যথেষ্ট উপকার হইবে।"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "অনুমতি করুন, আমি কিরূপে আপনার উপকার করিতে পারি। কি হইয়াছে বলুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চক্রবেড়ের বিখ্যাত জমীদার প্রাণকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত আমার পুত্রের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। গত কল্য আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্ন উপলক্ষে আমরা চক্রবেড়ে গিয়াছিলাম। জমীদারের বাড়ীতে বিবাহ; ছোট বড় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলের আহারাদি শেষ না হইলে আমার ফিরিয়া আসা ভাল দেখায় না মনে করিয়া, আমাকে 'কাল চক্রবেড়েই থাকিতে হইয়াছিল। আমাদের বাড়ীর আর সকলে কলিকাতায় ফিরিয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণবাবুর পরিবারের মধ্যে তাঁহা

স্ত্রী ও একটী দুগ্ধপোষ্য বালক; দুইটী ভ্রাতুষ্কন্যা ছিল—দুই বৎসর পূর্ব্বে একটীর মৃত্যু হওয়ায় এখন আমার ভাবী বধূমাতাই একমাত্র ভ্রাতুষ্কন্যা; তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও দূরসম্পর্কীয়া এক বিধবা ভগ্নী। সরকার, চাকর, দাসী, দরোয়ান প্রভৃতি অনেকগুলি বাজে লোক'ও আছে। রাত্রি প্রায় একটার পরে আমি শয়ন করি। আমার পার্শ্বের গৃহে আমার ভাবী বধূমাতা শয়ন করিয়াছিল। একজন দাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও সেই ঘরে থাকিত। অধিক রাত্রিজাগরণ জন্যই হউক, অথবা অন্যত্র শয়ন করিবার জন্যই হউক, আমার ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি চারিটার সময় সহসা পার্শ্বের গৃহ হইতে এক ভয়ানক চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। কণ্ঠস্বর আমার ভাবী বধূমাতার বলিয়াই বোধ হইল। আমি শয্যা হইতে উঠিলাম, আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। মনে করিলাম, পাশের ঘরে গিয়া ব্যাপার কি দেখিয়া আসি; কিন্তু সাহস করিলাম না। নূতন কুটুম্বের বাড়ী, তাহার উপর সে ঘরে আমারই ভাবী বধূমাতা শুইয়া আছে। সাত পাঁচ ভাবিতেছি, এমন সময়ে সেই ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। দাসী এক হস্তে একটী আলোক ও অপর হস্তে বধূমাতাকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল। আমি তখনই তাহাদের নিকট যাইলাম। অন্য সময় হইলে বধূমাতা আমাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করিত; কিন্তু তখন সে পলায়ন করিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, তাহার জ্ঞান নাই। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে ও মুখ নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। বধূমাতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, আমারও ভয় হইল। আমি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, দাসীকে

লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে? বৌমা অমন করিতেছে কেন?"

দাসী অতি বিষণ্ণবদনে উত্তর করিল,—"সুধা বড় ভয় পাইয়াছে।"

আ। ভয় কিসের?

দা। সুধাকে জিজ্ঞাসা করুন। উহার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি সুধার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সে মাথায় কাপড় দিয়াছে। বোধ হইল, আমাদের কথাবার্ত্তায় তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছিল, সে আমার কথা বুঝিয়াছিল। আমাকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অস্পষ্ট ভাবে বলিল, "সেই বাঁশীর আওয়াজ! আমার বড় ভয় হইয়াছে; হয় ত আমি আর এ যাত্রা রক্ষা পাইব না।"

বৌমার কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমিও তাহার কথার ভাব বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ বাঁশী মা? বাঁশীর আওয়াজ শুনিয়া এত ভয়ই বা কিসের? তুমি শান্ত হও; অমন অলক্ষণে কথা আর মুখে আনিও না।"

বৌমা যেন আমার কথায় একটু সুস্থ হইল, খানিক পরে বলিল, "দুই বৎসর হইল দিদির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের এক সপ্তাহ আগে সেও দুই তিন দিন এই রকম হিস্ হিস্ শব্দ ও এক রকম বাঁশীর স্বর শুনিতে পায়। তাহার পরেই একদিন সে হঠাৎ মারা পড়ে। আজ রাত্রে আমিও প্রথমে এক প্রকার হিস্ হিস্ শব্দ শুনিতে পাই। শব্দ শুনিয়াই আমার প্রাণে কেমন আতঙ্ক হয়। আমি উঠিয়া বামাকে ডাকি। বামা উঠিয়া আলোক

জ্বালিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি আবার শুইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে বাঁশীর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করে। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠি। তখন বামা আমায় ধরিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনে।"

সুধার কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদি কি তোমাদের খুড়া মহাশয়কে সে সকল কথা বলিয়াছিল?"

সু। হাঁ; কিন্তু তিনি উপহাস করিয়া সে কথা উড়াইয়া দেন।

আ। তোমার দিদির হঠাৎ মৃত্যুতে পুলিস কোনরূপ গোল-যোগ করে নাই?

সু। হাঁ; পুলিসের লোকে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহারাও কিছু করিতে পারিল না।

আ। তবে তাহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ কি?

সু। ডাক্তার বলিয়াছিল, অত্যন্ত ভয়েই আমার দিদির মৃত্যু হইয়াছিল।

আ। আর পুলিস কি বলিল?

সু। পুলিসেরও সেই মত।

আ। আমার ইচ্ছা এ বিষয় একবার তোমার খুড়াকে জানাই।

সু। ইচ্ছা করেন, জানান; কিন্তু কোন ফল হইবে না। তিনি বিশ্বাস করিবেন না; হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবেন।

আ। বামাও কি বাঁশীর স্বর শুনিয়াছে?

সু। আজ্ঞে হাঁ।

সকল কথা শুনিয়া আমার বড় ভাল বোধ হইল না। সৌমা ও

তাহার দাসীকে সেই সকল কথা অপর কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া, আমি তাহাদিগকে বিদায় দিলাম। পরদিবস প্রাতে আমার ভাবী বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমি আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু বাঁশীর কথা আর কাহাকেও বলিলাম না।

অমরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, ইহার মধ্যে কোন একটী গুরুতর রহস্য আছে। আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর আদেশ না পাইলে ত আমি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না, সে বিষয়ে আপনি কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন কি?"

আমার কথা শুনিয়া অমরেন্দ্র বাবু কহিলেন, "হাঁ, সে বন্দোবস্ত আমি করিয়াছি, সে কথা আমি আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি আপনার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে সমস্ত কথা বলি ও যাহাতে আপনার সাহায্যপ্রাপ্ত হই, তাঁহার নিমিত্ত উপরোধ করি। তিনিও আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, এই কার্য্যের ভার আপনার হস্তে প্রদান করিয়াছেন ও আপনাকে এক পত্রও লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই নিকট হইতে আমি আপনার নিকট আগমন করিতেছি।" এই বলিয়া অমরেন্দ্র বাবু একখানি পত্র আমার হস্তে প্রদান করিলেন। দেখিলাম, উহা আমার প্রধান কর্ম্মচারীর হস্তলিখিত ও যতদূর সম্ভব তিনি [illegible] এই বিষয়ে সাহায্য করিতে আদেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অমরেন্দ্র বাবুর মুখে সুধার ভগ্নীর মৃত্যুর কথা যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। যখন পুলিস হঠাৎ মৃত্যুর কথা শুনিয়াছিল, তখন মৃতদেহ নিশ্চয়ই পরীক্ষা করা হইয়াছিল; এই স্থির করিয়া, অমরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ভাবী বধূমাতার ভগ্নীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া, ডাক্তার সাহেব কি বলিয়াছিলেন?"

অমরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে সে কথা আমি বলিতে পারিলাম না। সুধা আমায় সে কথা বলে নাই; সম্ভবতঃ সে কিছু জানে না।"

আমি দেখিলাম, সুধার সহিত এ বিষয়ে একবার কথা না কহিলে কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিব না। অমরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার বেয়াদবী মাপ করিবেন। আমি একবার আপনার ভাবী পুত্রবধূর সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি। কোনরূপ সুবিধা হইতে পারে?"

অমরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "বিবাহের আগে সুধাকে আর এ বাড়ীতে আনা যায় না। তবে যদি———। আচ্ছা হাঁ, সুধার সহিত দেখা হইবার সুবিধা করিতে পারি। সুধার মামী আমাদের দূর-সম্পর্কের একজন আত্মীয়। তিনি এখন জোড়াসাঁ-কোয় আছেন। তিনি সুধাকে আইবড় ভাত খাওয়াইবার ছলে

জোড়াসাঁকোয় আনিতে পারেন। আপনি সেখানে যাইলে আমি কৌশলে তাহাকে আপনার সাক্ষাতে আনিতে পারিব।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “উত্তম পরামর্শ করিয়াছেন। কিন্তু অধিক বিলম্ব করিবেন না। আপনার পুত্রের বিবাহ কবে?”

অ। আজ বুধবার আর বুধবারে।

আ। তবে এখনও ছয়দিন দেরী।

অ। আজ্ঞে হাঁ। বলেন ত আজই সুধাকে জোড়াসাঁকোয় আনাইবার চেষ্টা করি।

আ। বেশ—তাহাই করুন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব। আপনি বেলা একটার সময় সংবাদ দিবেন।

অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। আমিও স্নানাহার সমাপন করিয়া হাতের কাজ সারিলাম। বেলা একটার কিছু পরেই অমরেন্দ্র পুনবার আমার বাসায় আসিলেন। বলিলেন, “সুধা আজই বেলা তিনটার সময় জোড়াসাঁকোয় আসিবে। সম্ভবতঃ সে আজ সেই স্থানেই থাকিবে। আপনি কখন যাইতে ইচ্ছা করেন?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “সুধার খুড়া মহাশয় কিছু বলিলেন না?”

অ। আজ্ঞে না, তবে তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, সুধাকে আজই ফিরিতে হইবে।

আ। যিনি আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি কি উত্তর করিলেন?

অ। তিনি বলিয়াছেন, যদি অধিক বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সে আজ ফিরিতে পারিবে না। সুধার খুড়া তাহার কথায় মনে

মনে রাগান্বিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথার উপর বেশী কথা বলিতে সাহস করেন নাই।

আ। আমার বিশ্বাস, সুধাকে আজই যাইতে হইবে। যদি আপনারা স্ব-ইচ্ছায় না পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং লোক পাঠাইয়া সুধাকে লইয়া যাইবেন।

অ। আপনার অনুমান সত্য হইতে পারে; কেন না, প্রাণকৃষ্ণ বাবু বড় কড়া লোক, তিনি যাহা বলেন তাহা করেন।

আ। প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বয়স কত?

অ। বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর।

আ। তাঁহাকে দেখিতে কিরূপ?

অ। অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এমন কি, প্রতিবেশীগণ তাঁহাকে অসুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

আ। তাঁহার চরিত্র?

অ। নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু বড় একগুঁয়ে। পল্লীর সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। এক সময়ে তিনি এক প্রতিবেশীকে এমন আঘাত করেন যে, তাহার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি আর কোন লোক তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করে না। এখন আপনি কখন যাইতে চান বলুন?

আ। তবে চলুন, এখনই যাইতেছি। আপনার বৈবাহিক মহাশয় যেমন লোক শুনিতেছি, তাহাতে তিনি কখন আসিয়া সুধাকে লইয়া যাইবেন বলা যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাকে বৈঠকখানায় রাখিয়া অমরেন্দ্র বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন। তাঁহার আত্মীয়ার বাড়ীখানি ছোট, কিন্তু যেন ছবির মত। বাড়ীতে লোকজন অতি কম। একজন চাকর ও এক দাসী বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণীর সেবা করে। সন্তানাদি দেখিতে পাইলাম না।

আমি বৈঠকখানায় একখানি মখমলের গদী পাতা চেয়ারে বসিয়া রহিলাম। অমরেন্দ্র আমার উপদেশ মত অন্দরে গিয়া প্রকাশ করিলেন, তাঁহার এক বন্ধু সুধাকে দেখিতে আসিয়াছেন। শুনিলাম, বাড়ীর কর্ত্তা উপস্থিত নাই। প্রায় আধঘণ্টা বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় অমরেন্দ্র এক বালিকার হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। আমি দেখিয়াই তাঁহাকে বলিয়া উঠিলাম, "দিব্যি মেয়ে। আপনার বৌমা বেশ সুন্দরী।"

অমরেন্দ্রনাথ বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "ভগবানের ইচ্ছায় আগে সেই দিনই হউক।"

আমি বলিলাম, "সে কি! আপনি হতাশ হইতেছেন কেন? যখন ঠিক সময়ে জানিতে পারিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই ইহার একটা উপায় করিব। তবে অদৃষ্টের লিখন অখণ্ডনীয়।"

সুধাকে আমার নিকট বসাইয়া অমরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি তখন সুধার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি মা?"

সুধা লাজুক নহে। সে লজ্জিতা না হইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া উত্তর করিল, "আমার নাম শ্রীমতী সুধাবালা দেবী।"

উত্তর শুনিয়া ও সুধার সাহস দেখিয়া, আমার মনে আনন্দ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল রাত্রে তুমি ভয় পাইয়াছিলে কেন? তোমার শ্বশুর মহাশয় আমায় তখন তোমার ভয়ের কথা বলিতেছিলেন।"

ভয়ের কথা শুনিয়া সুধার মুখ মলিন হইল। সে অতি কষ্টে গত রাত্রের সমস্ত কথা বলিল। অমরেন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত মিলিল। আমি সুধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদির মৃত্যুর আগে এই রকম শব্দ হইয়াছিল, একথা তোমায় কে বলিল?"

সুধা বলিল, "দিদি নিজেই বলিয়াছিল। সে খুড়া মহাশয়কে পর্য্যন্ত জানাইয়া ছিল, কিন্তু তিনি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন।"

সুধার বয়স বেশী নয়; বোধ হয় এগার বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু তাহার গোলগাল গড়ন দেখিয়া, লোকে যুবতী বলিয়া মনে করিতে পারে। সে যে আমায় বিশ্বাস করিয়া শেষোক্ত কথাগুলি কেন বলিল, তাহা জানিও না। আমিও তাহাকে প্রকৃত কথা বলিতে ইচ্ছা করিলাম।

দুই একটী অন্য কথার পর আমি বলিলাম, "দেখ মা! আমি একজন গোয়েন্দা, তোমার ভাবী শ্বশুর মহাশয় আমার উপর তোমার গতরাত্রের ভয়ের বিষয় সন্ধান করিবার ভার দিয়াছেন। সেই জন্যই আমি কৌশলে তোমাকে এখানে আনাইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। আমার কতকগুলি জিজ্ঞাস্য আছে।"

আমার কথায় সুধা যেন প্রফুল্ল হইল। বলিল, "আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন; আমি যাহা জানি বলিব।"

আ। যে ঘরে কাল রাত্রে তুমি ভয় দেখিয়াছিলে, সেই ঘরেই কি তোমার দিদির মৃত্যু হইয়াছিল ?

সু। আজ্ঞে না, তাহার পাশের ঘরে; কিন্তু সে ঘরের দরজা ভিতর মহলে।

আ। এই দুইটী ঘরের মধ্যে যাতায়াতের কোন পথ আছে কি না ?

সু। না।

আ। তুমি সচরাচর কোন্ ঘরে শুইয়া থাক ? যে ঘরে ভয় দেখিয়াছ সেই ঘরে ?

সু। না। যতদিন দিদি ছিল, আমি তাহারই ঘরে থাকিতাম। দিদির মৃত্যুর পর আমি এই ঘরে আসিয়াছি।

আ। সে অবধি এই ঘরে রহিয়াছ ?

সু। না, মধ্যে দিনকতকের জন্য একবার দিদির ঘরে গিয়াছিলাম।

আ। কেন ?

সু। মেরামতের জন্য।

আ। কি মেরামত জান ?

সু। আজ্ঞে না। তবে বেশীর মধ্যে একটা নল বসান হইয়াছিল।

আ। তোমার খুড়ার কয়টী সন্তান ?

সু। কেবল একটী পুত্র।

আ। তাহার বয়স কত ?

সু। চারি বৎসর।

আ। তোমার খুড়া মহাশয়ের কি এই প্রথম পুত্র?

সু। হাঁ। তাঁহার বেশী বয়সে ছেলে হইয়াছে।

আ। তিনি তোমাদের ভালবাসেন?

সু। হাঁ। তিনিও ভালবাসেন, খুড়ীমাও খুব ভাল বাসেন।

আ। তোমার পিতার কোন উইল আছে জান?

সু। শুনিয়াছি—আছে।

আ। কি শুনিয়াছ? কাহার মুখে শুনিয়াছ?

সু। খুড়ামহাশয় ও খুড়ী-মা উভয়েই বলিয়াছেন। শুনিয়াছি, আমাদের বিবাহের পর প্রত্যেকে দশহাজার করিয়া টাকা ও ঐ টাকার সুদ পাইব।

আ। সুদ কেন? কতদিনের সুদ?

সু। আমাদিগের যত বয়স ততদিনের সুদ। শুনিয়াছি, আমাদের জন্ম হইবার একমাসের মধ্যে ঐ টাকা কোন ব্যাঙ্কে জমা আছে।

আ। ও টাকা ত তোমার পিতার উপার্জ্জিত ধন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির কি হইল? তাহার কোন অংশ পাও নাই?

সু। হাঁ। সে কথাও আছে।

আ। কি কথা?

সু। ঐ দশহাজার টাকা ও তাহার সুদ ছাড়া আমরা প্রত্যেকে আরও পাঁচ হাজার করিয়া টাকা পাইব।

আ। সে ত বিবাহের যৌতুক?

সু। না না—যৌতুকের কথা স্বতন্ত্র আছে।

আ। ঠিক জান ?

সু। না, সে কথা বলিতে পারি না। তবে ইহা স্থির জানি যে, বিবাহের পর আমি প্রায় পনের ষোল হাজার টাকা পাইব। তবে যদি মরিয়া যাই, ফুরাইয়া যাইবে।

এই বলিয়া সুধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। আমি তাহার কথায় দুঃখিত হইলাম। বলিলাম, "যখন আমি এ কাজে লাগিয়াছি, তখন তোমার কোন ভয় নাই। আর অমন কথা মুখে আনিও না। আর একটী কথা আছে, কোন উপায়ে আমাকে সেই ঘর দুইটী দেখাইতে পার ?

সু। কোন্ ঘর ? দিদির ও আমার ঘরের কথা বলিতেছেন ?

আ। হাঁ।

সু। সে কি করিয়া হইতে পারে ? আপনি অন্দরে যাইবেন কিরূপে ? অন্দরে না যাইলে ত দিদির ঘর দেখিতে পাইবেন না। বিশেষতঃ, আমার খুড়ামহাশয় বড় ভয়ানক লোক। লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া থাকে। এবং সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে।

আ। আমি কৌশলে তোমাদের বাড়ীতে যাইব মনে করিয়াছি। যদি সফল হই, তাহা হইলে আমায় দেখাইতে পারিবে ?

সু। কেন পারিব না ? কিন্তু আপনি কেমন করিয়া সেখানে যাইবেন্ ?

আ। তোমার বিবাহ উপলক্ষে তোমার খুড়ামহাশয়কে নিশ্চয়ই কতকগুলি নূতন চাকর রাখিতে হইবে।

সু। হাঁ। আমিও ঐই কথা শুনিয়াছি।

আ। আমি একজন চাকর সাজিয়া তোমার খুড়ার বাড়ীতে যাইব। কিন্তু সাবধান, যেন এ কথা আর কেহ জানিতে না পারে।

সু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কথা আর কেহ জানিতে পারিবে না।

অমরেন্দ্রনাথ আমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, "আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিতেছি। কিন্তু কি করিব, আপনি না হইলে এই ভয়ানক রহস্য আর কেহ ভেদ করিতে পারিবে না।"

আমি মিষ্ট কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় একজন চাকরের মুখে শুনিলাম, চক্রবেড়ে হইতে সুধাকে লইতে আসিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই সেইরূপ মনে করিয়াছিলাম। কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া, আর তথায় অপেক্ষা করিলাম না। অমরেন্দ্র আমাকে জল খাওয়াইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন সন্ধ্যার পরই আমি চাকরের বেশে চক্রবেড়ে উপস্থিত হইলাম। জমীদার মহাশয়ের বাড়ী খুঁজিয়া লইতে আমার কিছু মাত্র বিলম্ব হইল না। দেখিলাম, বাড়ীখানি প্রকাণ্ড ও ত্রিতল

সম্প্রতি মেরামত করা হইয়াছে। দরজার পার্শ্বে দুই দুইটী নহবৎ বসিয়াছে। বাড়ীর চাকরেরা লাল রঙ্গের কাপড় পরিয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। কতকগুলি লোক আলো জ্বালিতে ব্যস্ত, কেহ বা আপনাপন আত্মীয় স্বজনের আহারের যোগাড় দেখিতেছে। কেহ আবার এই সুবিধা পাইয়া কোন যুবতী দাসীর সহিত রসালাপ করিতেছে।

দরজার সম্মুখে অনেক লোক জমায়েৎ হইয়াছিল। আমিও সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় আমার পরিচিত একজন চাকরকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে আশা হইল। আমি তাহাকে নিকটে ডাকিয়া অতি গোপনে সকল কথা প্রকাশ করিলাম।

লোকটার নাম ভোলা, বড় বিশ্বাসী। এক সময়ে সে আমারই বাসায় চাকরি করিত। কিন্তু জমীদার মহাশয়ের নিকট অধিক বেতন পাইবে আশা করিয়া, আমায় জানাইয়া, সে চাকরি ত্যাগ করে। কিন্তু তখন কোথায় চাকরি করিবে, সে কথা তখন তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।

ভোলা নিকটে আসিলে আমি তাহাকে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে যাইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভোলা, আমায় চিন্‌তে পারিস্‌?"

ভোলা হাসিয়া বলিল, "খুব পারি। আপনি যেমনই ছদ্মবেশ করুন না কেন, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিব। আপনার নিকট এতকাল চাকরি করিয়াছি, আর আপনাকে ভুলিয়া যাইব! আমার নাম ভোলা বটে, কিন্তু আমি প্রায় কোন কথা ভুলি না।

আমি ভোলার কথায় হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "এখন আমার একটা উপকার কর্‌তে হইবে; পার্‌বি?"

ভোলা আমার কথায় আশ্চর্য্য হইল। বলিল, "আপনি জমীদারের বাড়ীতে কি করিতে আসিয়াছেন?"

আ। সে কথা পরে জান্‌তে পার্‌বি। এখন আমার কথার উত্তর দে।

ভো। আপনার উপকার? নিশ্চয়ই পারিব। আপনার উপকার করিতে গিয়া যদি প্রাণবিনাশ হয়, সেও ভাল।

আ। তবে এক কাজ কর্‌। আমাকে তোর মনিব-বাড়ীতে একটা চাকরি করে দে।

ভো। চাকুরি? আপনি কি চাকরি করিবেন? তা ছাড়া আমাদের মনিব যে গোঁয়ার, কোন্‌ দিন আপনাকে মারিয়া বসিবে।

আ। সে সকল কথা আমি জানি। এখন তোকে এই জমিদার-বাড়ীতে আমায় কোন চাকরি যোগাড় করে দিতে হবে?

ভো। আপনি কি চাকরি করিবেন?

আ। কেন? তোরা যা করিস্‌।

ভোলা হাসিয়া উঠিল। বলিল, "মহাশয় আমি এক সময়ে আপনার চাকর ছিলাম। আমার সহিত উপহাস করা ভাল দেখায় না।

আ। না ভোলা! আমি উপহাস কর্‌ছি না। আমি কি কাজ করি, তুই কি জানিস্‌ না? আমার কাছ থেকে দু-দিন এসেই কি সব ভুলে গিয়াছিস্‌?

আমার কথা শুনিয়া ভোলা কি ভাবিল, পরে বলিল, "সেই জন্যই বুঝি আপনার এই বেশ? আচ্ছা, আমি এখনই সরকার মশাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, জন-কতক লোকের দরকার।"

আমি বলিলাম, "তবে যা একবার। যদি দরকার হয়, আমায় খবর দিস্। আমি এইখানেই রহিলাম।"

ভোলা চলিয়া গেল। আমি সেইখানেই বেড়াইতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পর ভোলা হাসিতে হাসিতে আমার নিকট ফিরিয়া আসিল এবং আমাকে লইয়া জমীদার বাড়ী প্রবেশ করিল।

সরকার মহাশয় প্রবীণ লোক। তিনি আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে ভোলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোলা! এ লোক তোর চেনা ত?"

ভোলা হাসিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমরা একগাঁয়ের লোক।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "লোকটীকে ভদ্রঘরের ছেলে বলিয়া বোধ হইতেছে। বাবুর যে রকম মেজাজ, তাতে এ যে এখানে থাকিতে পারিবে, এমন ত বোধ হয় না।"

ভোলাও খুব চালাক ছিল। সে বলিল, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন। এদের অবস্থা আগে খুব ভাল ছিল। সম্প্রতি দৈন্যদশায় পড়িয়া চাকরি করিতে আসিয়াছে।"

সরকার মহাশয় তখন আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাপু?"

আমি বলিলাম, "আমার নাম সদানন্দ।"

স। জাতিতে ?

আ। কায়স্থ।

স। লেখাপড়া জান ?

আ। যৎসামান্য।

স। তবে ভালই হইয়াছে। আপাততঃ বিবাহের কয়দিন এই কাজই কর। বিয়ের পর তোমায় ভাল কাজ দেওয়া যাইবে। এখন বাবুর মন রাখিতে পারিলে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাড়ীতে অনেকগুলি চাকর ছিল; কিন্তু ভোলা ভিন্ন আর কাহারও অন্দরে যাইবার অধিকার ছিল না। গৃহিণী ভোলাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।

যে কাজে আমি লাগিয়াছি, তাহাতে অন্দরে যাইতে না পাইলে আমিও কিছুই করিতে পারিব না। ভোলাকে অগত্যা সেই কথা বলিলাম। ভোলা গৃহিণীর নিকট হইতে আমার অন্দরে যাইবার অনুমতি আনিল।

প্রথমে আমি ভোলার সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিলাম। ভোলা আমাকে সকলকার ঘর দেখাইয়া দিল। আমি সরকার মহাশয়ের হুকুম মত কাজ করিতে করিতে সময়মত ঘরগুলি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে একবারও সুধাকে দেখিতে পাই-লাম না। সন্ধানে জানিলাম, সুধা নিকটেই কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী খাইতে গিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আমি অন্দর হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে জমীদার মহাশয়কে অন্দরে আসিতে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিতে কাল, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও গজস্কন্ধ। তাঁহার বয়স চল্লিশের উপর। লোকটাকে দেখিয়াই ভয়ানক দুষ্ট বলিয়া বোধ হইল।

আমাকে দেখিয়াই তিনি রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু? অন্দরে কি করিতেছিলে?"

কথাগুলি বড় কর্কশ, শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। অবশেষে সাহস করিয়া উত্তর করিলাম, "আমি নতুন চাকর। আজ ভর্ত্তি হইয়াছি।"

জ। তোমার নাম কি? কোথা হইতে আসিয়াছ?

আ। আমার নাম সদানন্দ। সম্প্রতি চাকরি না থাকায় এখানে আসিয়াছি।

জ। অন্দরে আসিয়াছ কেন? কে তোমায় অন্দরে আসিতে বলিল?

আ। আজ্ঞে, গিন্নীমার হুকুম পাইয়াছি।

জ। সত্যি না কি? কিন্তু বাপু তুমি সাবধান হইয়া কাজ করিও। তোমার মুখ যেন আমার চেনা বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমায় ভদ্রলোক বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে। যদি কোন রকম কু-মৎলব থাকে, সরে পড়। কেন বাপু—গরিবের ছেলে, শেষে কি মারা যাইবে?

আমি যেন অত্যন্ত ভীত হইলাম। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হাতজোড় করিয়া বলিলাম, "না হুজুর! আমার কু-মৎলব কি? খাইতে না পাইয়া আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি।"

জমীদার মহাশয় আমার কথায় আরও গরম হইলেন। বলি-

লেন, "তোমার মত অনেক দেখিয়াছি। এ বয়সে আর আমার দেখিতে কিছু বাকি নাই। যাও এখন—কাজ দেখ গে। কিন্তু সাবধান! আমি যে সে লোক নই। গ্রামের সকলে আমায় বাঘের মত ভয় করে। আমার সহিত কোন রকম চাতুরী করিলে মারা যাইবে।"

এই বলিয়া জমীদার মহাশয় ভিতরে গেলেন, আমিও বাহিরে আসিয়া ভোলাকে সকল কথা বলিলাম। ভোলা বলিল, "বাবু কি আর কখনও আপনাকে দেখিয়া ছিলেন?"

আমি বলিলাম, "কই, আমার ত মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি যে রকম ভাবে কথা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি আমায় পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন।"

ভোলা বলিল, "আপনি সে সন্দেহ করিবেন না। বাবু সকলকেই ঐ কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহার কথাই ঐরূপ কর্কশ।"

ভোলার কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুধা আসিয়াছে?"

ভো। হাঁ, আসিয়াছে।

আ। একবার আমাকে তাহার সহিত দেখা করিয়া দিতে পারিস্?

ভো। এখন নহে। বাবুর আজ শরীর বড় ভাল নয়। তিনি এখনই বিশ্রাম করিতে যাইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুধার সহিত আমার যখন দেখা হইল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। বাড়ীর গৃহিণী পুত্রকে লইয়া শয়ন করিয়াছেন। কর্ত্তা অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। বাড়ীর আর আর চাকর দাসীও যে যাহার ঘরের মধ্যে গিয়াছে। দুই দ্বারে দুইখানা নহবৎ বসিয়াছে। শানাইদার বেহাগ গাহিয়া খানিক আগেই দলবল সমেত চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ী নিস্তব্ধ। সুধা আমায় প্রথমে তাহার দিদির ঘরে লইয়া গেল। আমি তাহার সহিত সেই ঘরের ভিতর গিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

ঘরের চারিদিক উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু বিশেষ কিছু বাহির করিতে পারিলাম না। ঘরখানি নিতান্ত ছোট নয়। দৈর্ঘ্যে প্রায় বার হাত, প্রস্থেও দশ হাতের কম নয়। ঘরের ভিতর একখানি পালঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহাতে কোন শয্যা ছিল না। তা ছাড়া সেখানে একটী দেরাজ, দুইটী আলমারি ও আটখানি ছবিও ছিল। ছবিগুলি সমস্তই হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি।

ঘরে চারিটী জানালা ও একটী দরজা। এ ছাড়া বাহির হইতে ভিতরে আসিবার আর কোন পথ ছিল না। কেবল ঘরের এক কোণে উপরের ঘরের সহিত সংলগ্ন একটা মোটা নল ছিল। নলটী বাস্তবিকই ঘরের শোভা নষ্ট করিয়াছে। কারণ উহা ছাদ ভেদ করিয়া ঘরের মেঝে হইতে প্রায় দেড় হস্ত দূরে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

ঘরের ভিতর এ রকম ভাবে নল রাখা আর কখনও দেখি নাই। অনেক লোকের ঘর দেখিয়াছি,—রাজাধিরাজের প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সমস্তই আমার দেখা হইয়াছে; কিন্তু এরূপ ভাবে ঘরের ভিতর নল রাখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া সুধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই নলটী কোন কাজে লাগে?"

সু। উহা দিয়া উপরের জল বাহির হয়।

আ। এ ঘরের জল বাহির হইবার পথ কোথায়?

সু। সে নলটা ঘরের উত্তর দিকের কোণে আছে।

আ। আমি ত দেখিতে পাইলাম না।

সু। না পাইবার কারণ আছে। নলের মুখটা প্রায়ই ঢাকা থাকে। আপনি ঐ কোণের একখানি মার্বেল পাথর তুলিলেই দেখিতে পাইবেন।

সুধার কথামত কার্য্য করিলাম। দেখিলাম, সুধা যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য। আমি তখন আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ নলের মুখটা ঢাকা কেন?"

সু। কাকার হুকুম।

আ। সে কিরূপ?

সু। কাকার অনুমতি ছাড়া ঐ নলের মুখ খোলা হয় না। যেদিন উপরের ঘর ধৌত করা হয়, সেইদিন তাঁহার অনুমতি লইয়া ঐ নলের মুখও খোলা হয়।

আ। উপরের ঘর হইতে জল পড়িলে এই ঘরের মেঝেও জলময় হইয়া থাকে?

সু। হাঁ; কিন্তু সে সময় এ ঘরও ধৌত হয়।

আ। উপরের নলটী ঘরের মেঝের নিকট পর্য্যন্ত নামিল না কেন? অতটা যায়গা ফাঁক রাখিবার প্রয়োজন কি?

সু। সে কথা আমি বলিতে পারিলাম না।

আ। এখন যেখানে পালঙ্কখানি রহিয়াছে, ঐ স্থানেই কি উহা পূর্ব্বেও ছিল?

সু। হাঁ।

আ। তুমিও পূর্ব্বে এই ঘরে বাস করিতে, বলিয়াছ না? তোমরা কি উভয়ে একই শয্যায় শয়ন করিতে?

সু। না—আমারও এখানে এই রকম একখানি পালঙ্ক ছিল। আমি তাহাতেই শয়ন করিতাম।

আ। এখন সেখানি কোথায়?

সু। আমার শোবার ঘরে।

আ। তোমার দিদির বিছানার নিকটেই ঐ নলটা ছিল বোধ হইতেছে, কেমন?

সু। হাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন।

আমি আরও খানিকক্ষণ নলটা পরীক্ষা করিলাম। পরে সুধাকে বলিলাম, "এইবার তোমার শোবার ঘরে লইয়া চল।"

সুধা ঘরের দরজা খুলিয়া একবার চারিদিক লক্ষ্য করিল এবং কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আমায় সঙ্গে লইয়া তাহার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, সুধার দাসী সেই ঘরে থাকিবে কিন্তু গৃহের ভিতর যাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন সুধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ তোমার দাসী কোথায় গেল? শুনিয়াছিলাম, সে তোমারই ঘরে নিদ্রা যায়।"

সু। হাঁ, সে এইখানেই শোয়, কিন্তু আজ তাহার কি প্রয়োজন আছে ঠিক জানি না। সে সন্ধ্যার পর এ বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

আ। তবে কি সে তোমাদের চাকরি ছাড়িয়া দিল?

সু। না না, সে তেমন নয়; কাকা তাহাকে অনেকবার দূর করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে আমায় ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে চাহে না।

আ। তবে আজ সে কোথায় গেল?

সু। শুনিয়াছি, তাহার দেশ হইতে কোন আত্মীয় আসিয়াছে। বোধ হয়, সে তাহারই সহিত দেখা করিতে গিয়াছে।

আ। আজই ফিরিবে কি?

সু। না, কাল প্রাতে এখানে আসিবার কথা আছে।

আ। তবে ভালই হইয়াছে।

এই বলিয়া আমি সেই ঘরও ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। এ ঘরখানি পূর্ব্বেকার ঘর অপেক্ষা ছোট। দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ হাত, প্রস্থেও প্রায় আট হাত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ ঘরেও পূর্ব্বের মত একটী নল ছাদ ভেদ করিয়া মেঝে হইতে প্রায় দেড় হস্ত উপর পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে।

সে ঘরেও ঐ প্রকার নল দেখিয়া, আমার কেমন সন্দেহ হইল। আমি সুধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ীর সকল ঘরেই কি এই রকম নল আছে?"

সু। না, কেবল এই দুইটী ঘরে।

আ। তোমার ঘরের এই নলটা কতদিন আগে বসান হইয়াছে?

সু। সম্প্রতি।

আ। কত দিন আগে মনে নাই?

সু। প্রায় তিন চারি মাস হইবে।

আ। সে সময় তুমি কোথায় শুইতে?

সু। দিদির ঘরে।

আ। তখন কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে?

সু। কই, না।

আ। সে সময় কি তুমি একা শুইতে?

সু। না, আমার দাসীও আমার কাছে থাকিত।

আ। এ ঘরে নল বসান কেন হইল, বলিতে পার?

সু। না—সে কথা কাকাকে কে জিজ্ঞাসা করিবে? আর জিজ্ঞাসা করিলেও কাকা কোন উত্তর করিতেন না।

আ। কেন?

সু। তিনি বলেন, আমার বাড়ী, আমি যাহা ইচ্ছা করিব, অপরের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

আ। তখন তোমার বিবাহের কোন কথা হইয়াছিল কি?

বিবাহের নাম শুনিয়া সুধার মুখ লজ্জায় রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। সে ঘাড় হেঁট করিয়া হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল, মুখে কোন উত্তর করিল না।

সুধাকে লজ্জিতা দেখিয়া আমি অতি নম্রভাবে বলিলাম, "মা! আমি তোমার পিতার মত। বিশেষতঃ তোমার ভাবী শ্বশুরের কথায় এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমার কাছে কথা বলিতে লজ্জা কি? সকল কথা না জানিতে পারিলে আমি এ কার্য্যে সফল হইতে পারিব না।"

আমার কথা শুনিয়া সুধা মুখ তুলিল, এবং অল্প হাসিতে হাসিতে মৃদুস্বরে বলিল "যে দিন আমার বিবাহের কথা উত্থাপন হয়, তাহারই দুই দিন পরে এই নল বসান হইয়াছিল।"

আ। এ নলটীও কি উপরের ঘরের জল বাহির করিবার জন্য বসান হইয়াছে ?

সু। হাঁ, কাকা এইরূপই বলিয়া থাকেন।

আ। ইহার উপরে কাহার ঘর ?

সু। কাকার।

আ। তোমার দিদির ঘরের উপরে কাহার ঘর ?

সু। কাকার।

আ। তবে তোমার কাকার কয়টী ঘর ?

সু। একটী। ঘরটী বড় ; আমাদের দুজনের ঘরের সমান।

আ। সে ঘরের জল বাহির হইবার ত পথ ছিল, তবে আবার এ নলটা বসান হইল কেন ?

সু। কাকা বলেন, একটী পথে সমস্ত জল বাহির হইবার সুবিধা হয় না।

আ। এ বড় আশ্চর্য্য কথা ! এতকাল এক পথ দিয়াই ত জল বাহির হইতেছিল !

সু। কার সাধ্য তাঁহার কথার উপর কথা কহিবে।

আ। আর একটী কথা। দেখিতেছি, তোমারও বিছানা নলের নিকট রহিয়াছে। তুমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমার পালঙ্ক-খানি ঐ স্থানে রাখিয়াছ ?

সু। না না, উহাও আমার কাকার হুকুম।

আ। কেন ? তিনি কি বলেন ?

সু। তিনি বলেন, ঐখানে বিছানা থাকিলে লোকে সহসা নলটী দেখিতে পাইবে না। তাঁহার কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়? আমার বিছানা প্রায় মসারি ঢাকা থাকে, সুতরাং নলও কেহ দেখিতে পায় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুধাকে তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। দুইটী ঘর পরীক্ষা করিতে প্রায় একঘণ্টার উপর কাটিয়া গেল। সুধাকে আর রাত্রি জাগরণ না করাইয়া, আমি তাহাকে তাহার ঘরে রাখিয়া বাহিরে আসিলাম। আসিবার সময় সুধাকে বলিলাম, "আজ তোমার দাসী নাই। তোমাকে একাই এখানে শুইতে হইবে। কিন্তু মা! তোমার কোন ভয় নাই। আজ আমি সমস্ত রাত্রি এইখানেই থাকিব। কোনরূপ ভয় পাইলে শীঘ্র দ্বার খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিবে, আমি নিকটেই রহিলাম।"

সুধার ইচ্ছা ছিল, অপর কোন দাসীকে তাহার ঘরে লইয়া আসিবে, কিন্তু আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম। বলিলাম, "এত রাত্রে কোন দাসীকে ডাকাডাকি করিলে তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে একথা উঠিতে পারে, তাহা হইলে হয়ত আমার কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।"

সুধা আমার কথা বুঝিতে পারিল। সে ভীত হইয়া একাই সে ঘরে রাত্রি যাপন করিতে সম্মত হইল এবং আমি গৃহ হইতে

বাহির হইলে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। আমিও নিকটে এক নিভৃত স্থানে বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। দুই একটী আলো ছাড়া বাড়ীর আর সকল আলোকই নিভিয়া গেল। আমিও চুপ করিয়া সেই-খানে বসিয়া আছি, এমন সময়ে উপরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। এত রাত্রে উপরে কে বেড়াইতেছে, জানিবার জন্য আমি গাত্রোত্থান করিলাম। একবার মনে হইল, সুধার কাকা কোন কারণ বশতঃ বাহিরে আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাইতাম। বিশেষতঃ আজ তাঁহার শরীর অসুস্থ। যতই এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। আমি তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আস্তে আস্তে তেতলায় উঠিলাম।

চারিদিক অন্ধকার। একটী মাত্র আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আমি সেই সামান্য আলোকে দেখিলাম, একজন লোক দালানে ধীরে ধীরে বেড়াইতেছে। লোকটাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ভাল চিনিতে পারিলাম না।

আমি সুধার কাকার ঘরের দরজা হইতে প্রায় দশ হাত দূরে একটা কোণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। লোকটা খানিকক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াইয়া, প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ঘরের দরজার নিকট দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। পরে আস্তে আস্তে কপাটে ঘা মারিতে লাগিল।

তৎক্ষণাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে প্রাণকৃষ্ণ বাবু বাহির হইলেন এবং অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কি হইল?"

আগন্তুকও চুপি চুপি উত্তর করিল, "আপনার হুকুম কবে অমান্য করিয়াছি?"

প্রা। আনিয়াছ?

আ। আনিয়াছি।

প্রা। কোথায়?

আ। বলেন ত আপনার কাছে আনি।

প্রা। যাও, শীঘ্র আন।

আ। সিঁড়ির উপরে রাখিয়াছি;—এখনই আনিতেছি।

এই বলিয়া লোকটা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সিঁড়ির কাছে গেল। পরে একটা বাঁশের চুবড়ী লইয়া পুনরায় প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নিকট আনিল। বলিল, "এই আনিয়াছি। কোথায় রাখিব বলুন?"

দেখিলাম, লোকটার কথায় প্রাণকৃষ্ণ বাবু সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "ঘরের ভিতরেই রাখ।"

লোকটা তাহাই করিল। সে সেই চুবড়ীটাকে ঘরের ভিতর রাখিয়া বলিল, "এ জিনিষটা বড় ভয়ানক। ঘরের ভিতর এ সকল জিনিষ রাখা ভাল নয়। আপনার ছেলেপিলের ঘর; তাই ভয় করে।"

প্রাণকৃষ্ণ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "অত ভয় করিলে কোন কাজ হয় না। তা ছাড়া, এ ঘরে আসিবার কাহারও অধিকার নাই। এই যে এতকাল আমার ঘরে এই সকল জিনিষ রহিয়াছে, কেহ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিতে পারিয়াছে কি?"

লো। আজ্ঞা না। বলিহারি যাই আপনার বুদ্ধিকে। এমন না হ'লে কি কাজ হয়? তবে আমায় বিদায় করুন।

প্রা। আজই?

লো। আজ্ঞা হাঁ। এ সব কাজ হাতাহাতিই ভাল। কি জানি, কবে কি হয় বলা যায় না।

প্রা। ভাল—আজ এত রাত্রিতে আর গোলযোগে কাজ নাই। কাল প্রাতেই হইবে।

লো। আপনার সঙ্গে দিনের বেলায় দেখা করা আমার ভাল দেখায় না। লোকে নানা রকম সন্দেহ করিতে পারে। তাই বলিতেছি, আজই আমায় বিদায় করুন।

প্রা। জিনিষটা না দেখিয়া——

লো। তবে কি আপনি আমায় অবিশ্বাস করেন? আপনি কি মনে করেন, আমি আপনাকে ঠকাইতেছি।

প্রা। না না, সে কথা মনে করি না। তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম কারবার নয়।

লো। আমিও তাই বলিতেছিলাম।

তখন প্রাণকৃষ্ণ বাবু ঘরের ভিতর হইতে কি আনিয়া লোক-টার হাতে দিলেন। সে সন্তুষ্ট হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। প্রাণকৃষ্ণ বাবুও আবার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমিও আর সেখানে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয় বিবেচনা করিয়া, নামিয়া আসিলাম এবং এক গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রহিলাম।

লোকটা কোথা হইতে আসিল, কেনই বা এত রাত্রে জমীদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সেই চুবড়ী করিয়া কি আনিল। তাহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় বোধ হইয়াছিল। এই গভীর রাত্রে সন্ন্যাসীর সহিত প্রাণকৃষ্ণের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ আজ তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিশ্রাম করিতে

গিয়াছেন। এই সকল প্রশ্ন আমার মনোমধ্যে উদিত হইল। সমস্ত রাত্রি আমি এই সকল বিষয় ভাবিতে লাগিলাম।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। আমি সে রাত্রি আর কোনরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার তন্দ্রাও আসিয়াছিল, এমন সময়ে সহসা সুধার গৃহদ্বার খুলিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য্য বংশীরব আমার কর্ণগোচর হইল। আমি তখনই লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, সুধা অত্যন্ত ভীতা হইয়া আমারই দিকে আসিতেছে। আমি তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে মা? আজও কি সেই রকম ভয় পাইয়াছ?"

সুধা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "হাঁ মহাশয়, আজ আবার সেই রকম শব্দ শুনিয়াছি। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি আর বাঁচিব না। দিদিও মৃত্যুর আগে তিন চারিদিন এই রকম শব্দ শুনিয়াছিল।"

আমি তাহাকে শান্ত করিলাম। বলিলাম, "মা! আর কখনও তোমার এ রকম শব্দ শুনিতে হইবে না। আমি এ রহস্য শীঘ্রই ভেদ করিব। আজ তুমি ভিতরে যাও। রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে। কিন্তু আজিকার ভয়ের কথা যেন আর কেহ জানিতে না পারে। তোমার কোন ভয় নাই। আমি কালই তোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ বাহির করিব।"

আমার কথা শুনিয়া সুধা বলিল, "আপনি কি আজ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আছেন?"

আ। হাঁ মা! আমি যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখন

তাহা শেষ না করিয়া বিশ্রাম করিতে যাই না। আর এক কথা, তোমার খুড়ার সহিত কোন সন্ন্যাসীর আলাপ আছে কি?

সু। কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

আ। আগে আমার কথার উত্তর দাও, তার পরে আমি সকল কথা বলিতেছি।

সু। আমার খুড়া সন্ন্যাসীদিগকে ভক্তি করেন। সন্ন্যাসী দেখিলেই তিনি যত্ন করিয়া তাহাদের সেবা করেন।

আ। কখনও তোমার খুড়াকে কোন সন্ন্যাসীর সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে দেখিয়াছ?

সু। যখনই তিনি কোন সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি গোপনে তাহার সহিত আলাপ করেন।

আ। কেন জান?

সু। না—কাকি-মা বলেন, তিনি ঐ সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছেন। শুনিয়াছি, উহাদের ঔষধ ধারণ করিয়াই কাকি-মা পুত্র প্রসব করিয়াছেন।

আ। তোমার কাকার ঘরটী একবার দেখাইতে পার?

সু। কাকার ঘর! সে ঘরে কাকি-মারও যাইবার অধিকার নাই।

আ। তুমি কি কখনও সে ঘরে যাও নাই?

সু। না।

আ। কেন? সে ঘরে কি আছে?

সু। দরকারি দলিল আছে।

আ। জমীদারীর কাগজপত্র সরকারের নিকট থাকে না কেন?

সু। সরকারের কাছেও আছে। তবে খুব দরকারী কাগজ-পত্র সব নিজের কাছেই রাখেন।

আ। একবার আমায় সে ঘরটা দেখিতে হইবে। যদি কাল কোনরূপ সুবিধা হয় আমায় খবর দিও।

এই বলিয়া সুধাকে বিদায় দিলাম। সে তাহার দিদির ঘরে শুইতে গেল। আমিও বাহিরে আসিয়া একস্থানে শয়ন করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা নয়টার পর শুনিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবু বিবাহের জিনিষ-পত্র কিনিবার জন্য কলিকাতায় যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে ভোলা ও আর আর চাকরগুলিও যাইবে। আমার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া, বাবু আমায় সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না।

এদিকে শুনিলাম, বাড়ীর গৃহিণী, তাঁহার পুত্র ও সুধাকে লইয়া নিকটস্থ এক আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন। তাঁহার সহিত দুইজন দাসীও যাইবে। বাড়ীতে কেবল আমি, দ্বারবান ও একজনমাত্র দাসী থাকিবার কথা হইল।

সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, আমি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, এই সুযোগে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ঘরটী দেখিতে পাইব।

আহারাদির পর কর্ত্তা দল-বল সমেত বাহির হইলেন। গিন্নিও তার কিছু পরেই সুধা ও তাঁহার আদরের পুত্রকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিলেন। আমার অসুখ হইয়াছে প্রচার করিয়া-

ছিলাম, সুতরাং সেখানে কোনরূপ আহার না করিয়া বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটী দোকানে বসিয়া আহার করিয়া গৃহে ফিরিলাম। পরে বিশ্রামের আশায় একস্থানে শয়ন করিলাম।

বেলা প্রায় দুইটা বাজিল। বাড়ীর দরোয়ান ও সেই দাসী অকাতরে ঘুমাইতেছিল। বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। আমি তখন গাত্রোত্থান করিলাম; এবং ধীরে ধীরে তেতলায় যাইলাম। দেখিলাম, প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ঘর বন্ধ। ঘরের দরজায় দুইটী তালা লাগান রহিয়াছে। আমার কাছে তালা খুলিবার যন্ত্র ছিল, অনায়াসে দুইটী তালাই খুলিয়া ফেলিলাম এবং কোন শব্দ না করিয়া আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরটী প্রকাণ্ড। কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত। মধ্যে এক কাঠের ব্যবধান। তাহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দরজা। সেই দরজা পার হইয়া ঘরের অপর অংশে যাইলাম। দেখিলাম, সেখানে তিনটী বড় বড় সেকেলে সিন্দুক। সিন্দুকের নিকট বোতলে করা দুগ্ধ, এক কাঁদি সুপক্ক রম্ভা, তিনটী কাচের বাটীতে অল্প অল্প দুধ। দুধের উপর এক একটী রম্ভা। ইচ্ছা ছিল, সিন্দুকগুলি খুলিয়া দেখি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও উহাদিগেকে খুলিতে পারিলাম না।

ঘরের ভিতর আর কোন আশ্চর্য্য দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না। অপর অংশে বড় বড় গোটাকতক আলমারি। আলমারিগুলির মধ্যে পুরাতন খাতায় পরিপূর্ণ। ঘরের পাঁচ ছয়খানি চেয়ার, দুইখানি কৌচ, একখানা প্রকাণ্ড আয়না, খানকতক বিলাতী ছবি, একটী প্রকাণ্ড ঘড়ি ও একটী আন্‌লা রহিয়াছে। আমি

প্রত্যেকটী বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলাম না। তখন সেই নল দুইটীর নিকট যাইলাম। দেখিলাম, নলের মুখ ঢাকা। মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিলাম, পকেট হইতে দূরবীণটা বাহির করিয়া বেশ করিয়া দেখিলাম। নলের মুখ খোলা হইলে এক প্রকার আমিষ গন্ধ বাহির হইল। সেই গন্ধে আমার আনন্দ হইল। আমি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, এখন তাহা সত্য বলিয়া ধারণা হইল; এবং সেই রাত্রেই রহস্য ভেদ করিতে মনস্থ করিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই সকল কার্য্য সমাপন করিয়া আমি প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ঘরের দরজা পূর্ব্বের মত বন্ধ করিলাম এবং নিজের জায়গায় আসিয়া আবার শয়ন করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শুনিলাম, বাবুর শরীর বড় অসুস্থ। আগেই তাঁহার শরীর খারাপ ছিল; বিশেষতঃ, সেদিন কলিকাতায় নানা কার্য্যে ঘুরিয়া তিনি আরও অসুস্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং সান্ধ্য জলযোগ করিয়া সন্ধ্যার পরই বিশ্রাম করিতে গেলেন।

গৃহিণী যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনিও খানিক পরেই পুত্রকে লইয়া শয়ন-গৃহে গমন করিলেন। সুধাও দাসীর সহিত আপনার ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল।

আমি তখন ভোলার নিকট গিয়া বলিলাম, "ভোলা! একটা কাজ করতে পারবি?"

ভোলা আমার কথায় আশ্চর্য্য হইল। বলিল, "এখানে আপনার এমন কি কাজ?"

আ। পারবি কি না বল্?

ভো। আপনার কাজ করিব না ত কার কাজ করিব? কি করিতে হইবে বলুন?

আ। একবার সুধাকে ডাক্‌তে পারিস?

ভো। এই কাজ? এখনই ডাকিতেছি।

এই বলিয়া ভোলা বাড়ীর ভিতর গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সুধা শুইয়াছিল, অনেক কষ্টে তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়াছি। আপনি আসুন।"

আমি সুধার সহিত দেখা করিলাম। বলিলাম, "আজ কি তুমি এই ঘরেই শুইবে?"

সু। তা না হইলে আর কোথায় শুইব?

আ। কেন, তোমার দিদির ঘরে?

সু। কাকা জানিতে পারিলে আমার উপর রাগ করিবেন।

আ। তোমার দাসী কোথায়?

সু। সে ঘুমাইয়াছে?

আ। এই ঘরেই আছে না কি?

সু। হাঁ, এই ঘরেই শুইয়া আছে।

আ। দাসী কি তোমার বিশ্বাসী?

সু। হাঁ। ঐ দাসীই আমায় মানুষ করিয়াছিল। ও আমায় মায়ের মত ভালবাসে।

আ। তবে এক কাজ কর। দাসীকে লইয়া আজ তোমার দিদির ঘরে যাও। আমরা আজ এ ঘরে থাকিব।

সু। যদি কাকা জানিতে পারেন ?

আ। তোমায় সে ভয় করিতে হইবে না। আমি পুলিসের লোক, তোমার কাকাকে বড় ভয় করি না।

সু। আপনি করিবেন কেন ? আমাকে ত ভয় করিতে হইবে। আমার অন্যায় দেখিলে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন।

আ। তিনি অন্য উপায়ে সেই চেষ্টাই করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাল প্রাতে সমস্তই প্রকাশিত হইবে। তোমার দিদি যে কেবল ভয়েই মারা পড়িয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হয় ত কাল প্রাতেই পাঁচ জনে তাহা জানিতে পারিবে। এখন আমি যাহা বলি, কর। তোমার দাসীকে আমার কথা না বলিয়া, এখান হইতে তোমার দিদির ঘরে লইয়া যাও। আজিকার মত সেই ঘরেই শয়ন কর। কিন্তু দেখিও, যেন আজ আর কেহ এ বিষয় জানিতে না পারে। এখন বাড়ীর সকলেই বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। সুতরাং আমার বিশ্বাস, এ কথা কেহই জানিতে পারিবে না। তবে তোমার দাসীকেও তুমি সাবধান করিয়া দিও।

সুধা আর কোন কথা বলিল না। সে ঘরের ভিতর যাইয়া দাসীকে ডাকিতে লাগিল। আমি ভোলাকে লইয়া আবার বাহিরে আসিলাম।

খানিক পরে ভোলা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি শুই গে ?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "সে কি ! এরই মধ্যে বুঝি কাজ শেষ হয়ে গেল ? এখনও বল্, আজ আমার সঙ্গে রাত্রি জাগিতে পার্‌বি কি না ?"

ভোলা অপ্রতিভ হইল। সেও লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "সকল কথা আমায় না বলিলে আমি কেমন করিয়া জানিতে পারিব? আর যে রাত্রি জাগরণের কথা বলিতেছেন, তাহা একটার কথা কি, আমি আপনার কাজে ক্রমান্বয়ে তিন চারি রাত্রি জাগিতে পারি।"

আমি ভোলার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে সে আমার চাকর ছিল, আমাকে সে বড় ভালবাসিত। মনিব বলিয়া নয়, যেন আমি তাহার আত্মীয়। আমিও কখন তাহাকে একটী রূঢ় কথা বলি নাই। সে আমার নিকট চারি টাকা বেতন পাইত। কিন্তু ইহা ছাড়া আমার মক্কেলদিগের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে মাসে প্রায় দশ বার টাকা আদায় করিত।

যে কারণেই হউক, ভোলা এখনও আমায় সেই রকম ভাল বাসে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলাম, "তোকে তিন চার রাত্রি জাগ্‌তে হ'বে না। এক রাত্রি জাগ্‌লেই যথেষ্ট হ'বে, আর এই কাজের জন্য তুই পুরস্কারও পাবি!"

ভোলা বলিল, "সে কথা পরে, এখন আমায় কি করিতে হইবে বলুন?"

আ। আমার সঙ্গে সুধার ঘরে গিয়া সমস্ত রাত্রি জাগ্‌তে হ'বে।

ভো। তবে চলুন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুধার ঘরে আসিয়া আগে আলো জ্বালিলাম। পরে ভোলাকে এক স্থানে বসিতে বলিয়া, স্বয়ং সুধার বিছানার উপর সেই নলের নিকট গিয়া বসিলাম; এবং আলোক নিভাইয়া দিলাম।

আমার প্রায় ছয় হাত দূরে ভোলা বসিয়াছিল। আমি তাহাকে কোনরূপ শব্দ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। সেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমার হাতে এক গাছি মোটা লাঠী ও একটী দেশালাই ছিল। ভোলা আমার হাতে লাঠী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার হাতে লাঠী কেন?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "যদি তুই আমার কথা না শুনিস্, এই লাঠী তোর পিঠে পড়্বে।"

ভোলার ভয় হইল, বলিল, "আমি আপনাকে বেশ চিনি। এ পর্য্যন্ত আপনি কখনও কোন চাকরের গায়ে হাত তুলেন না।"

আমি বলিলাম, "যদি তাই জানিস্, তবে চুপ ক'রে ব'সে মজা দেখ্। তোদের বাবু কত বড় ভয়ানক লোক এখনই জান্তে পার্বি।"

ভোলা আর কোন কথা কহিল না। যখন আমরা সুধার ঘরে আসিলাম, তখন ঘড়ীতে বারটা বাজিল। তখনও অনেক বিলম্ব ছিল বটে, কিন্তু আমি কোনমতে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিলাম না।

খানিক পরে ভোলা আস্তে আস্তে আমার নিকট আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আলোটা জ্বালিয়া দিব ?"

আ। না না, এমন কাজ করিস্ না।

ভো। অন্ধকারে বড় কষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ একে ঘুমের সময়, তাহার উপর ঘর অন্ধকার। ইহাতে সহজেই আমার ঘুম পাইতেছে।

আ। আলো জ্বাল্‌লে এখনই তোর বাবু সন্দেহ কর্‌বে।

ভো। তিনি ত উপরের ঘরে। তাহার উপর তিনি আজ বড় অসুস্থ। আপনি যে এই ঘরে আলো জ্বালিয়াছেন, একথা তিনি কিরূপে জানিতে পারিবেন ?

আ। তোর মনিব বেশ সুস্থ আছেন, তিনি যে ভয়ানক কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়েছেন, তা' শেষ কর্‌বার জন্যই তিনি আপনাকে অসুস্থ ব'লে রাষ্ট ক'রেছেন। তিনি এখন উপরের গৃহে জে'গে ব'সে আছেন, কেবল সুযোগ অন্বেষণ কর্‌ছেন। আমি এখানে আলো জ্বাল্‌লে তিনি জান্‌তে পার্‌বেন।

ভো। কি করিয়া জানিতে পারিবেন ?

আ। এই নলের সাহায্যে। ঐ কার্য্যের জন্যই এই নলটী সম্প্রতি এখানে বসান হ'য়েছে।

ভোলা আর কোন উত্তর করিল না। আমরা দুইজনে নিঃশব্দে সেখানে বসিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে একটা দুইটা ও তিনটা বাজিয়া গেল ;—কোনরূপ গোলযোগ বা কোন প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম না।

সহসা সেই ভয়ানক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, হিস্ হিস্ শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। শব্দ শুনিয়া আমার বোধ হইল যে

সেই নলের ভিতর হইতেই ঐরূপ শব্দ আসিতেছে। ক্রমে সেই শব্দ যেন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমার হাতেই দেশালাই ছিল; আমি তৎক্ষণাৎ জ্বালিয়া ফেলিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। এক ভয়ানক বিষাক্ত কৃষ্ণবর্ণ কেউটে সাপ সেই নলের মুখ হইতে ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বাহির হইতেছে। আমি পূর্ব্বেই ঐরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম এবং সেই জন্য সেই মোটা লাঠী গাছটীও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভোলাকে ইঙ্গিত করিয়া, সেই সর্প দেখাইয়া, আমার হাতের লাঠী দিয়া তিন চারিবার সজোরে আঘাত করিলাম। সাপ নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

ভোলা আমার কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল,—ভয় করিল না। সেও ঘরের ভিতর হইতে এক গাছি লাঠি লইয়া সাপকে তাড়না করিল। উভয়ের বারম্বার আঘাতে সাপটী প্রায় মর মর হইল। তখন সাপটীকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখিলাম।

আমার এই কার্য্য শেষ হইতে না হইতে বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখনই বলিলাম, "ভোলা! আমার সহিত শীগ্‌গির আয়?"

ভো। কোথায়?

আ। আমাদিগের নিজ নিজ থাকিবার স্থানে।

আমি ভোলাকে লইয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে আসিলাম, ও ভোলাকে আপন স্থানে শয়ন করিতে কহিলাম। সেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল। আমি ঐ স্থান হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া, আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া কহিলাম। তিনি সমস্ত অবস্থা

শুনিয়া, অতিশয় বিস্মিত হইলেন ও কহিলেন, “এরূপ অবস্থায় প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে ধৃত করাই কর্ত্তব্য। কারণ, এখন বেশ বোধ হইতেছে, সুধার ভগ্নী সর্পভ্রষ্ট হইয়াই ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে ও তাহার মৃত্যুর কারণই প্রাণকৃষ্ণ। যাহাতে তাহার ঘরের অর্থ বাহির হইয়া না যায়, এই নিমিত্তই তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছেন। এখন যদিও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রাণকৃষ্ণই তাহাকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু এত দিবস পরে ঐ হত্যা প্রমাণ করা সহজ না হইলেও, তাহাকে কিন্তু ধৃত করিয়া আর একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।”

আমার প্রধান কর্ম্মচারী আমাকে এইরূপ বলিয়া নিজেই আমার সহিত সেইস্থানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন ও উপযুক্তরূপ আরও কয়েকজন কর্ম্মচারী ও প্রহরী সঙ্গে লইয়া আমার সহিত প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যখন আমরা সেইস্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন ৬টা বাজিয়াছে, ভোলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, প্রাণকৃষ্ণ বাবু এখনও গাত্রোত্থান করেন নাই; ও বাড়ীর অনেকেই এখনও পর্য্যন্ত নিদ্রাগত।

আমরা সকলে একেবারে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমি বাড়ীর অবস্থা সমস্তই জানিতাম, সুতরাং প্রাণকৃষ্ণ বাবুর গৃহে গমন করিতে আমাদিগের কোন-রূপ কষ্ট হইল না, আমরা সকলে একেবারে তাঁহার গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম।

তাঁহার কক্ষ তখনও পর্য্যন্ত রুদ্ধ ছিল। আমার প্রধান কর্ম্ম-চারী তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বার বার ডাকিতে

লাগিলেন, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কোনরূপ উত্তর পাওয়া গেল না। ক্রমে বাড়ীর ও প্রতিবেশীবর্গের অনেকেই আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাহারাও প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে বার বার ডাকিলেন. কিন্তু কোনরূপই তাঁহার উত্তর পাওয়া গেল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সেই কর্ম্মচারী ঐ কক্ষদ্বার ভাঙ্গিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। বলাবাহুল্য, আমিও সেই সঙ্গে ঐ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে সকলেই একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

যে সময় আমি আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত সেইস্থানে আগমন করিয়াছিলাম, সেই সময় অমরেন্দ্র বাবুকেও সংবাদ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনিও আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন; ও আমাকে সেইস্থানে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহাশয়! খবর কি?"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "খবর ভাল। আপনি যেরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, ব্যাপার বাস্তবিকই সেইরূপ। গত রাত্রে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর সমস্ত চাতুরী প্রকাশ পাইয়াছে।"

অমরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুধা যে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহা কি?"

আ। ভয়ানক বিষাক্ত সাপের শব্দ। প্রাণকৃষ্ণ বাবু সর্প বশীকরণে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সহিত অনেক সাপুড়েরও আলাপ আছে। তিনি ভ্রাতুষ্কন্যা দুইটীকে কৌশলে হত্যা করিবার জন্য বাড়ীতে বিষাক্ত সর্প রাখিতেন।

অ। আপনি কি সাপ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ?

আ। নিশ্চয়ই। যে সর্প সম্ভবতঃ আপনার ভাবী বধূমাতাকে দংশন করিত, তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।

অ। সুধা যে বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইত, তাহাই বা কিসের ?

প্রাণকৃষ্ণ বাবু সর্পগুলিকে এরূপ শিখাইয়াছিলেন যে, সেই বাঁশীর স্বর শুনিলেই তাহারা যথাস্থানে ফিরিয়া যাইত।

অ। কেন তিনি এমন নিষ্ঠুরের কাজ করিতেন ?

আ। অর্থলোভ;—ভ্রাতুষ্কন্যাগণের বিবাহ হইলে তাঁহাকে অনেক টাকা দিতে হয়। আমারা যখন সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, সেই সময় ঐ স্থানের কয়েকজন লোক ও অমরেন্দ্র বাবু আমাদিগের সহিত ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, প্রাণকৃষ্ণ বাবু সেই ঘরের মধ্যে মৃত্তিকার উপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে জানিবার নিমিত্ত যেমন তাঁহার নিকট গমন করিলাম, অমনি ভয়ানক সর্পগর্জ্জন শব্দ সকলের কানে প্রবেশ করিল। সকলে অতিশয় বিস্মিত হইয়া, কেহ বা ভয়ে ঘরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কেহ বা কিসের শব্দ জানিবার নিমিত্ত সেইস্থানে একটু দাঁড়াইলেন।

সেই সময় দেখিতে পাওয়া গেল, ঐ ঘরের এক প্রান্তে একটী ভয়ানক বিষধর তাহার ফণা প্রায় দেড় হস্ত উত্থিত করিয়া, দক্ষিণ ও বামে সঞ্চালিত পূর্ব্বক ভয়ানক গর্জ্জন করিতেছে।

এই অবস্থা দেখিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইলাম; ও দ্রুতবেগে সকলেই সেই ঘর হইতে বহির্গত হইলাম।

আমাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া, প্রধান কর্ম্মচারী সাহেবও ঐ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও আমাদিগের সকলকেই সেই স্থান হইতে দূরে গমন করিতে কহিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই সুদূরে গমন করিল, কেবল আমি তাঁহার পশ্চাতে রহিলাম। সাহেব তাঁহার পকেট হইতে একটী পাঁচনলা পিস্তল বাহির করিয়া, ঐ সর্পের মস্তক লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে এক গুলি করিলেন। কিন্তু ঐ গুলি ব্যর্থ হইয়া গেল। পুনরায় দ্বিতীয়বার গুলি করিলেন, তাহাও ব্যর্থ হইল। তৃতীয় গুলিতে উহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তাহার বিক্রমের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না, সেই মস্তকহীন সর্প সেই ঘর আলোড়িত করিতে লাগিল। তখন আমরা উভয়ে দুই গাছি মোটা লাঠী হস্তে ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম ও লগুড়াঘাতে ঐ সর্পের জীবন নাশ করিলাম।

প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি হাঁসপাতালে গমন করিলে ঐ ঘরের ভিতর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু আর সর্প দেখিতে পাইলাম না; তাহাদিগের আহারীয় দুগ্ধ ও রম্ভা প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলাম। দুইটী বাঁশের ঝুড়ি শূন্য অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বুঝিলাম, সর্প দুইটী উহাতেই রক্ষিত হইত।

হাঁসপাতালে ডাক্তারগণ উহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেবল একবারমাত্র প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞান হইয়াছিল, তাহাও অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত। সেই সময় তিনি ডাক্তারের সমক্ষে কেবল এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, "অর্থের নিমিত্ত আমি যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছি। সর্পের দ্বারা

দংশিত করাইয়া সুধার ভগ্নীকে হত্যা করিয়াছিলাম; সুধাকেও সেইরূপে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর হাতে হাতে তাহার ফল প্রদান করিয়াছেন। সুধাকে দংশন করিবার নিমিত্ত একটী সর্পকে নল দিয়া তাহার ঘরে নামাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অনেকবার বংশীধ্বনি করিয়াও যখন দেখিলাম, সেই সর্প আর প্রত্যাগমন করিল না, অথচ সুধা জীবিত আছে, তখন দ্বিতীয় সর্পটী পুনরায় তাহার ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিবার নিমিত্ত যেমন উহাকে তাহার ঝুড়ি হইতে বাহির করিতে গেলাম, অমনি সে আমাকে ভীষণরূপে দংশন করিল, আমিও অচৈতন্য হইয়া সেইস্থানে পতিত হইলাম। আমি যেরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এই কয়টী কথা বলিবার পরই প্রাণকৃষ্ণ বাবু পুনরায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার আর কোনরূপেই চৈতন্য সঞ্চার হইল না।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই ভীষণ চরিত্রের কথা কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। সামান্য অর্থের লোভে জগতে যে কিরূপ ভয়ানক কার্য্য হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান থাকিলেও, এই আর একটী জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সকলের মনে জাগরূক রহিল।

অমরেন্দ্র বাবুর পুত্রের সহিত সুধার বিবাহ সম্বন্ধ প্রাণকৃষ্ণ বাবু স্থির করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার স্বামীর ইচ্ছা স্থির রাখিয়া, অশৌচান্তে শুভদিনে শুভলগ্নে ঐ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু যে সকল বিষয় রাখিয়া গিয়া-

ছিলেন, তাহা হিন্দু আইন অনুসারে, সুধা ও প্রাণকৃষ্ণ বাবুর পুত্রের মধ্যে বিভাগিত হইয়া গেল, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ বাবু যে সমস্ত নগদ টাকা ও অলঙ্কারপত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার বিন্দুমাত্রও সুধা প্রাপ্ত হয় নাই। লোকে কাণা-ঘুষা করিয়াছিল—ঐ সমস্ত অর্থ ও অলঙ্কার তাঁহার স্ত্রী আত্মসাৎ করিয়াছিল।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO 167. দারোগার দপ্তর, ১৬৭ সংখ্যা।

রক্ষক না ভক্ষক।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [ফাল্গুন।

রক্ষক না ভক্ষক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাল বৈশাখ। বেলা চারিটা পর্য্যন্ত রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছিল; সহসা ছায়া পড়িল—রৌদ্রের তেজ কমিয়া গেল। একটা অদ্ভুত চুরির তদারক করিয়া বেলা প্রায় দুইটার সময় ফিরিয়া আসিয়াছি। হাতে তখন আর বিশেষ কোন কাজ ছিল না। দারুণ গ্রীষ্মের প্রকোপে এতক্ষণ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছিলাম। হঠাৎ ছায়া পড়িল দেখিয়া, মনে কেমন এক প্রকার আনন্দের উদয় হইল। চেয়ার হইতে উঠিয়া, পশ্চিম দিকের জানালার নিকট যাইলাম। দেখিলাম, পশ্চিম গগনে একখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠিয়া এইমাত্র সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আচ্ছাদিত সূর্য্যরশ্মি মেঘের উপর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে।

এতক্ষণ জোর বাতাস বহিতেছিল। বাতাস উষ্ণ হইলেও ঘর্ম্মার্দ্র-কলেবরে নিতান্ত অপ্রিয় ছিল না। ক্রমশঃ বাতাসের বেগ কমিয়া আসিল, গ্রীষ্মের উত্তাপও সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে সেই মেঘমণ্ডল আকাশ ছাইয়া ফেলিল।

---

* বিশেষ দ্রষ্টব্য।—এই সংখ্যায় "ছেলে ধরা" নামক প্রবন্ধ বাহির হইবার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ এখন প্রকাশিত হইল না। সময়মত অপর সংখ্যায় উহা বাহির হইবে।

ঘোর অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিল—এমন কি, কোলের মানুষ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইল। সহসা বাতাস বহিল, ক্রমেই তাহার বেগ বাড়িতে লাগিল, শেষে ঝড় উত্থিত হইল। পর্ব্বতপ্রমাণ ধূলিরাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ ঝড় হইবার পর বৃষ্টি আসিল। ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এই দুর্য্যোগের সময় বাহিরে একজন সাহেব ইনস্পেক্টরের পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার কর্ণগোচর হইল।

এত দুর্য্যোগে সাহেবের সাড়া পাইয়া, আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না। ভাবিলাম, ব্যাপার গুরুতর, নচেৎ এই ঝড় বৃষ্টির সময় সাহেব আমার কাছে আসিবেন কেন?

সাহেব ঘরে প্রবেশ করিয়া—কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভের পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেব! ব্যাপার কি? এই দুর্য্যোগে আপনি কষ্ট করিয়া এখানে আসিলেন কেন?"

সাহেব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "কেন আসিলাম? এক ভয়ানক গোলযোগে পড়িয়াছি, আপনার সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কাশীপুরে একটা খুন হইয়াছে শুনিয়াছেন?"

কাশীপুরের খুনের বিষয় সত্য সত্যই আমি কিছুই শুনি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাশীপুরে খুন হইয়াছে! কই, সে বিষয়ে কোন কথাই ত শুনি নাই!"

সা। আমি ঐ খুনের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সেই জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

আ। আমার সাহেবকে জানাইয়াছেন?

সা। না, তাঁহাকে এখনও জানান হয় নাই। খুব সম্ভব, তিনি এখন উপস্থিত নাই, পরে জানাইলেই চলিবে।

আ। কি রকমে খুন হইয়াছে?

সা। অতি অদ্ভুত, বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! যে লোক খুন হইয়াছেন, তিনি অতি নিরীহ। তাঁহার মত লোকের যে কেহ শত্রু থাকিতে পারে, এ রকম সন্দেহই করা যায় না।

আ। বলুন দেখি, কি ব্যাপার শোনা যাউক।

সা। কাশীপুরে মল্লিকদের বাগানের ঠিক পশ্চিমে একখানি অতি সুন্দর বাগান আছে। বাগানখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ছোট হইলেও তিন চারিজন মালি ইহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে; প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এই বাগানের অধিকারী। প্রবোধচন্দ্রের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, কিন্তু তিনি কলিকাতায় বিবাহ করিয়াছেন, কদাচ কখনও দেশে গিয়া থাকেন। বাগানের দক্ষিণে একখানি দ্বিতল অট্টালিকায় তিনি বাস করেন। প্রবোধ বাবু কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন এম্-এ। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। এই বয়সেই তিনি জরাগ্রস্ত হইয়াছেন। বাতে তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। প্রায় সমস্ত দিনই তিনি খাটের উপর এক অতি কোমল শয্যায় শুইয়া থাকেন। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার। ধাত্রীবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। এই কাজ করিয়া তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি অসমর্থ হওয়ায়, ঐ বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি পুস্তকের বেশ সুখ্যাতি ও কাটতি আছে।

সাহেবকে বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে লোক সমস্ত দিন শুইয়া থাকেন, তিনি এতগুলি বই কিরূপে লিখিলেন?"

সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি সেই কথাই বলিতে-

ছিলাম। প্রবোধ বাবু স্বয়ং লেখেন না। তাঁহার একজন সহ-কারী আছেন, তিনিই লিখিয়া থাকেন। যে লোকের হাত নাড়িতে কষ্ট হয়, তিনি এত বই কিরূপে লিখিবেন? প্রায় ছয় বৎসর হইল, তিনি এইরূপ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহকারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোমত হয় নাই। তাঁহার এখনকার সহকারী প্রতাপচাঁদও একজন কৃতবিদ্য যুবক। তিনিও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন এম্-এ। প্রতাপচাঁদের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে শ্যামবর্ণ, নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল ও স্থির। প্রতাপচাঁদ জাতিতে কায়স্থ, পিতৃ-মাতৃহীন; এক আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি অতি নিরীহ—সকলেরই প্রিয়। অথচ সেই লোকই আজ দুপুর বেলায় খুন হইয়াছে।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "বলেন কি! দিনের বেলা কলিকাতার পার্শ্বে খুন? বাড়ীর কোন লোক কিছু বলিতে পারে না? প্রতাপচাঁদ থাকেন কোথায়?"

"ঐ বাগানেই থাকেন? বেলা দশটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রবোধ বাবুর কাজ করিতে হয়। তাঁহাকে স্বতন্ত্র একটী ঘর দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ অবকাশ সময় তিনি সেই ঘরে বসিয়া পুস্তক পাঠ করেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ছিল না।"

আ। বাড়ীতে আর কে আছে? প্রবোধ বাবুর পরিবার কয়জন?

সা। শুনিয়াছি, প্রবোধ বাবুর অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু আপাততঃ একজনও জীবিত নাই। প্রবোধবাবুর স্ত্রী

বর্ত্তমান। একজন দাসী, একজন চাকর, একজন কোচমান, দুই-জন সহিস এবং চারিজন মালিও আছে।

আ। এতগুলি লোক থাকিতে দিনের বেলায় সেখানে খুন হইয়া গেল, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! ইহাদের মধ্যে এই খুন সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারে না? আপনি তাহাদিগকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?

সা। দুঃখের বিষয় সে সময় বাড়ীতে কেহই ছিল না।

আ। সে কি! কোথায় গিয়াছিল?

সা। মালী চারিজনের মধ্যে তিন জন হাটে গিয়াছিল, এক-জন রসুই করিতেছিল। বাড়ীর চাকর গিন্নীর বাপের বাড়ী তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিল। কোচমান ও সহিস দুইজন প্রবোধ বাবুর শ্যালককে আনিবার জন্য গাড়ী লইয়া দমদম ষ্টেশনে গিয়াছিল। বাড়ীতে কেবল গিন্নী ও সেই দাসী ছিল।

আ। গিন্নী এই খুনের বিষয় কিছু বলিতে পারেন?

সা। না,—আহারাদির পর তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রতাপবাবু যে ঘরে খুন হইয়াছেন, প্রবোধবাবুর স্ত্রীর শোবার ঘর হইতে সে ঘর অনেক দূর।

আ। দাসী কিছু শুনিয়াছে?

সা। দাসীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, 'আহারাদির পর সে ছাদ হইতে কতকগুলি কাপড় আনিয়া ঘরে ঘরে রাখিতেছিল, এমন সময়ে এক ভয়ানক চীৎকার তাহার কর্ণগোচর হয়। সেই বিকট শব্দে সে চমকিত ও ভীত হয় এবং কোথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছে, জানিবার জন্য ব্যস্ত হয়; কিন্তু সাহস করিয়া সে কোথাও যাইতে পারে নাই।'

আ। সে তখন কোথায় ছিল?

সা। বাড়ীর ভিতর অন্দর-মহলে।

আ। বাড়ীখানা কেমন?

সা। বাড়ীখানা দ্বিতল ও দুই মহল। অন্দর-মহলের উপরে তিনখানি ঘর। একখানিতে প্রবোধবাবু থাকেন, একখানিতে তাঁহার স্ত্রী থাকেন এবং অপরখানি প্রায়ই খালি থাকে। নীচেও তিনখানি ঘর; একখানি রান্নাঘর, একখানি ভাঁড়ার ঘর, আর একখানিতে দাসী থাকে। বাহির মহলে উপরে দুই-খানি প্রকাণ্ড ঘর ও একটা বড় দালান আছে। ঘর দুইখানির মধ্যে একখানিতে প্রবোধবাবুর লাইব্রেরী; অপরখানিতে প্রতাপ বাবু থাকেন। নীচের তিনটী ঘর, একটীতে চাকর থাকে, অপর দুইটী ঘর প্রায়ই বন্ধ থাকে।

আ। প্রবোধ বাবু কোন্ ঘরে বসিয়া পুস্তক রচনা করেন?

সা। অন্দর মহলে—নিজের শোবার ঘরে।

আ। সেখানে ত প্রতাপবাবুকেও যাইতে হয়?

সা। নিশ্চয়ই। প্রবোধবাবুর অনুমতি অনুসারে তিনি স্বচ্ছন্দে অন্দরে যাইতে পারিতেন। প্রবোধ বাবুর শোবার ঘরের সঙ্গে বাহির মহলের লাইব্রেরীর যোগ আছে; মধ্যে একটী দরজা।

আ। লাইব্রেরী ঘর হইতে প্রতাপ বাবুর ঘর কতদূর?

সা। লাইব্রেরীর পার্শ্বেই প্রতাপবাবুর ঘর।

আ। কোন্ ঘরে প্রতাপবাবু খুন হইয়াছেন?

সা। তাঁহারই শোবার ঘরে।

আ। বাড়ীর মধ্যে হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার শব্দ শুনিয়া দাসী কিছুই করিল না?

সা। আগেই বলিয়াছি, সেই ভয়ানক চীৎকারধ্বনি শুনিয়া, দাসীর বড় ভয় হইয়াছিল। সে কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই তাহার বোধ হইল, কে যেন প্রতাপ বাবুর ঘরের ভিতর পড়িয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি প্রতাপচন্দ্রের ঘরে যাইল। দেখিল, তিনি মেজের উপর নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার গলদেশ হইতে প্রবলবেগে রক্ত বহির্গত হইতেছে, ঘরের ভিতরে যেন রক্তের নদী বহিতেছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং চারিদিকে রক্তের ছড়াছড়ি দেখিয়া, সে চীৎকার করিয়া উঠে। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় বাড়ীর চাকর ও মালী তিনজন ফিরিয়া আসিয়াছিল। দাসীর চীৎকার শব্দ শুনিয়া, সকলেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং প্রতাপবাবুর ঘরে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতে পাইল।

আ। প্রতাপবাবু কি তখন মরিয়া গিয়াছিলেন ?

সা। দাসী ও বাগানের মালী তিনজন সেই রকমই ভাবিয়াছিল। কিন্তু চাকর প্রতাপবাবুকে বড় ভালবাসিত। সে নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, তিনি তখনও মরেন নাই। সে তখন মালীদিগের সাহায্যে প্রতাপবাবুকে তাঁহার বিছানায় শোয়াইতে মনস্থ করিল। সেই সময়ে প্রতাপ বাবু সহসা চক্ষু উন্মীলন করিলেন, যেন কোন কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। বাড়ীর চাকরটী অতি চতুর; সে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার মুখের কাছে আপনার কান লইয়া গেল। শুনিল, "প্রবোধ বাবুর সেই লোক।" বোধ হয়, তিনি আরও কোন কথা বলিতেন, কিন্তু পারিলেন না। শেষ কথাটীর

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু উপরে উঠিল, পরক্ষণেই তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইল।

আ। প্রবোধবাবু কি বলেন? তিনি কিছু শুনিয়াছিলেন?

সা। হাঁ, তিনিও সেই চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই এবং নিকটেও কোন লোক না থাকায় কিছুই করিতে পারেন নাই।

আ। প্রতাপবাবুর খুনের কথা কখন তিনি জানিতে পারেন?

সা। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক পরেই বাড়ীর চাকর তাঁহাকে এই সংবাদ দেয়। তিনি তখনই পুলিসে সংবাদ পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত হই। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর ঘরের কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত করা হয় নাই। আমি সমস্তই পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু কে যে প্রতাপচন্দ্রকে খুন করিয়াছে এবং কি অভিপ্রায়েই বা একার্য্য করিয়াছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আপনি অনেকবার অনেক বিষয়ে আমায় সাহায্য করিয়াছেন, তাই আপনার ভরসায় এখানে আসিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাহেবের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। পরে বলিলাম, "সাহেব! পরীক্ষা করিয়া আপনি কি জানিতে পারিয়াছেন, না জানিলে, আমি কি করিয়া আপনাকে সাহায্য করিব।"

সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা আপনি স্বয়ং একবার পরীক্ষা করেন।"

আ। আগে আপনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন শুনি, পরে যাহা হয় বিবেচনা করা যাইবে। যদি সেখানে না গিয়া কোন উপায় করিতে পারি ভালই, নচেৎ কার্য্যস্থানে যাওয়া যাইবে।

সা। বাড়ী ও বাগানের চারিদিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বাড়ীর দুইটী দরজা আছে। একটী সদর, অপরটী খিড়্‌কী। সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে যাইতে হইলে বাগানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। খিড়্‌কী দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে একেবারে অন্দরে উপস্থিত হওয়া যায়। খিড়্‌কী দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকে, আজও ছিল; সুতরাং সে পথে হত্যাকারী প্রবেশ করে নাই। আমি সে পথ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি, সেদিকে কাহারও পদচিহ্ন বা অপর কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। সুতরাং হত্যা-কারী যে সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ্ নাই।

আ। প্রতাপচন্দ্র মরিবার পূর্ব্বে প্রবোধবাবুর নাম করিয়া-ছিলেন্ কেন? এ কথা প্রবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?

সা। হাঁ, কিন্তু তিনি ভাল করিয়া উত্তর দিতে পারেন নাই। বলিলেন, 'চাকর কি শুনিতে কি শুনিয়াছে।'

আ। প্রবোধবাবুর কোন পরিচিত লোক কি তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন?

সা। না। শুনিয়াছি, তাঁহার সহিত কোন লোকের সদ্ভাব নাই।

আ। সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে যাইতে হইলে বাগানের যে পথ দিয়া যাইতে হয়, সে পথটী ভাল করিয়া দেখিয়াছেন?

সা। হাঁ—দেখিয়াছি।

আ। সে পথে কাহারও পায়ের দাগ বা অপর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন?

সা। হাঁ। কিন্তু হত্যাকারী বড় সামান্য লোক নহে। পথ দিয়া যাইলে পাছে পায়ের দাগ পড়ে, সেই জন্য সে পথের ধারে ধারে যে ঘাস জন্মিয়াছে, তাহারই উপর দিয়া গিয়াছিল। পথে কোন দাগ দেখিতে না পাইলেও সেই ঘাসের উপর কতকগুলি দাগ দেখিতে পাইয়াছি।

আ। দাগগুলি বাড়ীর দিকে যাইবার, না বাড়ী হইতে আসিবার?

সা। যাইবার দাগ। কোন্ পথে যে সে বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আ। প্রবোধবাবুর শ্যালকের বাড়ী কোথায়?

সা। কলিকাতায়।

আ। আজ কি তাঁহার কাশীপুরে যাইবার কথা ছিল?

সা। হাঁ।

আ। তিনি কি গিয়াছেন?

সা। সে কথা বলিতে পারিলাম না।

আ। কেন? কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিতেন।

সা। জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

আ। কোচম্যানের সহিত আপনার দেখা হইয়াছিল?

সা। হাঁ—হইয়াছিল।

আ। ষ্টেশন হইতে সে কখন ফিরিয়া আসিল?

সা। আমি সেখানে যাইবার কিছু পূর্ব্বে।

আ। বাড়ীর ভিতরে কোন দাগ দেখিতে পাইয়াছেন?

সা। না। বাড়ীর একতলায় আগাগোড়া পাপোষ পাতা। তাহার উপরের দাগ সহজে জানা যায় না।

আ। যে ঘরে খুন হইয়াছে, সেখানে কোনরূপ দাগ আছে?

সা। জানিবার উপায় নাই। সেখানেও পাপোস পাতা। সেই ঘরে গিয়া আমি আগেই পায়ের দাগ অন্বেষণ করি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন দাগই দেখিতে পাই নাই। ঘরের ভিতর একটা বড় দেরাজ ও একটা টেবিল আছে। টেবিলের উপর একটী কলমদানে দুইটী দোয়াত, চারিটী কলম, একখানি রবার ও একখানি ছুরি ছিল। দেরাজটী সর্ব্বদাই খোলা থাকে। তাহার ভিতরে কোন দামী জিনিষ নাই।

আ। ঘরের কোন জিনিষ চুরি গিয়াছে?

সা। সকল জিনিষ মিলাইয়া দেখিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, কোন জিনিষই চুরি যায় নাই।

আ। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছেন?

সা। হাঁ। টেবিলটার পার্শ্বেই প্রতাপবাবুর মৃতদেহ পড়িয়াছিল। তাঁহার গলার প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষতস্থান দিয়া তখনও অল্প অল্প রক্ত বাহির হইতেছিল। গলার এমন যায়গা কাটিয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিলে বেশ বোঝা যায়, প্রতাপবাবু আত্মহত্যা করেন নাই।

আ। কোন্ অস্ত্রে গলা কাটা হইয়াছে, বলিতে পারেন? ঘরে কোন অস্ত্র পাইয়াছেন কি?

সা। না, কোন অস্ত্র পাই নাই বটে, তবে একখানি সোণার চস্‌মা পাওয়া গিয়াছে।

এই বলিয়া সাহেব পকেট হইতে একখানি চস্‌মা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন। বলিলেন, "এই চস্‌মাখানি টেবিলের উপর পড়িয়াছিল।"

চস্‌মাখানি হাতে লইয়া আমি একবার চোখে দিলাম। কিছুক্ষণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার পর বলিলাম, "এই চস্‌মা হইতে অনেক খবর পাওয়া যাবে.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার কথা শুনিয়া সাহেব আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয় তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেব! আমার দিকে অমন করিয়া চাহিয়া রহিলেন কেন? আমার কথা বিশ্বাস হইতেছে না?"

সাহেব ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলিলেন, "এই চস্‌মা হইতে আপনি এমন কি বুঝিতে পারিলেন, বলিতে পারি না?"

আ। আপনি নিশ্চয় জানেন, চস্‌মাখানি প্রতাপবাবুর নয়?

সা। হাঁ। তিনি চস্‌মা ব্যবহার করিতেন না। চস্‌মাখানি

যে হত্যাকারীর সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এখন আপনি ইহা হইতে কি জানিতে পারিয়াছেন বলুন ?

আ। চস্‌মাখানি সাধারণ লোকের নয়। ইহার জোর এত অধিক যে, যে লোক ইহা ব্যবহার করিতেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি বড় কম। লোকটা ধনী। তিনি যখন সোনার চস্‌মা ব্যবহার করেন, তখন এ কথা সহজেই জানিতে পারা যায়। তাঁহার নাক মোটা। চস্‌মার ফাঁদ দেখিয়া আমি তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। লোকটা সম্প্রতি কোন চস্‌মাওয়ালার দোকানে দুই তিনবার গিয়াছিলেন। যদিও চস্‌মাখানিতে প্রস্তুতকারকের নাম নাই, তবুও ইহা যে কোন সাহেব-বাড়ী হইতে কেনা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সা। কেমন করিয়া জানিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কোন চস্‌মার দোকানে গিয়াছিলেন ?

আ। চস্‌মাখানির যে অংশ নাকের উপর থাকে, তাহার দুই দিকে দুইখানি পাত্‌লা কর্ক দেওয়া রহিয়াছে। কর্ক দুইখানির মধ্যে একখানি নূতন আর একখানি পুরাতন। নূতন কর্কখানি এরূপে বসান হইয়াছে যে, দেখিলে সহজে বোধ হয় না যে, উহা বদলান হইয়াছে। খুব ভাল কারিগর না হইলে কর্কখানি ওরূপে বসাইতে পারিত না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, তিনি সম্প্রতি কোন চস্‌মার দোকানে গিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, যে দোকান হইতে চস্‌মাখানি কেনা হইয়াছিল, সেই দোকানেই এই কর্ক বদ্‌লান হইয়াছে।

আমার কথা শুনিয়া সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, এখন একবার চস্‌মার দোকানগুলি দেখিতে হইবে।"

আ। আপনার আর কিছু বলিবার আছে ?"

সা। না। আমি এ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি, সমস্তই আপনাকে বলিয়াছি। এখন আমিও যাহা জানি, আপনিও তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তবে একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

আ। কি?

সা। স্থানীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে তাহারা সেদিন সেখানে কোন অপরিচিত লোক দেখে নাই।

আ। তবে কে খুন করিল? আর কেনই বা প্রতাপচন্দ্রের মত নিরীহ লোককে খুন করিল?

সা। সেই কথাই ত আমি আপনার কাছে জানিতে আসিয়াছি। আজ সন্ধ্যা হইয়া গেল, তা ছাড়া এত বৃষ্টিতেই বা কি করা যায়? যদি অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে একবার কাশী-পুর যান, তাহা হইলে বড় উপকৃত হই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি সেখানে যাইলেই সমস্ত রহস্য জানিতে পারিবেন।

আমি সম্মত হইলাম। বলিলাম, "কাল অতি প্রত্যুষে আমি সেইস্থানে উপস্থিত হইব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন অতি প্রত্যুষে যখন আমি কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলাম, তখনও আকাশ ধরে নাই। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলাম, সাহেব সেই স্থানে উপস্থিত আছেন।

আমরা বাগানের ভিতর কিছুদূর অগ্রসর হইতেছি, এক স্থানে সাহেব দাঁড়াইয়া পড়িলেন।' তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইখানেই পায়ের দাগ দেখিয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ দিকে ?"

সা। আপনার ঠিক দক্ষিণ দিকে। রাস্তার পাশে যে ঘাস দেখিতে পাইতেছেন, ঐ ঘাসের উপর আমি পায়ের দাগ দেখিয়াছিলাম। কাল দাগগুলো বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু আজ আর দেখা যাইতেছে না। কালিকার বৃষ্টিতে দাগগুলি উঠিয়া গিয়াছে।

সাহেবের কথায় আমি সেই স্থানটী ভাল করিয়া দেখিলাম। ঘাসের উপর যে সকল দাগ ছিল, বৃষ্টিতে সেইগুলি উঠিয়া গিয়াছে। কোন কথা না বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। সাহেব আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, দরজা খোলা রহিয়াছে। সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই দরজা এই রকম কি খোলা থাকে।"

সাহেব সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। আমি তখন বলিয়া উঠিলাম, "তবে আর কষ্ট কি ? খুনী ত সহজেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। বাগানের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া যে পথে আমরা আসিলাম, সেও ঠিক সেই পথ দিয়া আসিয়া, এই দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল। কিন্তু সে যে এই স্থানে কতক্ষণ ছিল, তাহা বলা যায় না।"

আমায় বাধা দিয়া সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "আমি বলিতে পারি। এক কোয়াটারের অধিক সে সেখানে ছিল না।"

সাহেবের কথায় আমি চমকিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে কথা আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন ?"

সাহেব বলিলেন, "দাসীর মুখে শুনিয়াছি, সে যখন ছাদে কাপড় আনিতে গিয়াছিল, তখন সে প্রতাপবাবুকে বই পড়িতে দেখিয়াছিল। ছাদ হইতে কাপড়গুলি তুলিয়া আনিতে নিশ্চয়ই দশ মিনিটের অধিক লাগে নাই। নীচে নামিবার অতি অল্পকাল পরেই সে সেই চীৎকারধ্বনি শুনিতে পায়। এই সময়ের মধ্যেই যে সেই লোক প্রতাপবাবুর ঘরে আসিয়া তাঁহাকে খুন করিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

সহেবের কথা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, "এইবার একবার প্রতাপচন্দ্রের ঘর দেখিতে ইচ্ছা করি।"

সাহেব আমার কথায় সম্মত হইলেন এবং অবিলম্বে যে ঘরে প্রতাপচন্দ্র খুন হইয়াছেন, সেই ঘরে আমাকে লইয়া গেলেন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরটী নিতান্ত ছোট নয়। দীর্ঘে প্রায় ষোল হাত, প্রস্থেও বার হাতের কম নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে একটা দেরাজ, দুইটা আলমারি, তিন চারিখানি চেয়ার, খান কতক ভাল ভাল ছবি ছিল। টেবিলের উপর অতি সুন্দর একটী আলোকাধারও ছিল। ঘরের মেঝেয় ম্যাটিং পাতা। আমি ঘর ও তাহার ভিতরের জিনিষপত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু বিশেষ কোন সূত্র বাহির করিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ সকল বিষয় ভাবিয়া আমি যেমন দেরাজের নিকট যাইলাম, অমনি উহাতে একটী আঁচড় দেখিতে পাইলাম। দেরাজের যে স্থানে সেই দাগ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইল যে, কোন লোক সেই দেরাজ খুলিবার সময় অসাবধানতা বশতঃ হঠাৎ চাবি দ্বারা ঐরূপ দাগ করিয়াছে।

আমি সাহেবকে সেই দাগ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেব! এই দাগটা কে করিল? আপনি আগে এই দাগ দেখিয়াছিলেন কি?"

স। হাঁ, দেখিয়াছিলাম।

আ। এই দাগ হইতে কোনরূপ সূত্র বাহির করিতে পারিয়াছেন?

সা। না। দেরাজে অমন আঁচড়ের দাগ প্রায়ই দেখা যায়।

আ। সত্য। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিতেন যে, দাগটা সম্পূর্ণ নূতন। আমার এই কাচখানির সাহায্যে আর একবার দাগটা দেখুন দেখি, এখনই বুঝিতে পারিবেন উহা নূতন কি পুরাতন।

সাহেব আমার হাত হইতে কাচখানি গ্রহণ করিলেন এবং অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করিলেন, পরে বলিলেন, "আপনার কথাই সত্য—দাগটা নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে।"

আ। একবার দাসীকে ডাকাইয়া পাঠান। তাহাকে গোটা-কতক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, সে কি বলে।

সা। সে যাহা বলিয়াছিল, আমিত আগেই আপনাকে সে কথা বলিয়াছি।

আ। বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এখন আমি একবার তাহার মুখের কথা শুনিতে চাই।

সাহেব তখনই সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই দাসীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাসীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এই দরজার চাবি কোথায় থাকিত?"

দা। প্রতাপবাবুর কাছেই থাকিত।

আ। দেরাজের কলগুলি কেমন?

দা। ভাল কল—শুনিয়াছি, সকলগুলিই বিলাতী।

আ। চীৎকার শুনিবার কতক্ষণ পরে তুমি এ ঘরে আসিয়াছিলে?

দা। প্রায় সিকি ঘণ্টা পরে।

আ। কোন লোককে বাহিরে পলায়ন করিতে দেখিয়াছ?

দা। আজ্ঞে না।

আ। এই ঘরের দুইটী দরজা দেখিতেছি। একটী দিয়া বাহিরে যাওয়া যায়, আর একটী দিয়া অন্দরে প্রবোধবাবুর ঘরে যাওয়া যায়। খুব সম্ভব, প্রতাপচন্দ্র এই শেষোক্ত পথ দিয়া প্রবোধ বাবুর ঘরে যাইতেন। তুমি যখন এই ঘরে আসিতেছিলে, তখন খুনী সহজেই অপর পথ দিয়া অন্দরে যাইতে পারে।

দা। তাহা হইলে বাবু নিজেই জানিতে পারিতেন। কারণ তিনি প্রায়ই জাগিয়া থাকেন। নিজে অপটু হইলেও তিনি অনায়াসে চীৎকার করিয়া চাকরদের ডাকিতে পারিতেন। তা ছাড়া, তিনি যখন আগেই এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় পুলিসে সংবাদ দিতে হুকুম দিয়াছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই কোন লোককে দেখিতে পান নাই।

দাসীকে বিদায় দিলাম। একবার প্রবোধবাবুর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা হইল। সাহেব আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অন্দরে সংবাদ পাঠাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রবোধবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার ঘরটী প্রতাপবাবুর ঘরের অপেক্ষা বড়। ঘরের ভিতর অনেকগুলি দেরাজ ও আলমারি ছিল। সকলগুলিতেই বড় বড় পুস্তকে পূর্ণ। প্রতাপবাবুর ঘরটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এ ঘরটী তেমন নয়। ঘরের ঠিক মধ্যে একখানি পালঙ্ক। তাহার উপর একটী সুকোমল শয্যা। প্রবোধবাবু শয্যায় শুইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে জরাগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয় না। সাহেব তাঁহাকে আমার কথা বলিলে পর, তিনি বাহ্যিক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; এবং আমাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা সেই স্থানে বসিলাম।

অনেকক্ষণ পরে প্রবোধবাবু কহিলেন, "মহাশয় এ খুনী ধরা পড়িবে কি?" আমি বলিলাম, "খুব সম্ভব, সে ধরা পড়িবে। কিন্তু এখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই।"

প্র। যদি আপনি আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। বলিতে কি, প্রতাপচাঁদের সহসা মৃত্যুতে আমার যেন বুদ্ধিশক্তি লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আ। আমি আপনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

প্র। আমি সর্ব্বদাই শুইয়া থাকি। কে কোথায় কি করে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

আ। আমিও সাহেবের মুখে সেই রকম শুনিয়াছি। অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিব না। আমি জানিতে ইচ্ছা করি, প্রতাপচন্দ্র মরিবার পূর্ব্বে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেন কেন?—"প্রবোধ-বাবুর—সেই লোক" এ কথার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিয়াছেন?

প্র। আজ্ঞা না। চাকরের মুখে শুনিয়া কোন কথা বিশ্বাস করিবেন না। আমাদের চাকরের বাড়ী এ দেশে নহে। একে সে মূর্খ, তাহাতে পল্লীগ্রামে বাস, সুতরাং তাহার কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

আ। আপনি কি বলিতে চান, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে।

প্র। সে বুঝিতেই পারে নাই। প্রতাপচাঁদ মরিবার পূর্ব্বে যে কি বলিয়াছিল, তাহা সে ভাল শুনিতেই পায় নাই। কি শুনিতে কি শুনিয়াছে, কে জানে?

আ। আপনি তাহা হইলে ও বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারেন না। আপনার কাহার উপর সন্দেহ হয়?

প্র। না। আমার বোধ হয়, তিনি হয় আত্মহত্যা করিয়া-ছেন, নচেৎ দৈবাৎ কোন রকমে হত হইয়াছেন।

আ। যদি আত্মহত্যাই হয়, তবে কোন্ অস্ত্রে প্রতাপ বাবু আপনার গলদেশ ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। অস্ত্রের মধ্যে একখানি ছোট ছুরি ছাড়া আর ত কিছুই সে ঘরে দেখিতে পাইলাম না। আর এক কথা, একখানি সোণার চস্‌মা পাওয়া গিয়াছে। সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, প্রতাপবাবু স্বয়ং চস্‌মা লইতেন না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেই চস্‌মাখানি কাহার? কোথা হইতে আসিল?

প্র। ঠিক বলিয়াছেন। আমি নিতান্ত বালকের মত কথা

বলিয়াছি। আপনার কথা শুনিয়া এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে, প্রতাপচাঁদ আত্মহত্যা করেন নাই।

প্রবোধবাবুর কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনি আমার খাতিরে শেষোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। কারণ তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল, যে তিনি এখনও বিশ্বাস করেন, প্রতাপচন্দ্র আত্মহত্যা করিয়াছেন। আমি আর সে কথা না তুলিয়া, একটী আলমারী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ আলমারীতে কি আছে?"

প্র। এমন কোন জিনিষ নাই, যাহাতে এই ঘরে চোর আসিতে পারে। আপনি উহা খুলিয়া দেখিতে পারেন। বাল্যকাল হইতে যত রকম পারিতোষিক, প্রশংসাপত্র ও সার্টিফিকেট পাইয়াছি, সেই সমস্তই উহার ভিতর রাখা হইয়াছে।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আলমারীর নিকট গমন করিলাম ও কাগজ পত্রগুলি দেখিবার ভানে আমি অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, ঐ ঘরটীর চতুর্দ্দিকের অবস্থা উত্তমরূপে দেখিয়া লইলাম, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা কহিলাম না। আমি পুনরায় আসিয়া আপন স্থানে বসিলাম। সেই সময় প্রবোধবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ রহস্য কি ভেদ হইবে না।" উত্তরে কহিলাম, "কেন হইবে না। আমি এই অদ্ভুত রহস্য ভেদ করিয়াছি।"

প্রবোধবাবু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য না কি? আসামী কোথায়?"

আ। নিকটেই আছে।

প্র। কোথায়? বাগানে?

আ। না না—এইখানে।

প্র। কোথায়? এই বাড়ীতে?

আ। আজ্ঞে হাঁ।

প্রবোধচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমার সহিত তামাসা করিতেছেন? কিন্তু আমার এই বিপদের সময় আপনার উপহাস করা ভাল দেখায় না। এ উপহাসের কথা নয়, আর আমিও তামাসা বড় ভালবাসি না।"

আ। আমিও আপনার সহিত তামাসা করিতেছি না। আপনি আমার চেয়ে সকল বিষয়ে বড়, আপনার সহিত আমি কোন্ সাহসে তামাসা করিব? মনে মনে সমস্ত ব্যাপার আন্দোলন করিয়া আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা এখনই আপনাকে বলিতেছি।

প্রবোধবাবুর মুখ মলিন হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "কি জানিতে পারিয়াছেন বলুন?"

আমি বলিলাম," গতকল্য আপনার পরিচিত কোন লোক্ আপনার জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তিনি আপনার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ না করিয়া প্রতাপবাবুর ঘরে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই ঘরের দেরাজ হইতে দরকারি কোন কাগজ লইবার অভিপ্রায়েই তিনি সে ঘরে গিয়াছিলেন। প্রতাপবাবু তখন সে ঘরে ছিলেন না। আগন্তুক এই সুযোগে দেরাজটী খুলিয়া——"

আমার কথায় বাধা দিয়া প্রবোধবাবু বলিয়া উঠিলেন, "দেরাজের চাবি কোথায় পাইল? প্রতাপচন্দ্রের কাছেই উহার চাবি

আছে।' যখন তিনিই উপস্থিত ছিলেন না, তখন আগন্তুক কোথা হইতে সেই চাবি পাইল?"

আ। তাঁহার কাছে যে সে দেরাজের একটা চাবী ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ তিনি ঐরূপ একটী চাবী গড়াইয়া ছিলেন।

প্র। দেরাজে এমন কি কাগজ আছে যে, তিনি তাহা চুরি করিতে আসিবেন?

আ। সে কথা আপনি আমার অপেক্ষা ভাল জানেন।

প্র। সে যে দেরাজের চাবি খুলিয়াছিল, তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন?

আ। দেরাজের উপর একটা নূতন আঁচরের দাগ দেখিয়া জানিয়াছি।

প্র। দেরাজটী খুলিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন, সে কোন কাগজ-পত্র চুরি করিয়াছে কি না?

আ। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ইচ্ছা থাকিলেও সে কোন দ্রব্য দেরাজ হইতে বাহির করিতে পারে নাই।

প্র। আর কিছু জানিয়াছেন? সে লোক কোথায় গেল?

আ। সকল কথাই বলিতেছি—ব্যস্ত হইবেন না। প্রতাপ-বাবুর প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ ছিল। প্রতাপবাবুর প্রতি তাঁহার কেন যে এত আক্রোশ ছিল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। প্রতাপ চন্দ্র ইত্যবসরে ফিরিয়া আসিলেন এবং আগন্তুককে তাঁহার ঘরে দেখিয়া রাগান্বিত হইলেন। সম্ভবতঃ উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ বচসা হইল। তখন আগন্তুক একখানি ক্ষুর কিম্বা ছোরা বাহির

করিয়া প্রতাপচন্দ্রকে এমন আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই প্রতাপচন্দ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আগন্তুক বোধ হয়, হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসে নাই। ক্রোধের বশীভূত হইয়া তিনি যে কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি সেই ঘর হইতে পলায়ন করিয়া একেবারে এই ঘরে উপস্থিত হইলেন।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া প্রবোধবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই ঘরে? আমিত সমস্ত দিনই এখানে শুইয়া আছি। এখানে একজন অপরিচিত লোক আসিলে আমি কি জানিতে পারিতাম না?"

আ। লোকটী অপরিচিত না হইতেও পারে।

প্র। পরিচিত হইলেও আমি ত জানিতে পারিতাম। আপনি কি মনে করেন, আমি শুইয়া থাকি বলিয়া, আমি সমস্ত দিনই নিদ্রা যাই?

আ। না, আমি সেরূপ মনে করি না।

প্র। তবে কি আমার সাক্ষাতেই সেই লোক এই ঘরে প্রবেশ করিল? আর আমি কি তাহাকে দেখিয়াও কিছু বলি নাই, মনে করেন?

আ। আজ্ঞা হাঁ, আপনি সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন। এমন কি, আপনি তাঁহার সহিত কথাও কহিয়াছিলেন এবং আপনি তাঁহাকে পলাইবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রবোধবাবু আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু এবার আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "আপনি পাগল হইয়াছেন দেখিতেছি। যাবজ্জীবন মস্তিষ্ক চালনা করায় আপনি এখন পাগল হইয়া গিয়াছেন। আমি খুনীকে পলায়ন করিতে সাহায্য করিয়াছি! একথা কি সম্ভব হইতে পারে? আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সে লোক এখন কোথায় বলিতে পারেন?"

আমি ঘরের পূর্ব্বকোনের একটা আলমারীর পশ্চাৎ দিক লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "ঐ আলমারীর পার্শ্বে।"

আমার মুখ হইতে এই কথাগুলি বাহির হইতে না হইতে প্রবোধবাবু দুই হাত উত্তোলন করিয়া এক বিকট শব্দ করিলেন এবং পরক্ষণেই প্রায় অচেতন হইয়া পুনরায় শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন।

ইত্যবসরে সহসা সেই আলমারীর পার্শ্ব হইতে এক ভদ্র যুবক দৌড়িয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। আমি ঐ আলমারীর পশ্চাতেই ছিলাম। আপনি যে সকল কথা প্রবোধ বাবুকে বলিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু আপনি যে কোন্ সূত্র ধরিয়া এত সংবাদ বাহির করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, আপনার চক্ষে ধূলি দেওয়া আমার মত সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়।"

যুবকের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর। দেখিতে সুশ্রী। তাঁহার পরিধানে একখানা বিলাতি মোটা লালপেড়ে ধুতি, একটা মোটা কাপড়ের জামা, খালি পা। আমি সাহেবকে ইঙ্গিত করিয়া আগেই সাবধান করিয়া দিলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঘরের দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমি তখন যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের নাম কি? প্রবোধবাবুর সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "যখন আপনি অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন, তখন আপনার কাছে কোন কথা লুকান নিতান্ত মূর্খতা। আমার নাম পুলিনবিহারী; আমি প্রবোধবাবুর শ্যালক।"

আমি প্রাবাধবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, তিনি একদৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছেন।

আমি প্রবোধবাবুকে কোন কথা না বলিয়া পুলিনবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাকে দমদমা ষ্টেশন হইতে আনিতে এখান হইতে গাড়ী গিয়াছিল। আপনি তাহাতে আসিয়াছিলেন?"

পু। আজ্ঞে না। যে ট্রেণে আমার আসিবার কথা ছিল, আমি তাহার আগেকার গাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছি।

আ। ইচ্ছা করিয়াই কি এ কার্য্য করিয়াছিলেন?

পু। হাঁ।

আ। কখন এখানে আসিয়াছিলেন?

পু। তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।

আ। এখানে আসিয়া অগ্রে আপনার ভগ্নীপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি?

পু। আজ্ঞা না।

আ। কেন?

পু। যে জন্য এখানে আসিয়াছি, আগে তাহারই চেষ্টায় গিয়াছিলাম।

আ। কি জন্য এখানে আসিয়াছিলেন? আপনি স্ব ইচ্ছায় আসিয়াছেন? না—কাহারও কথায় আসিয়াছেন?

পু। স্ব ইচ্ছায় আসি নাই। বাড়ীতে আমার অনেক কাজ। কাজ ফেলিয়া এখানে আসিব কেন?

আ। তবে কাহার কথায় আসিয়াছেন? সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন। প্রতাপচন্দ্র অতি নিরীহ লোক ছিলেন। আপনি কোন্ অপরাধে তাঁহাকে খুন করিলেন?

পু। সকল কথা বলিতে হইলে এ সংসারের অনেক গোপনীয় কথা বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রবোধবাবুর অনুমতি সাপেক্ষ। যদি উনি আমায় বলিতে বলেন, তবেই বলিতে পারি।

আমি প্রবোধবাবুর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অজ্ঞানের মত পড়িয়া আছেন। তাঁহার জ্ঞান আছে কি না, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার নিকটে যাইলাম। দেখিলাম, তাঁহার নিশ্বাস বহিতেছে। তিনি জীবিত আছেন। তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিলাম। তিনি চক্ষু চাহিলেন, কিন্তু আমাকে দেখিবা মাত্র এক বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সেই বিকট চীৎকারধ্বনি শুনিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে দাসী ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বোধ হয়, সেই রোদনধ্বনি প্রবোধবাবুর স্ত্রী শুনিতে পাইলেন। তিনিও পাগলিনীর মত আলুথালু বেশে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাহেব ক্রোধে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং দুইজন স্ত্রীলোককে বুঝাইয়া বলিলেন যে, প্রবোধবাবু মারা যান নাই, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরেই হউক কিম্বা অতিরিক্ত গোলমাল বশতঃই হউক, প্রবোধবাবু চক্ষু চাহিলেন। তাঁহার জ্ঞান হইল। তিনি আমার দিকে চাহিলেন; কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী সশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? অমন করিয়া চীৎকার করিলে কেন?"

অনেক কষ্টে প্রবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন, "কেন? সে কথা তুমি কি বুঝিবে? আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহা তুমি কি করিয়া জানিবে? যাও—অন্দরে যাও। তুমি এখানে কেন? এখানে দুইজন পুলিসের লোক রহিয়াছেন। ইহাঁদের সাক্ষাতে তোমার এখানে আসা ভাল হয় নাই।"

তাঁহার স্ত্রী আমাদের দিকে চাহিলেন, কিন্তু আমাদিগকে কোন কথা বলিলেন না; কিম্বা ঘোমটা দিয়া চলিয়াও যাইলেন না। তাঁহার স্বামীর দিকে ফিরিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভাল হয় নাই? তোমার চীৎকার শুনিয়া আমি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি?"

সহসা তাঁহার ভ্রাতার উপর দৃষ্টি পড়িল। এতক্ষণ শোকে দুঃখে স্বামীর দিকেই তাঁহার মন ছিল। এতক্ষণ তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিতে পান নাই. হঠাৎ পুলিনবিহারীকে দেখিয়া তিনি যেন চমকিত হইলেন। এত তেজ, এত সাহস কোথায় যেন পলাইয়া গেল। তাঁহার মুখ মলিন ও বিবর্ণ হইল। ঘর হইতে পলায়ন করিবার ইচ্ছায় তিনি তখনই দরজার নিকট গেলেন এবং দরজার খিল খুলিয়া অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। দাসীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘর হইতে চলিয়া গেল।

[illegible] পারিলাম না। যিনি এতক্ষণ আমাদে

সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতেছিলেন, তিনি সহসা ভ্রাতাকে দেখিয়া সে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন কেন? সাহেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিলাম। তিনিও হাসিয়া আমার হাসির উত্তর দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধ বাবুর স্ত্রী প্রস্থান করিলে পর, আমি পুলিনবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রবোধ বাবুর স্ত্রী কি আপনার সহোদরা?"

পু। আজ্ঞে না—আমার পিস্‌তুত ভগ্নী।

আ। তিনি আপনাকে দেখিয়াই চলিয়া গেলেন কেন? আপনি যে প্রতাপচন্দ্রকে খুন করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহার জানা আছে?

পু। বোধ হয়, না।

আ। আপনি যে এখানে আছেন, তাহাও কি তিনি জানেন না?

পু। আজ্ঞে, না।

আ। এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! সমস্ত কথা জানিতে না পারিলে আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

পু। আমার বলিতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু প্রবোধ বাবুর হুকুম না পাইলে বলিতে পারিব না।

আমি তখন প্রবোধ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করা যায় বলুন? আপনি আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আপনিই প্রকৃত দোষী। যদি সকল কথা এখন না বলেন, ভবিষ্যতে সকলের সম্মুখে বলিতে হইবে। আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে পুলিনবাবু আপনার উপদেশে প্রতাপ চন্দ্রকে খুন করিয়াছেন। মনে করিবেন না, আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব। আপনিই প্রধান দোষী, পুলিনবাবু আপনার হাতের যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নন্।"

আমার কথায় প্রবোধবাবুর ভয় হইল। তিনি পুলিনবিহারীকে সমস্ত কথা বলিতে হুকুম দিলেন। পরে আমাকে বলিলেন, "আমার মরণই মঙ্গল। এ জীবনে অনেক কার্য্য করিয়াছি, এখন যত শীঘ্র এখান হইতে যাইতে পারি ততই মঙ্গল। তবে সাধারণে যাহাতে আমাদের এ পাপ কথা জানিতে না পারে, আপনি তাহার চেষ্টা করিবেন, এই আমার শেষ অনুরোধ।"

আমি বলিলাম, "কি করিব, কি না করিব, এখন বলিতে পারি না। যতক্ষণ না সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইতে পারি না।"

আমার কথা শুনিয়া পুলিনবাবু বলিলেন, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবোধবাবুর স্ত্রী আমার পিস্তুত ভগ্নী। সহোদরা না হইলেও তাহার কলঙ্কের কথা বলিতে আমার লজ্জা হইতেছে। কিন্তু কি করিব—অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়। প্রবোধ বাবুর স্ত্রীর নাম মনোরমা। যৌবনে সে বড় সুন্দরী ছিল। যদিও এখন তাহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইয়াছে, তথাপি তাহার সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তবে তাহার রূপের আর সে জ্যোতিঃ নাই, চক্ষের

সে চঞ্চলতা নাই, মুখে সে মুচ্‌কি হাসি নাই, মনে সেই দুর্দ্দমনীয় আশা নাই। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকলও কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। বিশেষতঃ, স্বামীরও চরিত্রদোষ থাকায় সুবিধা পাইলেই নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। যে দিন হইতে প্রতাপবাবু এ বাড়ীতে আসিয়াছেন, সেই দিন হইতে মনোরমা তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারে নাই। মনোরমা যখন দেখিল, সহজে তাঁহাকে বশীভূত করা অসম্ভব, তখন সেও নানা প্রকার কৌশল করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতাপচন্দ্র সেরূপ হীনচরিত্রের লোক ছিলেন না। তিনি কিছুতেই মনোরমার কথায় স্বীকৃত হইলেন না। মনোরমা তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিল। সে ভয় দেখাইয়া প্রতাপচন্দ্রকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাড়ীর দাসীকে দিয়া মনোরমা তাঁহার নিকট পত্রাদি পাঠাইয়া দিত। প্রতাপচন্দ্র সে সকল পত্র নষ্ট করিতেন না। নিজের কাছেই রাখিতেন। কিন্তু কোন পত্রের উত্তর দিতেন না। প্রতাপচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, মনোরমা ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন তিনি একদিন মনোরমার সমস্ত পত্র প্রবোধবাবুকে দেখাইলেন। পত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রবোধবাবু চমকিত হইলেন। বলিলেন, "এতদিন আমায় ঐ সকল পত্র দেখান নাই কেন?" প্রতাপচন্দ্র উত্তর করিলেন, "এগুলি আপনাকে দেখাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, না দেখাইলে আমাকে ভবিষ্যতে অপমানিত ও তাড়িত হইতে হইবে।"

প্রতাপচন্দ্রের কথা শুনিয়া প্রবোধচন্দ্র তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং মনোরমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পত্রগুলি ফেরৎ লইয়া প্রতাপচন্দ্র আপনার ঘরে প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই মনোরমা স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া প্রবোধবাবু যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, "এ বয়সেও তুমি এ বৃত্তি ছাড়িতে পারিলে না? বিবাহ হইয়া অবধি কতবার যে তোমার এই কলঙ্কের কথা শুনিলাম, তাহা বলা যায় না। তুমি এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হও। এ বাড়ীতে তোমার ন্যায় হীনচরিত্রা রমণীর স্থান হইবে না।"

প্রবোধচন্দ্রের কথা শুনিয়া মনোরমা প্রথমে কোন কথা বলিল না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া নীরবে সমস্ত তিরস্কার সহ্য করিল। পরে স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "স্বীকার করি, আমি চরিত্রহীনা। কিন্তু কাহার দোষে আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কালি পড়িয়াছে? মনে করিয়া দেখ, কে আমার এই অধঃপতনের মূল?"

প্র। তুমি নিজেই।

ম। কিসে?

প্র। কিসে নয়?

ম। কে আমায় মদ্যপান করিতে শিখাইয়াছে? কোন পুরুষ নিজের বন্ধু-বান্ধব লইয়া আপনার স্ত্রীর নিকট আসিয়া আমোদ করেন?

প্র। হাঁ, দুই একদিন তোমায় মদ খাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তোমার ইচ্ছা না হইলে তুমি খাইলে কেন?

ম। কু-সংসর্গে পড়িয়া কত শত লোকের অধঃপতন হইয়াছে

বলা যায় না। তোমারই বন্ধুগণের উত্তেজনায়, আমার যৌবনের উৎপীড়নে, অর্থের লোভে; মদ্যের নেশায় বিভোর হইয়া আমি নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারিয়াছি বটে, কিন্তু তুমিই তাহার মূল। তুমি যদি তখন আমায় শাসন করিতে, তোমার বন্ধু-গণকে এখানে রাখিয়া স্বয়ং বেশ্যালয়ে গমন না করিতে, তাহা হইলে কি আজ আমার এ দশা ঘটিত? একবার অধোগতি আরম্ভ হইলে সে গতিকে ফিরান কি বড় সহজ কথা? এখন তোমার বন্ধুগণ তোমার বিষ হইয়াছে, আর তাহারা এখানে আসে না। তোমার মদের মাত্রা দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। ভাঁড়ারে বোতল বোতল মদ সঞ্চিত রহিয়াছে। আমি যখন মদ খাইতে শিখিয়াছি, তখন কি তুমি ভাব যে, আমি মদ না খাইয়া আছি। আমি প্রত্যহ মদ খাই। মদে কি না হয়? আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ হইয়াছে, কিসে আমার অভিপ্রায় সফল হইবে, আমি ক্রমাগত সেই চেষ্টাই করিতেছি। শুনিলে? আশা করি, এই বিষয় লইয়া অধিক আন্দোলন করিবে না।

মনোরমার কথা শুনিয়া প্রবোধ বাবু আরও রাগিয়া উঠিলেন। তিনি মনোরমাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। তখন মনোরমা নির্ভয়ে বলিয়া উঠিল, "তোমায় আমি ভয় করি না। তুমি আমায় এখানে একেলা পাইয়া মারিতে পার স্বীকার করি, কিন্তু তাহার পর কি হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ? তুমি কি মনে কর, আমি কিছুই জানি না? সেদিনকার কথা তোমার কিছুই মনে নাই? যোগেন বাবুকে কে খুন করিল, তাহা কি আমার জানিতে বাকী আছে? মারিতে ইচ্ছা হয় মার—আমি মার খাইব কিন্তু পরে কি হইবে ভাবিয়া দেখ।"

প্রবোধ বাবু উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগেনবাবু? কে যোগেনবাবু?"

ম। এখন কে যোগেন বাবু? তোমার পরম বন্ধু। যিনি প্রত্যহ এখানে আসিয়া তোমার কথায় তোমার স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতেন, তোমার স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য যিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন, সেই যোগেন বাবুকে কে খুন করিল?

প্র। তাঁহাকে কেহ খুন করে নাই। তিনি বিসূচিকা রোগে মারা পড়িয়াছেন।

ম। পয়সার জোরে তাঁহার বিসূচিকা-রোগে মৃত্যু সাব্যস্ত হয়, তাহাও আমি জানি। তুমি মনে কর, আমি কিছুই বুঝি না, স্ত্রীলোক ভাবিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া থাক; কিন্তু আমি সকলই জানি। মদের সঙ্গে সেদিন তাঁহাকে যাহা খাওয়াইয়াছিলে, তাহা কি একবারে ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি মনে করিয়াছিলে, আমি অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তোমার কৌশল জানিতে পারি নাই। না-না, সে তোমার ভুল। আমি তোমার সমস্ত কথাই জানি। যদি আমার উপর এখন সামান্যও অত্যাচার কর, আমি পরে তোমায় যোগেন বাবুর হত্যাপরাধে ধরাইয়া দিব।

মনোরমার কথায় প্রবোধ বাবুর ভয় হইল। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি আসিলে সমস্ত কথা বলিলেন। আমি উভয়ের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিলাম।

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মিটিয়া গেল। মনোরমা হৃষ্টচিত্তে সংসার-কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিল। প্রবোধ বাবু সুবিধা বুঝিয়া আমাকে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন, "প্রতাপকে আর বিশ্বাস করিতে পারি না। ভরসা করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেও পারিতেছি না।

তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সকলের কাছে মনোরমার কলঙ্কের কথা বলিয়া দিবে। সেই জন্য তাঁহাকে অন্য কোন উপায়ে একেবারে সরাইতে ইচ্ছা করি। বিশেষতঃ যতক্ষণ তাঁহার নিকট মনোরমার পত্রগুলি রহিয়াছে, ততক্ষণ তাঁহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "একটা লোককে খুন করা বড় সহজ কথা নহে। বিশেষতঃ ধরা পড়িলে আমাকেই ফাঁসি যাইতে হইবে।"

প্র। এমন ভাবে খুন করিতে হইবে, যাহাতে লোকে তোমায় কোনরূপ সন্দেহ করিতে না পারে।

আ। আপনি তাহার উপায় বলিয়া দিন?

প্র। তুমিই তোমার উপায় করিয়া লইও। আমি যদি তোমার চরিত্র না জানিতাম, তাহা হইলে এ সকল কথা বলিতে পারিতে। কিন্তু তোমায় আমি বিলক্ষণ চিনি। এ রকম অনেক কাজ তোমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

আ। সে সকল কথা স্বতন্ত্র। আপনি আমার আত্মীয়। আপনার নিকট হইতে—

প্র। টাকার কথা বলিতেছ? তোমার প্রাপ্য অবশ্যই পাইবে।

"আমি সম্মত হইলাম। মনোরমা এ সকল কথার বিন্দুমাত্র জানিতে পারিল না। আমার একার্য্য নূতন নহে। পুলিসের চক্ষে অনেকবার ধূলি দিয়াছি। কিন্তু এবার আর পারিলাম না।"

পুলিনবিহারীর মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমি প্রবোধ বাবুকে বলিলাম, "আপনিই প্রকৃত দোষী। আপনাকেও গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইলাম।"

এই বলিয়া সাহেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, সাহেব আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তখনই তাঁহাকে বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। প্রবোধ বাবু অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, আমি পলায়ন করি। পলায়ন করা দূরে থাক, আমি নড়িতেও পারি না। এ অবস্থায় আমায় বাঁধিবার প্রয়োজন কি?"

সাহেব তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের কথামত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আপনাকে বাঁধিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

আমি বলিলাম, "বেশ কথা। তবে পুলিনবিহারীকে গ্রেপ্তার করুন। উনি এইমাত্র স্বমুখেই প্রকাশ করিলেন যে, অনেকবার পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়াছেন। এবার যাহাতে আর পলায়ন করিতে না পারেন, তাহার উপায় করিতে হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া সাহেব ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং পুলিন বাবুকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

আমার কার্য্য শেষ হইতে না হইতে প্রবোধ বাবু বিছানা হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন, এবং একটিবার মাত্র আমার দিকে চাহিয়া তখনই তাহার ভিতরের সমস্ত আরক খাইয়া ফেলিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া হাত ধরিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। তিনি আগেই উহা পান করিয়াছিলেন। শিশিটা কাড়িয়া লইয়া দেখিলাম, উহাতে বিষ লেখা রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রবোধচন্দ্র ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে পাঠাইলাম, কিন্তু সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাহেব তখন পুলিন বাবুকে প্রতাপবাবুর হত্যা সম্বন্ধে শেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "যখন আমি সেই ঘরে গিয়াছিলাম, তখন প্রতাপচাঁদ প্রস্রাব করিতে গিয়াছিল। আমি বাস্তবিকই তাঁহার দেরাজ হইতে মনোরমার পত্রগুলি লইতে গিয়াছিলাম; এবং সেই জন্য দেরাজ খুলিতেছিলাম। এমন সময়ে প্রতাপচাঁদ ঘরে আসিয়া আমায় আক্রমণ করেন। আমার কাছে একখানি ক্ষুর ছিল। সেই অস্ত্রে আমি তাঁহার গলায় আঘাত করি। ইত্যবসরে তিনি আমার চশমাখানি কাড়িয়া লন। ইচ্ছা ছিল, চশমাখানি আদায় করিব, কিন্তু সেই সময়ে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, ক্ষুরখানি প্রতাপচাঁদের কাপড়ে মুছিয়া এই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হই।"

প্রবোধ বাবুর বিছানার নীচে হইতে রক্তমাখা ক্ষুরখানি বাহির হইল। আলমারির ভিতর হইতে পুলিনবিহারীর রক্তমাখা কাপড় পাওয়া গেল। পুলিন আমাদিগের নিকট যেমন সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটও সেই দিবস তিনি সমস্ত কথা স্বীকার করিলেন। চশমাওয়ালার দোকান হইতে জানা গেল যে, তিনিই ঐ চশমা সেই স্থান হইতে খরিদ ও মেরামত করিয়াছিলেন। এই সকল সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইল। ঐ মোকদ্দমায় আমাকেও সাক্ষ্য দিতে হয়। কিরূপে আলমারির পার্শ্বে তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মোটা নাক দেখিয়া আমি তাঁহার উপর সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই প্রকাশ করিলাম। প্রতাপবাবুর স্ত্রীও সমস্ত কথা প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করিল। তাহার লিখিত সেই পত্রগুলিও মৃতের আলমারিতে পাওয়া গিয়াছিল, উহাও

বিচারালয়ে প্রমাণের এক অংশে পরিণত হইল। পুলিনবিহারী বিচারকের নিকট আপনার দোষ স্বীকার করিল, ও পরিশেষে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

সমাপ্ত।

তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সকলের কাছে মনোরমার কলঙ্কের কথা বলিয়া দিবে। সেই জন্য তাঁহাকে অন্য কোন উপায়ে একেবারে সরাইতে ইচ্ছা করি। বিশেষতঃ যতক্ষণ তাঁহার নিকট মনোরমার পত্রগুলি রহিয়াছে, ততক্ষণ তাঁহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "একটা লোককে খুন করা বড় সহজ কথা নহে। বিশেষতঃ ধরা পড়িলে আমাকেই ফাঁসি যাইতে হইবে।"

প্র। এমন ভাবে খুন করিতে হইবে, যাহাতে লোকে তোমায় কোনরূপ সন্দেহ করিতে না পারে।

আ। আপনি তাহার উপায় বলিয়া দিন?

প্র। তুমিই তোমার উপায় করিয়া লইও। আমি যদি তোমার চরিত্র না জানিতাম, তাহা হইলে এ সকল কথা বলিতে পারিতে। কিন্তু তোমায় আমি বিলক্ষণ চিনি। এ রকম অনেক কাজ তোমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

আ। সে সকল কথা স্বতন্ত্র। আপনি আমার আত্মীয়। আপনার নিকট হইতে—

প্র। টাকার কথা বলিতেছ? তোমার প্রাপ্য অবশ্যই পাইবে।

"আমি সম্মত হইলাম। মনোরমা এ সকল কথার বিন্দুমাত্র জানিতে পারিল না। আমার একার্য্য নূতন নহে। পুলিসের চক্ষে অনেকবার ধূলি দিয়াছি। কিন্তু এবার আর পারিলাম না।"

পুলিনবিহারীর মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমি প্রবোধ বাবুকে বলিলাম, "আপনিই প্রকৃত দোষী। আপনাকেও গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইলাম।

এই বলিয়া সাহেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, সাহেব আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তথনই তাঁহাকে বাঁধিবার জন্ম অগ্রসর হইলেন।' প্রবোধ বাবু অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, আমি পলায়ন করি। পলায়ন করা দূরে থাক, আমি নড়িতেও পারি না। এ অবস্থায় আমায় বাঁধিবার প্রয়োজন কি?"

সাহেব তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের কথামত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আপনাকে বাঁধিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

আমি বলিলাম, "বেশ কথা। তবে পুলিনবিহারীকে গ্রেপ্তার করুন। উনি এইমাত্র স্বমুখেই প্রকাশ করিলেন যে, অনেকবার পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়াছেন। এবার যাহাতে আর পলায়ন করিতে না পারেন, তাহার উপায় করিতে হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া সাহেব ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং পুলিন বাবুকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

আমার কার্য্য শেষ হইতে না হইতে প্রবোধ বাবু বিছানা হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন, এবং একটিবার মাত্র আমার দিকে চাহিয়া তখনই তাহার ভিতরের সমস্ত আরক খাইয়া ফেলিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া হাত ধরিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। তিনি আগেই উহা পান করিয়াছিলেন। শিশিটা কাড়িয়া লইয়া দেখিলাম, উহাতে বিষ লেখা রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রবোধচন্দ্র ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে পাঠাইলাম, কিন্তু সেই স্থানেই প্রাণবায়ু দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাহেব তখন পুলিন বাবুকে প্রতাপবাবুর হত্যা সম্বন্ধে শেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "যখন আমি সেই ঘরে গিয়াছিলাম, তখন প্রতাপচাঁদ প্রস্রাব করিতে গিয়াছিল। আমি বাস্তবিকই তাঁহার দেরাজ হইতে মনোরমার পত্রগুলি লইতে গিয়াছিলাম; এবং সেই জন্য দেরাজ খুলিতেছিলাম। এমন সময়ে প্রতাপচাঁদ ঘরে আসিয়া আমায় আক্রমণ করেন। আমার কাছে একখানি ক্ষুর ছিল। সেই অস্ত্রে আমি তাঁহার গলায় আঘাত করি। ইত্যবসরে তিনি আমার চশমাখানি কাড়িয়া লন। ইচ্ছা ছিল, চশমাখানি আদায় করিব, কিন্তু সেই সময়ে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, ক্ষুরখানি প্রতাপচাঁদের কাপড়ে মুছিয়া এই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হই।"

প্রবোধ বাবুর বিছানার নীচে হইতে রক্তমাখা ক্ষুরখানি বাহির হইল। আলমারির ভিতর হইতে পুলিনবিহারীর রক্ত-মাখা কাপড় পাওয়া গেল। পুলিন আমাদিগের নিকট যেমন সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটও সেই দিবস তিনি সমস্ত কথা স্বীকার করিলেন। চশমাওয়ালার দোকান হইতে জানা গেল যে, তিনিই ঐ চশমা সেই স্থান হইতে খরিদ ও মেরামত করিয়াছিলেন। এই সকল সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইল। ঐ মোকদ্দমায় আমাকেও সাক্ষ্য দিতে হয়। কিরূপে আলমারির পার্শ্বে তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মোটা নাক দেখিয়া আমি তাঁহার উপর সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই প্রকাশ করিলাম। প্রতাপবাবুর স্ত্রীও সমস্ত কথা প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করিল। তাহার লিখিত সেই পত্রগুলিও মৃতের আলমারিতে পাওয়া গিয়াছিল, উহাও

বিচারালয়ে প্রমাণের এক অংশে পরিণত হইল। পুলিনবিহারী বিচারকের নিকট আপনার দোষ স্বীকার করিল, ও পরিশেষে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

সমাপ্ত।

☞ চৈত্র মাসের সংখ্যা

"চূর্ণ প্রতিমা"

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES, NO 168. দারোগার দপ্তর, ১৬৮ সংখ্যা।

চূর্ণ প্রতিমা।

(বা, পাগলের অদ্ভুত পাগলামি।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] সন ১৩১৩ সাল। [চৈত্র।

চূর্ণ প্রতিমা।

(বা, পাগলের অদ্ভুত পাগলামি)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রথযাত্রার পরদিন বেলা এগারটার সময়, আমার অফিস-ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার উপরিতন কর্ম্মচারী সাহেব—একটী বাঙ্গালী বাবুকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম।

আমার অফিস-ঘরটী নিতান্ত ছোট নয়। দৈর্ঘে প্রায় বার হাত, প্রস্থেও আট হাতের কম নয়। ঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা টেবিল, তাহার চারিপার্শ্বে খানকতক চেয়ার; দেওয়ালের নিকট দুইটী আলমারী, তাহার মধ্যে নানাপ্রকার পুস্তক ও অফিসের কাগজ-পত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত।

বাঙ্গালী বাবুকে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিয়া সাহেব আমার সম্মুখে আসিলেন এবং আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া স্বয়ং একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই বাবুটীকে চেন?"

আমি বাবুর দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, তাঁহার দেহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ; বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, তাঁহার চক্ষুদ্বয় আয়ত, ভ্রু যুগ্ম। তাঁহার পরিধানে নরুনপেড়ে শান্তিপুরের একখানি পাতলা ধুতি, একটা চুড়ীদার পিরাণ, অতি সুন্দর তসরের চাদর, পায়ে কানপুরের জুতা। কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখিয়াও আমি বাবুকে চিনিতে পারিলাম না। অপ্রতিভ হইয়া সাহেবকে বলিলাম, "না মহাশয়! আমি বাবুকে চিনিতে পারিতেছি না।"

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ইহাঁর নাম রায় পার্ব্বতীচরণ দেব—পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ জমীদার।"

আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নামও শুনি নাই, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে থাকা হয় কোথায়?"

সাহেব ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "বাগবাজারে।"

আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে আগমন কিসের জন্য?"

সাহেব বলিলেন, "বড় বিপদে পড়িয়াই উনি আমাদের এখানে আসিয়াছেন। সকল কথা ইহাঁরই মুখে শুনিতে পাইবেন।"

আমার হাতে অনেক কাজ ছিল। সাহেব আবার একটা কাজ আমার ঘাড়ে চাপাইবার যোগাড় করিতেছেন দেখিয়া, আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম; এবং কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম, "আমার হাতে যথেষ্ট কাজ আছে।"

সাহেব আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "তা আমি জানি। সেগুলি দুই চারিদিন দেরী হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তুমি

জমীদার মহাশয়ের কাজটা'আগে শেষ কর। ব্যাপারটী নিতান্ত সহজ বলিয়া বোধ হয় না ; সুতরাং এই কার্য্যের জন্য একটু বিশেষ পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন।"

সাহেবের কথা শুনিয়া বলিলাম, "যে আজ্ঞা, তাহাই হইবে।"

সাহেবও আমার কথায় আনন্দিত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পার্ব্বতী বাবু এতক্ষণ আমার কাছে আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছিলেন। তিনি আমার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন ; কখন দাঁড়াইতেছিলেন, কখন বা বসিতেছিলেন, যেন কোন কথা বলিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ আমাকে সাহেবের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া, তিনি সাহস করিয়া আমার নিকটে আসিতে পারেন নাই।

সাহেব প্রস্থান করিবামাত্র পার্ব্বতী বাবু আমার নিকটে আসিলেন এবং আমার সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, "অনেক আশা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। এখন আপনিই আমার ভরসা। স্থানীও পুলিস ত একরকম হাল ছাড়িয়াই দিয়াছে।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কতদিন কলিকাতায় বাস করিতেছেন?"

পার্ব্বতী বাবু সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, "অনেক দিন—দশ বার বৎসর হইবে। আপনি আমায় না চিনিলেও আমি আপনাকে চিনি।"

আমি। আপনার কি হইয়াছে বলুন ?

পার্ব্বতী বাবু উত্তর করিলেন, "রথযাত্রা উপলক্ষে কাল বৈকালে পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া কুমারটুলীর দিকে বেড়াইতে গিয়া-

ছিলাম। পথে একটী কুমারের দোকানে কয়েকজন কারিগর বসিয়া মাটীর পুতুল গড়িতেছিল। আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা সুহাসিনীর ইচ্ছা, দোকানের ভিতর গিয়া পুতুলগুলি দেখিয়া আইসে; এবং এই অভিপ্রায়ে সে আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। দুই একবার তাহার কথায় অস্বীকৃত হইলেও অপরাপর পুত্র কন্যা-গণের ইচ্ছায় আমি গাড়ী থামাইতে বলিলাম এবং সকলে মিলিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দোকানদারও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে গেল। দোকানের ভিতর গিয়া দেখিলাম, পাঁচজন কারিগর নানা রকমের পুতুল গড়িতেছে। তাহাদের মধ্যে দুইজনকে ভাল কারিগর বলিয়া বোধ হইল। উভয়ের মধ্যে একজন কতকগুলি শিবমূর্ত্তি, অপর ব্যক্তি কতকগুলি শ্যামা-মূর্ত্তির গঠন করিতেছিল। সুহাসিনীর পুতুল গড়িবার বড় সখ্। সে দোকানের ভিতর গিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে অন্যান্য বালক-বালিকাগণও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। কিছুক্ষণ এইরূপ দেখিবার পর সুহা-সিনীর গলার দিকে আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, তাহার গলার জড়োয়া কণ্ঠির ধুক্‌ধুকিখানি নাই। ধুক্‌ধুকিখানি অত্যন্ত দামী। উহাতে একখানা বড় হীরা বসান ছিল। সে রকম হীরা আজ-কাল পাওয়া দায়। আর যদিও পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দাম এখন দশ হাজার টাকার কম নহে। আমি আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর কণ্ঠির ধুকধুকিখানা কোথায় সুহাস?"

"সে কি!" বলিয়া সুহাসিনী তাহার গলায় হাত দিল। দেখিল, সত্য সত্যই ধুক্‌ধুকিখানি নাই। তাহার হাসি হাসিমুখ

তখনই মলিন হইয়া গেল। সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না।

আমি মনে করিয়াছিলাম, সুহাসিনী হয়ত উহা বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে বুঝিতে পারিয়া, আমারও অত্যন্ত ভাবনা হইল। ধুকধুকিখানিতে আধ ভরির অধিক সোনা ছিল না। কিন্তু সেই হীরাখানির দাম পাঁচ হাজার টাকার কম নহে। আমি তখন সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া অতি কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চুপ করিয়া রহিলি যে? কোন্ খানে লাফাইতেছিলি? কোথায় হেঁট হইয়াছিলি মনে কর্। ও রকম হীরা আজকাল পাওয়া দায়।"

আমায় রাগান্বিত দেখিয়া সুহাসিনী আরও ভীত হইল। ইচ্ছা থাকিলেও সে কোন কথা বলিতে পারিল না। সুহাস আমার বড় আদুরে মেয়ে। আমি তাহাকে আর কখনও তিরস্কার করি নাই। আমার ধমকে সে কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু তাহার ক্রন্দনে কোনরূপ শব্দ হইল না—সে নীরবে অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি তখন তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া, দোকান-ঘরটী পাঁতি পাঁতি করিয়া অন্বেষণ করিলাম। দোকানদার স্বয়ং আমার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিল। কারিগরগণও সকলে চারিদিক দেখিতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরটী তোলপাড় করা গেল। কিন্তু বাহিরের কোন লোককে ভিতরে আসিতে দেওয়া হইল না।

এইরূপে প্রায় আধঘণ্টা অন্বেষণের পর আমি ধুক্‌ধুকিখানি দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম একটা চৌকির পায়ার কাছে উহা পড়িয়া রহিয়াছে। আমি শশব্যস্তে উহাকে তুলিয়া লইলাম।

মনে করিয়াছিলাম, আমাদের পরিশ্রম সফল হইল। কিন্তু না, তাহা হইল না! জগদীশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা নহে। ধুকধুকিখানি পাইলাম বটে, কিন্তু উহার মধ্যস্থ হীরাখানি দেখিতে পাইলাম না। তখন আবার সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই হীরাখানিকে বাহির করিতে পারিলাম না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ঘরে ঘরে আলোক জ্বলিল, দোকানদার ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "কোথায় যাইতেছ বাপু?"

দোকানদার সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "ঘরের আলো আনিতে যাইতেছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সকল ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে, কেবল আমার দোকানে এখনও ধূনা গঙ্গাজল দেওয়া হইল না।"

আ। আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি। এখন এঘর হইতে কাহাকেও বাহির হইতে দিব না। যখন আমার পাঁচ হাজার টাকার জিনিষ হারাইয়াছে, তখন আমি সহজে ছাড়িব না, এখনই পুলিসে খবর দিব। পুলিস আসিয়া যাহা ইচ্ছা করুক।

দো। স্বচ্ছন্দে—আমি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত নহি। আর যখন এই ঘরের মধ্যেই আপনার দামী হীরাখানি হারাইয়া গিয়াছে, তখন আপনিই বা সহজে ছাড়িবেন কেন? কিন্তু হয় আগে আমার দোকানে আলোকের বন্দোবস্ত করুন, না হয় পাঁচ মিনিটের জন্য আমায় ছাড়িয়া দিন, আমিই আলোক আনি।

আ। বাপু! আমি এখন কাহাকেও এ ঘর হইতে ছাড়িতে পারিব না। তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি তোমার দোকানে আলোক দিতেছি।

দোকানদার আর কোন কথা কহিল না। আমি তখন সহিসকে ডাকিলাম এবং গাড়ী হইতে একটা লণ্ঠন আনিতে আদেশ করিলাম।

লণ্ঠনটী আনিত হইলে আমি সহিসকে উহা জ্বালিতে বলিলাম। তাহার পর কোচমানকে ডাকিয়া বলিলাম, "গাড়ী লইয়া শীঘ্র থানায় যাও। ইন্সপেক্টার বাবুকে আমার নমস্কার জানাইয়া এই গাড়ীতে লইয়া আইস। আমিই যাইতাম, কিন্তু আমি না থাকিলে হীরাখানি আর পাওয়া যাইবে না।"

"যো হুকুম মহারাজ!" এই বলিয়া কোচমান গাড়ীর অপর লণ্ঠনটী জ্বালিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ী থানার দিকে লইয়া গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ইন্সপেক্টার বাবু দুইজন কনষ্টেবল লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া কন-ষ্টেবল দুইজনকে ঘরটী আবার ভাল করিয়া অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন।

ইন্সপেক্টার বাবুর সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ। আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। আমায় বিমর্ষ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "পার্ব্বতী বাবু! আপনার কোন চিন্তা নাই। যখন ধুকধুকিখানি এই ঘরে পাওয়া গিয়াছে, তখন হীরা-খানিও এখানে আছে।"

আমি অতি বিমর্ষভাবে উত্তর করিলাম, "আপনার কথাই যেন সত্য হয়। কিন্তু আমরা সকলে মিলিয়া এই ঘরটি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি।"

ইন্স্পেক্টর বাবু অনেক দিন পুলিসের চাকরি করিতেছেন।

অনেক কার্য্যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মনে মনে কেমন এক প্রকার অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। তিনি আমার কথায় হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "পুলিসের লোকে আর সাধারণ লোকে অনেক প্রভেদ। আপনার কোন চিন্তা নাই; দেখুন না, আমি এখনই আপনার হীরা বাহির করিয়া দিতেছি।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া কনেষ্টবল দ্বয়ের কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল, তখনও হীরা বাহির হইল না। যত সময় যাইতে লাগিল, ইন্‌স্পেক্টর বাবু ততই গম্ভীর হইতে লাগিলেন। শেষে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। রাত্রি নয়টা বাজিল, কিন্তু কোথাও সেই হীরা পাওয়া গেল না। কনষ্টেবলদ্বয় হতাশ হইয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি ইনস্পেক্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, তিনিও গম্ভীরভাবে একটা বেতের মোড়ার উপর বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করা যায়?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আমার দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "এই ছোট ঘরের মধ্যে ধুক্‌ধুকিখানি পাওয়া গেল, অথচ উহার মধ্যস্থ হীরাখানি পাওয়া গেল না; এ বড় আশ্চর্য্যের কথা! আপনি এ দোকানে কখন আসিয়াছিলেন?"

আ। বেলা পাঁচটার পর।

ই। কখন ধুকধুকিখানি হারাইয়াছিল?

আ। কখন হারাইয়াছিল, ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমি যখন জানিতে পারি, তখন বেলা প্রায় ছয়টা।

ই। দোকানে কয়জন লোক ছিল?

আ। পাঁচজন কারিগর আর স্বয়ং দোকানদার।

ই। এখনও কি সে সকল লোক আছে?

আ। আজ্ঞা হাঁ।

ই। ইহার মধ্যে কোন লোক এই ঘরের বাহির হইয়াছিল?

আ। না। আমি আগেই সে বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলাম। এমন কি, দোকানদারকে এ ঘরের আলোক পর্য্যন্ত আনিতে দিই নাই।

ই। ভালই করিয়াছেন।

এই বলিয়া ইনস্পেক্টার বাবু দোকানদারকে নিকটে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাপু?"

দোকানদার নির্ভয়ে উত্তর করিল, "আমার নাম নফর।"

ই। নফর কি? তোমার পদবী কি?

ন। নফরচন্দ্র পাল।

ই। কতদিন এ কাজ করিতেছ?

ন। জন্মাবধি। আমার বয়স যখন বার বৎসর, তখন আমার পিতা মারা যান। সেই সময় হইতেই আমি এই দোকান চালাইয়া আসিতেছি।

ই। তোমার কারিগর কয় জন?

ন। এই পাঁচজন।

ই। ইহারা মাহিনা হিসাবে কাজ করে, না ফুরণ কাজ করিয়া থাকে?

ন। আজ্ঞা, সকলেই আমার মাহিনা খায়।

ই। ইহারা লোক কেমন?

ন। এ পর্য্যন্ত কোন দোষ দেখিতে পাই নাই।

ই। ইহারা কতদিন তোমার কাছে চাকরি করিতেছে ?

ন। সকলে এক সময় হইতে চাকরি করিতেছে না বটে, কিন্তু ইহারা সকলেই পাঁচ বৎসরের অধিক এখানে কাজ করিতেছে।

"আমি সকলকেই ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে চাই।"

এই বলিয়া ইনস্পেক্টার বাবু কনষ্টেবল দুইজনকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা এক একজন কারিগরের কাছে গিয়া রীতিমত কাপড় ঝাড়া লইতে লাগিল।

আরও আধ ঘণ্টা এইরূপে কাটিয়া গেল। রাত্রি দশটা বাজিল। সকলকেই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা হইল, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে হীরা বাহির হইল না। তখন ইনস্পেক্টর বাবু বলিয়া উঠিলেন, "এখন এই ছয়জনকেই থানায় লইয়া যাওয়া যাউক। সেখানে যাইলে অতি সহজেই সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে।"

ইনস্পেক্টার বাবুর কথা শুনিয়া একজন কনষ্টেবল তখনই একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিল, এবং তাহাতে সকলকে তুলিয়া দিয়া থানায় লইয়া গেল। দুইজন কনষ্টেবল গাড়ীর উপরে বসিল।

আমিও ইনস্পেক্টার বাবুর সহিত থানায় গেলাম, ও পরিশেষে আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

আজ প্রাতে সংবাদ পাইলাম, অনেক উৎপীড়ন করা হইলেও কোন লোক সেই হীরার কোন সন্ধান বলিতে পারে নাই। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। আশা করি, আপনিই আমায় এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জমীদার মহাশয়ের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, ব্যাপার নিতান্ত সহজ নয়। সাহেব যে কেন আমার উপর এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাহাও জানিতে পারিলাম। কিছুকাল চিন্তা করিয়া আমি পার্ব্বতী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা যতক্ষণ সেই দোকানে ছিলেন, ততক্ষণ আর কোন লোক সেখানে গিয়াছিল ?"

পার্ব্বতী বাবু উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না।"

আ। আপনি যখন ঘরটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তখন আপনি ঘরটীর কথা ভাল রকমই জানেন। বলিতে পারেন, সে ঘরের কয়টী দরজা ?

পা। আজ্ঞা, পারি বই কি। দরজা একটী।

আ। জানালা ?

পা। দুইটী।

আ। জানালা দুইটীর কাছে কোন্ কোন্ কারিগর বসিয়াছিল আপনার মনে আছে ?

পা। ঘরের যে দিকে জানালা আছে, সে দিকে কোন কারিগর বসে নাই। জানালা দুটীর কাছে বসিবার জায়গাও নাই।

আ। আপনারা যখন হীরক অন্বেষণে বড় ব্যস্ত ছিলেন, তখন হয়ত কোন লোক দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল, নতুবা হীরাখানি গেল কোথায় ?

পা। আজ্ঞা না, বাহিরের কোন লোক ভিতরে আসিতে কিম্বা ভিতরের কোন লোক বাহিরে যাইতে পারে নাই। আমি সেদিকে বড় সতর্ক ছিলাম।

আ। পুলিস কি বলেন?

পা। পুলিস বলেন, হীরাখানি আর কোথাও পড়িয়া গিয়াছে।

আ। ধুক্‌ধুকিখানি যখন ঘরের ভিতর পড়িয়াছিল, তখন হীরাও সেইখানে পড়িয়াছে। তবে যদি হীরাখানি ধুক্‌ধুকির সহিত ভাল করিয়া বসান না থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

পা। আমার বোধ হয়, হীরাখানি ধুক্‌ধুকির সহিত ভাল রকমই জোড়া ছিল।

আ। কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন?

পা। হীরকখানি যাচাইবার জন্য আমি একদিন উহাকে ধুক্‌ধুকি হইতে খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সেই জন্য বলিতেছি যে, উহা ভাল করিয়াই জোড়া ছিল।

আ। এ কথা আপনি পুলিসে বলিয়াছিলেন?

পা। আজ্ঞা হাঁ।

আ। পুলিস কি বলিলেন?

পা। আমার কথা বোধ হয় বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহাদের নিজের মতই বজায় রাখিলেন।

আ। কারিগর পাঁচজন আর দোকানদারের কি হইল?

পা। মুক্তি পাইয়াছে।

আ। কেন? এরই মধ্যে মুক্তি কেন?

পা। ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় বলিলেন যে, যখন তাহাদের কাছে চোরাই মাল কিম্বা তাহার কোন রকম নিদর্শন পাওয়া গেল না, তখন তিনি তাহাদিগকে আর গ্রেপ্তারে রাখিতে পারেন না।

আ। তিনি আইনসঙ্গত কথাই বলিয়াছেন।

পা। এখন উপায়?

আ। উপায় অবশ্যই আছে।

আমার আশ্বাস-বাক্যে পার্ব্বতীচরণ আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, যদি আপনি আমার হীরাখানি বাহির করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমি বলিলাম, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, ফল ঈশ্বরের হাতে।"

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পার্ব্বতী বাবু! আপনার কয়টী সন্তান?"

পা। পাঁচটী;—দুই কন্যা, তিন পুত্র।

আ। জ্যেষ্ঠ কন্যারই নাম সুহাসিনী?

পা। আজ্ঞা হাঁ।

আ। তাহার বয়স কত?

পা। নয় বৎসর।

আ। সুহাসিনীর নিকট হইতেই ত হীরাখানি হারাইয়াছে?

পা। আজ্ঞা হাঁ।

আ। সেই দোকানদারের সহিত আজ আর দেখা করিয়াছিলেন?

পা। আজ্ঞা না। তাহাদের মুক্তির কথা শুনিয়া আমার

মন এত খারাপ হইয়াছিল যে, আমি সেই সংবাদ পাইবামাত্র আপনার সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হই।

ঠিক এই সময় ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। পার্ব্বতীচরণ চমকিত হইলেন। বলিলেন, "এত বেলা হইয়াছে—তবে আজ চলিলাম; কিন্তু আমার মন আপনার নিকট পড়িয়া রহিল, আবার কবে আপনার সহিত দেখা করিব বলিয়া দিন?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আপনার আর এখানে আসিবার দরকার নাই। কিছু জানিতে পারিলে আমি নিজেই আপনার বাড়ী যাইব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা আটটার পর আমি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম এবং একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ ভাড়াটীয়া গাড়ীতে উঠিয়া কোচমানকে কুমারটুলি যাইতে হুকুম করিলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি কুমারটুলিতে উপস্থিত হইলাম। নফরের দোকান খুঁজিয়া লইতে অধিক বিলম্ব হইল না। সে অঞ্চলে নফরের মত কারিগর অতি অল্পই ছিল, সুতরাং নফরের নাম ডাক যথেষ্ট।

নফরের দোকানের সম্মুখেই আমার গাড়ী থামাইতে বলিলাম। গাড়ী থামিলে, নামিয়া কোচমানকে ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। কোচ-

মান আশার অধিক অর্থ পাইয়া হাসিমুখে সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

শশব্যস্তে একজন লোক দোকানের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "কি চান্ মশায়? ভিতরে আসুন না।"

লোকটাকে দেখিয়া বোধ হইল, তাহারই নাম নফর। তাহাকে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল, নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। অতি শিষ্ট শান্ত; একজন পাকা দোকানদার।

ঘরের ভিতরে চারিজন লোক মাটীর পুতুল গড়িতেছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত। সম্মুখে এক একটা মাটীমাখান ছোট চৌকি। চৌকির উপর এক এক তাল কাল মাটী ও কতকগুলি করিয়া ছাঁচ, একটা হাঁড়ীতে খানিক কাদাগোলা জল ছিল।

আমি সেই লোকের মিষ্টকথায় পরিতুষ্ট হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এইটী কি নফরের দোকান?"

লোকটা একে আমায় গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছে, তাহার উপর আমার পরিচ্ছদ নিতান্ত সামান্য ছিল না। নফরের সহিত দেখা করিব বলিয়াই আমি বাবু সাজিয়া গিয়াছি। লোকটা যখন শুনিল, আমি নফরের দোকান খুঁজিতেছি, তখন সে এক গাল হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, এইটীই এই অধীনের দোকান। আমারই নাম নফর।"

আগেই বলিয়াছি যে, আমিও সেইরূপ ভাবিয়াছিলাম। বলিলাম, "তোমারই নাম নফর? তুমি না কি খুব ভাল পুতুল গড়িতে পার? শুনিয়াছি, এ অঞ্চলে তোমার মত কারিগর আর নাই।"

এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনিয়া নফর আন্তরিক সন্তুষ্ট হইল। বলিল, "আপনি ভিতরে আসিয়া দেখুন। দোষ গুণ নিজেই বিচার করিবেন।"

আমার উদ্দেশ্যও সেইরূপ ছিল। নফরের সঙ্গে তাহার দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরের একটা কোণে আর একখানি চৌকি রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে কোন লোক নাই।

নফর আমাকে আর একটা ঘরে লইয়া গেল। দেখিলাম, সেখানে একটী কাচের আলমারির মধ্যে নানারকমের ভাল ভাল পুতুল সাজান রহিয়াছে। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল পুতুলগুলি অতি মনোযোগের সহিত দেখিলাম, যতবার দেখি, আশ যেন আর মেটে না। যে পুতুলের দিকে চাই, চক্ষু যেন আর নাড়িতে ইচ্ছা করে না। শুনিলাম, পুতুলগুলি কাঁচা মাটীর। কাঁচা মাটীর উপর তেমন সুন্দর রং আর কখনও দেখি নাই। নফরের কাজ দেখিয়া তাহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "এই সকল পুতুল কি তুমি নিজে গড়িয়াছ?"

নফর হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "আজ্ঞা না—ইহার কোন পুতুলই আমার হাতে গড়া নয়। আমি এইগুলির ছাঁচ প্রস্তুত করিয়াছি। আমার কারিগরেরা সেই ছাঁচের সাহায্যে পুতুল গড়িয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, "পুতুলগুলি অতি সুন্দর। কৃষ্ণনগরের কারিগর ভিন্ন এরূপ মাটীর পুতুল আর কেহই গড়িতে পারে না। এমন চমৎকার রং ফলান আর কখনও দেখি নাই।"

আরও কিছুক্ষণ সেই ঘরে থাকিয়া আমরা বাহিরের ঘরে

আসিলাম। দেখিলাম, দুইখানি তক্তার উপর কতকগুলি পুতুল রহিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখিলাম, একখানি তক্তায় পাঁচটী শিবমূর্ত্তি, অপর তক্তাখানিতে ছয়টী শ্যামামূর্ত্তি। যে চারিজন লোক কাজ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন আর একটী শিব গড়িতেছে। অপর তিনজন অন্য পুতুল গঠন করিতেছে।

অনেক রকম শ্যামামূর্ত্তি এই কলিকাতা সহরে দেখিয়াছি। কলিকাতা ভিন্ন অপরাপর স্থানের শ্যামামূর্ত্তিও আমি অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র প্রতিমার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

আমি নফরকে সেগুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ প্রতিমাগুলির দাম কত?"

আগেই বলিয়াছি যে, নফর একজন পাকা দোকানদার। সে দেখিল যে, কালীর প্রতিমাগুলি আমার মনোমত হইয়াছে। তাই বলিল, "আজ্ঞে বেশী নয়—পাঁচ টাকা।"

আ। আর ঐ শিবের মূর্ত্তিগুলি?

ন। আজ্ঞে—একই দর।

আ। মাটীর পুতুলের এত দর? প্রতিমাগুলি আট ইঞ্চির অধিক বড় নয়। আর যখন ইহা ছাঁচে প্রস্তুত হয়, তখন এত দরই বা কেন?

ন। আজ্ঞে বড় পরিশ্রম। একটা লোকে চারিদিনের কমে একখানা প্রতিমা গড়িতে পারে না।

আ। এত দরের মাটির পুতুল কয়জনে কিনিতে পারে?

ন। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যোগাইতে পারি না।

আ। পাঁচ টাকা করিয়াই বেচিয়া থাক ?

ন। আজ্ঞে না—আর মিথ্যা বলিব না। পাঁচ টাকা জোড়া।

আ। তবে আমায় এক জোড়া দাও।

ন। আপনাকে কিছু বেশী দিতে হইবে।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বাপু! আমার অপরাধ কি ?"

আমার কথা শুনিয়া নফর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আগে ঐ দরে পুতুলগুলি বিক্রয় করিয়াছি বটে, কিন্তু এখন আর করিতে পারিব না।"

আ। কেন ?

ন। আমার একটী কারিগর উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। সেই লোকটাই আমার ভাল কারিগর ছিল। ঐ দেখুন না, তাহার চৌকিখানি খালি পড়িয়া রহিয়াছে।

আ। সেই লোকই বুঝি ঐ শ্যামা-প্রতিমাগুলি গড়িয়াছিল ?

ন। আজ্ঞা হাঁ।

আ। লোকটা হঠাৎ পাগল হইয়া গেল ?

ন। আজ্ঞে হাঁ।

আ। কোন কারণ জানিতে পারিয়াছ ?

ন। কই না। তবে বিনা কারণে তাহাকে একদিন হাজতে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, সে পাগল হইয়া গিয়াছে।

আ। সে কি! হাজত হইল কেন ?

ন। রথযাত্রার দিন একটী বাবু আমার দোকানে আসিয়া-

ছিলেন। তাঁহার এক কন্যার গলায় একখানি হীরা ছিল। সেই হীরাখানি এই দোকানেই হারাইয়া যায়। অনেক খোঁজ করা হইলেও আমরা কেহই উহা বাহির করিতে পারি নাই। বাবু শেষে আমাদিগকে সন্দেহ করিয়া আমাকে ও আমার পাঁচজন কারিগরকে পুলিসে পাঠাইয়া দেন। সেখানে আমরা নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইলে মুক্তিলাভ করি। আমার বোধ হয়, এইজন্যই লোকটা পাগল হইয়া গিয়াছে।

আ। লোকটার নাম কি?

ন। জহরলাল দে।

আ। বাড়ী কোথায়?

ন। সিকদের পাড়া।

আ। পুলিস হইতে ছাড় পাইয়া কি জহর এখানে আসিয়াছিল?

ন। আজ্ঞে না।

আ। তবে তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে, সে পাগল হইয়াছে?

ন। আমি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম।

আ। কেন?

ন। যে দিন আমরা পুলিস হইতে মুক্তি পাই, জহর সেই দিন এখানে কাজ করিতে আইসে নাই। বাড়ীতে আসিবার সময় আমি জহরকে আহারাদির পর এখানে আসিতে বারম্বার বলিয়া দিয়াছিলাম। যখন সে তাহা করে নাই, তখন আমি ভাবিলাম যে, তাহার নিশ্চয়ই অসুখ করিয়া থাকিবে। এই জন্যই তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম।

আ। সেখানে গিয়া কি দেখিলে?

ন। দেখিলাম, জহর সেই অল্প সময়ের মধ্যে উন্মাদ পাগল হইয়া গিয়াছে। জহরের বৃদ্ধ পিতা এখনও বর্ত্তমান। তিনি বলিলেন, জহর বাড়ীতে আসিয়া, নিজের ঘরেবসিয়া আপনাআপনি কি বকিতেছিল। তিনি তাহাকে স্নানাহারের কথা বলিলে পর জহর ভয়ানক হাস্য করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাসিয়া জহর দাঁড়াইয়া উঠে এবং বেগে তাহার পিতার নিকট আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। এখনও বৃদ্ধের হাতে, মুখে ও বুকে অনেক দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইয়া বৃদ্ধ কতকগুলি প্রতিবেশীর সাহায্যে জহরের হাতে হাতকড়ি দিতে পারিয়াছেন।

আ। জহর এত শীঘ্র পাগল হইয়া গেল কেন, জান?

ন। আজ্ঞে না, সে কথা বলিতে পারিলাম না, কিন্তু জহর পাগল হওয়ায় আমার যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

আ। কেন? আর একজনকে শিখাইয়া লইতে পার। জহরকে শিখাইয়াছিল কে?

ন। আজ্ঞে আমি।

আ। তবে আর ভাবনা কিসের?

ন। জহর একদিনে ভাল কারিগর হয় নাই। একটা লোককে ক্রমাগত দশ বৎসর শিখাইলেও জহরের মত কারিগর হইতে পারে কি না বলা যায় না। মনে করিবেন না, আমাদের কার্য্য অতি সহজ।

আ। যতদিন না আর কোন লোক শিক্ষিত হয়, ততদিন তুমি স্বয়ং ওগুলি গড়িবে। ঐ পুতুলগুলির কাট্‌তি কেমন?

ন। যথেষ্ট। এত বেশী যে, আমি গড়িয়া দোকানে রাখিবার সুযোগ পাইতেছি না। গঠনের আগেই লোকে মূল্য দিয়া যান। পুতুল প্রস্তুত হইলে আমি পাঠাইয়া দিয়া থাকি।

আ। তবে কি ঐ সমস্ত পুতুলেরই মূল্য পাইয়াছ?

ন। উহাদের মধ্যে পাঁচ জোড়ার ফরমাইস্ দেওয়া আছে।

আ। এক জোড়া বেশী গড়িলে কেন?

ন। ছয় জোড়া করিয়া গড়িলে পরিশ্রমের কিছু লাঘব হয়। আর দোকানে রাখিতে না রাখিতে উহাও বিক্রয় হইয়া যাইবে।

আ। ও জোড়াটী আমিই লইব। এখন আমায় কত দিতে হইবে বলিয়া দাও।

ন। আপনার বিবেচনায় যাহা হয় তাহাই দিবেন। আপনি এখন আমার সকল কথাই শুনিয়াছেন; আপনার যাহাতে ভাল হয় তাহাই করুন।

আ। যে পাঁচ জোড়া ফরমাইস মত গড়িয়াছ, সেগুলির কত করিয়া মূল্য লইয়াছ?

নফর হাসিতে হাসিতে বলিল, "প্রতি জোড়া পাঁচ টাকা। আগে আমি জানিতাম না যে, জহর পাগল হইয়া যাইবে।"

আ। যখন তুমি ঐ রকম পুতুল গড়িতে পার, তখন তোমার মূল্য বৃদ্ধি করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

ন। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, জহর ঐ কার্য্য করিতেছে। যে অবধি জহর ঐ কাজ ভাল রকম করিতে শিখিয়াছে, সেই অবধি আমি আর পুতুল গড়ি না। যতই ভাল কারিগর হউক না কেন, পাঁচ বৎসর অভ্যাস না থাকিলে কোন কার্য্যই মনোমত হয় না। আমারও সেই দশা। আমি এখন সাহস

করিয়া বলিতে পারি না যে, আমার গড়া শ্যামা-প্রতিমা ঠিক জহরের মত হইবে। বলিতে কি, জহরের এই ছয়টী পুতুল যত সুন্দর হইয়াছে, আগেকারগুলি তত নহে।

আ। ভাল, আর এক টাকা অধিক দিব—ছয় টাকা পাইবে।'

নফর আর কোন কথা কহিল না। তখনই সেই তক্তা-গুলির কাছে গেল ও একখানি শিব ও একখানি কালী প্রতিমা তুলিয়া লইয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিল।

আমি দুই প্রতিমা দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, অতি সুন্দর। ইহা সাধকের কল্পনার ধন, বালকের মনভুলান খেলনা, রমণীর গৃহসজ্জার প্রধান উপকরণ, ধার্ম্মিকের প্রাণের সামগ্রী। গঠন অতি চমৎকার। বর্ণের মাধুরী ও লাবণ্য তদ্রূপ হৃদয়গ্রাহী।

দেখা হইলে প্রতিমা দুইখানি নফরের হাতে ফিরিয়া দিলাম। বলিলাম, "শ্যামার পদতলে মহাদেবের মস্তকে দুইটা সাপ কেন? তোমার সমস্ত কালীপ্রতিমাতেই কি এইরূপ আছে?"

নফর অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে না। যে পাঁচজন এই পাঁচ জোড় পুতুলের ফরমাইস দিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর বন্ধু। তাঁহাদের হুকুম মত মহাদেবের মাথায় দুইটা সাপ দেওয়া হইয়াছে। আর যখন ছয়টী একসঙ্গে গড়া হইয়া ছিল, তখন এটাও অন্য পাঁচটার মত হইয়াছে। আমার আগেকার পুতুলগুলির দুইটা করিয়া সাপ দেওয়া হয়, নাই। আমার বোধ হয়, দুইটা সাপ দেওয়ায় এগুলি দেখিতে আরও সুন্দর হইয়াছে।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না। নফর তখন একজন কারিগরকে ডাকিয়া পুতুল দুইটী ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিতে বলিল। সে হাত পরিষ্কার করিয়া নফরের হাত হইতে পুতুল দুইটী লইল, এবং দেবদারু কাষ্ঠের একটী ক্ষুদ্র বাক্স মধ্যে রাখিল। পরে বাক্সটী বন্ধ করিয়া একখানি মোটা কাগজে মুড়িয়া আমার হস্তে দিল। আমিও নফরের হাতে মূল্য দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
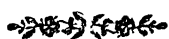
বাসায় গিয়া পুতুল দুইটী নিজের শোবার ঘরে রাখিলাম। যেখানে থাকিলে প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময় প্রতিমাগুলিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শ্যামা ও শিবমূর্ত্তিকে ঘরের সেইখানেই রাখা হইল। বাড়ীর সকলে সে প্রতিমা দুখানি দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিল।

বেলা দুইটার পর আমি আফিসে যাইলাম। সেখানে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলাম। দীর্ঘ শ্মশ্রু, সুদীর্ঘ জটা, খালি পা, গায়ে ভস্মরাশি, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

এইরূপে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ঠিক, সন্ধ্যার পর আমি সিকদার পাড়ায় হাজির হইলাম। গলিতে প্রবেশ করিয়া তিন চারিখানি বাড়ী পার হইয়া, একখানি মুদির দোকান দেখিতে পাইলাম।

হিন্দুস্থানী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা আমার খুব অভ্যাস আছে। আমি মুদীর সম্মুখে হিন্দীতে নানা রকম অনেক দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া, কবিতা পাঠ করিয়া তাহার মন আকর্ষণ করিলাম।" মুদী ভক্তি করিয়া আমায় একটা পয়সা দিতে আসিল, আমি উহা লইলাম না—কহিলাম, আমি কাহারও দান গ্রহণ করি না। এই কথায় আমার উপর মুদীর আরও ভক্তি হইল। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজী! আমায় হাঁপানির একটা ওষুধ দিতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁপানি এক রকম নয়। অনেক রকমের হাঁপানি আছে। সকল রকম হাঁপানির ঔষধ আমার কাছে নাই। এক রকম ঔষধ আছে মাত্র।"

মু। আমাকে সেই ঔষধই দিন। আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হউক। আর একটা কথা আছে।

আ। কি কথা বল?

মু। আপনার কাছে পাগলের ওষুধ আছে?

আ। খুব ভাল রকম ঔষধ আছে। কেন বল দেখি?

মু। আমাদের পাড়ার একটী লোক হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে। বেচারা একদিনের মধ্যে উন্মাদ পাগল। বাপকে দাঁত ও নখ দিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। যদি আপনার কাছে ওষুধ থাকে, দয়া করিয়া একবার তাহাদের বাড়ীতে যাইবেন কি?

আ। সে তোমার কে?

মু। বন্ধু। ছেলেবেলা হইতে এক জায়গায় বাস। তা ছাড়া জহরের মত লোক আজকাল দেখা যায় না।

আ। তবে চল। তোমার বন্ধুর নাম তবে জহর?

মু। আজ্ঞে হাঁ।

এই বলিয়া দোকানে একটা লোককে বসাইয়া মুদী আমার আগে আগে চলিল। আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কিছুদূর যাইবার পর মুদী একখানি ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীতে প্রবেশ করিল, এবং অতি যত্নের সহিত আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া পথে কেহ কোন কথা কহিল না।

বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ একখানি ঘরের দরজায় বসিয়া তামাক সেবন করিতেছে। একতলা হইলেও বাড়ীখানি বেশ উঁচু। বাড়ীর ভিতরে তিনখানি ঘর, বাহিরেও তিনখানি ঘর। ভিতরে একখানি রান্নাঘর, অপর দুইখানি শোবার ঘর। শুনিলাম, সে দুইখানি ঘরে জহর ও তাহার ভাই পান্না থাকে। বৃদ্ধকে বাহিরে থাকিতে হয়। তাহার অনেক দিন পূর্ব্বে স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। দুইটী পুত্রবধূ তাহার সংসারের সকল কাজই করিয়া থাকে।

বৃদ্ধ আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বলিল, "কি ঠাকুর, একেবারে অন্দরে যে? ব্যাপার কি?"

আমি কোন উত্তর করিবার আগেই মুদী বৃদ্ধকে বাধা দিয়া বলিল, "ও কি করেন জেঠা মশায়! আমি এঁকে ডাকিয়া আনিয়াছি। ইহাঁর নিকট পাগলের খুব ভাল ঔষধ আছে, জহরকে দেখাইতে আনিয়াছি।"

মুদীর কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখ মলিন হইয়া গেল। সে ভাবিল, আমি বুঝি সত্য সত্যই দেবতা—তাহার পুত্রকে আরোগ্য করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি। সে আগে অতি বিনীতভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমায় প্রণাম করিল, পরে বলিল, "ঠাকুর, আমি না

জানিয়া আপনাকে রূঢ় কথা বলিয়াছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার ছেলেটী হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আরোগ্য করিয়া দিন। আমার এই দুই পুত্র ছাড়া আর কেহ নাই, দেখিবেন, এই বৃদ্ধবয়সে যেন পুত্রশোক পাইতে না হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হইল। বলিলাম, "তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার পুত্র আরোগ্য লাভ করিবে। আমি আজই একটা ঔষধ দিয়া যাইতেছি। চল, তোমার পুত্র কোথায় আছে দেখিয়া আসি।"

বৃদ্ধ আমাকে লইয়া যে ঘরে তাহার পুত্র ছিল, সেই ঘরের দ্বারে আসিল। বলিল, আমি আর ভিতরে যাইব না। আপনি ঘরের ভিতরে যান্।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমিও কেন আমার সঙ্গে চল না?"

বৃ। না মহাশয়! আমায় দেখিলে জহর আরও ক্ষেপিয়া উঠে। কি জানি, আমার উপর তাহার এত আক্রোশ কেন হইল।

আ। আমার সঙ্গে আইস। আমি কাছে থাকিলে তোমায় কিছু বলিবে না। জহর কি কেবল তোমায় দেখিলেই রাগান্বিত হয়?

বৃ। আজ্ঞে হাঁ। আরও অনেক লোক জহরকে দেখিতে আসিয়াছিল; কিন্তু জহর তাহাদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে নাই; বরং তাহাদের সহিত ভাল রকমে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল।

আ। তুমি কি জহরকে কোন কথা বলিয়াছিলে?

বৃ। যে দিন জহর থানা হইতে মুক্তি পাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন আমি তাহার নিকট হইতে সংসার-খরচের টাকা চাহিয়াছিলাম। এই আমার অপরাধ।

আ। জহর ত নফরের দোকানে চাকরি করে; কত টাকা বেতন পায়?

বৃ। বেতন কিছুই নাই। যত কাজ করে সেই মত টাকা পায়।

আ। কেবল জহরের টাকাতেই কি তোমার সংসার চলিতেছে?

বৃ। আজ্ঞে না। আমার ছোটছেলেও প্রেসে কাজ করে। তাহার বেতন কুড়ি টাকা। সেও সমস্ত টাকা আমার হাতে দেয়।

আ। তোমার নিজের কোন আয় আছে?

বৃ। এই বৃদ্ধবয়সে কোথায় চাকরী করিব বলুন, আর কেই বা আমায় এ বয়সে চাকরি দিবে?

আ। এ বাড়ীখানি কার?

বৃ। আজ্ঞা আমার।

আ। তোমার কেনা বাড়ী?

বৃ। আজ্ঞা না; আমার পৈতৃক বাড়ী।

আ। কতদিন এখানে বাস করিতেছ?

বৃ। তিনপুরুষ।

বৃদ্ধকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। বৃদ্ধও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

ঘরে গিয়া দেখিলাম, এক যুবক একস্থানে বসিয়া গম্ভীরভাবে

কি ভাবিতেছে। যুবকের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তাহাকে দেখিতে শ্যামবর্ণ ও শীর্ণ। তাহার চক্ষু কোটরগ্রস্ত, দেখিলেই বোধ হয়, লোকটা নেশাখোর। তাহার পরিধানে একখানি ময়লা কাপড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাহার হাত পা লৌহশিকলে আবদ্ধ।

আমাকে দেখিয়াই সে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং আমার নিকট আসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকায় সহজে আসিতে পারিল না। আমি অনেক পাগল দেখিয়াছি, পাগলের মেজাজ আমার বেশ জানা আছে। তাহাদের সহিত রূঢ় ব্যবহার না করিলে তাহারা বশীভূত হয় না। আমি জহরকে নিকটে আসিতে চেষ্টা করিতে দেখিয়া, অতি কর্কশভাবে বলিলাম, "যেখানে আছ, সেইখানেই থাক; আমার কাছে আসিবার চেষ্টা করিও না। আমি সংসারী নহি যে, তোমায় দেখিয়া ভয় পাইব। আমি তোমার মত অনেক পাগল আরাম করিয়াছি। যদি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দাও, তাহা হইলে তুমিও শীঘ্র আরোগ্য হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া জহর আবার বসিয়া পড়িল; কোন কথা কহিল না। সে আপন মনে কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে লাগিল। আমার কিম্বা তাহার পিতার দিকে দৃকপাতও করিল না।

আমি তখন জহরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জহরলাল! আমি তোমায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

জহর কথা কহিল না; ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি হঠাৎ এমন উন্মাদ পাগল হইলে কিসে?"

এবার জহরের মুখ ফুটিল। সে বলিল, "সেকথা আমি কি করিয়া বলি।"

একটী উত্তর পাইয়া আমার আনন্দ হইল। ভাবিলাম, যখন একটী কথার উত্তর পাইয়াছি, তখন আর ভাবনা কি? পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "অধিক মাদক সেবন করিয়াছ কি?"

জহর বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারিল না, আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলাম। বলিলাম, "অতিরিক্ত নেশা করিয়াছিলে?"

এবার জহর আমার কথা বুঝিল। বলিল, "না মহাশয়, ভাতের খরচ যোগাইতে পারি না, নেশা করিবার পয়সা কোথায় পাইব?"

কথা শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম। ভাবিলাম, লোকটা যখন এমন কথা বলিতেছে, তখন তাহাকে পাগল বলা যায় না। বৃদ্ধকে বলিলাম, "তোমার পুত্র শীঘ্রই আরোগ্য হইবে। জহর যেরূপভাবে আমার কথার জবাব দিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, সে পাগল হয় নাই। মস্তিষ্কের কোন রকম গোলযোগ হইয়াছে। তোমার কোন চিন্তা নাই, জহর শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে। এখন আমি জহরকে আর গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি কাছে থাকিলে সে হয়ত কোন উত্তর দিবে না। তুমি এখন এখান হইতে চলিয়া যাও।"

বৃদ্ধ প্রস্থান করিলে পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কাজ কর কোথায় বাপু?"

অতি শান্তভাবে জহর উত্তর করিল, "আমি নফরের দোকানে কাজ করিতাম।"

আ। সেখানে আর যাও না কেন?

জ। আমায় যাইতে দেয় না।

আ। কে তোমায় যাইতে দেয় না।

জ। বাড়ীর লোকে।

আ। কে বাড়ীর লোক? তোমার পিতা?

জ। না, আর সকলে।

আ। তোমার ভাই?

জ। না, আর সকলে।

আ। তবে আর সকল কে?

জহর কোন উত্তর করিল না, মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। আমি তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার স্ত্রী?"

এক গাল হাসি হাসিয়া জহর উত্তর করিল, "হাঁ।"

আ। তুমি এখন সেই রকম কাজ করিতে পারিবে?

জ। বোধ হয় না।

আ। কেন?

জ। মাথার ভিতর কেমন একটা গোলযোগ হইয়াছে, কি করিতেছি, কি বলিতেছি, কিছুই আমার মনে নাই। আমার হাত পা সদাই যেন কাঁপিতেছে। হাত ঠিক না হইলে, পুতুল-গড়া হয় না।

আ। লোকে তোমায় পাগল বলিতেছে, কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি যে রকম ভাবে কথা কহিতেছ, তাহাতে আমি পাগলের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না। মধ্যে মধ্যে ক্ষেপিয়া উঠ কেন?

জ। কেন বলিতে পারি না। বোধ হয়, আমায় যেন কে মারিতেছে, কে যেন আমায় ধমকাইতেছে, কে যেন আমায় তাড়া করিতেছে। তখন আমি কি করি, কি বলি, আমার জ্ঞান থাকে না।

আ। তোমার বাপকে যে সেদিন মারিয়া প্রায় খুন করিয়া ফেলিয়াছ। তাহার গায়ের দাগ এখনও তেমনই রহিয়াছে।

জহরলাল হাসিয়া উঠিল। সে হাসির যেন শেষ নাই; ক্রমাগত এক কোয়াটার ধরিয়া জহরলাল হাসিল। পরে বলিল, "এও কি কখন হয়? ছেলে হইয়া বাপকে মারিবে? না মহাশয়! আপনি আমাকে উপহাস করিবেন না। আপনারা দেবতা—জ্ঞানী পুরুষ হইয়া আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন না।"

আমি আর সেকথা তুলিলাম না। জহরের মন তখন স্থির আছে দেখিয়া, আমি নফরের দোকানের কথা পাড়িবার মৎলব করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি নফরের নিকট হইতে কত টাকা করিয়া বেতন পাইতে?"

জহর আমার কথায় রাগিয়া গেল। বলিল, "আমি কাহারও মাহিনার চাকর নহি। আমি মাহিনা লইয়া কাজ করিতাম না।"

আমি বলিলাম, "আমি সে রকম মাহিনার কথা বলি নাই। তুমি মাসে কত টাকা উপায় করিতে এই আমার জিজ্ঞাস্য।"

জহর উত্তর করিল, "নফর বাবু যদি আমায় যথার্থ উচিতমত মুল্য দিতেন, তাহা হইলে আমার আয় যথেষ্ট হইত। কিন্তু তিনিই আমার ঐ কার্য্যের গুরু, আমি তাঁহারই নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছি। সুতরাং প্রায় অর্দ্ধ মূল্যেই আমায় কার্য্য করিতে হয়। অন্য কোথাও যাইলে আমি দ্বিগুণ উপায় করিতে পারি, কিন্তু বোধ হয়, আমি আর কার্য্য করিতে পারিব না।"

আ। কত টাকা উপায় কর বলিলে না?

জ। পঁচিশ ত্রিশ টাকার কম নহে।

আ। নফরের দোকানে সেদিন কি হইয়াছিল?

প্রশ্ন শুনিয়া জহর আমার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে শূন্য দৃষ্টি পাগলেরই শোভা পায়। আমার মনে কেমন সন্দেহ হইল, আমিও জহরের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বোধ হয়, জহর আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। সে একবার মুখ অবনত করিয়াই, হাসিতে হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি দেবতা। তাহা না হইলে কিছু হইয়াছিল কি না, কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন? যখন সমস্তই জানেন, তখন আর আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেন?"

আমি সে কথা চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিলাম, তুমি নফরের সঙ্গে হাজতে গিয়াছিলে; মুক্তিলাভ করিয়া বাড়ী আসিয়াই পাগল হইয়াছ। এ কথা সত্য কি?"

জ। আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু আপনি সকলই জানেন, মিথ্যা জিজ্ঞাসায় দরকার কি?

আ। হাজতে গিয়াছিলে কেন?

জ। আর কেন আমায় কষ্ট দেন।

আ। কষ্ট কি?

জ। আপনি যখন সকলই জানেন, তখন কেন আমি বকিয়া মরি।

আ। আমি সামান্য সন্ন্যাসী। বারবার আমার অত সুখ্যাতি করিও না। আমার মনোমধ্যে অহঙ্কার জন্মিতে পারে, যেমন শুনিয়াছি, তেমনই জানি। তুমি যেমন জান, তুমি যেমন বলিতে পারিবে, অপরে তোমার মুখ হইতে শুনিয়া তেমন বলিতে পারিবে না। সেই জন্য তোমার মুখ হইতে শুনিবার আমার এত ইচ্ছা। আমি শুনিয়াছি, একখানি দামী হীরা হারাইয়াছে।

আমার শেষ কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে জহর এক বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে শুইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানলোপ হইল।

বৃদ্ধ দৌড়িয়া জহরের নিকট গেল, আমিও তাহার পার্শ্বে বসিয়া মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। একটী যুবতীও ঘোমটা দিয়া সেই ঘরে আসিল, এবং দূর হইতে জহরকে দেখিতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টার পর জহরের জ্ঞান হইল। সে চক্ষু উন্মীলন করিল। সম্মুখেই আমাকে দেখিতে পাইল। আমার দিকে চাহিয়াই অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল। হাসি থামিলে সে চুপ করিয়া রহিল—কোন কথার উত্তর দিল না। অনেক লোভ দেখাইলাম, নানা রকম ভয় দেখাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জহরলাল তখন সত্য সত্যই উন্মাদ পাগলের মত ব্যবহার করিতে লাগিল দেখিয়া, আমি বৃদ্ধের নিকট হইতে একটী মাদুলী লইয়া, তাহাতে ঔষধরূপে শুষ্ক বিল্বপত্র দিয়া বৃদ্ধকে ফিরাইয়া দিলাম। তাহার পর আর সেখানে বিলম্ব না করিয়া অফিসের দিকে আসিলাম। অফিসে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলাম।

শয়ন করিলাম সত্য, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। জহরের আচরণের কথা ভাবিতে লাগিলাম। জহর প্রথমতঃ আমার সহিত যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে সুস্থ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, কোন লোক অন্যায় করিয়া তাহার নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে। কিন্তু শেষে সে যেরূপ আচরণ দেখাইল, তাহাতে তাহাকে উন্মাদ বলিয়াই বোধ হইল। হীরাখানির নাম উল্লেখ করিবামাত্র জহরলাল অজ্ঞান হইয়া পড়িল কেন? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া এই স্থির করিলাম, জহরলালই হীরাখানি কুড়াইয়া পাইয়াছে। কিন্তু বোধ হয়, এখনও বিক্রয় করিবার কোনরূপ পন্থা করিতে পারে নাই।

এইরূপ যতই ভাবিতে লাগিলাম, জহরের উপর সন্দেহ ততই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে স্থির করিলাম, পরদিন স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে জহরলালের বাড়ী অনুসন্ধানের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইব।

পরদিন বেলা প্রায় এগারটার পর ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পাইলাম। চারিজন কনষ্টেবল ও একজন ইন্‌স্পেক্টার আমার সঙ্গে চলিলেন।

সদলবলে জহরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমি আগে আগে যাইতে লাগিলাম, পুলিসের লোক সকল আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। দরজার সম্মুখেই বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু সে আমায় চিনিতে পারিল না। যখন সন্ন্যাসীবেশে আসিয়াছিলাম, তখন কৃত্রিম কণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম। আজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ীর মালিক কে?"

বৃদ্ধ, এতগুলি পাহারওয়ালা ও আমাদের দুইজনকে দেখিয়া, ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; বলিল, "আজ্ঞে, আমারই এ বাড়ী!"

আমি বলিলাম, "ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম মত আমি এই বাড়ী তল্লাস করিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ আমার কথায় চমকিত হইল; বলিল, "এই বাড়ী কি? আপনাদের ভুল হয় নাই ত?"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "বাপু, আমরা পুলিসের লোক। আমাদের এত ভুল হয় না।"

বৃ। আমাদের বাড়ীতে কি হইয়াছে? কোন্ অপরাধে আপনি আমার বাড়ী তল্লাস করিতে আসিয়াছেন?

আ। সে কথা কি জান না? মিছামিছি কথা বাড়াও কেন?

বৃ। দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি কিছুই জানি না। আমায় যে শপথ করিতে বলিবেন, আমি সেই শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি সত্য সত্যই কিছু জানি না।

আ। জহর ব'লে কোন লোক এখানে থাকে?

বৃ। আজ্ঞে হাঁ, থাকে। জহর আমারই বড় ছেলে।

আ। সে একখানা হীরা চুরি করিয়া আনিয়াছে।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিল, "একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। জহর আমার আজ চারিদিন হইল, পাগল হইয়া গিয়াছে। সে এই চারি দিন বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই।"

আমি অতি কর্কশভাবে বলিলাম, "তোমার ছেলে যদি এতই সাধু হয়, তবে সেদিন হাজতে গিয়াছিল কেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল, "সন্দেহ করিয়া তাহাকে হাজতে পাঠান

হইয়াছিল। জহর আমার তেমন নয়। সে যাহাই হউক, আপনারা যাহা করিতে আসিয়াছেন করুন। আমি আপনাদিগকে বাধা দিব না।

আমাদিগের এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় কনষ্টেবলদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। কনষ্টেবলগণ তন্ন তন্ন করিয়া বৃদ্ধের বাড়ী অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথাও সেই হীরাখানিকে পাওয়া গেল না।

প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া চারিদিক দেখিবার পর আমরা বিমর্ষভাবে পুলিসে ফিরিয়া আসিলাম।

পুলিস হইতে যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সে দিন আর কোন কাজ করিতে ভাল লাগিল না, কোথায়, কি করিয়া হীরাখানি পাইব, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

পরদিন অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন পুলিস-কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইলেন; বলিলেন, "শুনিয়াছেন মহাশয়! পুলিসের কাজে আপনি চুল পাকাইয়াছেন, কখন কোন পাগলকে চুরি করিতে শুনিয়াছেন?"

ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের সহিত আমার যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। আমি তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

ই। এমন কিছু নয়। তবে এক পাগল চুরি অপরাধে ধরা পড়িয়াছে।

আ। কে সে পাগল? তাহার নাম কি?

ই। জহরলাল।

আ। বাড়ী কোথায়?

ই। সিকদার পাড়া।

আ। কোথায় চুরি করিয়াছে?

ই। চুরি করে নাই, করিতে গিয়াছিল।

আ। কোথায়?

ই। জোড়াসাঁকোর মুখুয্যেদের বাড়ী।

আ। জোড়াসাঁকোর মুখুয্যেরা ত বড়লোক। তাহাদের দেউড়িতে সর্ব্বদাই তিন চারিজন দরোয়ান আছে। সে বাড়ীতে চোর গেল কেমন করিয়া?

ই। সে কথা বলিতে পারিলাম না; কিন্তু চুরি অপরাধে জহর ধরা পড়িয়াছে।

আ। জহর কি চুরি করিয়াছিল?

ই। না, চুরি করিতে পারে নাই; তবে কতকগুলি জিনিষপত্র তোলপাড় করিয়াছে।

আ। জহর এখন কোথায়?

ই। হাজতে।

আ। কেন? সে যখন কিছুই চুরি করে নাই, তখন তাহাকে হাজতে রাখা ভাল হয় নাই।

ই। চুরি করে নাই বটে, কিন্তু কতকগুলি দামী জিনিষ নষ্ট করিয়াছে।

আ। কিসে?

ই। একটী দামী শ্যামা-প্রতিমা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। আমার ইচ্ছা আপনি একবার তাহাকে দেখিয়া আসুন।

লোকটা যে রকম করিয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা দেখিলে, আপনিও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, তখন লোকটাকে একজন পাকা চোর বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।

আমি বলিলাম, "যদি তুমি আমাকে জোড়াসাঁকোয় লইয়া যাও, তাহা হইলে দেখিয়া আসিতে পারি। কিন্তু সে যাহাই করুক না কেন, যখন সে পাগল, আর যখন কিছুই লয় নাই, তখন তাহাকে কিছুই করা যাইতে পারে না। তথাপি চলুন, আমরা গিয়া দেখিয়া আসি।"

এই বলিয়া আমি চাকরকে একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বলিলাম, গাড়ী আনীত হইলে, আমি ইন্‌স্পেক্টারকে লইয়া তাহাতে উঠিলাম। ইন্‌স্পেক্টার গাড়োয়ানকে যোড়াসাঁকো যাইতে আদেশ করিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টার পর আমরা জোড়াসাঁকোর মুখুয্যেবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর কর্ত্তা বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি আমাদিগের আগমন-বার্ত্তা পাইয়া তাড়াতাড়ি দরজায় আসিলেন, এবং অতি সমাদরে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। দেখিলাম, জহঁরলাল অনেকগুলি জিনিষ নষ্ট করিয়াছে। তাহার মধ্যে এক কালি-প্রতিমা এমন করিয়া ভাঙ্গিয়াছে যে, তাহার আর কোন চিহ্ন নাই। একখানা ইট দিয়া যেন গুঁড়াইয়া ফেলিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপর জিনিষগুলি যেখানে ভাঙ্গা পড়িয়াছিল, প্রতিমাখানি সেখানে গুড়ান হয় নাই। উহাকে একটী নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া জহর সে কার্য্য করিয়াছে। কিছুক্ষণ চারিদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ কোন্ জিনিস চুরি গিয়াছে?"

বাড়ীর কর্ত্তার নাম সুধীন্দ্রনাথ। তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট ও গৌরবর্ণ। কালা পেড়ে একখানি পাতলা দেশী ধুতি পরিয়া, খালি গায়ে, একজোড়া চটীজুতা পায়ে দিয়া, তিনি এতক্ষণ আমার সহিত চারিদিকে ঘুরিতে ছিলেন। আমার প্রশ্ন শুনিয়াউত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, কোন জিনিষ চুরি যায় নাই। আপনিই দেখিলেন, আমার অনেক টাকার জিনিষ নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বলিতে কি, একটী কড়ার জিনিষও চুরি যায় নাই।"

আ। কখন আপনারা এই ব্যাপার জানিতে পারেন?

সু। আজ প্রাতে।

আ। কে প্রথমে দেখিতে পায়?

সু। আমার এক চাকর।

আ। চোর ধরিল কে?

সু। সেই চাকর।

আ। কোথায় সে? আমি তাহার মুখের গোটাকতক কথা শুনিতে চাই?

সুধীন্দ্রনাথ তখনই "সদা সদা" বলিয়া চীৎকার করিলেন। দূর হইতে একজন উত্তর করিল, "যাই।"

কিছুক্ষণ পরে একজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ উৎকল-নিবাসী যুবক সুধীন্দ্রবাবুর নিকটে আসিল। সুধীন্দ্রনাথ তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই লোক চোর ধরিয়াছে।"

আমি তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। বলিলাম, "তুমিই চোর ধরিয়াছ?"

সদা অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ; কিন্তু

তাহাকে ধরিতে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সে নিজেই ধরা দিয়াছে।"

আ। কি রকমে চোর ধরিয়াছ বল দেখি?

স। আমি প্রতিদিনই রাত্রি চারিটার সময় বিছানা হইতে উঠিয়া থাকি। কাল রাত্রি চারিটার পূর্ব্বে একটা শব্দ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আমি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিলাম; একটা আলো জ্বালিলাম, তাহার পর সেইআলো লইয়া ঘরের বাহির হইলাম। আবার একটা শব্দ শুনিতে পাই-লাম। বোধ হইল, কে যেন কাচের বাসনগুলি আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিতেছে। আমি তখনই উপরে গেলাম। বৈঠকখানার সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম, বড় বড় কাচের পুতুল, ভাল ভাল ছবি, দুইটা ভাল ঘড়ি, বড় আয়নাখানা, আর সমস্ত ভাল ভাল জিনিষ চুরমার হইয়া গিয়াছে। সকল জিনিষই বাবুর বড় সখের ছিল। আমিও ছেলে-বেলা হইতে ঐ সকল জিনিষ দেখিয়া আসিতেছি। জিনিষগুলির অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। বাবুকে খবর দিতে অন্দরে যাইতেছি, এমন সময়ে বৈঠকখানার ভিতর একজন লোককে দেখিতে পাইলাম। তখনই বৈঠকখানার ভিতর গমন করিলাম। দেখিলাম, একটা লোক আপনাপনি কি বকিতে বকিতে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছে। আমায় দেখিয়াই সে অট্টহাস্য করিল। সে বিকট হাসি দেখিয়া আমার কেমন সন্দেহ হইল, তাহাকে উপদেবতা বলিয়া ভ্রম হইল; কিন্তু বিশেষ ভয় হইল না। সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি? এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?"

লোকটা কিছুক্ষণ আমার দিকে কট্‌মট করিয়া চাহিয়া রহিল; বলিল, "আমি কে, জান? আমার নাম জহরলাল। এ অঞ্চলে আমায় কেহ চেনে না বটে, কিন্তু আমাদের ও'দিকে অনেকেই এ অধীনকে চেনে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কি করিতেছ? বাড়ীর মধ্যেই বা আসিলে কেমন করিয়া? এই সব ভাল ভাল জিনিষগুলি নষ্ট করিয়াছ কেন?"

লোকটা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল; সে হাসি অনেকক্ষণ থামিল না। যখন তাহার হাসি থামিল, তখন আমি তাহাকে আরও গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু সে কোন কথার জবাব দিল না। আপনার মনে কখন হাসিতে কখন বা বকিতে লাগিল। আমি তখন তাহাকে উন্মাদ বলিয়া ভাবিলাম এবং বাবুর কাছে ধরিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলাম। লোকটার শরীরে অসুরের মত বল। আমি নিজে বড় জোয়ান বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিতাম; আমার সেই অহঙ্কার চূর্ণ হইল। এইরূপ গোলযোগে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বাড়ীর আর আর চাকরেরা তখন উঠিয়াছিল। আমি তাহাদের একজনকে বাবুকে ডাকিতে বলিলাম। বাবুও তখনই আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া লোকটাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, একেবারে থানায় খবর দিলেন। থানার লোক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল।"

সদার কথা শুনিয়া আমি সুধীন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ইচ্ছা কি? লোকটাকে আমি চিনি। সে সম্প্রতি

পাগল হইয়া গিয়াছে। যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পাগ্‌লা-গারদে পাঠাইতে পারি। কিন্তু যখন সে কোন জিনিষ লয় নাই, আর যখন সে উন্মাদ অবস্থায় এই কার্য্য করিয়াছে, তখন তাহাকে বৃথা কষ্ট দেওয়া ভাল নয়।"

সুধীন্দ্র বাবু অতি সজ্জন লোক। তিনি বলিলেন, "আপনি যেরূপ বলিবেন, তাহাই হইবে। যে সকল জিনিষ সে নষ্ট করিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। আমার যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও যদি আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলেন, তাহাতে আমার আপত্তি নহি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিল কিরূপে? আর কত রাত্রেই বা সে এ বাড়ীতে আসিল?"

সু। ঠিক কত রাত্রে আসিয়াছে বলা যায় না। তবে বোধ হয়, রাত্রি দুইটার পূর্ব্বে সে এখানে আসিতে পারে নাই।

আ। কেমন করিয়া জানিলেন?

সু। আমার ছোট ভাই গত রাত্রে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। সে রাত্রি দুইটার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে। খুব সম্ভব, সে দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

আ। দরজা কি তবে খোলা ছিল?

সু। না, খোলা ছিল না।

আ। তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দেয় কে?

সু। আমাদের জমাদার।

আ। তাহা হইলে সেই দরজা বন্ধ করিয়াছিল?

সু। সে তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। সে বলে যে, ঘুমের ঘোরে সে কি করিয়াছে, তাহা তাহার মনে নাই।

আ। তবে তাহাই সম্ভব। যে মাটীর পুতুলটা গুঁড়াইয়া ফেলিয়াছে, শুনিলাম, সেখানা কালীর প্রতিমূর্ত্তি। আপনি উহ কোথায় পাইয়াছেন?

সু। কিনিয়াছি।

আ। কোথা হইতে?

সু। কুমারটুলি হইতে।

আ। দোকানদারের নাম জানেন?

সু। জানি বই কি,—নফরের দোকান। নফর কুমোরের নাম শুনিয়াছেন বোধ হয়?

আ। শুনিয়াছি। কত টাকায় উহা কিনিয়াছেন?

সু। ঐ কালীমূর্ত্তি আর একখানা শিবের মূর্ত্তি এই দুইখানা পাঁচ টাকায় লইয়াছি।

আ। কতদিন পূর্ব্বে কিনিয়াছেন?

সু। প্রায় মাস খানেক হইল টাকা দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কাল বৈকালে উহা আমার বাড়ীতে পৌছিয়াছে।

আ। শিবের মূর্ত্তিটা কোথায়?

সু। অন্দরে রাখিয়াছি। এখানে রাখিলে তাহারও এই দুর্দ্দশা হইত।

আ। এখন যদি তাহাকে পাগলা গারদে পাঠাইতে আপনার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে সেই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া দিন। আমি থানায় গিয়া তাহার মুক্তির উপায় দেখিব। বেচারাকে বৃথা হাজতে রাখিবার কোন কারণ দেখি না।

আমার কথায় সুধীন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। আমি ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর সহিত

থানায় আসিলাম। পরে পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে বিলক্ষণ চেনেন, তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিলেন এবং তখনই জহরলালের মুক্তির আদেশ দিলেন। জহরলাল মুক্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে জহরলালের বাড়ীতে যাইলাম। সেবার সন্ন্যাসীবেশেই গিয়াছিলাম। বৃদ্ধ আমায় দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিল; বলিল, "ঠাকুর, ভাল হওয়া দূরের কথা, জহরের পাগলামি আরও বাড়িয়াছে। পরশ্ব রাত্রে হাত-পায়ের বন্ধন ছিঁড়িয়া সে যে কোথায় গিয়াছিল, তাহার সন্ধান পাই নাই। কাল সকালে শুনিলাম, সে নাকি জোড়াসাঁকোর কোন ধনাঢ্য লোকের বাড়ীতে গিয়া কি উৎপাত করিয়াছিল। কত টাকার জিনিষ যে সে নষ্ট করিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। বাড়ীর কর্ত্তা তাহাকে প্রথমে থানায় দিয়াছিলেন। শেষে জহরকে পাগল বলিয়া স্থির করিয়া অব্যাহতি দেন। কাল সন্ধ্যার পর জহর ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই অবধি সে কোন্ জিনিষ খায় না, কাহারও সহিত কোন কথা কয় না, কেবল কাঁদিতেছে। এমন কেন হইল ঠাকুর? কোন্ পাপে আমার রোজগারি ছেলের এ দুর্দ্দশা হইল?"

আমি পূর্ব্বের মত কৃত্রিম কণ্ঠে বলিলাম, "পরে সমস্তই জানিতে পারিবে। আমার বোধ হয়, তোমার ছেলে কোন গুরুতর পাপ করিয়াছে। সেই জন্য তাহার এই রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

বৃদ্ধ আমার কথায় প্রথমতঃ আশ্বস্ত হইল; পরে বলিল, "ঠাকুর, আপনার অগোচর কিছুই নাই। বলুন, কি করিলে জহরের পাপ শাস্তি হয়। যদি আমার জীবন দিয়াও জহরকে সুস্থ করিতে পারি, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "জহর কোথায়?"

বৃ। সে ঘরেই আছে।

আ। হাত-পা বাঁধা?

বৃ। আজ্ঞে না। যখন বন্ধন ছিঁড়িয়া সে একবার পলায়ন করিয়াছিল, তখন আর তাহাকে বাঁধিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। সে খোলাই আছে, তবে তাহার ঘর বাহির হইতে চাবি দেওয়া হইয়াছে।

আ। ভাল কাজ কর নাই। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দাও। সে নিজের ইচ্ছামত কাজ করুক। তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার মেজাজ ঠাণ্ডা হইতে পারে

বৃ। যে আজ্ঞা। আপনি যেমন আদেশ করিবেন, আমি সেইরূপ করিব; কিন্তু ভয় হয়, পাছে জহর আমায় আবার প্রহার করে।

আ। জহরের ঘর খুলিয়া দাও এবং তোমরা সকলে একটী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাক, তাহা হইলে সে আর তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু আমার বোধ হয়, ছাড়া পাইলে সে বাড়ীতে থাকিবে না।

বৃ। তবেই ত ঠাকুর! সেও এক জ্বালা। এই বুড়ো বয়সে কোথায় তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব?

আ। জহরের বেশ জ্ঞান আছে। তবে মধ্যে মধ্যে সে উন্মাদ হইয়া উঠে। তাহার জন্য তোমাদের চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। সে যেখানেই থাকুক না কেন, দুই একদিনের মধ্যেই বাড়ী ফিরিবে ইহা নিশ্চয়।

বৃ। তবে আপনি এই চাবি লউন। জহরের ঘর আপনিই খুলিয়া দিন। ইতিমধ্যে আমি মেয়েদের লইয়া একটী ঘরের ভিতর গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দি।

আমি বৃদ্ধের হাত হইতে চাবি লইলাম এবং যে ঘরে জহর আবদ্ধ ছিল, সেই ঘরের দরজা খুলিয়া দিলাম। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে জহরলাল বেগে ঘর হইতে বাহির হইল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া উপস্থিত হইল। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম, কিন্তু পাগলের সঙ্গে দৌড়ান বড় সহজ ব্যাপার নহে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না, অগত্যা বাড়ীতে ফিরিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা একটার পর আমি নফরের দোকানে আসিলাম। দেখিলাম, নফর বড় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "নফরচন্দ্র! আমায় চিনিতে পার?"

নফর আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, চিনিতে পারিয়াছি; কিন্তু মহাশয়, আমি এক ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি, এখন আপনার কথা শুনিতে পারিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে? আমিও বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য তোমার এখানে আসিয়াছি।"

ন। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দুইজন কারিগর সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের বাঁচিবার আশা নাই।

আ। কেন? কিসে তাহাদের এমন অবস্থা হইল?

ন। আমি আহার করিতে গিয়াছিলাম। দোকানে দুই জন কারিগর বসিয়া কার্য্য করিতেছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে জহরলাল দৌড়িয়া দোকানে প্রবেশ করে। দোকানের ভিতর আসিয়া সে আপনার জায়গায় বসিয়াছিল। সে কি জন্য আসিয়াছে, একজন কারিগর জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে যে, তাহার হস্তনির্ম্মিত কালীমূর্ত্তিগুলি দেখিতে আসিয়াছে। আগেই বলিয়াছি যে, ছয়খানি প্রতিমার মধ্যে পাঁচখানির ফরমাইস ছিল। তাহার মধ্যে দুইখানি কেবল পাঠান হইয়াছিল। তিনখানির রং ভাল শুকায় নাই বলিয়া পাঠান হয় নাই। সেগুলি সেদিনের মত শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল। জহরলাল তাহা দেখিতে পায় এবং সেই তিনখানি প্রতিমা লইয়া সে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে। পুতুল তিনটী লইয়া সে যখন পলায়ন করিতেছিল, তখনই দুইজন কারিগর তাহাকে ধরিয়া ফেলে। পাগলের বল বড় ভয়ানক। সে দুইজনকে ধাক্কা দিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, এবং দৌড়িয়া আমার দোকান হইতে পলায়ন করে। কারিগর

দুইজনও তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল এবং অনেক কষ্টে দুইজনে তাহাকে ধরিয়া ফেলে। জহরলাল ধরা পড়িয়া আগে পুতুল তিনটী একস্থানে ফেলিয়া দেয়, পরে দুইজনকে এমন আঘাত করে যে, তাহাদের বাঁচিবার আশা নাই। এখন তাহারা হাঁসপাতালে রহিয়াছে।

আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন পুতুল তিনটী কোথায় ?"

ন। কারিগর দুইজনকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিয়া জহরলাল পুতুল তিনটী লইয়া কোম্পানীর বাগানের ভিতর যায়। সেখানে সে সেগুলিকে গুঁড়াইয়া ফেলিয়া যেমন পলায়ন করিবে, অমনি তিন চারিজন পাহারওয়ালা তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

আ। তাহা হইলে জহরলাল আবার ধরা পড়িয়া থানায় গিয়াছে। এই সেদিন তাহাকে পাগল বলিয়া মুক্ত করিয়া দিলাম ; আবার ধরা পড়িল !

ন। আজ্ঞে না, সে এখন ধরা পড়ে নাই। পাহারওয়ালা-গুলিকে আধমরা করিয়া সে সেখান হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

আ। যে সকল লোক তোমার দোকানে কালীর প্রতিমা গড়িবার ফরমাইস দিয়াছিল, তাহাদের নাম-ধাম জহর জানিত ?

ন। আজ্ঞে হাঁ, জানিত বই কি ! সেই ত খাতায় তাঁহাদের নাম-ধাম লিখিয়াছিল।

আ। দুইখানি প্রতিমা তুমি যথাস্থানে পাঠাইয়াছ, কেমন ?

ন। আজ্ঞে হাঁ।

আ। একখানি ত জোড়াসাঁকোর সুধীন্দ্র মুখুয্যের বাড়ী পাঠাইয়াছ, আর একখানি?

ন। আমার মনে নাই। খাতা দেখিয়া বলিতে পারি।

আ। বেশ, তোমার খাতা আন দেখি।

নফরচন্দ্র তাড়াতাড়ি খাতা আনিল। দুই চারিখানি পাতা উল্টাইয়া বলিল, "সেখানি নিকটেই পাঠান হইয়াছে।"

আ। কোথায়?

ন। বাগবাজারে।

আ। কাহার বাড়ীতে?

ন। হরিশবোসের বাড়ী।

আ। হরিশ বোস? তাঁহার সঙ্গে আমার বেশ আলাপ আছে। জহরের আর কোন খোঁজ করিয়াছ?

ন। আমি আর কি খোঁজ করিব? যখন সে পুলিসের হাত হইতে পলায়ন করিয়াছে, এবং পাহারওয়ালাগুলিকে আধমরা করিয়াছে, তখন পুলিসের লোকই তাহার সন্ধান লইতেছে।

আ। এ সব ঠিক, জান?

ন। স্বচক্ষে দেখি নাই বটে, কিন্তু শুনিয়াছি, জনকতক পাহার-ওয়ালা জহরের বাড়ীর দরজার নিকট বসিয়া আছে। সে বাড়ীতে আসিলেই ধরা পড়িবে।

জহরলালের অদ্ভুত আচরণে আমার সন্দেহ আরও বাড়িতে লাগিল। কেনই বা সে প্রতিমাগুলিকে গুড়াইয়া ফেলিতেছে! নিজের হাতের গড়া-জিনিষ লোকে ইচ্ছা করিয়া ভাঙ্গিতে চায় না। জহর কেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিল।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি বাগবাজারে হরিশবাবুর

বাড়ীতে যাইলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছে। বাবুরা বাহিরে বসিয়া সান্ধ্য-সমীরণ সেবা করিতেছেন। এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম।

হরিশবাবু সেখানে ছিলেন। আমাকে দেখিয়া অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিশবাবু, কেমন আছেন? অনেক দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।"

হরিশবাবু সহাস্যবদনে বলিলেন, "না, অনেকদিন আপনাকে দেখিতে পাই নাই। কোথাও গিয়াছিলেন নাকি?"

আমি উত্তর করিলাম, "না। চাকরে কি ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে?"

হ। এখন এদিকে কোথায় গিয়াছিলেন?

আ। আপনারই নিকট আসিয়াছি।

হ। আমার পরম সৌভাগ্য। এখন কি করিতে হইবে বলুন?

আ। আপনি কি নফরের দোকান হইতে একখানি কালী-প্রতিমা কিনিয়াছেন?

হ। হাঁ, কিনিয়াছি। কিন্তু আপনি সে কথা জানিতে পারিলেন কিরূপে?

আ। নফরের মুখে শুনিয়াছি। প্রতিমাখানি খুব যত্নে রাখিবেন।

হ। কেন বলুন দেখি? একটা মাটীর পুতুল আবার যত্নে রাখিব কি?

আ। প্রতিমাখানির দাম সামান্য নহে।

হ। মাটীর পুতুল বলিয়া দাম কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু কারিকুরি দেখিলে উহার মূল্য অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়।

আ। হাঁ, পুতুলগুলির গঠন অতি সুন্দর। প্রতিমাখানি রাখিয়াছেন কোথায়?

হ। আমার বৈঠকখানায়।

হরিশবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে একজন চাকর দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের নিকট আসিল। বলিল, "বাবু! কোথা হইতে একটা লোক আসিয়া আপনার বৈঠকখানার সমস্ত জিনিষ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে।"

হরিশবাবু বড় ভাল মানুষ, চাকরদেরও তিনি কথনও কড়া কথা বলেন না। কিন্তু তথন তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে?"

ভৃত্য সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, তাহাকে আর কখনও দেখি নাই।"

হ। অচেনা লোক এ বাড়ীতে আসিল কেমন করিয়া? দরওয়ান বেটারা কি করিতেছিল? আর যখন সে বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়াছিল, তথন তোরাই বা কি করিতেছিলি?

ভৃ। আজ্ঞে, আমি বাজারে গিয়াছিলাম।

হ। রামচরণ কোথায় ?

ভূ। সে যে মার সঙ্গে নিমন্ত্রণে গিয়াছে।

হ। আর দোবে ?

ভূ। আজ্ঞে, দরওয়ানদের কথা বলিতে পারি না।

হ। লোকটা ধরা পড়িয়াছে ত ?

ভূ। আজ্ঞে, হাঁ।

হ। তাহাকে এখানে আন্।

ভূ। আজ্ঞে—লোকটার গায়ে অসুরের মত বল। তিনজন দরোয়ানে অতিকষ্টে ধরিতে পারিয়াছে। এখনও তাহারা লোক-টাকে ধরিয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, একবার ছাড়া পাইলে এখনই পলায়ন করে। তাহাকে এখানে আনা বড় সহজ নহে।

"তবে চল্, আমরাই যাইতেছি", এই বলিয়া হরিশবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি এ সময়ে আমার বাড়ীতে আছেন। একবার আমার সঙ্গে আসুন, ব্যাপার কি, দেখা যাউক।"

আমি সম্মত হইলাম; বলিলাম, "আপনি না বলিলেও আমি আপনার সঙ্গে যাইতাম। বোধ হয়, আপনার স্মরণ আছে যে, বাল্যকাল হইতে আমি এই সকল কার্য্যে আনন্দ বোধ করিয়া থাকি।"

বৈঠকখানার দরজার নিকট গিয়া দেখিলাম, উহার একপার্শ্বে নফরের দোকানের সেই কালী-প্রতিমাখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রায় তিন ভাগ ভাল ভাল জিনিষ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার

বনীয়াদী বড়লোকের বৈঠকখানা যেমন সুন্দর করিয়া সাজান, তাহা বোধ হয়, সকলেরই জানা আছে। ঘরে যত দামী ও সৌখিন জিনিষ ছিল, প্রায় সকলগুলিই ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আর সেই ঘরের একপাশে তিনজন বলিষ্ঠ দরোয়ান জহরলালকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রহিয়াছে।

সহসা জহরলালের দৃষ্টি আমার দিকে পতিত হইল, সে যেন চমকিত হইল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল এবং পরক্ষণেই এক বিকট চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। দরোয়ান তিনজন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হরিশ বাবু এই ব্যাপার দেখিয়া, একজন চাকরকে লোহার শিকল আনিতে আদেশ করিলেন। শিকল আনীত হইলে জহরলালকে উত্তমরূপে বন্ধন করা হইল।

হরিশ বাবু তখন আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায় বলুন দেখি?—থানায় খবর দিব কি?"

আমি বলিলাম, "এখনই থানায় লোক পাঠাইয়া দিন। বড় ভয়ানক ব্যাপার! লোকটা সামান্য নয়।"

হরিশ বাবু আমার কথা বোধ হয় ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি এ লোক আপনার চেনা?"

আমি বলিলাম, "এখন আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিছু পরেই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিবেন। আগে আমি আপনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

হ। কি বলুন?

আ। এই দরজার পার্শ্বে একটা ভাঙ্গা প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়া

আছে। ওটী কি? জিনিষটা এমন করিয়া ভাঙ্গা হইয়াছে যে, উহাকে আর কিছুতেই চেনা যায় না।"

হ। ইহাই বোধ হয়, সেই কালীমূর্ত্তি। হাঁ, ইহারই কথা আপনি বলিয়াছিলেন।

আ। প্রতিমাখানি আপনি কাল পাইয়াছেন?

হ। প্রতিমাখানি, বোধ হয়, কাল প্রাতেই পাইয়াছি।

আমি ইতিপূর্ব্বেই নফরের মুখে সে সংবাদ লইয়াছিলাম। প্রতিমাখানির অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, জহরলাল ঘরের অন্যান্য জিনিষ যে রকমে ভাঙ্গিয়াছে, পুতুলটীকে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক যত্ন করিয়া গুঁড়ান হইয়াছে। কেন এমন হইল? ঘরের আরও ভাল ভাল জিনিষ থাকিতে জহরলাল এই মাটীর পুতুলটাকে এমন করিয়া ভাঙ্গিল কেন? ঘরের চারিটী দেওয়ালে চারিটী এক রকমের ইংলিস-মেড-ঘড়ি ছিল। সেগুলিকে ও রকম করিয়া গুঁড়ায় নাই কেন? এই সকল প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উদয় হইল।

পরক্ষণেই জোড়াসাঁকোর সুধীন্দ্রবাবুর আসবাব ভাঙ্গার কথা মনে পড়িল। সেও জহরলালের কাজ। সেখানেও জহরলাল পুতুলটীকে গুঁড়াইয়াছে। ঘরের অপরাপর জিনিষগুলিকে কেবল আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। জহরলাল কি রকমের পাগল? লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বৈঠকখানায় জিনিষ-পত্র ভাঙ্গিবার তাৎপর্য্য কি? আর পুতুলগুলিকেই বা এ রকমে গুঁড়াইয়া ফেলিবার অর্থ কি?

নফরের দোকানে যে তিনটী পুতুল ছিল, তাহাদেরও এই দুর্দ্দশা। সেখানেও জহরলাল পুতুলগুলিকে গুঁড়াইয়াছিল। পুতুল

গুঁড়ানই জহরলালের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশেই সে সুধীন্দ্র ও হরিশবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। যখন জহরলালের উদ্দেশ্য স্থির রহিয়াছে, তখন সে পাগল কোথায়? জহরলাল নিশ্চয়ই পাগল নয়। তবে বোধ হয়, কোন ভয়ানক দুশ্চিন্তায় তাহাকে পাগলের মত করিয়া ফেলিয়াছে। নতুবা পাগলের উদ্দেশ্য ঠিক থাকে না। তাহাদের মনে যখন যাহা উদয় হয়, তাহাই করিয়া থাকে। পাগলের মনের ঠিক থাকে না। জহরলাল যখন মন ঠিক করিয়া কাজ করিতেছে, তখন সে কোন মতেই পাগল নহে।

তবে সে কেন এমন পাগলামি করে? এই প্রশ্ন আমার মনোমধ্যে উদয় হইল। ভাবিলাম, জহরলাল অনেক দিন ধরিয়া ঐ রকম প্রতিমা গড়িয়া আসিতেছে। কলিকাতার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বড়ীতেই জহরলালের প্রস্তুত কালীমূর্ত্তি আছে। জহরলাল সেগুলি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে না কেন? যদি নিজের হাতের প্রস্তুত পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তাহার এতই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে অন্যগুলি না ভাঙ্গিয়া নূতন প্রস্তুত পুতুল-গুলি ভাঙ্গিতেছে কেন?

কিছুক্ষণ এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া আমি হরিশবাবুকে বলিলাম, "জহরলাল এখনও অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইত্যবসরে একবার উহার কাপড়খানি ভাল করিয়া দেখা দরকার। পুলিস আসিতে না আসিতে সে কার্য্য করিলে ভাল হয়।"

হরিশবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বলুন দেখি? আমার বোধ হয়, লোকটা কিছুই লইতে পারে নাই।"

আ। একবার দেখা দরকার। যদি কোন দামী জিনিষ কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া থাকে, সহজেই বাহির করা যাইবে।

হ। তবে কি লোকটা চোর?

আ। সে কথা এখন বলিব না। পরে সমস্ত কথাই জানিতে পারিবেন। এতদিন উহাকে পাগলই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আমার সে ভ্রম গিয়াছে।

হ। লোকটার কাজ দেখিলে বোধ হয়, সে পাগল।

আ। আমিও আগে সেইরূপ মনে করিতাম, কিন্তু এখন আমার বোধ হয়, লোকটা পাগল নয়।

হ। কেন?

আ। পাগলের মনের ঠিক থাকে না। এ লোক একটা উদ্দেশ্য করিয়া এই সকল কার্য্য করিতেছে।

হ। লোকটা কে? ইহার বাড়ী কোথায়? আপনি যখন ইহাকে চেনেন, তখন ইহার নাম ধামও আপনার জানা আছে।

আ। হাঁ, আছে। লোকটার নাম জহরলাল, বাড়ী সিকদার পাড়া।

হ। জহরলাল তবে আরও দুই এক জায়গায় এ রকম কাণ্ড করিয়াছে?

আ। হাঁ, আরও দুই জায়গায় জহরলাল এইরূপ উৎপাত করিয়াছে। বড় ভয়ানক রহস্য হরিশবাবু! এখন আমায় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। শীঘ্রই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিবেন। এখন একবার জহরলালের কাপড় খুঁজিয়া দেখুন।

হরিশবাবু তখনই দুইজন লোককে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া জহরলালের কাপড় দেখা হইল, কিন্তু কোন জিনিষ পাওয়া গেল না।

এই সময়ে পুলিসের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইন্‌-

স্পেক্টার বাবু আমার পরিচিত ছিলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন, "আপনি প্রথমেই আসিয়াছেন দেখিতেছি। কিছু বুঝিতে পারিলেন কি? লোকটা কে?

আ। জহরলাল।

ই। আমিও তাই ভাবিয়াছিলাম।

ই। সে'বার আপনার অনুরোধেই সে মুক্তি পাইয়াছিল।

আ। হাঁ। জহরলালকে মুক্তি দিবার কারণ আছে।

ই। কি কারণ?

আ। সে কথা পরে জানিবেন। এখন লোকটাকে এখান হইতে লইয়া যান।

ই। জহরলাল কোথায়?

আ। ঐ যে, বৈঠকখানার ভিতরে পড়িয়া আছে। এতক্ষণ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখিতেছি, উহার জ্ঞান হইয়াছে।

ই। হঠাৎ অজ্ঞান হইল?

আ। হাঁ—আমাকে এখানে দেখিয়াই জহর হতচেতন হইয়া মেঝের উপর পড়িয়াছিল। আপনি উহাকে এখান হইতে লইয়া যান। কিন্তু বিশেষ সাবধানে থাকিবেন। নতুবা সুবিধা পাইলেই ও আবার পলায়ন করিবে।

ই। কিসে জানিলেন?

আ। উহার কার্য্য এখন শেষ হয় নাই। খুব সম্ভব, এবার আমার বাড়ীতে গিয়া উৎপাত করিবে।

ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, আপনার অপরাধ কি?"

আমি বলিলাম, "আমার ঘরে উহার হাতের প্রস্তুত একখানি

কালীমূর্ত্তি আছে। এবার সেইখানা ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিবে বলিয়া বোধ হয়।"

ই। শুনিয়াছি ও লোকটা ভাল ভাল পুতুল গড়িতে পারিত। ও কি নিজের হাতের প্রস্তুত পুতুলগুলি এই রকম করিয়া ভাঙ্গিয়া বেড়াইতেছে?

আ। হাঁ; কিন্তু সকলগুলি নয়।

ই। তবে কোনগুলি?

আ। পাগল হইবার ঠিক আগে যে পুতুলগুলি গড়িয়াছিল, ও এখন কেবল সেইগুলিই ভাঙ্গিয়া বেড়াইতেছে।

ই। আপনার বাড়ীতে উৎপাত করিবে কেন?

আ। আমিও যে উহার হাতের একখানি কালীমূর্ত্তি কিনিয়াছি।

ই। সর্ব্বশুদ্ধ কয়খানি মূর্ত্তি লোকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে?

আ। পাঁচখানি।

ই। পাগল হইবার আগে কয়খানি গড়িয়াছিল?

আ। ছয়খানি।

ই। তবে যেখানি ভাঙ্গিতে বাকি আছে, সেখানি আপনারই বাড়ীতে?

আ। হাঁ, সেইজন্যই সাবধান হইতে বলিতেছি।

ই। আমরা বিশেষ সাবধানে থাকিব, সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি কি আমাদের সঙ্গে থানায় যাইবেন না?

আ। না, আপনাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না বটে, কিন্তু আমিও শীঘ্রই থানায় যাইব।

ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় তখন জহরলালকে আবদ্ধ অবস্থায় এক-খানা গাড়ীর উপর তুলিলেন এবং আপনি ভিতরে বসিয়া পাহারাওয়ালাগুলিকে গাড়ীর চালে বসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ইন্‌স্পেক্টার বাবু জহরলালকে লইয়া যাইবার পর, আমি হরিশ বাবুকে বলিলাম "মহাশয়! কিছুদিন পূর্ব্বে নফরের দোকানে পূর্ব্ববঙ্গের এক জমীদার পুত্রকন্যা লইয়া পুতুল কিনিতে গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দোকানে থাকিবার পর জমীদার মহাশয়ের কন্যার গলার হারের একখানি ধুক্‌ধুকি হারাইয়া যায়। ধুক্‌ধুকি-খানি সোণার ছিল কিন্তু তাহাতে একখানি খুব দামী হীরা বসান ছিল। সম্ভবতঃ হীরাখানি ভাল করিয়া বসান ছিল না। অনেক অনুসন্ধানের পর ধুক্‌ধুকিখানি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু হীরাখানি পাওয়া গেল না।

জমীদার মহাশয় তখন থানায় খবর দিলেন। যথাসময়ে পুলিস আসিল। চারিদিক অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু হীরাখানি কোথাও পাওয়া গেল না। কাজেই নফর ও তাহার কারিগর-গুলিকে থানায় চালান দেওয়া হইল। সেখানে সকলের কাপড়-

চোপড় বেশ করিয়া খোঁজা হইল; কিন্তু হীরাখানি কাহারও নিকট হইতে বাহির হইল না।

অনেক অনুসন্ধানের পরও যখন হীরা পাওয়া গেল না, তখন লোকগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নফর ও তাহার আর আর কারিগর থানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আগেকার মত কাজ করিতে লাগিল, কেবল এই জহরলাল বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া একেবারে উন্মাদ হইয়া গেল।

হরিশবাবু আমার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ লোকটা কি নফরের কারিগর?"

আ। হাঁ।

হ। হঠাৎ পাগল হইবার কারণ কি?

আ। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, জহরলাল আর কখনও থানায় যায় নাই। ভয়ে ও লজ্জায় হয়ত সে পাগল হইয়া গিয়াছে,—লোকটা ভাবিয়া ভাবিয়া পাগলের মত হইয়া গিয়াছে। নতুবা সে একেবারে উন্মাদ পাগল হয় নাই।

হ। এমন কি দুশ্চিন্তা যে, তাহাতে একজন সুস্থ লোককে অতি সামান্য সময়ের মধ্যে পাগল করিয়া ফেলিল?

আ। সে কথা এখনও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। যদি প্রমাণ করিতে পারি, তবেই একথা জানিতে পারিবেন। এখন আপনি যদি থানায় যাইতে ইচ্ছা করেন, আমার সহিত আসিতে পারেন।

হ। আপনি কি এখনই থানায় যাইবেন?

আ। আগে একবার বাড়ী যাইব। সেখান হইতে আমার পুতুলটী লইয়া থানায় যাইব।

হ। পুতুল লইয়া যাইবার কারণ কি ?

আ। থানায় গিয়া সকলের সমক্ষে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব।

হ। কেন ?

আ। সে কথা এখন বলিব না। যদি আমার সঙ্গে যান, তাহা হইলে স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।

হরিশ বাবু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একখানি গাড়ী তৈয়ার করিতে হুকুম দিলেন। গাড়ী দরজায় আসিলে আমরা তাহাতে উঠিলাম।

আমার বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিলে, আমি গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতর গমন করিলাম, হরিশ বাবু গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিলেন।

পুতুলটী আমার শোবার ঘরে রাখিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, পাড়ার জন কতক লোক সেই প্রতিমাখানি দেখিতে আসিয়াছে। আমায় দেখিয়া সকলেই সরিয়া গেল। আমিও প্রতিমা লইয়া সেখান হইতে বাহির হইলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টার পর আমরা পুলিসে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ইন্‌স্পেক্টর বাবু জহরলালকে হাজত-ঘরে রাখিয়া আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, আজ রাত্রে আর আপনারা কষ্ট করিয়া এখানে আসিবেন না।"

আমি বলিলাম, "আমরা সাহেবের বাড়ী যাইতেছি। আপনার সহিত এখানে দেখা করিব বলিয়াছিলাম, সেইজন্তই এখানে আসিয়াছি, এখন চলিলাম।"

এই বলিয়া পুলিস হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে ইন্‌স্পেক্টার বাবু বলিলেন, "আমিও আপনাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি।"

আমি সম্মত হইলাম, এবং তিনিজনে সেই প্রতিমাখানি লইয়া সাহেবের নিকট গমন করিলাম। সাহেবের তখন আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি একটা প্রকাণ্ড দালানে একখানি আরাম-চৌকির উপর শুইয়া চুরুট সেবন করিতেছিলেন। সেই রাত্রে আমাদের তিনজনকে দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, পরে সহাস্যমুখে বসিতে বলিলেন।

আমি তাঁহার নিকট বসিয়া প্রথমে আমার সঙ্গী দুইজনের পরিচয় দিলাম, এবং তাঁহাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিলাম। পরে বলিলাম, "কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি পার্ব্বতীচরণ নামে পূর্ব্ববঙ্গের এক জমীদারের একখানি দামী হীরার সন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছি।"

সাহেব প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

আমি কালী প্রতিমাখানি দেখাইয়া উত্তর করিলাম, "ইহারই মধ্যে।"

সাহেব আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কই? বাহির কর দেখি?"

আমি তখন মনে মনে কালীমাতার নাম স্মরণ করিয়া প্রতিমাখানি চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। সেই চূর্ণগুলি একখানি শিলার উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে গুঁড়াইতে লাগিলাম। তখনই হীরা-

খানি বাহির হইয়া পড়িল। আমি তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, পাথরখানি দামী বটে। পার্ব্বতীচরণ যে দর বলিয়াছিল, আমার বিবেচনায় তদপেক্ষা অধিক।

দেখিয়া সাহেব, হরিশ বাবু ও ইন্স্পেক্টর বাবু স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ তাঁহাদের কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

কিছুক্ষণ পরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সূত্র ধরিয়া আপনি এ রহস্য ভেদ করিলেন ?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "সেই কথাবলিবার জন্যই এত রাত্রে আপনার নিকট আসিয়াছি। জহরলাল যে কি ভয়ানক লোক, তাহা আপনারা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। জহরলালই হীরাখানি কুড়াইয়া পাইয়াছিল। ধুকধুকিখানা যখন গলা হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়, তখন হীরাখানি খুলিয়া নিশ্চয়ই জহরলালের টুলের পায়ার নিকট গড়াইয়া গিয়াছিল। জহরলাল সকলের অলক্ষ্যে সেখানি কুড়াইয়া লইয়া, সে যে মাটী দিয়া পুতুল গড়িতেছিল, সেই মাটির ভিতর লুকাইয়া ফেলিল। সেই হীরা সমেত পুতুল গড়িয়াছিল।" সুতরাং দোকান-ঘর খুঁজিয়া তোলাপাড় করিলেও হীরা পাওয়া যায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমি এই প্রতিমাখানি কিনিয়াছিলাম। সেই জন্য ইহা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে বিশেষ কষ্ট করিতে হইল না।"

সাহেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া জানিলেন যে, জহরলাল এ কাজ করিয়াছে ?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "জহরলাল যেদিন প্রথম

থানা হইতে মুক্তি পায়, সেই দিন বাড়ীতে ফিরিয়াই পাগল হইয়া যায়। যখন তাহাকে দেখিতে যাই, তখন আমি কৌশলে হীরার কথা ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু হীরার নাম শুনিবামাত্র সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আমি প্রথমে তাহাকে পাগল মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম যে, সে তাহার প্রস্তুত শেষ ছয়খানি কালীমূর্ত্তি ভাঙ্গিবার জন্য এইরূপ পাগলামি করিয়া বেড়াইতেছে, তখনই আমার সন্দেহ হইল যে, সে নিশ্চয়ই হীরাখানি কুড়াইয়া পাইয়াছিল এবং এই পুতুলের মাটির সঙ্গে রাখিয়াছিল। সকল পুতুলই এক প্রকার, সুতরাং কোন্‌টি সেই হীরা সমেত মাটি দিয়া গঠিত, তাহা জানিতে না পারিয়া, একে একে সকলগুলিই ভাঙ্গিতে লাগিল।

সা। যেগুলি বিক্রয় হইয়াছিল, তাহাদের সন্ধান পাইলে কিরূপে?

আ। পাঁচখানি প্রতিমার বায়না দেওয়া ছিল। সকলেই অগ্রিম দাম দিয়াছিল। যে খাতায় সেই সকল লোকের নাম ধাম লেখা আছে, তাহা জহরলাল জানিত, এবং মধ্যে মধ্যে সেও উহাতে লিখিয়া থাকিত।

সা। কয়খানি প্রতিমা প্রস্তুত হইয়াছিল?

আ। ছয়খানি। তাহার মধ্যে পাঁচখানির মূল্য আগেই দেওয়া হইয়াছিল, অবশিষ্ট একখানি আমি কিনিয়া লইলাম।

সা। আপনার পুতুলের মধ্যেই যে হীরা আছে, তাহা কি করিয়া জানিলেন?

আ। যখন জহরলাল পাঁচখানি ভাঙ্গিয়া পায় নাই, তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম, ইহার মধ্যে আছে।

সা। অপরগুলিতে পায় নাই, আপনি কি রকমে জানিতে পারিলেন।

আ। যখন সে হরিশ বাবুর বাড়ীর পুতুলটি ভাঙ্গিতে আসে, তখন যে সে অপর চারিখানিতে পায় নাই, তাহা নিশ্চয়।

সা। ঠিক কথা। জহরলাল বড় চতুর লোক। পাগলের ভাণ করিয়া অনেকবার অব্যাহতি পাইয়াছে।

আ। পাগলের ভাণ বলা যায় না। কারণ সময়ে সময়ে সত্য সত্যই উহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। তখন ও কি করে, কি বলে, কিছুই জ্ঞান থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই সে ভাল থাকে। পাগলের মন ঠিক থাকে না, জহরলাল মন ঠিক করিয়া স্বহস্ত-নির্ম্মিত শেষ পুতুল ছয়টি ভাঙ্গিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি ও ছাড়া পায়, তাহা হইলে কোন না কোন দিন এই প্রতিমা ভাঙ্গিবার জন্য আমার বাড়ীতে যাইত। যদিও আমি নগদ মূল্য দিয়া কিনিয়াছি, সুতরাং আমার নাম ধাম কোনস্থানে লেখা নাই, তবুও জহরলাল কোন না কোন কৌশলে আমার সন্ধান বাহির করিত। দোকানের দুই একজন লোক ও নফর নিজে আমার নাম এখন বেশ জানে।

সাহেবের সহিত এই সকল কথাবার্ত্তা হইবার পর, আমরা সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এবারে জহরকে আর পরিত্রাণ দেওয়া হইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইল। ফলে প্রমাণ-প্রয়োগ গ্রহণ করিয়া ও আমার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া, এখন জহরলাল প্রকৃত পাগলে পরিণত হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত, উহাকে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন।

প্রায় ১৫ দিবস পরে ডাক্তার সাহেব উহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিলেন। সুতরাং জহরলাল পাগলা গারদে গমন করিল। পার্ব্বতী বাবু তাঁহার হীরা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। আমার কথাও শেষ হইল।

সমাপ্ত।

☞ বৈশাখ মাসের সংখ্যা
"মদের গেলাস"
বা
"অদ্ভুত হত্যা-রহস্য"
যন্ত্রস্থ।